CONTENTS

Thursday, the 4th September, 1997.

Subject matter. **Pages.**

Points of clearification raised by members and replies given by the Minister in this Context.

b) Statement made by Shri Samar Choudhury Minister-in-charge of the Home Dhpartment on the Caliing attention notice given of by Shri Madhab Ch. Saha and Shri Pannalal Chosh regarding killing of one C. P I. (M) worker and other injures by N, L. F. T in the Laxmipati Village under Udaipur Sub-Division on 3/3/97.

Points of clearification raised by members and replies gievn by the Minister.

c) Statement made by Shri Samar Choudhury, Minister-in-charge-of the Home Department on the Calling attention notice given of by Shri Amal Mallik regarding Non-provision of Government employment to the family of Parimal Sen of Shantirbazar who was Victim Political murder under declared policy by the Govt.

Points of clearification raised by members and replies given by the Minister.

d) Statement made by Shri Bimal Singha, Minister-in-charge of the urban Development Department on the Calling attention notice given of by Shri Samir Deb Sarkar and Shri Khagendra Jamatia regarding less Urban area development works under Agartala Municipal Council,

Points of clearification raised by members and replies given by the Minister.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Thursday the 4th September, 1997 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair, The Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker 14 Minister, and 35 Members.

ANNUNCEMENT BY THE CHAIR.

Mr. Speaker :— Hon'ble Members,

I like to inform the House that the Hon'ble Chief Minister has kindly authorised Sri Badyanath Majumder, Deputy Chief Minister, to perform the duties and discharge the functions relating to the business of the Departments allocated to him, on his absence during the current Assembly Session.

QUESTION OF THE PRIVILEGE RAISED BY MEMBER

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :—স্যার, আমার একটি নোটিশ ছিল। নোটিশের বিষয়বস্তু হচ্ছে :—

Notice regarding raising a question of Breach of privileges against the Chief Minister.

Sir,

I hereby give a notice of my intention to raise to-day a question of "Breach of Privileges and Contempt the House against Shri Dasharatha Deb, Chief Minister of Tripura for the reasons stated below :—

1. That of the 53 (fifty three) sittings from the 5th to 10th sessions of the 7th Assembly of Tripura the Hon'ble Chief Minister attended only 1 (one) sitting, i. e. on 12th October, 1995, the date of Election of the Speaker & the Deputy Speaker. It was unprecedented on the part of a Chief Minister to remain absent from the sittings of the House for such a long period though on the ground of his ill-health by authorising his deputy Chief Minister to perform his duties only in the House and not in other executive businesses.

2. That in parliamentary Democracy the council of Ministers is responsible to the House for the executions of the decisions of the House and as the Head of the council of Ministers the Chief Minister has a great responsibility and answerable to the House. But the Chief Minister of Tripura has been avoiding his responsibilities to the House by absenting himself from the House on the ground of his ill-health which is not tenable

Such action of the Chife Minister is, therefore, against the decorum and dignity of the House and is a clear case of breach or privileges and contempt of the House by the Chief Minister.

Therefore, I would request you to bring the matter to the notic of the Hon'ble Speaker to admit my notice for raising my question of breach of privileges and contempt of the House against the Hon'ble Chief Minister in to-day's business.

মিঃ স্পীকার ঃ-- ঠিক আছে। মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন। আমি কাগজ-পত্র পড়ে দেখেছি, চীফ্ মিনিষ্টার প্রিভিলেজে পড়েন না। তিনি অথরাইজড করেছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ-- কেন পড়বেন না ? এটা রাজ্যের অপমান। উনি এই হাউস থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা পাশ করিয়ে নেবেন অথচ হাউসে আসবেন না তাতো হতে পারে না। আমরা বিরোধীরা কিসের জন্য এখানে আসি ? আমরা আলোচনা করব, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চাইব সেটাইত নিয়ম। অথচ মুখ্যমন্ত্রী এখানে আসবেন না। উনি সমস্ত জায়গায় যাচ্ছেন, কিন্তু হাউসে আসার সময় উনি অসুস্থ। এটাতো ত্রিপুরা রাজ্যের ২৯ লক্ষ মানুষের অপমান। এভাবে চলতে পারে না।

মিঃ স্পীকারঃ—সি এম তো দায়িত্ব দিয়েছেন। আপনারা বলুন, ডেপুটি সি, এম আপনাদের সব উত্তর দেবেন।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (আগরতলা) ঃ-- উনি টাকা লুট করে নিয়ে যাবেন। উনি হাউসে আসবেন না তাতো হতে পারে না।

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যগণ, বিধানসভার [illegible] পরিচালনার জন্য উনি অথরাইজ করে দিয়েছেন।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসকে অবমাননা করছেন। আপান ন্যায় দণ্ডের মালিক। এটা ন্যায় ভাবে দেখুন।

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ডেপুটি সি এম সব বিষয় দেখবেন।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা):— আজকে এখানেএই ট্র-ডে দেখুন, দেখুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর

কি ছবি ওরা ছেপেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন অক্ষম মুখ্যমন্ত্রী। এর থেকে ত্রিপুরার আর লজ্জার কি হতে পারে ?

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানে এই অথর্ব মুখ্যমন্ত্রী দিনের পর দিন বছরের পর বছর হাউসে অনুপস্থিত থাকছেন। উনি সারা ভারতবর্ষে পরিচিত হয়ে গেছেন। এখানে ইণ্ডিয়া টুডে তে বলা হয়েছে—The Chief Minister's Assembly attendance is just seven out of a total of 80 days through four years. এই রকম মুখ্যমন্ত্রী সারা ভারতবর্ষে নজীর নেই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) : - স্যার, আজকের বিজনেস চলুক।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজকে জানে এই মুখ্যমন্ত্রী অথর্ব হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা উনার পেছনে খরচ হয়ে যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকারঃ প্রশ্নোত্তর পর্ব চলুক। এই ব্যাপারে যদি আরও বিশদ জানতে চান তাহলে আগামী ৮ তারিখে আপনাদেরকে জানাব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :- -স্যার একটা জিনিষ উই উইল বী গাইডেড বাই দ্য রুলস। এখানে যদি কোন কমপ্লেইন এগেইনষ্ট এ মেম্বার হয়, আপনি ঠিক আছে, ঠিক আছে বলেন। এই তো রুলিং পেলাম আপনার কাছ থেকে। হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিউর ? প্রসিডিউর হলো If the complaint is against a member and the matter is brought before the House, the said member shall be given a notice if he has not already been heard by the Speaker under the second provision to rule 173. কাজেই ১৭৩ রুল অনুযায়ী যদি কোন মেম্বার এগেইনষ্টে প্রিভিলেজ মোশান আনা হয় এ্যাণ্ড ইফ ইট ইজ ব্রট ইন দ্য হাউস এ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ এলাউড দ্য অনারেবাল মেম্বার টু ব্রিং ইট ইন দ্য হাউস। ইউ হ্যাড নো আদার অলটারনেটিভ ওয়ে বাট টু ইস্যু এ নোটিশ টু দ্যাট পারটিকুলার মেম্বার আণ্ডার সেকশান ১৭৩।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, দ্যাট হ্যাজ নট বীন ব্রট ইন দ্য হাউস বাই ইউ। সো ইট ইজ নট এ কোয়েশ্চান টু ডিসকাস হিয়ার এনিথিং।

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার ঃ—এটাতো নোটিশ না। আপনি একটা কাগজ পড়ছেন। এটা কি নোটিশ হলো ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **ঃ**—ইট হ্যাজ নট বীন ব্রট ইন দ্যা হাউস। হি ইজ ডেলিবারিং হিজ স্পীচ্ ইন দ্যা হাউস।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ ঃ— স্যার, ইট হ্যাজ অলরেডি বীন ব্রট। ইউ ক্যান নট বাই পাস দ্যা রুল। স্যার, আপনি যদি রুল বাই পাস করেন তা হলে আমরা বেড়িয়ে যাব। আপনি স্পীকার, আপনাকে ওঁরা খেলাচ্ছেন, আর আপনি খেলছেন,। ইউ আর গাইডেড বাই দ্যা রুলস।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনারা নোটিশ দিন। নোটিশ দিলে আমি দেখব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—**স্যার, আপনি অলরেডি রুলিং দিয়েছেন এখন বিজনেস চলুক।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিবেন। শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ ঃ— কিসের কর্মসূচী ?

মিঃ স্পীকার ঃ— কোয়েশ্চান আওয়ার চলতে দিন। তদুপরি আমি বলেছি যদি কিছু হয় আমি ৮ তারিখে আপনাদের জানাব। এটাতো আর চলে যাচ্ছে না।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (বনমালীপুর) **ঃ—** স্যার, ইম্পরটেন্সীর দিক থেকে আপনি রেফারেন্সের সময় দিতে পারেন। এ্যাকচুয়েলী এবার স্বুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা চাই এই এসেমব্লীতে সভার রেসপনসিবিলিটি ঠিক মত ডিসচার্জ হোক এবং মাননীয় স্পীকার থেকে শুরু করে অনারেবল মেম্বারগণ প্রত্যেকেই যাতে তাঁদের সুযোগটা পায়। দি ওয়ে দিস কোয়েশ্চান ইজ রেইসড ডিটারমিড বাই দ্যা স্পীকার সো দ্যাট টুডে দিস ডিসকাশান মে বী হেল্ড।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম'ণ ঃ— স্যার, সেক্রেটারী মহাশয় আপনাকে অনেককিছু দেখিয়েছেন এগুলি পড়ে শোনালে ভাল হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার,

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি আপনারা বসুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম´ণ :— এটা কি হলো স্যার, এটা আগে ক্লিয়ার হোক।

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ আণ্ডার মাই কনসিডারেশ্যান।

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ঠিক আছে। আপনি আজকে অন্ততঃ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম´ণ :— আণ্ডার হোয়াট রুলস্? ইট ইজ আণ্ডার ইউর কনসিডারেশ্যান।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যাব, আমার পয়েণ্টটা হচ্ছে।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম´ণ :— স্যার, উনি আপনাকে এখন গাইড দিচ্ছেন। রাজ্যটাকে শেষ করেছেন, পুলিশ প্রশাসনকে শেষ করেছেন। এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনাকে গাইড করছেন। এস, পি-ডি, জি তাদের মাথা খেয়েছেন, এখন আপনাকে ধরেছেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি তো বলেছি এটা দেখব।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম´ণ :— কি বলেছেন স্যার, বুঝতে পারেনি।

মিঃ স্পীকার :— ১৭৫-এ বলা হয়েছে If the Speaker is satisfies that there is a Prima-facie case that a breach of privilege has been committed and that the matter is being raised at the earliest opportunity he may allow the member to raise the matter as a question of privilege.

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম´ণ :— স্যার, উয়িলিংলি হোক আর আন-উয়িলিংলি হোক এটা আপনি হাউসে অলরেডি এলাউ করেছেন। টেপ বাজিয়ে শুনুন আপনি এলাউ করেছেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ছুটি নেওয়ার প্রভিশ্যান আছে।

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার :— ~~স্যার~~ আমি তো বলেছি এটা দেখব।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— স্যার, আপনি রুলিং দিন।

মিঃ স্পীকার :— এটা দেখে তো দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে হয় না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম´ণ :— কোন্ সময়?

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ আণ্ডার মাই কনসিডারেশ্যান। আই উয়িল সি দি মেটার।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম´ন :— দেয়ার ইজ নো স্কোপ স্যার। ইউ হ্যাভ কনসিডারড এ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ এলাউড্ হিমটু ব্রিং ইন দি হাউস। সো দেয়ার ইজ নো ফারদার স্কোপ।

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার :— নো, নো। মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ। মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম'ণ :— স্যার, আপনি রুলিং দিন ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২ ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২ ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—রেফারেন্স পিরিয়ডে বলবেন কিনা স্যার ?

মিঃ স্পীকার :— আমি তো বলেছি দেখব ।

(গণ্ডগোল)

(বিরোধীরা একযোগে সভাকক্ষ থেকে ওয়াক্-আউট করেন)

শ্রীসমর চৌধুরী :— (মন্ত্রী) - স্যার, এই হচ্ছে স্বাধীনতার স্বর্ণ জয়ন্তী ওরা পালন করছে । ৫০ বৎসরে তাদের এই চরিত্র হয়েছে ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ১১

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ১১

প্রশ্ন

১ । ইহা কি সত্য রাজ্যের ফাড়ি থানা ও থানাগুলিতে প্রয়োজনীয় গাড়ী নাই ?

২ । সত্য হইলে যে সমস্ত থানা বা ফাড়ি থানাতে প্রয়োজনীয় গাড়ী নাই সেই সমস্ত থানা ও থানাগুলিতে কবে নাগাদ গাড়ী দেওয়া হবে ।

উত্তর

১ । সাধারণভাবে প্রত্যেক থানাতেই গাড়ী আছে । তবে প্রয়োজন ভিত্তিক সংখ্যায় কোথাও কোথাও ঘাটতি থাকতে পারে । সকল আউট পোস্টে গাড়ী নেই । কয়েকটিতে গাড়ীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে ।

২ । যত দ্রুত অর্থ সংকুলান করা যাবে তত দ্রুত গাড়ীও মোতায়েন করা যাবে ।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, বিরোধীরা যে এই ধরনের ব্যবহার করছে সে সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য ? এটা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা ।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— একজন মহিলা কর্মীর উপর অ্যাটাক্ করেছে, চেয়ার ফেলে দিয়েছে ! এই ব্যাপারে আপনার রুলিং চাই । এটা চলতে দেওয়া হবে কিনা ? ইট ইজ নট পসিবল ।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— একজন মহিলা কর্মচারীর উপর টেবিল ফেলেছে। এই ব্যাপারে আপনার বক্তব্য জানতে চাই। এটা মস্তানী করার জায়গা নয়, এটা গুণ্ডামী করার জায়গা নয়। এই ব্যাপারে আপনার রুলিং জানতে চাই। সবার বাড়ীতে মা-বোন আছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোন্ কোন্ থানায়, ফাঁড়ি থানাতে গাড়ী নেই নামগুলি বলে দেবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি সাধারণভাবে সব থানাতেই গাড়ী আছে, একমাত্র রইস্যাবাড়ী থানাতে গাড়ী ছিল, গাড়ীটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে এটাকে আবার নতুন করে দিতে হবে। আর বাকী সমস্ত থানাতেই গাড়ী আছে। আউটপোষ্টের ক্ষেত্রে সব মিলিয়ে বিভিন্ন জি, এ, আর যেখানে পোষ্টিং হয় এই সমস্ত টি, ও, পি আর থানার যে আউট পোষ্ট এটা সবশুদ্ধ মিলিয়ে হচ্ছে ৩৩টি এইরকম ধরণের আউট পোষ্ট আছে। সেই ৩৩টির মধ্যে ১২টি আউট পোষ্টে কদমতলা, কুমারঘাট, বিশ্রামগঞ্জ, রামনগর, বটতলা, জি, বি, রাণীরবাজার, মান্দাই, চম্পকনগর, কাকড়াবন, ধর্ম্মমুখ এবং মনপাথার এই সমস্ত আউটপোষ্টে গাড়ী আছে। আর যে ২১টা আউটপোষ্টে গাড়ী নেই সেগুলি হল ইরানী, আনন্দবাজার, এ, ডি, নগর, অভয়নগর, কুঞ্জবন, গোলবাজার, আড়ালিয়া, এস, আর, ঘাট, সুভাষ পার্ক, লেফুংগা, সুন্দরীটিলা, লেম্বুছড়া, সিপাহীজলা, নেপালটিলা, তৈনানী, পিত্রা, যতনবাড়ী, শ্রীরামপুর, রাঙ্গামুড়া, মনুবংকুল ও শিলাছড়ি।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ১৯৯৬ইং সনে কচুছড়াতে পি, এস ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। এখন ওখানে কয়টা গাড়ী আছে এবং এই থানার অবস্থা কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : কচুছড়া এখনও কনষ্ট্রাকশানের পথে, এখনও পুলিশ ষ্টেশন চালু করা হয়নি। ঘোষণা দেওয়া আর চালু করা এক নয়। চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় সেখানে অতিরিক্ত পুলিশের দরকার, তাদের ট্রেনিং কেবলমাত্র শেষ হয়েছে। এটা খুব শীঘ্র চালু হবে। এবং চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গাড়ী যাবে। সেখানে গাড়ী আছে, টি, এস, আর, ওখানে পোষ্টিং আছে এবং টি, এস, আরের গাড়ীও আছে। এর আগে সি, আর, পি, এফ ছিল এবং সি, আর, পি, এফের গাড়ীও ছিল।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) : স্যার, যদিও প্রশ্নটা হয়তো এটার সঙ্গে রিলেটেড নয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলতে পারেন। তবু আমি বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং জনগণের স্বার্থে

বলছি, রাজ্যে আরও কয়েকটি নতুন থানা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং তার মধ্যে খোয়াই চাম্পাহাওড়ে একটা থানা হবে। তা বর্তমানে সেই কাজগুলি কি অবস্থায় আছে এবং দ্রুত এই থানাগুলিকে চালু করার জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটার তো একটা সেপারেট প্রশ্ন আছে। এখন এটা একটু বলব আবার তখন আর একটু বলব, নানা রকম করে। কারণ আরও কতগুলি থানা আছে যেগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন এটার সঙ্গে যুক্ত আছে। আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি সেই সময় একবারে জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক (অনুপস্থিত)। মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৮.

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৮.

প্রশ্ন

১) জনগণের সুবিধার্থে সোনামুড়া সাবডিভিসনে ও অন্যান্য কয়েকটি সাবডিভিসনের ন্যায় অ্যাডিশন্যাল্ ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশন্ জর্জ কোর্ট খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;
২) যদি থাকে, তবে কবে নাগাদ খোলা হতে পারে, (৩) আর যদি না থাকে, তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্ট থেকে কোনরূপ অনুমোদন না পাওয়ার জন্য সোনামুড়া সাব-ডিভিসনে বর্তমানে অ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেশনস্ জর্জ-এর কোর্ট স্থাপনের কোন পরিকল্পনা নেই।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২নং প্রশ্ন উঠে না।

৩) ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ৩নং প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রশাসনকে যেমন গণমুখী করা হচ্ছে তেমনি বিচার ব্যবস্থাকেও গণমুখী করা হচ্ছে এটা আমরা জানি। তবে আমার যেটা সাপ্লিমেণ্টারী সেটা হচ্ছে, মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্টে কতদিন পূর্বে অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এবং বর্তমানে আবার চাওয়া হবে কি না ? হলে কত দিনের মধ্যে আমরা এটা আশা করতে পারি যে, অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রপোজাল যাবে। কারণ এই সোনামুড়া সাব-ডিভিশনের লোক যারা এই সেশন ট্রাইবেল কেসে জড়িত তাদেরকে পশ্চিম ত্রিপুরাতে মানে

হেড কোয়াটার আগরতলায় আসতে হয়, যেটা নাকি খুবই ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই যে, অনারেবল হাইকোর্টে পুনরায় এই ব্যাপারে অনুমোদনের জন্য লেখা হবে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে কিছু লেখা হয়নি। তবে সোনামুড়া বার এসোসিয়েশান থেকে ৯-১১-৮৮ তারিখে এক প্রস্তাবমূলে উপরোক্ত বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্টে আবেদন জানানো সত্বেও হাইকোর্ট থেকে উক্ত কোর্ট স্থাপনের কোন অনুমোদন পাওয়া যায় নি। তারপরে আবার বিগত ১৯.৭.১৯৯৬ইং তারিখে উপরোক্ত বার এসোসিয়েশান পুনরায় এই মর্মে আবেদন পেশ করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ব্যাপারে হাইকোর্ট থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এই সেশন্স জজকোর্ট করা হয় ওখানে কত কেইস পেণ্ডিং আছে এটার উপর নির্ভর করে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা কি অবস্থায় আছে এটার উপর নির্ভর করেই তারা অনুমোদন দিয়ে থাকেন। এখনও আমরা অনুমোদন পাইনি।

শ্রীসহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, বার এসোসিয়েশন থেকে এবার প্রপোজ্যাল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার থেকে যদি কোন প্রপোজ্যাল না যায়--আই ডোণ্ট নো--এইটা অনুমোদন দেবেন না, কাজেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রপোজ্যাল পাঠানো হবে কি না ? কারণ এখানে সেটা খোলার উপযুক্ত অবস্থা রয়েছে। সেদিক থেকে কোন রকম ঘাটতি নেই। কাজেই আমি অনুরোধ করছি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গৌহাটী হাইকোর্টে সে ধরনের প্রপোজ্যাল পাঠানো হবে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন্ জায়গায় কি ধরনের অবস্থায় রয়েছে সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই, অমরপুরে এই ধরনের কোর্ট আছে। কিন্তু কমলপুরে সেটা নেই। এখন গণ্ডাছড়ায় যেটা করা হয়েছে সে ধরনের কোন কোর্ট কমলপুরে চালু করার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা ডিস্ট্রিকট অ্যাণ্ড সেশন জাজ-এর ব্যাপার। কাজেই এটা ছাড়া অন্য ব্যাপারে প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—(অনুপস্থিত)
মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ চৌধুরী--(অনুপস্থিত)
মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৫৪।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৫৪।

প্রশ্ন নং- (১) ঃ— রাজ্যে বর্তমানে পাট চাষীর সংখ্যা কত ?

উত্তর ঃ- রাজ্যে বর্তমানে মোট চাষীর সংখ্যা মোট ৩৫,৭১৩ জন।

প্রশ্ন নং (২) ঃ— পাট চাষীদের পাট সরকার ন্যায্যমূল্যে খরিদ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর ঃ- রাজ্যের পাট চাষীদের পাট বিগত বৎসরের ন্যায় ল্যাম্পস্‌ ও প্যাক্‌সের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সহায়ক মূল্যে (বানিজ্যিক মূল্যে) ক্রয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন নং (৩) ঃ— ইহা কি সত্য যে খোয়াই এবং কল্যাণপুরে জে, সি আই, পাট কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ?

উত্তর ঃ—হাঁ সত্য, হয়েছে। খোয়াই এবং কল্যাণপুরেই নয় সারা রাজ্যেই বিগত তিন বছর যাবৎ জে, সি, আই, কোন পাট ক্রয় করছে না।

প্রশ্ন নং- (৪) ঃ—সত্য হইলে তার কারণ কি ?

উত্তর ঃ— পাটের বাজার দাম সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সহায়ক মূল্যের উর্দ্ধে থাকায় জে, সি, আই, কোন পাট ক্রয় করছে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ল্যাম্পস্‌ এবং প্যাক্সের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সহায়ক মূল্যে পাট ক্রয় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা এখন পর্যন্ত খোয়াই এবং কল্যাণপুরে পাট চাষীদের নিকট থেকে সুতী পাট কেনার কোন কোন ল্যাম্পস্‌ বা প্যাক্স নামে নেই। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট জানতে চাই যে কোন্‌ কোন্‌ ল্যাম্পস্‌ এবং প্যাক্স-এর মাধ্যমে এবং কত টাকা রেটে সেই পাট ক্রয় করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মার্কেটিং-অ্যাপেক্স, মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি এটা ক্রয় করছে এবং সারা রাজ্যে তারাই ল্যাম্পস্‌ এবং প্যাক্স এর মাধ্যমে সে পাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কোন্‌ কোন্‌ ল্যাম্পস্‌ এবং প্যাক্সের মাধ্যমে এবং কত রেটে পাট চাষীদের নিকট থেকে পাট ক্রয় করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন আমি সেটা জানতে চেয়েছিলাম। আমরা দেখেছি খোয়াই কল্যাণপুরে এখনো পর্যান্ত কোন ল্যাম্পস্‌ বা প্যাক্স এই পাট ক্রয় করার জন্য বাজারে নামেনি। কাজেই এই পাট ক্রয় করার জন্য সরকার অতি সত্বর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি না ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু জে, সি, আই,-এর একটা নেট-ওয়ার্ক ছিল এখানে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আটটি সেন্টারের মাধ্যমে তারা পাট পার্চেজ করতো। সেগুলি হচ্ছে—আগরতলা, উদয়পুর, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, কল্যাণপুর, বিশ্রামগঞ্জ, রাণীরবাজার, এবং সিধাই মোহনপুর।

যেহেতু আমি আগেই বলেছি যে, বাজারে বর্তমানে সহায়ক মূল্যের চাইতে পাটের দাম অনেক বেশী। জে, সি, আই, বাজারে পাটের দাম সহায়ক মূল্যের চেয়ে বেশী হলে পাট ক্রয় করে না, সহায়ক মূল্যের নীচে দাম হলে তারা ক্রয় করে তাদের বিভিন্ন সংস্থাগুলির মাধ্যমে। সহায়ক মূল্য এবং বাজার মূল্যের সঙ্গে ফারাক রয়েছে। দেখা গিয়েছে ১৯৯৬-৯৭ইং বর্ষে প্রতি কুইন্টাল তুষা পাটের মূল্য ছিল ৪৭৯ টাকা এবং সেটাই ১৯৯৭-৯৮ ইং বর্ষে হয়েছে ৫৪১ টাকা। আবার দেখা গিয়েছে ১৯৯৬-৯৭ইং বর্ষে তুষা পাটের বাজার মূল্য ছিল ৮৫৯ টাকা সুতরাং এখানে একটি বিরাট ব্যবধান রয়েছে। এই ভাবেই সহায়ক মুল্যের সঙ্গে বাজার মুল্যের বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হচ্ছে। জে, সি, আই রাজ্যে তাদের কাজ-কর্ম প্রায় বন্ধ করে দেয়। গত মাসেই আমরা জুট কমিশনার লেভেলে আলোচনা করেছি। এবছরের ট্রেণ্ড যা দেখা যাচ্ছে তাতে পাটের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে। সমগ্র দেশেই এই চিত্র। আমরা জে, সি, আইকে বলেছি পাটের এই মূল্য হ্রাসের ট্রেণ্ড যদি আমাদের রাজ্যেও পড়ে তাহলে রাজ্যের পাট চাষী ভাইরা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কাজেই তারা যেন রাজ্যের পাট চাষীদের উৎপাদিত পাট কেনার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নেয়। কিন্তু এতসব বলার পরও জে, সি, আই সেই পথে এগোল না ফলে আমরা বাধ্য হয়ে রাজ্যের সমস্ত এজেন্সিগুলিকে পাট কেনার জন্য সক্রিয় হতে অনুরোধ করেছি। ল্যাম্পস-প্যাকস্ পাট কিনে এপেকস্ মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির সেই পাট রাজ্যের একমাত্র জুটমিলটিকে সরবরাহ করছে। তবে তারপরও যদি দেখা যায় বা কোন অভিযোগ থাকে যে জে, সি, আই-এর অনুপস্থিতিতে ল্যাম্পস্ এণ্ড প্যাকস্ বা রাজ্যের কোন এজেন্সি পাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম করেছে বা পাট ক্রয় করেনি সেটা অবশ্যই আমরা তদন্ত করে দেখব। তারা যেন পাট কিনে সেই অনুরোধ আমরা তাদেরকে অবশ্যই করব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পাট ক্রয়ের বিষয়টা নিয়ে রাজ্যে একটা বিরাট সংকট চলছে। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র জুট মিলটির উৎপাদিত চটের গুণগত মান বহিঃরাজ্যে প্রশংসিত হচ্ছে এবং চাহিদাও বেশ ভালই বলা চলে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাজ্যের পাট চাষীদের উৎপাদিত পাট কিনতে জে, সি, আই আগ্রহ একেবারেই দেখাচ্ছে না। এটা দুঃখজনক। কাজেই আমি মনে করি বিষয়টি নিয়ে এক্ষুনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা উচিৎ যাতে করে জে, সি, আই রাজ্যের উৎপাদিত পাট ক্রয় করে।

আমার দ্বিতীয় **প্রশ্নটি হচ্ছে,** আগামীদিনে রাজ্যসরকার এজেন্সিগুলির মাধ্যমে কত পরিমাণ পাট রাজ্য থেকে ক্রয় করাবেন সেটা ধার্য্য হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য উনার সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চন প্রথম অংশে যেটা বলেছেন তার উত্তর আমি আগেই দিয়েছি। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার শিল্প দপ্তরের মাধ্যমে জে, সি আইকে নিয়ে এই উদ্যোগ শুরু করেছেন। জে, সি, আই যাতে এই বছর থেকেই তাদের কার্য্যকারিতা শুরু করে দেন সেটাই ওদের বলা হয়েছে। জে, সি, আইয়ের তরফ থেকেও আমরা এবার একটা পজেটিভ রেসপন্স পেয়েছি। আমি এখানে পরিষ্কার করতে চাই যে, ল্যাম্পস, প্যাকস্ বা এ্যাপেক্স পাট ক্রয় করছে সেটাও বাজার দরে ক্রয় **করছে, সহায়ক মূল্যে নয়। সহায়ক মূল্য অনেক কম** আছে। কিন্তু বাজার দরে যে দাম আছে সেই দামে আমরা ক্রয় করছি ল্যাম্পস, প্যাক্স এবং এ্যাপেক্সের মধ্য দিয়ে।
দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, রাজ্যে ১৯৯৬-৯৭ইং বৎসরে পাট এবং মেস্তা চাষের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৭ হাজার ৩১০ হেক্টর এবং ৩৬ হাজার বেল। এক বেল সমান ১৮০ কেজি, এটা উৎপাদন। এখন সরকারী ক্ষেত্রে পাটের প্রয়োগ করছে একমাত্র জুটমিল যেখানে বাৎসরিক আমাদের রিকয়ারমেন্ট হচ্ছে ৩ হাজার মেঃ টন।

শ্রীঅমল মল্লিক :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ল্যাম্পস এণ্ড প্যাক্সের মাধ্যমে এ্যাপেক্স মাল নিচ্ছে। সরকার সহায়ক মূল্য নির্দ্ধারণ করে দিয়েছে, সরকার বেঁধে দিয়েছে কোন্ দামে কিনতে হবে। সেই জায়গায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেই বলেছেন যে, সরকারের নীতি অনুযায়ী যে দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেই নীতি মানা হয়নি। বাজার দরে বেশী দামে কেনা হচ্ছে। তাই সরকার বেশী দামটা কিভাবে দিচ্ছেন ? এখন বাজার দর কোথাও দেখা যাবে ৪০ টাকা, কোথাও থাকবে ৫০ টাকা, কোথাও থাকবে ১০০ টাকা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দাম।
তাই বিভিন্ন জায়গায় এগুলি অবৈধভাবে ক্রয় করার জন্য এইভাবে ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলিকে অধিকার দেওয়া হয়েছে কি না ? এবং এই জায়গায় মাননীয় সদস্য যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বার বার বলেছেন যে ল্যাম্পস, প্যাক্সকে দেওয়া হচ্ছে আর মাননীয় সদস্য বলছেন যে মাল কেনা হচ্ছে না। তাহলে কি ল্যাম্পস, প্যাক্সগুলির মধ্যে কোন চক্র গড়ে উঠেছে কি না যে, বাজার থেকে ডাউন করে দিয়ে সাধারণ কৃষকদের থেকে সেই মালগুলি ফড়িয়ারা কিনে নিয়ে পরে আবার অন্য পথে ল্যাম্পস, প্যাক্সে আনার চেষ্টা চক্রান্ত চলছে ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই প্রশ্নটা ল্যাম্পস, প্যাক্স এবং এপেক্সের। তাদের যে পদ্ধতি, তারা পাট ক্রয় করছে। এটা কো-অপারেটিভ দপ্তর আরও বিস্তারিতভাবে বলতে

পারবেন। কিন্তু আমরা যে ব্যবস্থা করেছি সে পদ্ধতিটা এখন চালু আছে। সেটাতে আমরা বিশ্বাস করি না। এই ল্যাম্পসগুলি নির্বাচিত সংস্থা। কাজেই সেখানে কোন রেকেট ডেভেলাপ করছে আমরা বিশ্বাস করি না। আমি আগেই বলেছি যে, যদি কোন ল্যাম্পস থেকে এপেক্স ক্রয় না করে তাহলে সেটা আমরা কো-অপারেটিভ দপ্তরের নোটিশে নেব তারা যেন দেখেন। আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, যদি দুই পয়সা বেশী পাট চাষীরা পায় তাতে সরকারের কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু সেখানে কোন মিডেল ম্যান আছে কিনা সেটা নিশ্চয় দেখার দায়িত্ব আছে। সেটা কো-অপারেটিভ দপ্তরকে আমরা বলব তারা যেন দেখেন।

মিঃ স্পীকার :– মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫৯।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫৯।

১। এ বছরে প্ল্যান্টেশন প্রকল্পের মাধ্যমে কলা, সুপারী, নারিকেল চাষের জন্য চারা দেবার লক্ষ্যমাত্রা জেলা ভিত্তিক কত ছিল, এবং পঞ্চায়েত সমিতি ভিত্তিক কত টারগেট ছিল ?

২। কলার চারা সরবরাহকারীর কি কৃষি দপ্তর না বাহিরের কোন সংস্থা ?

৩। সরবরাহ সম্পন্ন করার জন্য সরবরাহকারীদের কোন সময়সীমা বেধে দেওয়া ছিল কি না ?

উত্তর

১। এ বছর প্ল্যান্টেশন প্রকল্পের মাধ্যমে কলা, সুপারী, নারিকেল চাষের জন্য চারা দেবার লক্ষ্যমাত্রা জেলা ভিত্তিক এইরূপ :—

ফলের চারা	উত্তর জেলা	ধলাই জেলা	দক্ষিণ জেলা	পশ্চিম জেলা
কলার চারা	৪৮০০	৪৮০০	৮০০০	৯৬০০
সুপারীর চারা	২৪০০	৫২০০	৪৮০০	৭৬০০
নারিকেলের চারা	৪৪০০	৩৮০০	৬৯০০	৬৯০০

উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর পঞ্চায়েত ভিত্তিক কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্দ্ধারণ করেন না।.

২। হর্টিকালচার দপ্তর হইতে কলার চারা সরবরাহ করা হয় নাই।

৩। হর্টিকালচার দপ্তর কোন চারা কোন সরবরাহকারী হইতে ক্রয় করে নাই। অতএব সময়সীমা বেধে দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— মিঃ স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেণ্টারী, এখানে বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন

চারার যে তথ্য জানানো হল এতে বিভিন্ন জেলার মোট কত হেক্টর জমি এই প্ল্যান্টেশনের আওতায় এসেছে? হর্টিকালচার দপ্তর থেকে যদি চারা না দেওয়া হয় তাহলে কোন দপ্তর থেকে এই প্ল্যান্টেশনের চারা আনা হয়েছিল এবং তখন তাদের তরফ থেকে কোন সময়সীমা ধার্য্য হয়েছে কিনা?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা হচ্ছে আর, ডি দপ্তরের। আর, ডি, দপ্তর থেকে এই কাজটা করা হচ্ছে। আমার যতটুকু জানা আছে সেটা হচ্ছে শুধু কলা গাছের চারাটা বাইরে থেকে সরবরাহকারীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে টেণ্ডার-এর মাধ্যমে। সুপারী ও নারিকেলের চারাটা হর্টিকালচার দপ্তর থেকে দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উমেশচন্দ্র নাথ মহোদয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার-এড্‌মিটেড্ কোশ্চেন নাম্বার-৭

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ কোশ্চেন নাম্বার-৭

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, চুড়াইবাড়ী পুলিশ স্টেশান কদমতলা ফাঁড়ি থানায় প্রতিমাসে কেসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে অনেকগুণ বেশী?

২। যদি সত্য হয় তাহলে কদমতলা ফাঁড়ি থানাকে পুলিশ স্টেশান হিসাবে উন্নীত করা হবে কি না?

উত্তর

১। ইহা সঠিক নহে।

২। বর্ত্তমানে এরকম কোন বিবেচনার প্রশ্ন আসে না।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি প্রতি মাসে গড়ে কয়টি করে মামলা কদমতলা ও. পি এবং চুড়াইবাড়ী থানায় নথিভুক্ত হচ্ছে?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত জানুয়ারী মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে চুড়াইবাড়ী থানায় মোট কেসের সংখ্যা ছিল-৪৩টি এবং কদমতলা ফাঁড়ি থানার কেসের সংখ্যা ছিল-৪৮টি।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, যদি কদমতলা পুলিশ ফাঁড়িতে মামলার সংখ্যা চুড়াইবাড়ী থেকে বেশী হয় তাহলে কদমতলায় পৃথক একটি থানা করতে আপত্তিটা কোথায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— চুড়াইবাড়ী থানার অন্তর্গত কদমতলা আউট পোষ্ট এমনভাবে কাজ করছে যে সেখানে আলাদা থানা করার প্রয়োজনীয়তা আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার-৪১।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার-৪১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে আইন শৃংখলা রক্ষা এবং বৈরী মোকাবিলা করতে গিয়ে কর্তব্যরত অবস্থায় কতজন পুলিশকর্মী ও বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা কর্মী ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্য্যন্ত সময়ে মারা গেছেন,

২। তাদের পরিবারকে কি কি ধরনের সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছেন,

৩। এখন পর্য্যন্ত কতজনের পরিবারকে সরকার ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৩ইং সাল থেকে ১৯৯৭ইং মার্চ পর্য্যন্ত মোট ৯২ জন পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী মারা গিয়েছেন।

১। উগ্রপন্থী দ্বারা নিহত পুলিশ কর্মীদের প্রত্যেককে এক কালীন ১ (এক) লক্ষ টাকা এবং আধা সামরিক বাহিনীর প্রত্যেককে এককালীন ২৫,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। এবং নিকট আত্মীয়কে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে। ইহা ছাড়া উগ্রপন্থী দ্বারা নিহত সরকারী কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীকে Extra-Ordinery and Disability pension Rules, 1985 অনুসার Family pension দেওয়া হয়।

৩। উগ্রপন্থী দ্বারা নিহতের প্রত্যেক পরিবারকে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখন পর্যন্ত সরকার সরকারী নিয়মনীতি মেনে মোট কত জনকে সরকারী চাকুরী দিয়েছেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ৯১ জনের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে। তবে মোট কতজন অন্য সাহায্য পেয়েছেন চাকুরী পাননি সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। সেই সম্পর্কে আমাকে আরেকটু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার কাছে যতটুকু তথ্য আছে এবং আমি যতটুকু জানতে পেরেছি যে নিহতদের পরিবারের কাউকেই এখন পর্যন্ত চাকুরী দেওয়া হয়নি ? কবে নাগাদ তাদেরকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে সেই ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট জবাব চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, যে পরিবার এখনো চাকুরী পাননি কিন্তু চাকুরীর যোগ্যতা আছে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তাদের নাম পাঠাতে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আপনি কোন্ জিনিসটা বুঝাতে চেয়েছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা। চাকুরীর যোগ্যতা বলতে কোন জিনিসটা বুঝাতে চাইছেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, একটা পোষ্টে চাকুরী করতে হলে তার রিক্রুটমেন্ট রুলস্-এ যে শিক্ষাগত যোগ্যতা কাভার করতে হয় সেটা কাভার করছে কিনা সেটার উপর নির্ভর করছে। আমি এখানে সকল মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি আপনারা নাম দিন আমরা তা দেখব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে সমস্ত লিষ্ট আসে উনার কাছে সমস্ত কিছু আছে উনি আমার কাছে আবার নাম চাইছেন কেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি সেইরকম তথ্য থাকে চাকুরী এখনো কেউ পাননি কিন্তু তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তার নাম দিন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, মাননীয় সদস্য জানতে চাইছেন যে, এখন পর্য্যন্ত মোট কত জনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে অন্য কিছু তো নয়। তিনি তাদের নাম আর জানতে চাইছেন না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ৯২ জনের মধ্যে যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার এটা কোন উত্তর হল ? আমরা জানতে চাইছি যে মোট কত জনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাকে একটু সময় দিতে হবে আমি তা সংগ্রহ করে জানাব যে, কে কে বাদ পড়ছে কিন্তু তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী দেওয়া হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, বাদ কারা পড়েছে তা তো আর আমরা জানতে চাইনি তাদের নামও জানতে চাইনি। আমরা যেটা জানতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে মোট কত জনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে ?

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বর্তমানে সেই তথ্য এখন উনার হাতে নেই।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতনলাল নাথ :— একটা সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা গুরুত্বপূর্ণ স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানাবেন কি, ১৯৯৬ সালে সি, আর, পি ক্যাম্প প্রত্যাহার করার পর সোনারাম থেকে একমাত্র হোম গার্ড বেণু ঘোষকে অপহরণ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার পরিবারের কাউকে কোন সরকারী চাকুরী দেওয়া হয় নি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— পরিবারকে চাকুরী না দিলেও অন্য ভাবে সাহায্য করা হচ্ছে। কারণ চাকুরী দিতে গেলে কিছু নিয়ম আছে। সেই নিয়মের মধ্যে ওরা পড়েনি। তাছাড়া ডেড বডিও উদ্ধার করা যায়নি। সে জন্য অন্য ভাবে সাহায্য করা হচ্ছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এ পর্যন্ত তার পরিবারে কোন রকম সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়নি। হাউসে মিথ্যা বিবৃতি দিচ্ছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, যে তথ্য এখানে আমি দিয়েছি তা অসত্য নয়। প্রত্যেক মাসে তাকে কিছু বেতন দেওয়া হচ্ছে। হোমগার্ড রুলসে চাকুরী দেওয়ার নিয়ম নেই। ভলান্টিয়ার্স সার্ভিস বেতন পাচ্ছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— হাউসে অসত্য সংবাদ দিচ্ছেন। তার ছেলে এক পয়সাও গ্রহণ করেনি। এখানে বিধায়ক প্রণব দেববর্মাও ব্যাপারটি জানেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮৮।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮৮।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮৮।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে নতুন থানা স্থাপন করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা এবং

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কোথায় কোথায়,

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। রাজ্যে নতুন থানা স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। নিম্নলিখিত স্থানে থানা স্থাপন করা হইবে,

ক) চাম্পাহাউয়ার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা।

খ) কচুছড়া, ধলাই জেলা।

গ) খেদাছড়া, উত্তর ত্রিপুরা জেলা।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী এখানে উল্লেখ করেছেন কোন্ কোন্ জায়গায় নতুন থানা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানাধীন নিত্যবাজারে বামফ্রন্টের আমলে উগ্রপন্থীদের হাতে ৪ জন খুন হয়েছিল। এরা হচ্ছে, আছরাই জমাতিয়া, বাড়ী-নাজিলা, সত্যরঞ্জন জমাতিয়া বাড়ী-ডম্বুর, মেঘনাদ জমাতিয়া, বাড়ী

নিত্যবাজার। এখানে দিন দিন উগ্রপন্থীদের কার্য্য-কলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জায়গায় কিল্লা থানা থেকে গাড়ীতে যেতে হলেও প্রায় ৪০-৪৫ কি. মি দূরে হবে। কাজেই ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ইনফরমেশান পাঠানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সেই জন্য নূতন করে নিত্যবাজারে থানা স্থাপন করার পরিকল্পনা নেবেন কি না এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই জানেন গতকালও একটা ঘটনা ঘটেছে। নিত্য বাজারেই তাদের আখড়া আছে এবং বড়মুড়া রেঞ্জের মধ্যেই। সুতরাং তাদেরকে দমন করতে গেলে সেখানে আরেকটা থানা প্রয়োজন। সেখানে গতকাল শোভারাণী দাস নামে একজন মহিলা মারা গিয়েছেন এবং আরও তিনজন—হারাধন দাস, জয়ন্তী দাস ও গিরীন্দ্র দাস জি, বি, হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছেন। প্রতিটি জায়গাতেই এই উগ্রপন্থীরা হামেশাই এই ধরণের কার্য্যকলাপ চালাচ্ছে। সুতরাং সেখানে নূতন করে থানা স্থাপন করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্যে যেসব ঘটনা ঘটছে, খুব বেশী ক্রাইম দেখা দিচ্ছে সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে থানা স্থাপনের ব্যাপারে তিনটা জায়গাকে আমরা নির্বাচিত করেছি তার অর্থ এই নয়, যে, আর কোথাও আমরা থানা স্থাপন করব না। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এ্যাকসট্রিমিষ্ট এবং এই ঘটনাটাই খুব বেশী দেখা দিচ্ছে। এগুলিতো জেনারেল ক্রাইম না। সুতরাং আমাদের সমস্যা হচ্ছে এই ঘটনাগুলিকে কি কায়দায় মোকাবিলা করব। নিত্যবাজারে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেও হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা সাধারণ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট কম গুরুত্ব দিয়ে টি, এস, আর রিক্রুটমেণ্টের উপর আমরা বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলস যাদের দিয়ে উগ্রপন্থী মোকাবিলা করা যায় শুধু নিত্যবাজার নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে যেসব ইনসারজেন্সী কাজকর্ম চলছে সেইসব জায়গাতে সুনির্দিষ্টভাবে কতগুলি ক্যাম্প করে পুলিশ, টি, এস, আর এবং আধা সামরিক বাহিনী দিয়ে দূর করার চেষ্টা করছি। বর্তমানে আমরা আর্মি এবং আসাম রাইফেলস বাহিনীরও সাহায্য নিচ্ছি। এই মুহূর্তে থানা ও ক্যাম্প করার পরিস্থিতি আমাদের নেই। আমরা টি, এস, আর গড়ে তোলার প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। বর্তমানে আমরা ক্রাইম প্রোন এরিয়াগুলিকে আরও একবার বাছাই করে শুধু নিত্যবাজার নয় যেখানে যেখানে করা সম্ভব নিশ্চয়ই আমরা করব।

OBSERVATION BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। আমি সভার প্রারম্ভে একটা কথা বলতে চাই বিরোধী দলের লক্ষ থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে যেটুকু আচরণ তাঁরা

করেছেন, অনেক সময় সঙ্গত কারণে সে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। গণতন্ত্রে এটা আছে। কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশের যে চেহারাটা এটা যদি ডেস্ক ভেঙ্গে, লাফিয়ে ফেলে করা হয় এবং এখানে যারা আমাদের সভার বক্তৃতা রেকর্ড করছেন, মহিলা রিপোর্টারের উপরে গিয়ে পড়েছে, আরেকটু হলে একটা ক্ষতিকর ঘটনা ঘটতে পারত।

(এ ভয়েস ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ-শেম, শেম)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আপনি ধমকাবেন না। আপনি ভুলে গেছেন আপনি স্পীকার। আপনার তো নোমিনেশানের ব্যাপার নয়। আপনি অনিলবাবুর সাথে আছেন, আপনি নোমিনেশান পাবেন। আপনি পারটিশান ভিউ নেবেন না।

মিঃ স্পীকার :— এখানে পার্টির ব্যাপার নয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :-- আপনি অধ্যক্ষের মতো যদি আচরণ না করেন তাহলে বলতে বাধ্য হব আপনি নোমিনেশান পাবেন কিনা সন্দেহ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন। আমি এই জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি যে ক্ষোভ প্রকাশটা যেন এইরকম জায়গায় না যায়।

(গণ্ডগোল)

মি : স্পীকার :— ডু নট মেইক এনি নয়েজ।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার,

(গণ্ডগোল)

শ্রীপবিত্র কর :— স্যার আমি প্রথমে দাঁড়িয়েছি আমাকে বলতে দিন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— ডুমাছড়া থেকে বিধায়ক দেববত্র কলই'র উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহরণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

(গণ্ডগোল)

শ্রীপবিত্র কর :-- স্যার, আমার কথা শুনুন, আমি আগে দাঁড়িয়েছি আমাকে বলতে দিতে হবে আগে

মিঃ স্পীকার :— আপনি আগে দাঁড়িয়েছেন ?

শ্রীপবিত্র কর :— হ্যাঁ স্যার

মিঃ স্পীকার :— উনাকে (পবিত্র কর) বলতে দিন।

(গণ্ডগোল)

Expunged as Ordered by the Chair.

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—

মিঃ স্পীকার :— এটা এ্যাকস্পানজড্ হয়ে যাবে। আপনি বসুন। উনাকে বলতে দিন। তারপর আপনি বলবেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— আজ অবধি কোথায় অবস্থান করছে রাজ্য সরকার বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ রাজ্যবাসীদের সঠিক কোন সংবাদ দিতে অপারগ কেন ?

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীপবিত্র কর :— স্যার, আমি আগে দাঁড়িয়েছি। মাননীয় স্পীকার আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর বিবৃতি দাবী করছি।

গণ্ডগোল

শ্রীপবিত্র কর :— মিঃ স্পীকার স্যার

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, এটা মোষ্ট ইমপরমেন্ট ব্যাপার একজন জীবনের প্রশ্ন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, ...

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য দেবব্রত কলই উনার সম্পর্কে বিবৃতি দেব বিজনেসে যে নিয়ম আছে স্মৃতি তর্পন শেষ করুন। স্মৃতি তর্পন শেষ হওয়ার পর যে নিয়ম আছে সেই নিয়মে বলব।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীসমীরঞ্জরন বর্মণ :— স্যার, ওকে শিখান ও কিছুই জানেন না রেফারেন্সের আগে স্মৃতি তর্পন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— প্রথম থেকেই স্যার, এইভাবে চলছে। ...

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীপবিত্র কর :— আমি প্রথম দাঁড়িয়েছি আমাকে বলতে দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :— আজকের সভায় স্মৃতি তর্পন আছে। আপনারা বসুন।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীপবিত্র কর :— স্যার, আমি আগে দাঁড়িয়েছি, আমাকে বলতে দিতে হবে।

(**গণ্ডগোল**)

Expunged as Ordered by the Chair.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার এটা রেফারেন্স পিরিয়ড স্যার .....

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনারটা (রতিমোহন জমাতিয়ার উদ্দেশ্যে) কিন্তু অ্যাক্‌সপাঞ্জ হয়ে যাবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— গত ১৫ই আগষ্ট থেকে এখানে সরকার নীরব ভূমিকা পালন করছে। একজন বিধানসভার সদস্য, উনি কোথায় অবস্থান করছেন, উনাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই সম্পর্কে বিবৃতি দাবী করছি।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— একজন বিধায়কের ব্যাপার স্যার, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওকে বাংলাদেশে নিয়ে গেছে। একজন বিধায়কের জীবনের প্রশ্ন। এটা হতে পারেনা।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য দেবব্রত কলই সম্পর্কে বিবৃতি দেব। এখানে বিজনেসে যা নিয়ম আছে স্মৃতি তর্পন শেষ করুন, তারপর যা নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী চলবে।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, ওকে শেখান স্মৃতি তর্পন যে বিজনেস্। রেফারেন্স পিরিয়ড বিজনেস্ স্টার্ট হওয়ার আগে করতে হয়। ও জানেনা স্যার, ওকে শেখান।

মি স্পীকার ঃ— বসুন, বসুন।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীপবিত্র কর ঃ— স্যার, আমার বিষয়বস্তু হল আজকের এই অধিবেশন চলাকালীন সময়েতে বিরোধী দলনেতা সমীররঞ্জন বর্মন তখন এই হাউসে কর্মরত অবস্থায় দুইজন মহিলা সাংবাদিক কর্মীর উপর চেয়ার ছুঁড়ে মেরে তাদেরকে আহত করার জন্য আঘাত করেছিলেন। আমি এই সভার এই বিরোধী দলনেতা সমীর বর্মন যে কাজ করেছেন সেই কাজের জন্য এই সভায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি ক্ষমা না চান তাহলে এই সভার যে মর্যাদা মাননীয় সদস্য শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন নষ্ট করেছেন তারজন্য আইন অনুযায়ী আমি প্রিভিলেজ মোশান জানাই। তার ব্যবস্থা গ্রহন করা হোক।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— স্যার, দেবব্রত কলই মাসাধিক কাল ধরে কোথায় অবস্থান করছেন, এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবী করছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, উই হ্যাভ দি রাইট টু নো অ্যাউট দিস মেটার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ, সীট ডাউন।

শ্রীপবিত্র কর ঃ— ১৭৩ অনুযায়ী আপনার বিরুদ্ধে আমি প্রিভিলেজ এনেছি। আপনি (সমীররঞ্জন বর্মনকে উদ্দেশ্য করে) আইন ভঙ্গ করছেন। প্রকাশ্যে ক্ষমা চান। দুইজন কর্মচারীকে মারতে চেয়েছেন। অনেক খুন করেছেন। ও খুনী, ওকে বের করে দিন স্যার।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, ওর (পবিত্র করকে উদ্দেশ্য করে) ম্যানটেল ট্রিটমেণ্ট দরকার উন্মাদ হয়ে গেছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— স্মৃতি তর্পনের পরে সব শুনব। প্লিজ সীট ডাউন। স্মৃতি তর্পনের পরে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতি দেবেন বলেছেন।

OBITUARY REFERENCES

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি গভীর দুঃখের সংগে এ সভাকে জানাচ্ছি যে, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজনীতিক, সাংসদ ও ওড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্‌নায়েক গত ১৭ই এপ্রিল ১৯৯৭ইং নয়াদিল্লী এসকর্ট হাসপাতালে ৮টা ৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

বিজু পট্টনায়েক ১৯১৬ সালের ৫ই মার্চ ওড়িশায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবন ছিল নানা বৈচিত্র্যে ভরা। তিনি ছিলেন একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিমান চালক, শিল্পপতি রাজনীতিবিদ্। ছোটবেলা থেকেই দেশাত্মবোধ তাঁকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করে। ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ শাসকের হাত থেকে এ দেশের ২জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে নিজে বিমান চালিয়ে এ দেশে নিয়ে আসার জন্য ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীন সরকার তাকে এ দেশে বীরত্বের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার "ভূমিপুত্র" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬২ সালে ওড়িশায় কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন এবং পরে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে কংগ্রেস ছাড়েন।

জরুরী অবস্থার সময় তিনি দীর্ঘ প্রায় দুই বছর জেলে ছিলেন। ১৯৭৭ ইং সালে জনতা পার্টি কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে তিনি মন্ত্রী হন। পরে ১৯৮৯ সালে ভি পি সিং প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতির অঙ্গনে ফিরে আসেন। ১৯৯০ সালে জনতা দল ওড়িশায় ক্ষমতা এলে তিনি ফের মুখ্যমন্ত্রী হন। গত লোকসভা নির্বাচনে তিনি কটক ও আসকা দুইটি আসনেই জয়ী হয়ে লোকসভায় আসেন।

এই বিশিষ্ট প্রবীন নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন)

মিঃ স্পীকার :— স্মৃতি তর্পন : শম্ভু মিত্র, আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এ সভাকে জানাচ্ছি যে, শিল্প সংস্কৃতির জগতে বাঙ্গালীর কিংবদন্তী বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক শম্ভু মিত্র গত ১৮ই মে, ১৯৯৭ইং রাত ২-১৫ মিনিটে দক্ষিন কলকাতার নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। দীর্গদিন ধরেই তিনি অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

শম্ভু মিত্রের জন্ম ১৯১৫ সালের ২২ শে আগষ্ট দক্ষিণ কলকাতার ডোবার রোডে। পড়াশুনা বালিগঞ্জ গভর্ণমেন্ট স্কুলে। তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। শৈশব থেকেই অভিনয়ের প্রতি ছিল তাঁর টান। ১৯৩৯ সাল থেকে আরম্ভ করেন মঞ্চজীবন। যোগদেন বানিজ্যিক নাট্যমঞ্চে।

১৯৪৩ সালে যোগ দেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্গে। ১৯৪৮ সালে গড়ে তুলেন বহুরূপী। সেই কালেই 'নবান্ন' নাটক করেছেন, তারপরে ছেড়াঁ তার, পথিক, দশচক্র। এর মধ্যেই মঞ্চস্থ করেন রবীন্দ্র নাথের চার অধ্যায়। নাটকের পাশাপাশি চলচিত্রের সংখ্যা স্বল্প হলেও এসেছিল খ্যাতি। ১৯৭৬ সালে পেয়েছেন 'ম্যাগ সাইসাই' পুরস্কার। ১৯৭০ এ পেয়েছেন 'পদ্মভূষণ' ' সম্মান। ১৯৮৩ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন।

বাংলা নাট্যজগতের এই বিশিষ্ট দিকপালের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।
আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নাট্যকারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ দুই মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন।)

মিঃ স্পীকার :— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এ সভাকে জানাচ্ছি যে, ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া বিশিষ্ট ভারতীয় সাঁতারু মিহির সেন গত ১১ই জুন, ১৯৯৭ইং রাত ১০-১০ মিনিটে কলকাতার আনন্দলোক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। দীর্গদিন ধরেই তিনি অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

১৯৫৮ সালে প্রথম ভারতীয় সাঁতারু হিসাবে মিহির সেন ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই বিশিষ্ট ভারতীয় সাঁতারুর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোকাশ করছে এবং তাঁর

শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত সাঁতারুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা করতে অনুরোধ করছি।

(সভার সদস্যগণ উঠে দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নিরবতা পালন করেন)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এ সভাকে জানাচ্ছি যে, বিশিষ্ট প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী সাংসদ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার গত ১৫ই জুন, ১৯৯৭ ইং দুপুরে কলকাতা তাঁর নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

বিজয় সিং নাহারের জন্ম ১৯০৬ সালের ৭ই নভেম্বর মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে প্রথমে মেট্রোপলিট ইন্‌স্টিটিউট ও পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তাঁর শিক্ষা জীবন সম্পন্ন হয়।

১৯১৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসারে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯২৮ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। তার আগে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর ডাকে তিনি বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হিসাবে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্টতা হয়েছিল। গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন। দেশ স্বাধীনতার পর ১৯৫৭ সাল থেকে কলকাতা বৌবাজার কেন্দ্র থেকে টানা ২০ বছর সিধানসভার সদসা হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি ডঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রীসভার শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী ছিলের। প্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভায়ও শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৬ সালে অজয় মুখোপাধ্যায় মন্ত্রীসভায় তিনি উপ-মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৬ সালে জয় প্রকাশ নারায়নের স্বৈরতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে তিনি অনুপ্রানিত হন ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির প্রার্থী হিসাবে কলকাতার উত্তর পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন।

এই বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নেতার মৃত্যুতে এ সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গহকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(সভার মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ উঠে দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন)

আমি গভীর দুঃখের সংগে এ সভাকে জানাচ্ছি যে কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কমিউনিস্ট নেতা কংসারী হালদার গত ২৯শে আগষ্ট, ১৯৯৭ইং ভোর ৩-৩০ মিনিটে কলকাতার এস, এস, কে, এম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবত বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

কংসারী হালদার ১৯১০ সালের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মণ্ডহারবারের কুলটুকরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যুবা বয়সেই তিনি আন্দামান ফেরত বিপ্লবী সুনীল মুখার্জী এবং জেলা কংগ্রেস নেতা প্রভাস রায়ের সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেন। পড়ে তিনি কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪২ সালে সুন্দরবনের লাট অঞ্চলে ঘূর্নিঝড় ও বন্যার ত্রাণ কার্যো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। এই সময় ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার কৃষক সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে সুন্দরবনের লাট অঞ্চলে তেভাগার দাবীর লড়াইতে অন্যতম সেনাপতির ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে তিনি আত্মগোপন করেন। আত্মগোপন অবস্থাতেই তিনি ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে ডায়মণ্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন। তারপর তিনি গ্রেপ্তার এড়িয়েই সংসদ ভবনে হাজির হয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে তিনি সি. পি. আইতে যোগ দেন। ১৯৭২ সালে সোনারপুর কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এই বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে। এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(সভায় দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়)

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিধানসভায় মাননীয় সদস্য দেবব্রত কলই অনুপস্থিত। আমরা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এবং তার পরিবারের লোকজনদের থেকে জানতে পেরেছি বিগত ৩১শে জুলাই মাননীয় সদস্য অপহৃত হয়েছেন, বৈরীরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। স্বাভাবিক কারণে মনে প্রশ্ন আসে এবং আমাদের সকলের একটা উদ্বেগ আছে দেবব্রত কলই কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কিনা এবং কি পরিস্থিতিতে অপহরণ হলেন বা কারা কারা তাকে নিয়ে গেছেন। পত্রপত্রিকায় দেখেছি মুক্তিপণ দাবী করেছে ১০ লক্ষ টাকা। এটাও দেখা গেছে যে কত টাকা রফা হয়েছে এবং টাকা দিয়েছে কিন্তু ছাড়ছে না। আবার পত্রপত্রিকায় এমনও দেখছি যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহযোগিতা করছেন না সেইজন্য তাকে বৈরীরা ছাড়ছে না। মাননীয় বিধায়ক দেবব্রত কলই বামফ্রণ্টের দীর্ঘদিনের সহযোগী দল, তিনি পার্বত্য

লোকদলের নেতা ছিলেন। তারপরে তিনি একটি নতুন দল করেছেন বলে আমরা জানি আই, পি, এফ, টি। কিছুদিন যাবৎ উনি বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিষদগার করেছিলেন, বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলনে নেমেছেন। এই পরিস্থিতিতে উনি অপহৃত হয়েছেন। সেই হিসাবে মানুষ ব্যাপারটাকে কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখছে। এই ব্যাপারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমি বিবৃতি দাবী করছি এবং আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে চাই যে, বামফ্রন্টের বিরোধিতাই এই অপহরণের মধ্যে যুক্ত আছে কিনা এবং তিনি বেঁচে আছেন কিনা ? এবং কোথায় কি অবস্থায় তিনি অপহৃত হয়েছেন, কারা উনাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছেন, উনি এখন কোথায় আছেন এবং কি অবস্থায় আছেন ?

উনার মুক্তিপণের ব্যাপারে সরকারের কিছু জানা আছে কিনা এবং তাকে উদ্ধার করার জন্য সরকার কি করছেন এবং তাকে আমরা অক্ষত অবস্থায় জীবিত অবস্থায় এই উপজাতি নেতাকে আমরা ফিরে পাব কিনা এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টার উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি এক্ষুনি বিষয়টির উপর বিবৃতি দিতে প্রস্তুত আছেন ? নাকি পরবর্তী সময়ে দেবেন ?

শ্রীসমর চোধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আমি বিবৃতি দিতে প্রস্তুত আছি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, তাহলে আপনি বিবৃতিটি দিয়ে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে যে জিনিসটি জানতে চাই সেটি হচ্ছে এই ঘটনার সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধিতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমি এখানে ঘটনাটা উল্লেখ করছি।

"গত ৩০-০৭-৯৭ইং আনুমানিক সকাল ৭-৩০ মিনিটে ধূমাছড়া নিবাসী শ্রীদেবব্রত কলই, পিতা মৃত নিজমনি কলই, এম, আই, এফ, সি দপ্তরের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী জেলার মনু থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন যে, ঐদিন আনুমানিক ভোর সারে চারটা সময় চারজন যুবক পাছড়া ও তোয়ালে পরিহিত অবস্থায় হাতে এ, কে ৪৭ এবং কারবাইন নিয়ে ধূমাছড়ায় তার বাড়ীতে আসে। তার বাড়ীতে পূর্বদিন সন্ধ্যায় পূর্বে শ্রী দেবব্রত কলই তার একজন সাদা পোষাকের দেহরক্ষী কনস্টেবল—৫৫৭১ শ্রীক্ষিতি কিশোর জমাতিয়া এবং ত্রিপুরা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের কর্মী শ্রী অরুণ দেববর্মা তার বাড়ীতে আসেন এবং রাত্রে তার বাড়ীতেই ঘুমিয়ে ছিলেন। সশস্ত্র চারজন যুবক বিধায়ক শ্রীকলই সহ তিন জনকেই বন্দুকের মুখে ডেকে নিয়ে যায়। এজাহারে বলা হয় অপহরণকারী যুবকগণ উগ্রপন্থী। তারা বিধায়ক শ্রী কলই সহ বাকী দু'জনকে তার বাড়ীর পশ্চিম দিকে

অপহরণকারীরা নিয়ে যায় এবং তাদের যাওয়ার পথ অনুকরণ করে সর্বশেষ প্রদন্ন রোয়াজা পাড়া পর্যন্ত যেতে দেখা গিয়েছে। মনু থানার কেস নাম্বার ৩৩-৯৭ আণ্ডার সেকশান ৪৪৮ ৩৬৪ এবং ৩৪ আই. পি. সি এবং অস্ত্র আইনের ২৫ নং ধারায় ৩১-০৭-৯৭ইং তারিখে মামলা নথীভুক্ত করে অবিলম্বে পুলিশ অফিসারগণ আধা সামরিক বাহিনী সহ অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং অপহরণকারীদের পিছনে ধাওয়া করে নেপালটীলায় অবস্থানরত সি, আর, পি এফ এবং কমলপুর, আমবাসা ও সালেমা থেকে আরো তিনটি অপারেশন ফোর্স বিধায়ককে উদ্ধার করার জন্য ধুমাছড়া কড়াতিছড়া, নেপালটীলা এলাকা ঘিরে চারদিকে তল্লাসী শুরু করে। আসাম রাইফেলস্ বাহিনীর একটি কলাম করমছড়ার একটি টি. আর, পি, সি সেণ্টার আসাম-আগরতলা সড়কের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্রহড়ার নিযুক্ত থাকে যাতে বিধায়ক কলই ও তার সঙ্গীদের রাস্তার অপর পার্শ্ব ছাওমনু ও কাঞ্চনপুর অভিমুখে না ফেলতে পারে। প্রচণ্ড চাপে থেকে সমবেত অপহরণকারী উগ্রপন্থী দলটি বিধায়কের দেহরক্ষী শ্রী ক্ষিতিকিশোর জমাতিয়া এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের কর্মী অরুণ দেববর্মাকে ছেড়ে দেয়। ঐ তারিখেই রাত্রি আনুমানিক ৯-১৫ মিনিট নাগাদ উল্লেখিত অপহৃত দু'জন সম্পুর্ণ অক্ষত অবস্থায় ধুমাছড়ায় ফিরে আসেন দেহরক্ষী শ্রী জমাতিয়া পুলিশকে জানান যে, তার সরকারী পিস্তলটি এম্যানিশ সহ উগ্রপন্থীরা কেড়ে রেখে দিয়েছে। তাদের উপর কোন প্রকার দৈহিক অত্যাচার করা হয়নি।

দেহরক্ষী শ্রী জমাতিয়া পুলিশকে জানান যে, পিস্তলটি কেড়ে তারা আরো জানান বিধায়ক শ্রী কলই সুস্থ আছেন। তবে উগ্রপন্থী দলটিকে কিছু টাকা দিতে হবে বলে তারা জেনেছেন।

এম. এল, এ শ্রী কলইকে আটক করে রাখার নির্দ্দিষ্ট এলাকার সন্ধান পেয়ে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী সেই এলাকার চারদিকে সতর্ক প্রহরায় থাকে। শ্রী কলই আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে শ্রীদেবব্রত কলই-এর ৩.৮ ৯৭ইং তারিখে লেখা দুইটি চিঠি পায়' চিঠিতে এম, এল, এ শ্রী কলই তার ভাই বরুণ কলইকে লিখেছেন যে ৬ই আগষ্টের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা নিয়ে আসবে। এবং মনু থানায় বা উপর মহলে জরুরী ভিত্তিতে কথা বলে পুলিশ পেট্রোলিং বন্ধ করতে হবে। রাজ্য সরকার থেকে পুলিশকে বলা হয় এম, এল, এ শ্রী কলইকে অক্ষত এবং জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে তার আত্মীয় স্বজনকে যেন সাহায্য করা হয়। কিন্তু শ্রী কলইকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে চারিদিকে সতর্ক প্রহরার যেন শিথিলতা না আসে।

২০. ২১শে আগষ্ট শ্রী কলইকে যুক্ত করে দেয়া হচ্ছে এভাবে একটি খবর মনু থানা থেকে এবং কমলপুর থানা এলাকায় ছড়িয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে উগ্রপন্থী দলটি গভীর রাতে আসাম-আগরতলা রাস্তা অতিক্রম করে শ্রী কলইকে চিচিংছড়া পথে নিয়ে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী দ্রুত পেছনে ধাওয়া করে। এবং পুলিশ শ্রী কলইকে আটক রাখার নির্দ্দিষ্ট স্থানটির সন্ধান পায়। শ্রী কলইকে সরিয়ে নিতে এন, এল, এফ টির যে সকল সদস্য প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে

তাদের ছয় জনকে পুলিশ আসাম রাইফেলস্-এর সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করে।

বর্তমানে অপহরণের মামলাটিকে আন্-ল-ফুল একটিভিটিস্ একট এর ১০ এবং ১১ নং ধারায় অভিযোগ সমূহ যুক্ত করা হয়েছে। আটক এন, এল, এফ টি সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পেরেছে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমার "শেরমুন" গ্রামে শ্রী কলইকে আটক রাখা হয়েছে। তাকে জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় উদ্ধারের জন্য চারিদিকে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর তল্লাসী বহাল রয়েছে। বি, এস, এফ, কে ও সীমান্তে সতর্ক রাখা হয়েছে।

কককবরক

শ্রীমতি কার্তিককন্যা দেববর্মা (টাকারজলা):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আনি-কক্ হানখাখে আং সানানি নাইঅ এই হাউজঅ চাং যারা বিভিন্নদলনি প্রতিনিধি তংনাইরগ অনেক সমস্যা-ন তায়াই সালাইনা বাগাই হাউজঅ ফাইঅ। জনসাধারণনি সমস্যা-ন চাং কিভাবে সমাধান খালাইমান আবন তায়াই ন চাং জনপ্রতিনিধি আংগাইফাইঅ। কিন্তু ন হাউজঅ মাননীয় বিরোধী দলনি নেতা সমীরবাবু যে ব্যবহার খালাইখা একজন মহিলা সাংবাদিকনব চার্জ খালাইখা ··· ···।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য হলো—আমরা যারা এই হাউস বিভিন্ন দলের সদস্য আছি তাঁরা সবাই জনসাধারণের অনেক সমস্যাকে নিয়ে আলোচনার জন্য এসেছি। এবং তাদের সমস্যাকে কিভাবে সমাধান করা যায় তার জন্যই আমরা এখানে জনপ্রতিনিধি হয়ে এসেছি, কিন্তু এই হাউসের বিরোধী দলনেতা সমীরবাবু যে ব্যবহার করেছেন তাতে এই বিধানসভার মহিলা রিপোর্টার ··· ··· ।

গণ্ডগোল

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর):—স্যার, এটা আপনি কি করে এলাউ করছেন। এটাতো তার সঙ্গে রিলেটেড না।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্যা বসুন, আপনি বসুন। মাননীয় সদস্য প্রশ্ন এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কাজেই এটা আর উপস্থাপনের দরকার নেই।

শ্রীঅরুন ভৌমিক:— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানাবেন কি? এখন পর্য্যন্ত যতগুলি অপহরণ হয়েছে—কি বিধায়ক, কি অন্য লোক, কি অফিসার, আজ পর্য্যন্ত চিরুণী তল্লাশী চালিয়ে কোন লোককে উদ্ধার করতে পেরেছেন এই রকম কোন নজীর আছে কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, চাপের মুখে ২জনকে ছেড়ে দিয়েছে যারা কলই সাহেবের সঙ্গে ছিলেন

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, যে, চাপের মুখে ছেড়েছে না অন্য কোন উদ্দেশ্যে ছেড়েছে, দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে ? যদি চাপের মুখে ছেড়ে দিয়ে থাকে, তাহলে উনি সবই জানেন, কোন্ গ্রামে দেবব্রত কলই আছেন ? তাহলে, উনি ফোর্স নিয়ে কেন তাঁকে উদ্ধার করছেন না ? তাছাড়া আমি জানতে চেয়েছি, টাকা পয়সার কোন ট্র্যানজাকশান হয়েছে কিনা ? বরুন কলই জানিয়েছিল, দেবব্রত চিঠি লিখেছে ১০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করে তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে। বরুণ কলই কত টাকা নিয়ে গেল কিছুই জানান নি। উনি যে লিখেছেন যে ৬ জনকে ধরা হয়েছে সে জন্য রাস্তায় চলতে পারছেন না এটা সত্য কিনা ? এ সব খবর পত্রিকায় বেরিয়েছে ? আমাদেরকে জানাতে উনার অসুবিধা কোথায় ? এটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ? আমরা পরিষ্কার হতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কি পয়েন্টের উপর মাননীয় সদস্য ক্লিয়ারিফিকেশান চেয়েছেন আমি জানি না। উনি এখানে কতকগুলি প্রশ্ন করেছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করি, পুলিশ একশান কি ? পুলিশ কি তার সমস্ত অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে তাঁর মৃত দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসবে ? উনি যে চিঠি উনার ছোটভাইকে লিখেছেন তা হচ্ছে আমার জন্য ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে আসবে। কোন অ্যাক্সট্রিমিষ্ট গ্রুপ বা এন-এল-এফ-টি কোন রকম নোটিশ আসে নি। তিনি আরো লিখেছেন, "আমার মুক্তি পণ হিসাবে ৬ই আগস্টের মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে আসবে। নতুবা ওরা আমাকে বেঁচে থাকতে দেবে না।" মনু থানাকে আমার কথা বলে, পুলিশকে জরুরীতে পেট্রলিং বন্ধ করতে বলবে। আমার ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। খুব শীঘ্রই টাকা নিয়ে আসবে। ইতি দাবেক।" ৩-৮ তারিখে আমরা এটা জানতে পারি। তার আগে জানার উপায় ছিল না। ২য় হচ্ছে, উনার ভাই বরুণ কলই আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। উনি যে পার্টি গঠণ করেছেন সেই পার্টি থেকে শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ও শ্রীদাম দেববর্মা আমার কাছে এসে বলেছেন, পুলিশ এসকর্ট দিয়ে তাঁরা এখানে গিয়ে দেবব্রত বাবুর মুক্তির চেষ্টা করতে চান। রাজ্য সরকার থেকে তাদেরকে পরিপূর্ণ এসকর্ট দিয়ে সেখানে পাঠান হয়েছে। তাঁরা এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছেন, আমরা পারি নি। সরকার থেকে আপনারা ব্যবস্থা করুন। তবে তাঁদের অনুরোধ ছিল, মৃত নয় জীবিত উদ্ধার করা। আমি তাঁদেরকে বলেছি, সরকার কাউকে মৃত উদ্ধার করতে চায় না। তাঁরা তাঁদের অসহায়ের কথা খোলাখুলি আমাকে বলেছেন। স্যার, মাননীয় সদস্যের চিঠি থেকে বুঝতে পেরেছি, সতর্ক পাহারা রাখা ছিল বলে, তাঁকে নিয়ে তাঁরা পালাতে পারছিল না কাজেই ২০ আগষ্টে তাঁকে ছাড়া হবে কমলপুরে না কোথায় বলে মানুষকে অন্যদিকে ডাইভারট করা হয়েছে। কতগুলি দৈনিক পত্র পত্রিকায়ও সেই খবর বেরিয়ে গেল। কাজেই সেদিনই অন্যদিকে পার হয়ে চলে গেল। ৩১ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত সরাতে পারে নি। পুলিশ নিশ্চয়ই খবর রাখছিল। এই জন্য বার বার আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে।

পত্র-পত্রিকায় অভিযোগ হয়েছে। পুলিশ থেকে আমার কাছে প্রশ্ন এসেছে, স্যার, ওরা কি চায়? ওরা কি তাকে উদ্ধার করতে চায় না তাকে সরিয়ে দিয়ে জল ঘোলা করতে চায়? তাঁকে উদ্ধার করার জন্য নিশ্চয়ই আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। টাকা কে কি দিয়েছে সেটা সরকারের ব্যাপার নয়। সরকার থেকে কোন দিন আজ পর্যন্ত এমন কি আমাদের দলের এম-এল-এ প্রণব দেববর্মাকেও সরকার থেকে একটি পয়সাও খরচ করে নি, প্রনবের বাবা কিংবা অন্য কেহ দিয়ে থাকেন সেটা আমাদের জানা নেই। কিন্তু কিডন্যাপ হবার পর টাকা দিয়ে সরকার উদ্ধার করেনি, আগামী দিনেও করা হবে না। হ্যাঁ, পুলিশের প্রচণ্ড চাপের ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে অনেকেই উদ্ধার হয়েছে। কয়েক জনকে উদ্ধার করতে পারিনি এটা সত্য। তাদের মৃত্যু হয়েছে। এটা দুঃখজনক।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার. মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এখানে উল্লেখ করেছেন উগ্রপন্থী, কিন্তু উগ্রপন্থী কোন্ দল- এ, টি, টি এফ নাকি এন, এল, এফ, টি নাকি অন্য কোন নিষিদ্ধ গোষ্ঠী এই অপহরণ করেছে তা তিনি উল্লেখ করেন নি। কোন উগ্রপন্থী দল এই কাজ করেছে এটা তিনি এখানে জানাবেন কি এবং বরুন ও তার পরিবার দেবব্রত কলইয়ের শ্যালক উনারা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর নিয়েছেন, উগ্রপন্থীরা তাঁকে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে নিয়ে গেছে এরকম একটা শুনেছি এটা সঠিক কিনা অর্থাৎ তাঁকে বাংলাদেশে নেওয়া হয়েছে কিনা বা ত্রিপুরা রাজ্যে আছেন কিনা সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং তদন্ত করে তাঁকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, পুলিশ প্রহরা আছে। আমরা চেষ্টা করব কিছুতেই তাঁকে যাতে বাংলাদেশে নিয়ে যেতে না পারে, নিয়েছে কিনা আমাদের কাছে কোন ইনফরমেশান নেই। নির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে সবশেষ যে সংবাদ আছে সেই সংবাদ অনুযায়ী আমরা চলছি। দ্বিতীয়তঃ, কোন্ দল তাঁকে অপহরণ করেছে প্রথম দিকে এটা জানা খুবই কঠিন ছিল। তারপর যখন উনার কাছ থেকে নিজের লেখা চিঠিটা পাওয়া গেল দেখা গেল সেই চিঠির উল্টো দিকে এন এল, এফ, টি ছাপানো প্যাডে গভার্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা পিউপ্যাল রিপাবলিক অব ত্রিপুরা লেড বাই ন্যাশনাল লিবারেশন অব ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা --এটা ক্রস, জে, বয়ুন এর একটা দস্তখত আছে। এই কাগজের উল্টো দিকে সাদা পিঠে শ্রী দেবব্রত কলই-এর চিঠিটা। তার থেকে পুলিশ মনে করেন যে এন, এল, এফ, টি দলই তাঁকে কিডন্যাপ করেছে। যে ৬ জন এন, এল, এফ, টি সদস্যকে এরেষ্ট করা হয়েছে তারা এখন হাজতে আছে। তাদেরকে ইন্টারোগেশান করে এই তথ্যই বেড়িয়েছে যে এন, এল, এফ, টি দলই এই কাজ করেছে। কাজেই নিঃসন্দেহে পুলিশ বলছে যে এটা এন, এল, এফ, টি দলই করেছে।

শ্রীপবিত্র কর :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা নিশ্চয়ই এম. এল, এ মহোদয়কে ফিরে পেতে চাই। আমরা চিঠির সংবাদটা খবরের কাগজে দেখেছি। ধুমাছড়া দুর্গম এলাকা যেখানে উগ পন্থীরা বারবার যাতায়াত করছে। কোন জায়গাতে যাওয়ার আগে আমরা সাধারণতঃ খবরদেই যে আমরা অমুক জায়গাতে যাচ্ছি, আমাদেরকে সাহায্য করা হবে কিনা? এটা তিনি করেছিলেন কিনা? এর আগেও তিনি এই জায়গাতে পরপর ৪ বার গিয়েছিলেন। তরুনবাবু এটার সঙ্গে রাজনীতি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, আমরা চাই না এটার সাথে রাজনীতি যুক্ত করাহোক। যার বাড়ী থেকে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল সেই বাড়ীটা একজন টি, ইউ, জে, এস নেতার বাড়ী। এই ব্যাপারে সরকারের নিকট খবর আছে কিনা? যে জায়গাতে দেবব্রতবাবু গিয়েছিলেন সেখানে টি, এন. ভি দলের কিছু ছেলে আছে তাদের সঙ্গে মিটিং করার কথা টি, এন, ভি দলের ইনডেজেনিয়াস ফ্রন্টের সঙ্গে তিনি যোগ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেন নি। তাতে একটা বিতর্ক। টি, এন, ভির যে ইনডেজেনিয়াস ফ্রন্ট সেখানে হয়েছিল সেটাও সম্পর্ক আছে কিনা, সেটা খুঁজে দেখবেন কিনা?

দেবব্রত কলই-এর আগে থাইল্যাণ্ড একটা উপজাতি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়াছিলেন সেটাও সরকারের কাছে খবর আছে কিনা? এই সমস্ত বিষয়গুলি দেখা দরকার, এই জন্য যে আমাদের এখানকার উগ্রপন্থী যারা তারা বিদেশী মদতে কাজ করছে। আমাদের রাজ্যের যারা ইম্পরট্যান্ট পারসন আছেন তাদেরকে যুক্ত করা ও ক্ষতি করা। ফলে এই বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসকে জানাবেন কিনা?

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, সমস্ত বিষয়টা ইনভেস্টিগেশনে আছে। উদ্ধার করা যেমন একটা দিক, অপরদিকেও ইনভষ্টিগেশন চলছে। মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে যে প্রশ্ন করেছেন তিনি পুলিশকে খবর দিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন কিনা? না। সাধারণভাবে যে কোন ভি. আই পি তাদের সঙ্গে যে পি, জি থাকে তাদের উপর পুলিশ দপ্তরের নির্দেশ আছে যে যখন কোন ভি, আই. পি কোনখানে যান, ভি, আই পি যাওয়ার পর তুমি যদি মনে কর যে তোমার সিকিউরিটির যে ক্ষমতা, সে ক্ষমতায় ভি, আই, পিকে রক্ষা করতে পারবে না, ভি, আই, পিরও যেমন নেজেও যেমন দায়িত্ব থাকরে থানায় খবর দেওয়া, ঠিক সেই রকম তোমারও খবর থাকবে। কিন্তু সেদিন তাঁরা খবর দেন নি। কাজেই থানায় নির্দ্দিষ্টভাবে সেই দিন খবর ছিল না।

সেই ঘটনার পর সাড়ে ৪টার ঘটনা ধুমাছড়া থেকে মনু থানা খুব বেশী দূর নয়, সেই খবর পৌঁছে থানায় প্রায় সোয়া ৭টার সময় প্রথম এজাহারটা দায়ের হয়। শুক্রপদ কলইয়ের বাড়ী থেকে তিনি অপহৃত হন। তাঁরা তিনজন অপহৃত হয়েছিলেন তার মধ্যে দুইজন ফিরে এসেছিলেন। এম. এল. এ. শ্রীদেবব্রত কলই উনার কি আত্মীয় হয় আমি পুলিশ রিপোর্টে দেখেছি এবং পুলিশের যে রিপোর্ট উনি কাজীন-এর বাড়ী গিয়েছিলেন। মামাতো ভাই না খুড়তুতো ভাই

এত ডিটেলস্ জানি না। পার্টি রাজনীতি করার দিক থেকেও সুনির্দ্দিষ্টভাবে এমন কোন খবর নেই উনি কোন্ পার্টি করেন। থাইল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন শুনেছি তবে উনারসঙ্গে একটা ক্যামেরা আছে, আমরা বিধানসভায় বিভিন্ন সময় যখন এসেছি তখন দেখেছি উনি আমাদের বলেছেন এই ক্যামেরাটা উনি থাইল্যাণ্ড থেকে এনেছেন একটা সেমিনার না কনভেনশান হয়েছিল সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন। তথ্যভিত্তিক যদি বলা হয় তবে এই সমস্ত তথ্য তো আছেই। তবে ইনভেষ্টিগেশান যখন চলছে নির্দ্দিষ্ট কেসকে ভিত্তি করে কেন অপহৃত হলেন, কারা অপহৃত করল, কেন, কি কারণে, এবং কি উদ্দেশ্য সমস্ত কিছু তথ্য ইনভেষ্টিগেশনের মধ্য দিয়ে বের হবে। যদি কোন মাননীয় সদস্য এই ব্যাপারে আরও তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে চান তাহলে দিতে পারেন। পুলিশ যারা ইনভেষ্টিগেশ্যান করছেন তাদের সাহায্য করবেন তথ্য দিয়ে।

শ্রীদীপক নাগ ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফ্রিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে চিঠিটা পড়েছেন সেই চিঠিতে যে সাবজেক্ট লেখা হয়েছে সেটা কি দেবব্রত কলই-এর হাতে লেখা নাকি অন্য কেউ লিখে দিয়েছেন ? দেবব্রত কলই সই করেছেন সেটা সরকার নিশ্চিত কিনা যে সিগনেচার স্বয়ং দেবব্রত কলই করেছে। না অন্য কেউ লিখে দিয়েছে জোর করে সই নিয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— প্রাথমিকভাবে এই চিঠিটা পরীক্ষা করার পর যেহেতু তাঁর স্ত্রী এবং আপন ভাই দেবব্রত কলই ওর যে নেতারা তিনি সম্পাদক ছিলেন আই. ভি. এফ. টির এবং অন্যান্যরা হরিনাথ বাবু এবং শ্রীদাম বাবু তাঁরা বলেছেন এই লেখাটা দেবব্রত কলই-এর লেখাটা সেই জন্য প্রাথকিকভাবে পুলিশ এটাকে গ্রহণ করেছেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার,

মিঃ স্পীকার ঃ— অনেক হয়েছে, আর নয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— আর একটা স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে বলুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যেখানে তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে আর একটু আগে বলেছেন দেবব্রত বাবু সেখানে যাওয়ার আগে থানায় কিংবা অফিসের কাছে কিছু জানিয়ে যান নি। তিনি জানেন কিনা যে, অন্যান্য ভি, আই, পিরা তথা এম, এল, এরা তাদের নিজস্ব এলাকায় জানিয়ে গেলেও তাদের জন্য নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করেননি। যেমন উদাহরণ-স্বরূপ বলছি আমরা যখন পাহাড় অধ্যুষিত এলাকায় যাই দক্ষিণ বড়মুড়া ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় তখন সাউথ এস, পি এবং কর্নসার্নিং থানায় জানিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষরা সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা করেননি। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ভি, আই, পিদের সঙ্গে যারা সিকিউরিটি থাকেন, অথবা ভি, আই, পি নিজেরাও, যখন নাকি থানায় সাহায্য চান, থানা থেকে সরকারীভাবে আদেশ আছে তাতে তোমার যদি সিকিউরিটি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, সাহায্য করতে হবে, তোমার যদি সিকিউরিটি দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে তাহলে তুমি অনুরোধ করবে কেন তুমি সিকিউরিটি দিতে পারছনা, কি পরিস্থিতি এবং তাতে ভি, আই, পিদের ঐ জায়গাটায় যাওয়াটা তার ঠিক হবে কিনা তুমি জানাবে। আমার কাছে কোন সুনির্দিষ্ট এম, এল, এ বা কোন ভি, আই, পির কাছ থেকে অভিযোগ আসেনি। এইরকম যদি কোন ঘটনা ঘটে যে থানা থেকে অগ্রাহ্য হয়েছে অথবা থানা থেকে তার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু করেননি তাহলে জানান। তবে সিকিউরিটি যারা নাকি পি, জির, তাদের কাছ থেকে কোন কোন জায়গায় পেয়েছি যে, তারা বাধ্য হচ্ছেন কোথাও কোথাও সিকিউরিটি হিসাবে যেতে যাতে তাদের নিজেদের যে ছোট আরমস থাকে, সেই আরমসকেও তারা রক্ষা করতে পারবেন কিনা, কখনও কখনও তারা সন্দেহে পড়ে যান।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— আমি নিজেই বলছি, আমি নিজেই সাক্ষী। এস, পি, সাউথ উনাকেও বলা হয়েছে এবং থানাতেও। আপনি বলেছেন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কাজেই আমি মনে করি না আর আপনাকে জানাতে হবে। যেহেতু আপনি নির্দেশ দিয়েছেন তাহলে আপনার নির্দেশ পালন করবে। এরা আপনার কথা শুনেননা। এটাই প্রমাণ হয়। আপনার আর শাসনে থাকা উচিত না। কারন আপনার কথা মানেনা এরা।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে। এখন ত রেফারেন্স পিরিয়ড শেষ হল। রিসেসের সময়। বেলা ২টার পর যা বিজনেস আছে সবটাই হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ স্যার, আমি একটা নোটিশ দিয়েছিলাম ২মিনিট নীরবতা পালন করার জন্য সেই নোটিশটি ছিল রাজ্যের স্বাধীনতা দিবস সহ পালন না করতে বৈরী হুমকি, বৈরীদের ডাকা বনধ, এই উপলক্ষ্যে যারা আমার রাজ্যের আইন শৃংখলা এবং শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে গিয়ে উগ্রপন্থীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী সমস্ত সাধারণ মানুষ, নিরাপত্তা কর্মী। তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে হাউসে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হোক।

মিঃ স্পীকারঃ— ঠিক আছে দেখব। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

REFERENCE PERIOD

— AFTER RECESS AT-2.00 P.M

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যদের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি ঃ— শ্রী পবিত্র কর, শ্রী রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

বিষয়

"দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারকে
অর্দ্ধেক দামে চাউল দেওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী পবিত্র কর মহোদয়কে অনুরোধ করিতেছি বিষয়টি সভায় উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীপবিত্র কর :— মানানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলোঃ— "দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারকে অৰ্দ্ধেক দামে চাউল দেওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী কালকে(৫.৯.৯৭ ইং) এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৫.৯.৯৭ ইং তারিখে এই রেফারেন্স নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার : আমি আজ আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ মামনীয় সদস্যর নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি। এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম উল্লেখ করিতেছি :—

বিষয়	সদস্যের নাম
"উগ্রপন্থী অক্রমণে যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারে সরকারী চাকুরী দেওয়া সম্পর্কে।"	১) শ্রীসমীর দেব সরকার ২) শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া

আমি এখন মাননীয় সদস্যদের আহ্বান করিতেছি তাহাদের যে কেউ দাঁড়িয়ে বিষয়টি সভায় উল্লেখ করিবেন।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর):— মিঃ স্পীকার আমার রেফারেন্স নোটিটির বিষয়বস্তু হলো :—

"উগ্রপন্থী আক্রমণে যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারে সরকারী চাকুরী দেওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিয়য়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এগুলি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৮.৯.৯৭ ইং তারিখে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৮.৯.৯৭ ইং তারিখ একটি বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আজ আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ মাননীয় সদস্যর নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উথাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম উল্লেখ করিতেছি ঃ—

বিষয়	**সদস্যদের নাম**
"চলতি মাসে আবার ডিজেল, পেট্রোল, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ার ঘটনা সম্পর্কে।"	(১) শ্রী অমল মল্লিক।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়কে আহ্বান করিতেছি তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করেন

শ্রী অমল মল্লিক ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ— "চলতি মাসে আবার ডিজেল, পেট্রোল, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কখন করে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামীকাল অর্থাৎ ৫-৯-৯৭ তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৫-৯-৯৭ ইং তারিখ এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেবেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ –

"আগরতলা এস্‌রাই রাস্তায় গত তিনমাস যাবৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত সম্পর্কে"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়াছি।

আমি এখন মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্শণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করিতেছি। যদি তিনি তার বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহা হইলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৮-৯-৯৭ ইং তারিখে এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পাইয়াছি ঃ—

(১) শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা,

(২) শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ঃ— "গত ৩-৯-৯৭ ইং উদয়পুরের লক্ষ্মীপতি গাঁওসভায় এন, এল, এফ, টি, এর আক্রমণে একজন সি, পি, আই, (এম) কর্মী নিহত ও তিনজন আহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা এবং শ্রীপান্নালাল ঘোষ মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়াছি।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ যেন তাহা হইলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাইবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৮-৯-৯৭ইং তারিখে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশ পাইয়াছি। সদস্যের নাম হলো শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া। নোটীশের বিষয়বস্তু হলো ঃ— "গত ২১শে মে, ১৯৯৭ইং তারিখে উদয়পুর মহকুমার পিত্রা পুলিশ ফাঁড়ি থেকে স্বপন লস্করকে (পুলিশ কর্মী) অপহরণ ও পর মূহুর্তে দেওয়ানবাড়ীর বাজার ও গ্রামের বাড়ীঘর ভষ্মীভূত হওয়া এবং কয়েকদিন পর অপহৃত স্বপন লস্করের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়াছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহা হইলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাইবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার আমি আগামী ৮-৯-৯৭ইং তারিখ এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো ঃ "বিজ্‌নেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।"

বর্তমান অধিবেশনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯৯৭ইং তারিখ হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৯৭ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজ্‌নেস্ এ্যাড্‌ভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্দ্দিষ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ইং থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য বিজ্‌নেস্ এডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন, তার রিপোর্ট সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রিপোর্ট'টি হাউসে বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত।"

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো ঃ— "বিজনেস্ এডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত।"

(অতঃপর উল্লিখিত রিপোর্ট'টি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো)।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

MR. SPEAKER :— Now the question before the House, Laying of the copy of each of the following Report and Accounts.

1. The Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of the Government of Tripura for the year 95-96.
2. The Appropriation Accounts of the Govt. of Tripura for the year 1995-96.
3. The Finance Accounts of the Govt. of Tripura for the year 1995-96.

Now, I request the Hon'ble Finance Minister to lay the above report and accounts on the table of the House.

SHRI BAIDYANATH MAJUMDAR (Deputy Chief Ministers) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay the copy of each of (Finance Minister).

1. The Comptroller. and Auditor General of India releting to the Accounts of the Government of Tripura for the year 1995-96.

2. The Approppropriation Accounts of the Govt. of Tripura for the year 1995-96.

3. The Finance Accounts of the Govt. of Tripura for the year 1995-96. on the table no the House.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা রিপোর্ট এবং একাউন্টেস,-এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "The Code Criminal Procedure Tripura" Fourth Amendment Bill, 1997 (Tripura Bill No. 8 of 1997). উৎথাপন। আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "The Code of Criminal Procedure (Tripura 4th Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 8 of 1997.) এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো, — The Code of Criminal Procedure (Tripura Fourth Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 8 of 1997).

এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(সভার অনুমতির ফলে বিলটি উৎথাপিত হলো)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Entertainment Tax 1997 (Tripura Bill No, 7 of 1997)." উৎথাপন। আমি এখর রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Entertainment Tax 1997 (Triputa Bill No, 7 of 1997)". এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো, "The Tripura Entertainment tax Bill, 1997 (Tripura Bill No. 7 of 1997)". এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(অতঃপর ধ্বনী ভোটের মাধ্যমে বিলটি সভায় উৎথাপনের অনুমতি পেল।)

PRESENTATION OF THE COMMITTEE REPORTS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, — রুলস কমিটির দশম (টেনথ্) প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি এখন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রুলস কমিটির দশম প্রতিবেদন (টেনথ্ রিপোর্ট) সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই সম্পর্কে ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্যবিধির ২৬৯ নং ধারার প্রতি মাননীয় সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ধারা অনুযায়ী রুলস কমিটির প্রতিবেদনটি বিধানসভার

টেবিলে সাত দিন পেশ করা অবস্থায় থাকবে। যদি কোন সদস্য এই প্রতিবেদনের উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনতে চান তবে উক্ত সাত দিনের ভিতর বিধানসভার সচিবের নিকট এই সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিতে পারেন। যদি কোন সংশোধনী প্রস্তাব উক্ত সাত দিনের ভিতর না পাওয়া যায় তাহলে এই প্রতিবেদনটি বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা রুলস কমিটির প্রতিবেদন-এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, -- প্রিভিলেজ কমিটির সাইত্রিশতম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ, চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন্ প্রিভিলেজেস্ মহোদয়কে অনুরোধ করছি কমিটির সাইত্রিশতম প্রতিবেদনের প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— I beg to present to the House the thirty seventh report of the House committee of the previlages.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা কমিটি রিপোর্টটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৯৭ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—'A'

PAPERS LAID ON THE TABLE

Admitted Starred Question No. 34

Name of Member :— Sri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Depertment be pleased-to state

প্রশ্ন	উত্তর
১। কদমতলা বাজারে আগুনে পোড়া শেড্ ঘরখানি ভেঙে নূতন একখানি শেড্ ঘর কৃষি দপ্তর হইতে করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	আপাততঃ নাই।
২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত করা হবে।	প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred-Question No. — 96

Name of the Member :— Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hone'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state. :—

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের হাটে বাজারে এক শ্রেণীর লোক প্রকাশ্যে এণ্ডিং নামক জুয়া খেলার টিকিট অবৈধভাবে বিক্রি হচ্ছে ?

২। সরকার অবগত আছেন কি যে সমাজে এই এণ্ডিং নামক কুৎসিং জুয়া খেলে অনেক পরিবার সর্বশান্ত হয়েছেন এবং হচ্ছেন ?

৩। অবগত থাকিলে এই জুয়া খেলা বন্ধ করার জন্য সরকার কি কি কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন।

৪। ইহা কি সত্য যে অনেক স্থানে থানা বা পুলিশের সামনেই এই টিকিট বিক্রি হয়ে থাকে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, কিছু সুনির্দিষ্ট সংবাদ ও অভিযোগকে ভিত্তি করে এই গোপন জুয়া খেলার বিরুদ্ধে পুলিশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন।

২। এই ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে থানায় কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই।

৩। এই ব্যাপারটিকে পুলিশ তীক্ষ্ণভাবে নজরে রাখছেন। গত জানুয়ারী ১৯৯৬ থেকে ১৫ই আগষ্ট ১৯৯৭ পর্য্যন্ত সময়ে ৩৬৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের পর মাননীয় আদালতে ১২৮ জনকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিচারের জন্য চার্জশীট দেয়া হয়।

৪। পুলিশকে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 112

Name of Member :—Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে সীমান্ত এলাকায় ডাকাতি ও চুরি রোধ করতে যে সকল নাগরিক সাহসিকতার সহিত ডাকাত বা চোরের মোকাবিলা করে সেই সাহসিক নাগরিকদের সরকারের পক্ষ থেকে কোন বিশেষ ধরনের সম্মান বা সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

১। সরকার সবসময়ই সাহসিকতার মর্য্যাদা বা স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন এবং তাহাদের কাজের মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় পুরস্কার (আর্থিক) হিসাবে দিয়ে থাকেন।

সীমান্ত এলাকার জন্য আলাদাভাবে কোন ব্যবস্থার Scheme নাই। কোন অপরাধের বিরুদ্ধে বিশেষ সাহসিকতার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বর্তমানে যে

স্কীম চালু আছে সেগুলি বা শিশুদেব ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে তাহাদের সাহসিকতার জন্য ভারত সরকারের Scheme হইতে নিম্নলিখিত পদকগুলি দেওয়া হয়ে থাকে, —

ক) সর্ব্বউত্তম জীবন রক্ষা পদক ২৫,০০০/-

খ) উত্তম জীবন রক্ষা পদক ১৫,০০০/-

গ) জীবন রক্ষা পদক ১০,০০০/-

আবার শিশুদের ক্ষেত্রে কেহ সাহসিকতার জন্য নিজের জীবন দিয়ে অন্যের প্রাণ বাঁচালে তাহাদের পরিবারকে নিম্নলিখিত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে, —

ক) সর্ব্বউত্তম জীবন রক্ষা পদক ৫০,০০০/-

খ) উত্তম জীবন রক্ষা পদক ৩০,০০০/-

গ) জীবন রক্ষা পদক ১০,০০০/-

Admitted Starred Question No. 94

Name of the Member :— Sri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state. —

১। গত ৪ বৎসরে রাজ্য পুলিশ ও রাজ্য নিরাপত্তা কর্মীদিগকে অত্যাধুনিক করে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সাহায্য সহ মোট কত টাকা খরচ করেছে ?

২। কোন কোন ধরনের অত্যাধুনিক হাতিয়ার রাজ্য পুলিশ ও T.S.R. প্রভৃতি বাহিনীকে দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১। গত ৪ বৎসরে রাজ্য নিরাপত্তা কর্মীদের/বাহিনীর আধুনিকীকরণ করার জন্য মোট ৫,২৪,১৯১, টাকা খরচ করা হয়েছে।

২। বাহিনীর হাতে আধুনিক হাতিয়ারের প্রকার, —

ক) এ. কে ৪৭ রাইফেল

খ) ৭.৬২ এম. এম. এস. এল. আর

গ) ৭.৬২ এম. এম. , এল. এম. জি।

Admitted Starred Question No. 140.

Name of the Member :—Sri Dilip Chowdhury,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge, of the Home Department bocplcased to state. —

১। ইহা সত্য যে V. I. P দে ডিউটিতে কর্মরত P.S.O. ষ্টাফদের T. A. Bill বৎসরের পর বৎসর ডিপার্টমেণ্টে পেণ্ডিং পড়ে রয়েছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ,

৩। এই টাকা অতি সত্তর দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা,

৪। যদি না থাকে তার কারন ?

ANSWER

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

আর্থিক যোগান অনুসারে PSO দের T. A. Bill ১৯৯৪-৯৫ পর্য্যন্ত Payment হয়ে গেছে। আর্থিক যোগানের বন্দোবস্ত করে যাহাতে তাহা মিটানু যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

৩) হ্যাঁ।

৪) প্রশ্ন উঠে না

ADMITTED STARRED QUESTION NO, 144.

Name of the Member :—SHRI RATI MOHAN JAMATIA

Will the Hon'ble Minister in-Chatge of the Home Department be pleased to State.—

১। ইহা কি সত্য যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকার ফলে রাজধানী আগরতলার ঔষধের দোকানগুলি রাত্রে বন্ধ থাকে ?

২। ঔষধের দেকোনের সম্মুখে নিরাপত্তারক্ষীদের মোতায়েন করে অবিলম্বে রাত্রে ঔষধের দোকানগুলি খোলা রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

৩। না নেওয়া হলে এর কারণ ?

ANSWER

১। নিরাপত্তার অভাবের বিষয় সত্য নহে। রাত্রে নিরাপত্তার জন্য ভ্রাম্যমান পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

২। স্থানীয় পুলিশ শহরের নিরাপত্তার ব্যবস্থায় সজাগ ও সক্রিয় রহিয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 150

Name of the Member :— SRI Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fishories Department be pleased to State.

প্রশ্ন ঃ— ১

রাজ্যে মাছের পোনা উৎপাদনের সেন্টার কর্তা টি আছে এবং কোথায় কোথায় ?

উত্তর ঃ— ১

রাজ্যে সরকারী পর্যায়ে মোট ২৩টি মাছের পোনা উৎপাদনের সেন্টার আছে। এদের নাম ও অবস্থানগত পরিচিতি নিম্নরূপ,—

মহকুমা	মাছের পোনা উৎপাদন সেন্টারের নাম
ক) ধর্মনগর	১। ধর্মনগর মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র
	২। পানিসাগর মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র
	৩। গঙ্গানগর মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র
খ) কাঞ্চনপুর	১। কাঞ্চনপুর মৎস্যবীজ মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র
গ) কৈলাশহর	১। কুমারঘাট আঞ্চলিক মৎস্যপ্রজনন কেন্দ্র
ঘ) লংতরাইভ্যালি	১। কমলছড়া মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র
ঙ) কমলপুর	১। আজঙ্গা মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র
চ) গণ্ডাছড়া	১। সরমা মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র।
ছ) খোয়াই	১। গণকী মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র
	২। চাকমাঘাট মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র
জ) সদর	১। মান্দাই মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র
	২। লেম্বুছড়া মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র
	৩। আগরতলা মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র
	৪। রামনগর মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র

		৫। জিরানীয়া' মৎস্যবীজ উৎপাদন ইউনিট
ঝ)	সোনামুড়া	১। সোনামুড়া মৎস্য বীজ উৎপাদন ইউনিট
ঞ)	উদয়পুর	১। অমরসাগর মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র
		২। ধনীসাগর মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র
		৩। কমলাসাগর মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র
		৪। T. F. T. I উৎপাদন কেন্দ্র
ট)	অমরপুর	১। ফটিকসাগর মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র।
ঠ)	বিলোনিয়া	১। মুহুরীপুর মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র।
ড)	সাব্রুম	১। সাতচাঁন্দ মৎস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র।

প্রশ্ন :—২

বর্তমান বৎসরে কত মাছের পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে ?

উত্তর :—২

বর্তমান (১৯৯৭-৯৮) আর্থিক বৎসরে রাজ্যে সরকারী পর্যায়ে ১৩৮ লক্ষ রুই-কাতলা ইত্যাদি এবং ৪৬ লক্ষ কার্পিও মাছের পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। সর্বমোট ১৮৪ লক্ষ।

প্রশ্ন :—৩

তেলিয়ামুড়া ব্লকের চাকমাঘাট সেন্টারটির উন্নতি সাধনে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর :—৩

এই-সেন্টারটি হইতে প্রতি বৎসরই মৎস্যচারা উৎপাদন হয়ে থাকে। সেন্টারটিকে উৎপাদনশীল রাখার জন্য সর্বদাই প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question no. 153

Name of the Member :— Sri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১ নং প্রশ্ন ঃ— পান চাষীর সংখ্যা কত ?

১ নং উত্তর ঃ— ত্রিপুরায় মোট পান চাষীর সংখ্যা ৪,৫৯৯ জন।

২ নং প্রশ্ন ঃ— পান চাষীদের পান উৎপাদনে সরকার কি কি সাহায্য করে থাকেন।

২ নং উত্তর ঃ— পান চাষীদের পান উৎপাদনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে প্রতি কৃষি মহকুমায় দশ জন করে পান চাষীকে ১০০ বর্গ মিটার বরোজ করার জন্য ৫০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়। এই পান চাষীরা হলেন উপজাতি, তপশিলী জাতি ও প্রান্তিক চাষী। ইহা Directorate of Horticulture and soil Conservation-এর-পরিকল্পনাভূক্ত।

ANNEXURE—'B'

Admitted un-starred Question no. 1

Name of Members :— Shri Umesh Ch. Nath
Shri Samir Deb Sakar
Shri Remendra Ch. Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state .—

প্রশ্ন ঃ	উত্তর ঃ
১। বর্তমান অর্থ বৎসরে (১৯৯৭-৯৮) ইং সনে রাজ্যে মোট কতটি কৃষি বীজাগার এবং গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলা হবে ? (কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)	দপ্তরের নিয়ম অনুয়ায়ী ১০৫ টি নতুন কৃষি বীজাগার ও ২৫৩ টি গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। তবে অর্থের সংকুলান অনুসারে জেলা পরিষদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি বীজাগার ও গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলার কাজ হাতে নেয়া হবে। নবম পরিকল্পনার মধ্যে এই কাজ শেষ করা হবে। (কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ) ঃ

জিলা	কৃষি মহকুমার নাম	গ্রামসেবক কেন্দ্র	কৃষি বীজাগার
পশ্চিম ত্রিপুরা	বিশালগড়	২৮	১৩
	জিরানীয়া	১৯	৯
	মোহনপুর	১৭	—
	তেলিয়ামুড়া	১০	৫
	মেলাঘর	২৭	১
	খোয়াই	১০	১
	মোট :—	১০৫	২৯
দক্ষিণ ত্রিপুরা	মাতাবাড়ী	১১	৮
	অমরপুর	১১	১৬
	বগাফা	১৫	৩
	রাজনগর	১৭	—
	সাতচাঁদ	২১	১৪
	গণ্ডাছড়া	১৫	৬
	মোট :—	৯৯	৪৭
উত্তর ত্রিপুরা	সালেমা	২	৬
	ছামনু	৮	৬
	কুমারঘাট	১৪	৯
	পানিসাগর	১১	৩
	কাঞ্চনপুর	১৪	১০
	মোট :—	৪৯	৩৯
	সর্বমোট :—	২৫৩	১০৫

PAPER LAID ON THE TABLES
(QUESTIONS & ANSWERS)

প্রশ্ন :	উত্তর :
২। খোয়াই মহকুমার বন বাজারে উত্তর সিঙ্গিছড়া, পূর্ব রামচন্দ্র ঘাট পঞ্চায়েত সমূহে নূতন গ্রামসেবক কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে কি না ?	সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব পাওয়ার পর এবং- রাজ্য সরকারের অনুমোদন ও অর্থেয় যোগান পাওয়ার পর ঐ সকল গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।
৩। ধর্মনগরের লক্ষ্মীনগর বাজারে সীড সেন্টার খোলা হবে কিনা ?	আপাততঃ নাই

Admitted un-starred Question NO. 2.

Name of the member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ১৯৯৭ইং সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্যে উগ্রপন্থী হামলার কারণে কত পরিবার উপজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবং

২। ঐ সময় কতজন জাতি লোক ও কতজন উপজাতিলোক মারা গেছেন ;

(পুরুষ, মহিলা, বালক-বালিকার আলাদা আলাদা হিসাব)

ANSWER

১। ১৯৯৭ইং সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ সময়ের মধ্যে উগ্রপন্থীদল এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির আক্রমণে খোয়াই মহকুমার মর্মান্তিক ঘটনাসহ মোট ১১৬৭ পরিবার জাতি উপজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

২। এই সকল সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রপন্থী আক্রমণে এই সময়ে জাতি উপজাতি মোট ৭৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

Admitted un-starred Question NO. 5

Name of member :— Shri Amal mallik
Shri Samir deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Agriculture Department be Pleased to state :—

প্রশ্নঃ

১। ১৯৯৩ইং সাল থেকে গত চার বৎসরে এ রাজ্যে কয়টি বাজার শেড্ করা হয়েছে ?

২। ১৯৯৭-৯৮ইং সালে কয়টি বাজার শেড্ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর ঃ

১৯৯৩ইং সন থেকে গত চার বৎসরে রাজ্যে মোট ৩৩টি শেড্ করা হয়েছে।

১৯৯৭-৯৮ইং সালে মোট ১২টি বাজারের ১৩টি শেড্ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। (কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ) ঃ

ক্রমিক নং	বাজারের নাম	কৃষি মহকুমা	শেডের সংখ্যা
১।	পানিসাগর	পানিসাগর	১টি
২।	কালাগাঙ্গের পাড়	পানিসাগর	১ টি
৩।	আনন্দবাজার	পানিসাগর	১ টি
৪।	রাঙ্গাউটি	কুমারঘাট	১ টি
৫।	ফটিকরায়	কুমারঘাট	১ টি
৬।	ডলুগাঁও	কুমারঘাট	১ টি
৭।	শান্তিপুর (পেঁচারথল)	কাঞ্চনপুর	১ টি
৮।	খয়েরপুর	জিরানীয়া	১ টি
৯।	বাচাইবাড়ী	খোয়াই	১ টি
১০।	হরিণছড়া	সালেমা	১ টী
১১।	কুলাই	সালেমা	১ টী
১২।	সালেমা	সালেমা	১ টি

মোট শেড্ ১৩টি

প্রশ্ন ঃ	উত্তর ঃ
৩। বিলোনিয়া বনকর এর উত্তর পাড়ে কোন বাজার শেড্ করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?	আপাততঃ নাই।
৪। এন. বি. সি. নগর, সুকান্ত নগর, ওয়েষ্ট কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কোন বাজার শেড্ আছে কি না ?	হ্যাঁ. আছে।
৫। খোয়াই মহকুমার চেবরী বাজারের বর্তমান বৎসরে ষ্টল নির্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	হ্যাঁ, আছে।

Admitted un-starred Question NO. :—6
Name of the member :— Sri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Home Department be pleased to state:—

১। যে সকল থানা এলাকায় উপদ্রুত আইনজারী করা হয়েছে সেই সকল থানা এলাকার উপদ্রুত আইনজারী হওয়ার পর থেকে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত কয়টি খুন, অপহরণ, উগ্রপন্থী হামলা, অগ্নিসংযোগ, ডাকাতি, ধর্ষণ এর মত মারাত্মক অপরাধের ঘটনা ঘটেছে তার অপরাধ অনুযায়ী থানা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব ?

ANSWER

১। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ইং উপদ্রুত আইনজারী করা হয় এবং সে সময় খোয়াই মহকুমায় সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়িয়ে দিতে অশুভ শক্তিগুলি সক্রিয় ছিল। ছাওমনু এবং জিরানীয়া থানা এলাকাতেও উগ্রপন্থী দলগুলি সাম্প্রদায়িকতার উষ্কানী দিচ্ছিল। খুনের ঘটনা খোয়াই. কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া, জিরানীয়া এবং ছাওমনুতে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণার ২/৩ দিনের মধ্যেই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে বর্তমান পর্যন্ত খুন, অপহরণ, উগ্রপন্থী, হামলা অগ্নি-সংযোগ, ডাকাতি, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধের থানা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

SL. NO.	NAME OF THE P. S.	ORDER		Arson	Dacoity	RAPE	KIDNAPPING		MURDER		EXRT ATTACTED		Arson	Dacoity	Robbery
		Case	Persons Killed				Case	Persons Kidnapped	Case	Persons Killed	Kidnapped	RAID			
1.	Sidhai P. S.	7	7	1	2	—	2	4	2	2	6	1	—	—	—
2.	Takarjala P. S.	—	—	1	—	—	2	4	—	—	—	—	1	—	—
3.	Jirania P.S.	11	13	—	—	1	2	4	2	2	2	—	—	—	—
4.	Khowai P.S.	10	13	2	—	—	2	2	8	12	1	1	3	—	—
5.	Kalayanpur P.S.	10	31	9	—	1	2	2	3	32	—	—	3	—	—
6.	Teliamura P.S.	5	12	—	—	1	3	3	3	8	4	3	1	—	—
7.	Kamalpur P.S.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	Salama P.S.	2	2	2	—	—	3	3	1	1	2	1	—	—	—
9.	Ambasa P.S.	2	2	—	—	1	1	1	—	—	2	2	—	—	—
10.	Chamanu P.S.	2	20	1	—	1	—	—	3	20	1	1	—	—	—
11.	Manu P.S.	3	3	1	—	1	2	2	—	—	7	5	—	—	—
12.	Ganganagar P.S.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	Gandachara P.S.	1	1	—	—	—	—	—	1	1	5	3	—	—	—
14.	Raishayabari P.S.	1	1	—	—	—	1	1	—	—	7	7	—	—	—
15.	Natunnagar P.S.	1	1	1	—	—	1	2	2	12	—	—	—	—	—
16.	Birganj P.S.	2	4	—	—	1	1	2	1	1	7	7	—	—	—
17.	Taidu P.S.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	Ompi P.S.	1	1	1	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—
19.	Killa P.S.	—	—	—	—	—	3	5	—	—	3	3	—	—	1
	TOTAL :—	58	111	21	2	8	27	37	26	99	47	34	8	—	1

PAPER LAID ON THE TABLES
(Questions & Answers)

Admitted un-starred Question, NO.13

Name of the Member : Sri Ratan lal nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the information, cultural Affairs & tourism Department be pleased to state.

প্রশ্ন :—

১। রাজ্যে অফসেটে মুদ্রিত কয়টি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্র রয়েছে ?

২। অফসেটে মুদ্রিত প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে ৯৩-৯৪, ৯৪-৯৫, ৯৫-৯৬ এবং ৯৬-৯৭ আর্থিক বর্ষে কোন সংবাদপত্র কত টাকার রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপন পেয়েছে ? (ক্লাসিফায়েড এবং ডিসপ্লে পৃথক পৃথক হিসাব)

৩। ইহা কি সত্য সরকার বিজ্ঞাপন প্রদান নিয়ে বৈষম্য করছেন ? যদি সত্য হয়ে থাকে সরকার এই বৈষম্য দূরীকরণের কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

৪। আধা সরকারী সংস্থাগুলোর জন্য সরকারের কোন বিজ্ঞাপন নীতি আছে কি না ?

৫। ইহা কি সত্য যে আধা সরকারী সংস্থাগুলো বিজ্ঞাপন প্রদানে সরকারের বিজ্ঞাপন নীতিকে অগ্রাহ্য করেছে ? যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এর কারণ কি ?

উত্তর :—

১। বর্তমানে রাজ্যে অফসেট পদ্ধতিতে মুদ্রিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ৬ (ছয়)টি।

২। পৃথক পৃথকভাবে হিসাব জুড়ে দেওয়া হল।

৩। [illegible] রকম বৈষম্য করেন নাই। তাই দূরীকরণের প্রশ্ন উঠে না।

৫। আধাসরকারী সংস্থাগুলোর বিজ্ঞাপন রাজ্য সরকারের মাধ্যমে বন্টিত হয় না।

STATEMENT SHOWING YEAR-WISE TOTAL INVOLVEMENT OF DISPLAY ADVERTISEMENT IN OFFSET

		1993-94	1994-95	1995-96	1996 97
1.	DAILY DESHER KATHA	—	—	Rs. 56,941 00	Rs. 1,62,160.00
2.	DAINIK SAMBAD	Rs. 33,739.00	Rs. 31,722,00	Rs. 70,457.00	Rs. 1,39,696 00
3.	TRIPURA DARPAN	Rs. —	Rs. 20,595.00	Rs. 55,868 00	Rs. 99,184,00
4.	SYANDAN PATRIKA	Rs. 18,562.00	Rs. 24,451.00	Rs. 52,285.00	Rs. 79,872.00
5.	DAINIK GANADOOT	Rs. 17,968.00	Rs. 15,137.00	Rs. 36,822.00	Rs. 80.128 00
6.	BHABI BHARAT	Rs. 14,220.00	Rs. 14,800,00	Rs. 26,045.00	Rs. 30,032.00

STATEMENT SHOWING YEAR-WISE TOTAL INVOLVEMENT OF CLASSIFIED ADVERTISEMENT IN OFFSET

		1993-94	1994 95	1995-96	1996-97
1.	DAILY DESHER KATHA	—	—	Rs. 4,99,466.00	Rs. 4,76,160.00
2.	DAINIK SAMBAD	Rs. 2,05,962.00	Rs. 1,77,258.60	Rs. 2,60,872.80	Rs. 3,18,080.00
3.	TRIPURA DARPAN	—	Rs. 1,59,666.00	Rs. 2,05,738.00	Rs. 2,79,160.00
4.	SYANDAN PATRIKA	Rs. 1,76,353.40	Rs. 1,71,059.80	Rs. 2,23,978.60	Rs. 2.89,200.00
5	DAINIK GANADOOT	Rs. 1,81,142.00	Rs. 1,73,404.20	Rs. 2,53,660.40	s. 2,89 100.00
6.	BHABI BHARAT	Rs. 1,53,241.60	Rs. 1.32,916 20	Rs. 1,96,238.60	Rs. 2,81,180.00

PAPER LAID ON THE TABLES
(Questions & Answers)

Admitted un-starred Question NO. 15

Name of the Member :— Shri Ratimohan Jamattia,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ১৯৯৭ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি গৃহদাহ, খুন এবং অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ; এবং উক্ত সময়ে কয়টি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ; (প্রতিটি ঘটনা নাম ঠিকানা সহ পূর্ণ বিবরণ)

২। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কতজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সম্ভব হয়েছে ? (অপরাধীদের নাম সহ পূর্ণ ঠিকানা)

ANSWER

১। ১৯৯৭ইং ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত উপদ্রুত এলাকার উগ্রপন্থীদের আক্রমণ এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির জাতি-উপজাতির দাঙ্গা বাধানোর ষড়যন্ত্রের ফলে গৃহদাহের ঘটনা ও অন্যান্য এই জাতীয় মোট কেইসের সংখ্যা ৫৮টি এবং ক্ষয়ক্ষতির ১৯৭৬ পরিবারের হিসাব পাওয়া যায়। ৭৩ জন জাতি-উপজাতি প্রাণ হারান। উক্ত সময়ের মধ্যে সারা রাজ্যে মোট ১২৩টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ২৯টি উগ্রপন্থীদের হাতে। প্রশ্নে উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়ের তথ্য সংগ্রহাধীন।

১। এই সময়ে ২২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত কার্য্যে এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

Admitted un-starred Question NO. 16.

Name of the Member :— **Shri Ratimohan Jamatia**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Deptt. be please to state :—

১। সারা রাজ্যে ১৯৯৭ইং সনের ১লা জানুয়াবী হইতে ১৯৯৭ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত কতটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে এবং তাতে কতজন হত হয়েছে ও আহত কত এবং লুটপাটের পরিমাণ কত টাকা।

১। উক্ত ডাকাতির ঘটনায় কতজনকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে ?

ANSWER

১। ১৯৯৭ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৯৭ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত সংঘটিত ডাকাতি হতাহতের সংখ্যা ও লুটপাটের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

ডাকাতি	হত	আহত	লুটপাটের পরিমাণ
৩৬টি	৩০	৩৩	১১,১৪,৩৪৫ টাকা

২। ডাকাতির ঘটনায় জড়িত মোট ৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. 19.

Name of the Member :— Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister.in-Charge of the Home Department, be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে আগষ্ট ১৯৯৭ পর্যান্ত কত সংখ্যক মিলিটারী/বি. এস. এফ/সি. আর. পি. এফ/ সি. আই. এস. এফ সহ কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে (তার আলাদা আলাদা হিসাব) এবং

২। বর্তমানে রাজ্য সরকারের অধীনে কত পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের পুলিশসহ নিরাপত্তা কর্মী আছে তার আলাদা আলাদা হিসাব।

উত্তর

১) নিরাপত্তাব বাহিনীর হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক) সি. আর. পি. এফ — ৩৪ কোম্পানী

খ) আসাম রাইফেলস — ১৪ ,,

গ) আর্মি — ১২ ,,

২) রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :—

টি. এস. আর — ২,৬৬১

ত্রিপুরা পুলিশ — ১৭৯৭

মোট — ৫৪৫৮

Admitted un-starred Question NO. 20

Asked by Shri Amal Mallik.

Will The Hon'ble Minister in-Charge of the Statistics Department be please to State :—

১। প্রশ্নঃ— বর্তমানে রাজ্যে বসবাসকারী হরিজন সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা কত;

উত্তর ঃ— ১৯৯১ ইং সনের তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক এক সমীক্ষায় হরিজন সম্প্রদায় ভিত্তিক যে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে তা নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক) চামার (মুচি) ১০,০৭৬ জন

খ) ডোম — ১৯৭ ,,

গ) মেথর — ১,৬১৭ ,,

ঘ) মুসাহর — ৭৬৪ ,,

২। প্রশ্ন :— রাজ্যের কোন কোন মহকুমায় কতগুলি হরিজন সম্প্রদায় ভুক্ত পরিবার বসবাস করছে, (মহকুমা ভিত্তিক হরিজন পরিবার পৃথক পৃথক হিসাব)।

উত্তর ঃ— মহকুমা ভিত্তিক আলাদা হিসাব এখনো করা হয়নি।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Friday, the 5th September, 1997

The Assembly met in the Assembly House, Agartala at 11 A. M. on Friday. the 5th September, 1997.

PRESENT

Sri Jitendra Sarkar Hon'ble Speaker in the Chair. The Deputy Chief Minister. the Deputy Speaker, 14 Ministers and 39 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৮।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১৮।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে একটি স্ট্যাটমেন্ট চাইছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। আপনি বসুন। আমি এলাউ করছি না তা প্রশ্ন পর্বের পরে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) : স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৮।

(গণ্ডগোল

শ্রীজিতেন্দ চৌধুরী (মন্ত্রী) : — স্যার এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৮।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট Orphanage এর সংখ্যা কত, এবং এইগুলি কোথায় কোথায় অবস্থিত ?

২। এগুলিতে বসবাসকারী মোট আবাসিকের সংখ্যা কত; (বালক-বালিকাদের আলাদা আলাদা হিসাব)।

৩। উক্ত অনাথ আশ্রমগুলিতে থাকার সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা কত,

৪। বয়সোত্তীর্ণ আবাসিকদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা, এবং

৫। নিয়ে থাকলে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট Orphanage এর সংখ্যা ১৭টি। তালিকা লে করে দেব স্যার।

২। এইগুলিতে বসবাসকারী মোট আবাসিকের সংখ্যা ৫৬৩ জন। বালক-বালিকাদের আলাদা হিসাব লে করে দেওয়া হল।

৩। ১৮ (আঠারো) বৎসর।

৪। হ্যাঁ

৫। অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, অঙ্গনওয়াড়ি হেলপার', সহকারী শিক্ষক, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী বিভিন্ন রাজ্য সরকার পরিচালিত ট্রেনিং কোর্সে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ANNEXURE—'A'

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে বয়সের হিসাব ১৮ বৎসর দেওয়া হয়েছে তা খুব সম্ভবত ছেলেদের ক্ষেত্রে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে হোস্টেলে থাকার ঊর্দ্ধতন বয়সের হিসাব কত ? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? আর দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে-রাজ্যের অনাথ আশ্রমগুলিতে যারা বয়সোত্তীর্ণ আছেন তাদের কিছু সংখ্য Orphanage কে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে তা সত্য, কিন্তু ছেলে যারা আছে তাদের বয়স ১৮ বৎসরের উপর তাদের কারোর কারোর বয়স, ২৬/২৭ এমন কি তারও উপর এদের থেকেও এক দুইজনের চাকুরী হয়েছে এবং যাদেরকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয়নি তাদেরকে স্বনির্ভর প্রকল্পে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য দপ্তরের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অনাথ আশ্রমে বসবাসকারী শিশুদের ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত থাকার কথা। কিন্তু তার পরেও অনেকে থাকছে মানবতার কারণে। যারা অনাথ বালক বালিকা ১৮ বৎসরের উপর যাদের বয়স হয়েছে তাদেরকে আমরা বের করে দিতে পারছিনা। সেই জন্য সরকার যথা সম্ভব বিভিন্ন দপ্তরে যখন চাকুরী প্রদান করা হয় তখন সেই অনাথ শিশুদেরকে সেখানে চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই বৎসরই আই, সি, ডি, এস, শিক্ষা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, আরো বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৭৫ জনের মত অনাথ বালক-বালিকাকে চাকুরীর ব্যবস্থা করেছি। এবং তাদের জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমুলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

তবে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যে যতগুলি অনাথ আশ্রম আছে তাদের সবাইকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য বিভিন্ন অর্থকরী সংস্থার কাছে অনুরোধ করা হয়েছে, তাদের যে বিভিন্ন সংস্থা আছে সেখানে তাদের সুযোগ করে দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হলে আমরা আগামী দিনে আরো অনাথ শিশুদের বেশী করে আশ্রমে স্থান করে দিতে পারব।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি জানতে চাই, রামনগর অনাথ আশ্রমটি বহুদিনের পূরানো এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ? এটা যে-কোন সময় ভেঙ্গে গিয়ে আবাসিকদের বিপদে ফেলতে পারে। কাজেই এই অনাথ আশ্রমটি মেরামত করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এ দিকে সরকারের নজর আছে। এখানে আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের জন্য খাওয়ার বরাদ্দ ছিল দৈনিক ১০ টাকা। এ বছরের এপ্রিল থেকে সেটা ২০ টাকা করা হয়েছে। ঠিক তদনুরূপ কয়েকটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং অন্যান্য ট্রেনিং-এরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, সমস্ত আবাসিকদের সরকারী চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয় এই প্রসঙ্গে আমরা একমত। এজন্যে আমার প্রস্তাব থাকবে, রাজ্য সরকারের শিল্প দপ্তরের বিভিন্ন স্কীম, সেন্ট্রাল স্কীম কিংবা নগর পঞ্চায়েতের থেকে শেড তৈরী করা হয় কিংবা ষ্টল তৈরী করা হয়, সেখানে অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে প্রস্তাব রেখেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, ওরা সরকারী চাকুরী ছাড়া অন্য কিছুতে যেতে চায় না। আমরা তাদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। এমনকি কলকাতার নরেন্দ্রপুর আশ্রমে বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল ব্যাপারে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে। এখানেও করা হচ্ছে। আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করব, তাঁরা যেন আশ্রমের আবাসিকদের এ ব্যাপারে বুঝান তাহলে আমাদের সুবিধা হবে।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, রাজ্যের অনাথ আশ্রমগুলির ব্যয় ভার বহন করার জন্য ইতিমধ্যে নগর পঞ্চায়েতকে সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিনা ? কিংবা কোন প্রস্তাব দপ্তরের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নগর পঞ্চায়েত পরিচালনাধীন ১১টি অনাথ আশ্রম আছে। তবে সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে অর্থ দেওয়া হয়। কিন্তু সমাজ কল্যাণ দপ্তরের বরাদ্দ মাথা পিছু দ্বিগুণ হওয়ায় খরচ আমাদের অনেক বেড়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে নগর

পঞ্চায়েত ও এরকম স্বয়ং-শাসিত সংস্থাগুলি আনটাইড ফাণ্ড থেকে বিভিন্নভাবে টাকা পাচ্ছে। আগামী দিনে এই সমস্ত সংস্থাগুলি যাতে নিজস্ব সোর্স থেকে টাকার ব্যবস্থা করতে পারে সেটাই শুধু সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে বলা হয়েছে। তাদের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয় নি, চলছে।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে নগর পঞ্চায়েত পরিচালিত যে আশ্রমগুলি আছে সেগুলিতে দীর্ঘদিন যাবৎ দপ্তর থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ গিয়ে পেঁাছাচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে নগর পঞ্চায়েতগুলিকে মার্কেটিং কো-অপারেটিভ বা বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিতে হয়েছে। সেটা সরকারের জানা আছে কিনা? বিশেষ করে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত বেশ কয়েক লক্ষ টাকা বকেয়া পড়ে আছে। তার জন্য যে বরাদ্দ সে বরাদ্দ দিয়ে আবাসিকদের সুব্যবস্থা করে দেওয়া যাচ্ছে না। এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা? আর আনটাইড ফাণ্ড তো নগর পঞ্চায়েত পাচ্ছে না। ফলে নগর পঞ্চায়তগুলি সত্যি সত্যি আর্থিক দূরবস্থার মধ্যে আছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নেবার ক্ষেত্রে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা বিশেষভাবে একটু বিবেচনা করবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বিষয়টি সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত আছি। আবাসিকরা যাতে ভালভাবে চলতে পারে তার জন্য শুধু অর্থ প্রদানই নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রেও গত কয়েকদিন আগে নগর পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সহ এ্যাগ্‌জিকিউটিভ অফিসারদের ডাকিয়ে একটা মিটিং আমরা করেছিলাম। যেটা অসুবিধা হচ্ছে যে, অনেক ক্ষেত্রে এস. ডি. ও অফিসে নগর পঞ্চায়েত অফিস থেকে মাসের শেষে নিয়মিতভাবে রিপোর্ট আসে না। যে কারণে এখান থেকে টাকা স্যাংশান দিতে একটু দেরী হয়ে যায়। তাই নগর পঞ্চায়েতগুলিকে নিয়মিতভাবে মাসের শেষে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে যাতে সময়মত টাকা পাঠাতে কোন অসুবিধা না হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবনেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ ও শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২০ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২০ স্যার।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কতটি হাইস্কুল ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী + টু স্টেজ স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে?

২) বর্তমানে উক্ত স্তরের কতগুলি স্কুল আছে যেগুলিতে প্রধান শিক্ষক নেই এবং

৩) ঐ বিদ্যালয়গুলিতে অতিসত্বর প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা?

উত্তর

১) রাজ্যে বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮২টি হাইস্কুল এবং ৬০টি হাইয়ার সেকেণ্ডারী +টু স্টেজ স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

২) রাজ্যে বর্তমানে ৮৭টি হাইস্কুলে এবং ৯৩টি হায়ার সেকেণ্ডারী+টু স্টেজ স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই।

৩) যে সমস্ত হাই এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী +টু স্টেজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নেই সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজ্যে বর্তমানে ৮৭টি হাইস্কুলে ও ৯৩টি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। ফলে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। কতদিনের মধ্যে এই সমস্ত স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবেন এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশ্বস্ত করবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : — স্যার, এই সমস্ত হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এস. টি. ও এস সির একটা নির্দ্দিষ্ট কোটা আছে। তারা বর্তমানে গ্র্যাজুয়েট ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট হিসাবে শিক্ষকতায় ঢুকেছেন। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু একটা স্কুলে হেড মাষ্টার হতে গেলে যে সার্ভিসটা দরকার সেটা হচ্ছে হাইস্কুলে ৫ বছর এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ৭ বছর টিচিং এ্যাক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে। তার মধ্যে ২ বছর এডমিনিষ্ট্রেটিভ এ্যাকসপেরিয়েন্স সব কিছু মিলিয়ে সিডিউল্ড ট্রাইবস্ এবং সিডিউল্ড কাষ্টস্ এর কোটায় যেগুলি ভেকেনসি আছে সেগুলি ফিলাপ করা খুব অসুবিধা। আমরা স্পেশাল ড্রাইভে এটা কমিয়েছি ৭ বছরের জায়গায় ৫ বছর এ্যাক্সপেরিয়েন্স আনা হয়েছে, ৫ বছরের জায়গায় ৩ বছর করা হয়েছে। তারপরও সিডিউল্ড ট্রাইবস এবং সিডিউল্ড কাষ্ট ভেকেনসি পোষ্ট-গুলি খালি রয়ে গেছে। কাজেই এই একটা বিশাল বড় কারণে আমরা এই পোষ্টগুলি ফিল-আপ করতে পারছি না, এটা একটা অন্যতম কারণ।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন সিডিউল্ড ট্রাইবস এবং সিডিউল্ড কাষ্টদের কোটা পূরণ করার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ায় এই সব ঘটনা ঘটছে। তাহলে কি জানতে পারি যে এস, টি, এবং এস, সি তাদের জন্য কেবল অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে যেগুলিতে হাই স্কুল আছে সেখানেই দেওয়া হবে? যেমন দেবতামুড়া হাইস্কুল দীর্ঘ ৫ বছর ধরে হেড মাষ্টার দেওয়া হয় নি। ওখানে কি কেবল এস, টি, এবং এস, সিদেরই দেওয়া হবে জেনারেল-দের দেওয়া হবে না? এইভাবে নোয়াবাড়ীতেও হেড মাষ্টার নেই। এটা ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চল সেই জন্য কি সেখানে হেড মাষ্টার দেওয়া হয় না এটা স্পষ্টভাবে আমি জানতে চাই সেই সমস্ত জায়গায় ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল ছাড়া যারা জেনারেল আছেন তাদের দেওয়া হবে

কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— প্রশাসনিক ব্যাপার যেখানে যেখানে বিবেচনা করা যাচ্ছে সেখানে দেওয়া হচ্ছে। সেই ধরনের কোন নীতিগত ব্যাপার নেই যে ট্রাইবেল এলাকায় নন ট্রাইবেল দেওয়া হবে না আর ননট্রাইবেল এলাকায় ট্রাইবেল দেওয়া হবে না। যেখানে যেখানে দেওয়া হবে সেখানে দেওয়া হচ্ছে। আপনি বলতে পারেন যে, অনেক গ্রামাঞ্চলে অনেক ভেকেন্সি আছে। আমি এখানে বলতে পারি হাই স্কুলে ৮৪টা শূন্য পদ আছে তার মধ্যে এস, টি ২৭, এস, সি ১৪ এবং জেনারেল ৪৩ টি পদ খালি আছে। হায়ার সেকেণ্ডারীতে এস, টি ৫০টি পোষ্ট খালি আছে এবং এস, সির ২১টি পোষ্ট খালি আছে। কাজেই এটা একটা বিশাল সংখ্যক, স্পেশাল ড্রাইভে এ্যাক্সপেরিয়েন্স কমিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে ষ্ট্যাটমেন্ট দিয়েছেন তার মধ্যে দেখা যায় জেনারেল পোষ্টও খালি আছে। মাননীয় সদস্য রতিবাবু যেটা বলতে চেয়েছিলেন হেড মাষ্টার আসে কিন্তু বেশীর ভাগ দেখা যায় তাদের ইনটেরিয়রে না দিয়ে শহর সংলগ্ন অঞ্চল-গুলিতে দেওয়া হয় উনি তা বলতে চেয়েছিলেন। মানে বাঙ্গালী এবং ট্রাইবেলের প্রশ্ন নয় এখানে। উনি বলতে চেয়েছিলেন ইনটেরিয়রের পোষ্টগুলিকে ফিল-আপ করা হচ্ছে না কেন? আমার সাপ্লিমেন্টারী হলো মাননীয় মন্ত্রী যে পোষ্টগুলি খালি আছে বলেছেন সেই পোষ্টগুলি জেনারেল সহ ফিলাপ করার ব্যবস্থা করবেন কিনা অতি সত্বর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ডি-রিজার্ভ করা হচ্ছে। বিভিন্ন পোষ্টগুলিতে ডি-রিজার্ভ করে নিয়ে পূরণ করা হচ্ছে। কাজেই এই ক্ষেত্রে যেখানে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই সেখানে সেই পোষ্টগুলিকে ডি-রিজার্ভ করে শিক্ষা ক্ষেত্রকে আরও সচল করার জন্য এবং গতিশীল করার জন্য এইগুলি করে পূরণ করার ব্যবস্থা হবে কিনা? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, ডি-রিজার্ভের এখানে প্রশ্নই আসে না। কারণ এই চ্যানেলে সিডিউল্ড ট্রাইবস্, সিডিউল্ড কাষ্ট অনেক আছে। কাজেই ডি-রিজার্ভের কোন প্রসঙ্গই আসে না। তাছাড়া জেনারেল যারা আছে তার জন্য বোর্ড করা হয়েছে এবং ইন্টারভিউ হওয়ার মত অবস্থার মধ্যে আছে, সামান্য অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ কাজের জন্য দেরী হচ্ছে। কিন্তু আমরা অলরেডী যাতে বাকী শিক্ষক নিয়োগ করা যায় সেজন্য বোর্ড ইত্যাদি সবই করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ (কদমতলা) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ২৬।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ২৬ স্যার

প্রশ্ন

১ ত্রিপুরা রাজ্যে ও, বি, সি সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সংখ্যা কত ?

২। তাহাদের চাকুরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষনের ব্যাপারে সরকার কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের সার্ভে অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে ও, বি, সি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রাথমিক ভাবে ৬,৭৪,৪৯১ জন বলে দেখা যায়।

২। সরকার এই বিষয় নিয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছেন। তবে এখনই কিছু নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে চাকুরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষন আর কত বৎসর পরে চালু করা হবে ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— ও, বি, সি বিভিন্ন জনগোষ্ঠি যারা আছে তার সংখ্যাও এখানে বলা হল এবং তার ২৪ শতাংশ বেশী তাদের জনসংখ্যা। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব আছে, ফিফটি পারসেন্টের বেশী রিজার্ভেশান নেই। কাজেই এটাকে স্পেশাল আইন করে করতে হবে। আমরা এটাকে নীতিগতভাবে স্বীকার করি এবং এটা আমাদের বিবেচনার মধ্যে আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার

শ্রীসমীরদেব সরকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৩।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ৭৩।

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর জন্য মোট কতটি পদ খালি আছে ; এবং

২। ঐ বেসরকারী বিদ্যালয়ে বর্তমানে এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে দায়িত্বে কে আছেন ?

উত্তর

১। শিক্ষকের জন্য ১২টি (বার) পদ খালি আছে। অশিক্ষক কর্মচারীর জন্য ২ (দুই)টি পদ খালি আছে।

২। এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে ডঃ স্বপনকুমার মুখার্জী, প্রধান শিক্ষক, উমাকান্ত একাডেমী, আগরতলা, দায়িত্বে আছেন।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ৪ বৎসর যাবৎ এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে আমরা যতটুকু জানি ডঃ স্বপনকুমার মুখার্জী আছেন। এখন পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের কোন উন্নয়নমূলক কাজে উনার কোন ভূমিকা আছে কিনা, অথবা স্যারে চার বৎসরের মধ্যে তিনি কোনদিন বিদ্যালয়ের সংগে কোন সম্পর্ক রেখেছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এবং এর

সংগে আমি যতটুকু জানি ৩-৪ জন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ডঃ স্বপনকুমার মুখার্জীর পরিবর্তে দপ্তর থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু কেহই এখন পর্য্যন্ত দায়িত্ব নেননি, এটাও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— ডঃ স্বপনকুমার মুখার্জী কয়বার মিটিং করেছেন বা গেছেন এটা আমার জানা নেই। তবে ইদানিং অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর বদলানো হবে সেই আদেশ গেছে, এখনও কার্যভার হস্তান্তরিত হয়নি এইটুকু আমার জানা আছে।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, এই বেসরকারী বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের জন্য একবার ইন্টারভিউ ডাকা হয়েছিল। অনেক বেকার যুবক যুবতী ইন্টারভিউর জন্য অ্যাপ্লিকেশানও জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে আজ অবধি সেই ইন্টারভিউর কোনও ফল নেই এবং এখন পর্যন্ত কোন শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সেখানে আছে। পড়াশুনার কথা বললে প্রায় লাটে উঠার অবস্থা। একটা স্কুলের মধ্যে যদি ১২ জন শিক্ষকের অভাব থাকে তাহলে সেখানে শিক্ষার অবস্থা কি হতে পারে মন্ত্রী মহোদয় বুঝতেই পারছেন। গত বিধানসভায় দায়িত্বপূর্ণ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শুনেছিলাম যে বেসরকারী স্কুলগুলিতে বেশ কিছু সংখ্যক প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের পদ পূরণ করা হবে। এই বেসরকারী বিদ্যালয়টিতে শিক্ষকের জন্য এখন পর্যন্ত কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (আগরতলা) :— বিদ্যালয়টির করুন অবস্থা দেখলে চোখের জল আসে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— চোখে জল বেশী থাকলে রুমাল দিয়ে মুছে নেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই ভদ্রলোক এক নম্বরের চোর।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— চোরের বাবা, শয়তান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— বৌ-এর নামে সম্পত্তি হল কি করে ; গাড়ী তিনটা হল কি করে ? জবাব দাও।

মিঃ স্পীকার :— উত্তেজিত হবেন না।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এক নম্বরের মিথ্যাবাদী এই লোকটা। এই লোকটা এত বড় পাপী এবং মিথ্যাবাদী যে ভারতবর্ষে আর এই রকম হয় না। আমি দশতলা বাড়ী করব, তোমার বাবার টাকা দিয়ে করব না, আমার টাকা দিয়ে করব এবং তোমার কাছে জবাব দেওয়ারও আমার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— চোর।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— বাটপার। মিঃ স্পীকার স্যার, সহকারী প্রধান শিক্ষকের একটি পদ, বিষয় শিক্ষকের ছয়টি পদ, স্নাতকোত্তর শিক্ষকের চারটি পদ এবং স্নাতক শিক্ষকের একটি

পদ, স্থির বেতনে। এটার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। এবং যখন যে সমস্ত পদে স্কেল আছে তাদের নিয়োগ করার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। তখন এদিকে জোট রাজত্বে ফিকষ্ট পে-তে কিছু পদ ক্রিয়েট করা হয়েছিল এবং তাতে তাদের ইচ্ছামত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। যখন পে স্কেলে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং ইন্টারভিউ ডাকা হয় তখন সেই সমস্ত ফিকষ্ট পের মানে তাদের নির্বাচিত, মনোনীত ফিকষ্ট পের শিক্ষকরা কোর্টে কেস করে দেয় যে, আমরা যারা মানে আমাদের স্কেল রেগুলার না করে, মানে ফিকষ্ট পের রেগুলার পে-স্কেল না দিয়ে কিছুতেই স্কেলে শিক্ষক নেওয়া যাবে না। এটা কোর্টে আছে। কাজেই কোর্টকে ভাইয়লেট্ করে এটা নেওয়া যাচ্ছে না। কাজেই এটা কোর্টের জন্য অচল অবস্থায় আছে। কাজেই মাঝখানে ফিকষ্ট পেতে যারা আছে তারাতো নিযুক্ত হয়ে আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা বলছেন যে, আমাদেরকে রেগুলার না করে কোন শিক্ষক নেওয়া যাবে না। এই হল মুল ঘটনাটা।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত সেশনে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন না, আমাদের কাছে তখন দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, ৩৮০টার মত পোষ্ট বিভিন্ন বে-সরকারী বিদ্যালয়ে খালি অছে এই তথ্য সরকারের কাছে আছে এবং সেই তথ্য অনুযায়ী ঐ স্কুলগুলিতে পঠন পাঠনের অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই সেটাকে বিবেচনায় রেখে অতি শীঘ্রই সেই স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এই সম্পর্কে যে কমিটমেন্ট ছিল অ্যাসেম্ব্লিতে এই সম্পর্কে দপ্তর কি উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ৩৮০ টা শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করার জন্য আমাদের সরকারীভাবে মোভ করা হয়েছে এবং এটা বিবেচনাধীন আছে। তবে খুব শীঘ্রই যদি এগুলি সৃষ্টি করা না হয় তাহলে বে-সরকারী স্কুলগুলির ক্ষেত্রে পঠন পাঠনের খুবই অসুবিধা হবে। আমরা সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে এইভাবে পদ সৃষ্টি করেছি। আমরা আশা করছি অচিরেই এটা হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৬

শ্রীজীতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৬

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গত ১৯,৭,৯৬ইং এবং ১০,১১,৯৬ ইং তারিখে আগরতলাস্থিত কুঞ্জবন ষ্টেট ব্যাংকের জেনারেটারটির দ্বারা শব্দ দূষণ ও বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার ব্যাপারে অতিষ্ট হয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের এলাকাবাসীরা রাজ্য পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে অভিযোগ জানিয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সত্য।

প্রশ্ন

২। অভিযোগের তদন্ত হয়েছে কি এবং হয়ে থাকলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

অভিযোগের তদন্ত হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর গত ৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইং পর্ষদের দুইজন সহ পরিবেশ তত্ত্বীয় বাস্তুকার অভিযোগ স্থলে গিয়ে জেনারেটর সৃষ্টি পরিবেশ সমস্যা সম্বন্ধে অবগত হন। জেনারেটার নির্গত কালো ধোঁয়া ও বিকট শব্দ রোধে ওনারা ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের অনুরোধ করেন। কিন্তু দূষণ প্রতিরোধের পরেও ব্যাংকের তরফ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

গত ১৯শে আগষ্ট ১৯৯৭ ইং ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকরা শব্দ পরিমাপের যন্ত্র নিয়ে উক্ত জেনারেটার সৃষ্ট শব্দের পরিমাপ করেন।

পর্যালোচনায় দেখা যায় সৃষ্ট শব্দ পরিবেশ (সংরক্ষণ) রুল্, ১৯৮৬ ইং এর রুল্ (৩) এর নং তপশীল অনুযায়ী নির্দ্ধারিত শব্দ সীমার বেশী আছে। আইনের বিধান অনুযায়ী গত ২১শে আগষ্ট, ১৯৯৭ ইং ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ উক্ত জেনারেটার চালানো বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে।

প্রশ্ন (৩) :— অবিলম্বে এই জেনারেটারের বিকট শব্দ ও বিশাক্ত কালো ধোঁয়া থেকে এলাকাবাসীকে পরিত্রাণের ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর :— পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ ও রাজ্য সরকার বদ্ধ পরিকর। ভবিষ্যতে দূষণ সৃষ্টিকারী কোনও সংস্থাকেই রেহাই দেওয়া হবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮২।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৮২।

প্রশ্ন নং(১) :- বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ষ্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর :— আছে।

প্রশ্ন নং(২) :— যদি পরিকল্পনা থাকে তাহলে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :— প্রস্তাবগুলি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। সরকারের অনুমোদন পেলে চালু করা হবে।

প্রশ্ন : নং(৩) :-- পরিকল্পনা না থাকল তার কারন ?

উত্তর :—প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং সরকারের অনুমোদন পেলে চালু করা হবে। এর মধ্যেই এখন সবাই জানেন যে, বিভিন্ন দ্রব্যের দাম যেভাবে বাড়ছে তার সঙ্গে সংযোগ সঙ্গতি রেখে এখনই এই ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা সরকার নেবেন কিনা এবং সরকার সেটা অনুমোদন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা ইতিমধ্যে একবার ষ্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করে ৩০০ থেকে ৩৬০ টাকা করেছি। এবং যে প্রসঙ্গটা এসেছে সেটা জরুরী। এটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব। ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন যে অফনেজে এই হার বেড়েছে। কাজেই এটাও আমরা বিবেচনা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীর সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১০৬।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৬ ?

প্রশ্ন (১)ঃ— রাজ্যে বর্তমানে কত পরিমাণ জমিতে রাবার চাষ করা হচ্ছে এবং ১৯৯৭-৯৮-৯৯ আর্থিক বছরগুলিতে আরো কত পরিমাণ জায়গায় রাবার চাষ করার পরিকল্পা সরকারের অছে ?

উত্তর :— ত্রিপুরা সরকারের পরিচালিত সংস্থা ও রাবার বোর্ড হইতে গৃহীত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৭-৯৮ ইং পর্যান্ত রাজ্যে রাবার বাগানের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

টি, আর. পি, সি, এর অধীন বাগান- ৩,৫৭৩'০০ হেকটর,

টি, এফ. ডি. পি. সি. এর অধীন বাগান—১০,০১৫'৮৯ হেকটর,

ব্যক্তিগত মালিকানায় (রাবার বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী)—১২,৭৫০'০০ হেকটর।

১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ সনে সরকার পরিচালিত সংস্থা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে (রাবার বোর্ডের তথ্য) যে নূতন বাগান করার লক্ষ মাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে তাহা নিম্নরূপ :—

	১৯৯৭-৯৭	১৯৯৮-৯৯
১। টি, আর, পি, সি, এর অধীন—	২৭১'৩৭ হেকটর	৪০০'০০ হেকটর
২। টি, এফ, ডি, পি, সি, এর অধীন	২০০'০০ হেকটর	২৫০'০০ হেকটর
৩। ব্যক্তিগত মালিকানায় (রাবার বোর্ডের তথ্য)	২'০০০'০০ হেকটব	২,৭৫০'০০ হেকটর।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে হিসাব দিয়ে জানাবেন কি রাজ্যের ভূখণ্ডের কত শতাংশ জমিতে রাবার চাষ হচ্ছে ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মূল প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই। মাননীয় সদস্য আলাদা করে প্রশ্ন করলে এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের কত শতাংশ জমিতে রাবার চাষ হচ্ছে এবং বনায়নের অন্তর্ভুক্ত ভূমির পরিমাণ কত এটাও কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদর জানাতে পারবেন না? কত শতাংশ জমিতে রাবার চাষ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত বনায়ন রাজ্যে গড়ে তোলার সম্ভব হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে ত্রিপুরার কত শতাংশ জমি বনায়নের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারবেন?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর এক্ষুনি নেই। তবে রাবার বাগান আরোও বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রাবার বাগান বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু বনায়নের অপ্রতুলতার কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে যেটুকু তথ্য রয়েছে সেটা হলো, ১৯৮৮ইং থেকে ১৯৯৩ইং পর্য্যন্ত পাঁচটি বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে ফরেষ্ট ধ্বংস প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন করে বনায়ন সৃষ্টি এবং রাবার বাগান কিভাবে হচ্ছে তার হিসেব আমি এখানে দিয়েছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যা বলার বলেছেন। স্যার আমি যতটুকু জানি রাজ্যে ১৯ শতাংশ বনায়নের মধ্যে প্রতি বছর চার শতাংশ করে বনায়ন রাজ্যে ধ্বংস হচ্ছে। রাবার বাগান করুন, কিন্তু পাশাপাশি অন্যান্য বনায়ন সৃষ্টি করে রাজ্যের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতেই হবে। বিষয়টা হাল্কাভাবে নিলে চলবে না। কারণ এটা অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়। ক্যাগ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ছাগল-গরু বাগিচা ও বনায়ন নষ্ট করে দিচ্ছে। যার ফলে, অফলপ্রসু খরচ হয়েছে ১৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। স্যার, ছাগল-গরু খেয়ে ফেলেছে ১৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, যেখানে ফরেষ্ট হয় সেখানে ছাগল-গরু ঢুকে খাওয়ার কথা নয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, এটাতো ক্যাগ রিপোর্টেই রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, ঠিক আছে।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্ন এসেছে এখানে রাবার সম্পর্কে। ফরেষ্ট সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলে সেটার রিপ্লাই দেওয়া যেত। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন করে বনায়ন শুরু হয়েছে। এই বছর পাঁচ হাজার নতুন বনায়ন হয়েছে। এতে

আমরা এক কোটি দশ লক্ষ চারা লাগিয়েছি। জোট সরকারের সময়েই রাজ্যে যে পরিমাণ জঙ্গল ধ্বংস হয়েছে তার রেকর্ড আমার কাছে আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী।

শ্রীব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী (জোলাইবাড়ী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ১৩০

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ১৩০

১। **প্রশ্ন** ঃ— ত্রিপুরা রাজ্যে মেডিকেল কলেজ ও কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এখন পর্য্যন্ত কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর ঃ— ত্রিপুরা রাজ্যে মেডিকেল কলেজ ও কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টির সংগে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর পরোক্ষভাবে যুক্ত। এই কলেজগুলি স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর ও কৃষি দপ্তর। এই দপ্তরগুলি থেকে এই সংক্রান্ত যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ—

রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে রাজ্যে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ে গত আগষ্ট মাসে পাঠানো হয়েছে। এই ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে থেকে এখন ও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

রাজ্যে একটি কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্যও রাজ্যের কৃষি দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৯৮৫ ইং থেকে অনুরোধ করে আসছে। সেইজন্য আগরতলার নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ করার প্রস্তাব ও দেওয়া হয়েছে।

২। **প্রশ্ন** ঃ— উল্লিখিত বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারও অন্যান্য কোন্ কোন্ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সংগে রাজ্য সরকারের আলোচনা হয়েছে, এবং

উত্তর ঃ— রাজ্যে মেডিকেল কলেজ এবং কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য কোন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্য সরকারের আলোচনা হয়নি। তবে কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং রাজ্যের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ভারতের মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে বেশ কয়েক দফায় অনুরোধ পত্র পাঠিয়েছেন।

৩। **প্রশ্ন** ঃ যদি হয়ে থাকে আলোচনার ফলাফল কি ?

উত্তর ঃ— প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বার ১৫

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বার ১৫৫

১। **প্রশ্ন :** রাজ্যে বিড়ি শ্রমিকদের সংখ্যা কত ?

উত্তর :- রাজ্যে বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা আনুমানিক ৩৩, ৫০০

২। **প্রশ্ন :**— বিড়ি শ্রমিকেরা শ্রম অফিসের আওতায় কি কি সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকে ?

উত্তর :—কারখানায় নিযুক্ত বিড়ি শ্রমিকেরা পানীয় জল, শৌচাগার, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদির সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। সমস্ত বিড়ি শ্রমিকগণ শ্রম দপ্তর কর্তৃক নির্দ্ধারিত ন্যূনতম মজুরী পেয়ে থাকেন।

৩। **প্রশ্ন :**— অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল শ্রমিকদের জন্য সরকার কি কি সাহায্য করে থাকেন ?

উত্তর :—বিড়ি শ্রমিকের কল্যাণে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প সমূহ কার্য্যকরী করেছেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে ন্যূনতম মজুরীর কথা বলা হয়েছে। সেই মজুরীর হার কত, এবং ভারতবর্ষের শ্রম আইনের আওতায় এই বিড়ি শ্রমিকরা পরে কিনা ? তাদের বোনাস ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন এবং এই সবগুলি তারা কি ভাবে পেয়ে থাকেন, এবং কেন্দ্র সরকার বিড়ি শ্রমিকদের কি কি সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন এবং ঐগুলো রাজ্যের বিড়ি শ্রমিকদের প্রদান করা হচ্ছে কিনা ? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী ঠিক করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। তারপরে তারা বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি ঠিক করে দেয়। এবং এই নির্ধারিত মজুরী ২৯ টাকা ছিল। তার উপরে ডি, এ, থাকে এখন ২৯ টাকার উপরে ১ টাকা ৯৮ পয়সা অতিরিক্ত ধরা হচ্ছে। এটা ১-৯-৯৬ ইং তারিখ থেকে তারা পাচ্ছেন। এবং এখানে ভারত সরকার কর্তৃক যে সমস্ত কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। আর আমাদের এখানে কার্য্যকরী করার জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তার মধ্যে অনেকগুলি পরিকল্পনা রয়েছে। সেইগুলির উত্তর দিতে আমার সময় লাগবে। প্রায় ৩০/৩২ টা প্রকল্প এখানে রয়েছে। যদি আপনি বলেন আমি বলে দিতে পারি, তা না হলে আমি এখানে লে করে দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :— স্যার, আমার একটা সাপলিমেন্টারী আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে, রাজ্যে বিড়ি শ্রমিকরা এক হাজারে ২৯ টাকা মজুরী পায়। আমার কাছে যে তথ্য আছে ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে বড় বিড়ি ফ্যাক্টরী যেটা শিখা বিড়ি তারা এখনো শ্রমিকদের হাজার প্রতি ২৯ টাকা মজুরি দিচ্ছেন না। এটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ? যদি তা জানা থাকে তা হলে এই সমস্ত ফ্যাক্টরীগুলিতে এখন পর্য্যন্ত কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই রকম কোন অভিযোগ আমাদের দপ্তরে নেই। শিখা বিড়ি যে পদ্ধতি তারা অবলম্বন করে চলছে, শিখা বিড়ি বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে বাড়ীতে বাড়ীতে মুনসীর মারফতে বিড়ি উৎপাদন করে থাকে। ওরা ফ্যাক্টরী হিসাবে কোন জায়গায় এইগুলি চালাচ্ছেনা ! যাতে করে আইনগতভাবে তাদেরকে ধরা খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এবং আমরা যখনই যাই তখনই তারা বলেন যে আমাদের তো কোন ফ্যাক্টরী নেই। আমরা ঠিকমতই উৎপাদকদের সঠিক মূল্য দিচ্ছি। সেখানে যে মুনসি সিষ্টেমে চলছে তাকে বন্ধ করার জন্য আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। তবে তাদের শ্রমিকরা হাজারে ২৯ টাকা করে মজুরি পাচ্ছেন না এই রকম কোন তথ্য আমার দপ্তরের জানা নেই। তবে সেই ধরণের কোন অভিযোগ এলে আমরা নিশ্চয়ই দপ্তরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা ঃ— সাপ্‌লিমেণ্টারী স্যার, আমি তা জানি। কারণ, আমি সেই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এই রাজ্যের শিখা বিড়ির বিরুদ্ধে শ্রমিকরা দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করছে, এটা নিশ্চয় সরকারের নজরে আছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যেটা জানতে চাইছি এই রাজ্যে শিখাবিড়ি তার লেবেল দিয়ে লক্ষ লক্ষ বিড়ি প্রতিদিন বাজারে বিক্রি করছে এবং এর মালিক রাজ্য সরকারকে বুঝাবার চেষ্টা করছেন যে, তার কোন ফ্যাক্টরী এই রাজ্যের মধ্যে নেই। রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা সেটা আমি জানতে চাই তারা যে বিড়ি বিক্রি করছে, লেবেল ব্যবহার করছে, রাজ্যের লেবার দপ্তর জানে যে বিভিন্ন মুনসির মাধ্যমে এই বিড়ি সে নিয়ে আসছে কিন্তু তার ফ্যাক্টরীর কোন অস্তিত্ব নেই বলে রাজ্য সরকারকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে. এটা সম্পর্কে তদন্ত করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। হাজার হাজার শ্রমিক আছে যারা এই শিখা বিড়ির সঙ্গে যুক্ত তারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা শ্রমিকদের চেলেঞ্জ করেই এই রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা বিড়ি ফ্যাক্টরী চলছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, শিখা বিড়ির মালিক দুইভাবে তাদের বিড়ি উৎপাদন করে। কিছু তারা বাইরে থেকে আনে। আর কিছু মুনসির মাধ্যমে রাজ্যে তৈরী করছে। এটাকে ল্যাংটা বিড়ি বলে। ল্যাংটা বিড়ি হিসাবে তৈরী করে তার পরে এনে লেবেল লাগানো হয়। আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই বিড়ির মালিক যিনি আছেন তার এইসব যে চাতুর্য্যপূর্ণ কাজ এই কাজকে বন্ধ করে যাতে শ্রমিকদের উপকার করা যায় তারজন্য আমরা ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমি মাননীয় সদস্যকে এই হিসাবে বলতে পারি যে, আমরা অতি সত্বরই এই বিষয়ে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, আমার একটা সাপলিমেণ্টারী আছে। স্যার,, এখানে মাননীয়

মন্ত্রী অবশ্য বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা বলেছেন এবং বলেছেন যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এইভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার ফলে এদের পরিশ্রম যে কত ব্যহত হচ্ছে সেটা বুঝা যাচ্ছে। আমার কল্যাণপুরে কিছু আছে যারা হাজারে ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা হারে পায়। এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাক, শ্রমিকদের একত্রিত করে তাদের জন্য কলোনী তৈরী করে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি, এখানে যে সংখ্যার উল্লেখ করছি তা আনুমানিক ৩৫০০ শ্রমিকের সংখ্যা এই সংখ্যা নির্ধারণের জন্য আমরা একটি সার্ভে করছি। এই সার্ভে হয়ে গেলে প্রকৃত সংখ্যা আমরা জানাতে পারব। আর যারা বাড়ীতে বসে অন্যান্য কাজের পর বিড়ি তৈরী করেন তাদের সবার সংখ্যা আমরা সংগ্রহ করতে পারছি না সঠিকভাবে রিপোর্ট না আসাতে। আর এখানে মাননীয় সদস্য যে কলোনীর কথা বলেছেন, তা বিড়ি শ্রমিকদের পুনর্বাসনের কথা। এই রকম স্কীম আমাদের আছে। তবে সেটা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে আছে। এই ব্যাপারগুলি আমি যেগুলি লে করেছি তার মধ্যে আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৫৮

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৫৮।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৫৮

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বন দপ্তর কর্তৃক জনসাধারণের জোত জমিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সৃষ্টি করা বাগান থেকেও গাছ কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে।

২। যদি সত্য হয়, তবে এর কারণ কি,

৩। বন বৃদ্ধির, ব্যক্তিগত উদ্যোগে রক্ষা, এবং প্রয়োজনের সময় কাটা এই তিনটি কারণের উপর ভিত্তি করে জোত জমিতে বাগান করার উৎসাহ দানের যে প্রচলিত নীতি আছে তা বহাল রাখা হবে কি না পরিবর্তন করা হবে ?

উত্তর

১। জোত জমিতে জনসাধারণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সৃষ্টি করা, বাগান থেকে গাছ কাটার উপর বন দপ্তর থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পর এই প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রচলিত নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। ভবিষ্যতেও সরকারী নীতি পালন করা হবে।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— মাননীয় মন্ত্রীর উত্তরে জানতে পেরেছি বন দপ্তর গাছ কাটার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করেনি। কিন্তু গাছ কাটতে হলে বন দপ্তরের পারমিশান আনতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে সেই পারমিশান বন দপ্তর দিচ্ছে না? জানা থাকলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, কেন বন দপ্তর পারমিশন দিচ্ছে না গাছ কাটতে।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্যের বাইরে কাঠ প্রেরণের ব্যাপারে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের ১৯৯৫ ইং সনের ২০২ নং রিট পিটিশন (সিভিল) এবং ১৯৯৬ ইং সনের ১৭১ ও ৮৯৭ নং রিট পিটিশনের মূলে বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আদেশ নিষ্ঠা সহকারে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি যে সমস্ত কাঠ বিভাগীয় ডিপোতে আছে। যে সমস্ত কাঠ বনে পড়ে আছে সেগুলিকে ট্রেনজিট ডিপোতে এনে এবং যে সমস্ত কাঠের স' মিলগুলিতে পড়ে আছে সেগুলোর তালিকা প্রস্তুত করার জন্য আদেশ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই তালিকা প্রস্তুত করে হাই পাওয়ার কমিটির কাছে জমা দেওয়া না হয় এবং হাই পাওয়ার কমিটি বিচার বিবেচনা করে এগুলিকে ছাড়ার আদেশ না দেয় ততক্ষণ পর্যান্ত জোত জমির বৃক্ষ স' মিল থেকে আনার ট্রানজিট পাশ দেওয়া বন্ধ থাকবে। তবে এই সমস্ত কাঠ রেঞ্জ এবং দপ্তরের অন্যান্য ডিপোতে এনে নিরাপদে রাখা যাবে। কাঠের তালিকা প্রস্তুতের কাজ এগিয়ে চলেছে।

৪। নিয়মানুসারে জোত জমির বৃক্ষ ছেদনের সময় তাৎক্ষনে পারমিট ইস্যু করা হয়। জোত জমির গাছ মার্কিং-এর জন্য সার্ভিস চার্জ নেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চন আওয়ার ইজ ওভার। যেসব তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো স্মৃতি তর্পন। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে ২টি স্মৃতি তর্পন আছে। আমি পর্য্যাক্রমে স্মৃতি তর্পনগুলি পাঠ করব। পাঠের শেষে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব ২ মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে।

ক্ষীরোদ দেববর্মা

আমি গভীর দুঃখের সংগে এ সভাকে জানাচ্ছি যে বিশিষ্ট প্রবীণ সি, পি, আই (এম) নেতা গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ক্ষীরোদ দেববর্মা গত ৯ই জুলাই, ১৯৯৭ইং সকাল ১১ টা ১৫ মিনিটে আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন মৃত্যুকালে তাঁর বয়স

হয়েছিল ৭৫ বছর। গত ৩রা জুলাই ১৯৯৭ ইং সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে গুরুতর আহত হবার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা ক্রমেই অবনতি হচ্ছিল।

ঐক্য সম্প্রীতি ও শান্তির অগ্রনী সেনানী ক্ষীরোদ দেববর্মা ১৯৪৫ সালেই জনশিক্ষা আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দেন। নিজে খুব বেশী দূর লেখাপড়ার সুযোগ না পেলেও সামন্ততন্ত্রের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝতে পারেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রমজীবী জনগণের শোষণ মুক্তির সংগ্রামে নিজেকে তিনি নিয়োজিত করেন। ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগেই তিনি পার্টি সদস্য পদ অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হলে তিনি সি, পি, আই (এম)' এ চলে আসেন। শুরু থেকেই তিনি খোয়াই বিভাগীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। গত সম্মেলনে তিনি গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৮০ সালে উভয় সম্প্রদায়ের দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সম্প্রীতি সুরক্ষায় তিনি উজ্জ্বল নজীর স্থাপন করেন। শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় অবদানের জন্য গত বছর রাষ্ট্রপতি তাকে 'কবীর' পুরস্কার দিয়ে সম্মানীত করেন।

এই বিশিষ্ট নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ দাঁড়িয়ে দুই মিনিট মৌন পালন করেন)।

এম, ফারুকী

আমি গভীর দুঃখের সংঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, সি, পি, আই-য়ের জাতীয় পরিষদের সহ সম্পাদক এবং সাংসদ এম ফারুকী গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ ইং বেলা ২টায় নয়াদিল্লী রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

এম, ফারুকীর জন্ম উত্তর প্রদেশের সাহারণপুরে। উচ্চশিক্ষা দিল্লীতে। জওহরলাল নেহেরুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর বৃটিশ পুলিশের নির্মম অত্যাচারে প্রতিবাদে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই অপরাধে তাঁকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন সাংসদ হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। তিনি কোন দিন কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হতে চাননি। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

এই বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ দাঁড়িয়ে দুই মিনিট মৌন পালম করেন।)

REFERENCE PREIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়ের নিকট থেকে। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পৌর কর্মচারীদের অনশন সত্যাগ্রহ আজ ১১০ দিন। এটা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তারা (পৌর কর্মচারীরা) সম্প্রতি আমাদের পৌরসভার যিনি প্রধান তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শ্রীআশীষ সাহা যে আমরা তোমাদের পর্য্যায়ক্রমে চাকুরী দিতে পারি যদি রাজ্য সরকার আর্থিক সংস্থান করে। আমার অনুরোধ এই ছেলেগুলিকে আর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চাই না। আমি সমস্ত ইতিহাস তোলে ধরতে চাই না, যে ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই সব কথা আমি তুলতে চাই না, বিতর্কেও যেতে চাই না, আমি চাই এই সত্যাগ্রহ যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় ততই ভাল। ৪/৫ জন ছেলে প্রাণ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে আর যাতে আমাদের ছেলেদের প্রাণ দিতে না হয় সে জন্য আমি অনুরোধ করব সহকারকে এই বিষয়ে যেন বিবেচনা করেন। সে দিক থেকে বিস্তৃত বিবরণ আমি দিতে চাই না। সরকার যদি এই দায়িত্ব নেন যে আর্থিক সঙ্গতি দেবেন তারা এই পৌরসভাকে, এই পৌর-পিতাকে, তাহলে অবিলম্বে এই সত্যাগ্রহটা শেষ হতে পারে। আমি আশা করব সাকারের পক্ষ থেকে উপমুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন তিনি একটি বিবৃতি দেবেন এই বিষয়ে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, এই সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। এই ব্যাপারে অনেক বলা হয়েছে। কয়েকজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আমার যতটুকু মনে আছে ৩১ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ; এই মুহূর্ত্তে আমি আর কিছু বলতে পারছিনা। আমি এই ব্যাপারে সোমবারে যা বলার বলব।

মিঃ স্পীকার : এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রেফারেন্সটি এখানে দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীপবিত্র কর :— আমার রেফারেন্সটি হল "নেপকো রামচন্দ্রনগর পাওয়ার প্রজেক্ট অবিলম্বে চালু হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ জানাবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ইং সোমবার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ের উপর পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়টি উথাপনের অনুমতি দিয়াছি। এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশটি দিয়েছেন তাদের নাম উল্লেখ করছি শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা এবং শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— আমাদের রেফারেন্সটি হচ্ছে "ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল রিপোর্ট ১৯৯৫-৯৬ সাল সংক্ষেপ নামে ত্রিপুরা সরকার দ্বারা প্রকাশিত বলে একটি পুস্তিকা প্রকাশ ও বিধানসভা চলাকালীন অবস্থায় কতিপয় সদস্য এবং সাংবাদিকদের মধ্যে বিলি করা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজকে দিতে না পারেন তাহলে সময় চাইতে পারেন কবে বক্তব্য রাখতে পারবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখনই এই ব্যাপারে বিবৃতি দিচ্ছি। এই যে বিষয়টি এখানে উৎথাপন করা হয়েছে কালকেতু এ, জির রিপোর্ট এখানে সাবমিট করেছি। তখন এই বইটি ছিলনা, আমি দেখিওনি। রাত্রিবেলা একটি কপি আমার হাতে এল। এটা সবাই জানে যে, অডিট রিপোর্ট যখন এখানে সাবমিটেড হয় তখন এইগুলি গভর্ণরের অ্যাসেন্ট নিয়ে, তাকে সব দেখিয়ে সাবমিট করা হয় এবং লে করা হয় হাউসে সেইভাবে গভর্ণরের কাছে প্রথমে পাঠানো হয়েছে তিনটি রিপোর্ট, তার অ্যাসেন্ট নিয়ে এখানে লে করা রাত্রে যখন আমার হাতে বইটি এল এখানে লেখা আছে ত্রিপুরা সরকার। আমি খবর নিয়ে দেখেছি ত্রিপুরা সরকারের কোন দপ্তর থেকে এই বইটি ছাপানো হয়নি এবং ত্রিপুরা সরকারের কোন অনুমোদনও [illegible] তার অনুমোদন নেওয়া হয়নি। কেউই এটার অনুমোদন নেননি ছাপানোর জন্য। এই বইখানা কোথায় ছাপানো হয়েছে তাও এখানে উল্লেখ নেই। এখানে যে রিপোর্ট সাবমিট করেছি তাতে এখানে লেখা আছে প্রিন্টেড অ্যাট সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, গভর্ণমেন্ট

অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্টারপ্রাইজ, ক্যাল-৭০০০৫৬ এবং এই বইয়ে ওভারভিউ হিসাবে যে অংশটা মূলতঃ এখানে এই বইটার মধ্যে ছাপানোর চেষ্টা হয়েছে বঙ্গানুবাদ হিসাবে। তার মধ্যেও ভুল রয়েছে। আমি এখানে একটি শুধু উল্লেখ করব যেটা মাননীয় সদস্য ও বিরোধী দলনেতাও বলেছেন। সেটা হচ্ছে ২-২-১৪ এখানে ওভারভিউতে বলা হয়েছে ৭২৫ দশমিক ৮৭ লক্ষ টাকা মিনস ৭কোটি ২৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। কিন্তু এখানে অনুবাদের সময় এটা ৭২৫ কোটি ৮৭ লক্ষ করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের বিনা অনুমতিতে কোথায় ছাপানো হল কিছু না জানিয়ে সরকারকে। যখন গভর্ণরের কাছে পাঠাই মাননীয় রাজ্যপালের কাছে পাঠাই তখনও তার কোন কপি এখানে তার সংগে ছিলনা। সংখ্যা তত্বের দিক থেকে এবং টাকার পরিমাণের দিক থেকে এই রকম বিরাট পার্থক্য সম্মেলিত এই পুস্তক কিভাবে এ, জি, এখানে পাঠালো এবং নোটিশ অফিস থেকে যখন এগুলি ডিস্ট্রিবিউট করা হয় তখন এগুলিকে একসঙ্গে করে দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে আমি অর্থ দপ্তরকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনারা কিছু জানেন কিনা ? গতকাল রাত্রেই আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, যেহেতু ত্রিপুরা সরকারের কোন অনুমতি নেই এবং ত্রিপুরা সরকারের কোন দপ্তরে এটা ছাপায়নি। কাজেই এখানে যে ষ্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে প্রেস রিলিজ করা হয়েছে খুব কারেকট্‌লি এটা করা হয়েছে এবং এই বইটির কথাও বলা হয়েছে যেটা সম্পর্কে আমি ওকে বলেছিলাম। আজকে একটু আগে অ্যাসেমব্লি সেক্রেটারী আমাকে একটা কাগজ দেখালেন সেক্রেটারীকে অ্যাড্রেস করা, এ, জি অফিস থেকে লেখা হয়েছে যে ৫০ কপি বাংলায় ছাপানো বই পাঠানো হল, সম্ভবত ১৩ তারিখ দেওয়া আছে তাতে। আমি যখন সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কবে পেয়েছেন ? উনি বলেছেন, এটা আমি আজকে আমার হাতে পেয়েছি। তাহলে এই যে ঘটনাটা কার নিয়ম বহির্ভুতভাবে করল, যদি কোথাও কোন ভুল হয়ে থাকে নোটিশটা সেক্রেটারীর কাছে প্লেস করার, কে করল এবং কিভাবে এ, জি অফিস থেকে ত্রিপুরা সরকারের নাম দিয়ে ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে কোন কনসালটেশন ছাড়া এটা আসল ? রাজ্যপালের কাছে যখন আমরা এটা পাঠাই তখন এটা ছিলনা, এটার থ্রু ইনকোয়ারী দরকার এবং যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এটা সম্পর্কে আমি জাষ্ট একটু বলছি, আইটেম ওয়াইজ আমি কোন আলোচনা করব না। এখানে যে অবজারভেশন আছে তাতে যতদিন থেকে এই অডিট সিসটেম চালু হয়েছে, সেটা শুধু আমাদের সময়ে না, জোটের সময় থেকেই এটা চালু হয়েছে। প্রত্যেক বছরই অডিট করা হয় এবং তার মধ্যে এ, জির অবজারভেশন থাকে। এক বছর আমাদের বাজেট সেশনের সময় এই সমস্ত প্রশ্ন এসেছিল এবং এখানে দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছিল। অরিজিনাল বাজেট যখন হয় তখন যে টাকার রিসোর্স আমরা পাব সেটার একটা অনুমান করা হয়। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে আমরা কত পাব, আমাদের কমন সোর্স থেকে, বিভিন্ন সোর্স থেকে কত টাকা

আমরা পাব, মার্কেট থেকে আমরা কত পাব বা বিভিন্ন ফিন্যানশিয়েল ইনষ্টিটিউট থেকে বা বহির্দেশ থেকে কোন সাহায্য পাব কিনা, এগুলি সব কিছু ধরে আমরা বাজেট করি। সবাই তাই করে, সব রাজ্য তাই করে এবং আমাদের রাজ্যেও তাই করা হয়। আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদেও তাই করা হয়। বছরের শেষে এগুলির হিসাব করে দেখা যায় সব সময় সব টাকা আসে না। এ, জি যখন অডিট করে তখন রিভাইজড বাজেট যেটা হয় তাতে রিডিউস যদি হয়ে যায় এক্সপেণ্ডিচার রিকনসাল্ট করে, সেটা রিফ্লেক্টেড হয় না। এ, জির রিপোর্টের মধ্যে সেটাকে অবায়িত দেখানো হয় এবং কনষ্টিটিউশানের ২০৫ এ বলা হয়, ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয় যে, এটাকে যাতে আবার অ্যাডজাষ্ট করে নেওয়া হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন দপ্তরে কিছু কম খরচ হল, আবার আর একটা দপ্তরে কিছু বেশী খরচ হল। এগুলিকে রিভাইজড-এ জেনারেলী অ্যাডজাষ্টেড করে নেওয়া হয়। এই সমস্ত বিষয়-এখানে কিছু কিছু দপ্তরের ব্যাপারে লেখা আছে এবং আমি এই বইটি অ্যাট-এ-ল্যান্স যেটুকু দেখেছি খুব সামান্য সময়ই পেয়েছি। কারণ গতকালকে রাত্রে আমি এই বইটি পেয়েছি। তাতে দেখা গেছে ১৯৯৫-৯৬ ইয়ারে বিভিন্ন দপ্তর সম্পর্কে লেখা হয়েছে। সেখানে কতগুলি জায়গাতে ১৯০-৯১ থেকেও টেনে আনা হয়েছে কোন কোম স্কীমের ইন্সেপশন থেকে বা তারও আগে থেকে যে সমস্ত ব্যাপার হয়েছে সেগুলিকে টেনে আনা হয়েছে। আমি আমার ভিউটা সাবমিট করছি ঠিকই কিন্তু রিপোর্টের মধ্যে যেভাবে এসেছে যেটাই আমি বলেছি যে, এটা এইভাবে এসেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্সেপশন থেকে কোন কোন স্কীমের ইউটিলাইজেশন তারপর এগ্জিবিশনের প্রশ্ন এসেছে। কোন কোন জায়গায় শুধু ৯৫-৯৬ ইয়ারের কথা এসেছে। কোন জায়গায় কোন স্কীমে ১৯৯০-৯১ থেকে চলে এসেছে। এইভাবেই এটাকে টেনে এসেছে।

এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা উপস্থিত করেছেন বা এখানে যেটা এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি বলছি যে এটা ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে বা অনুমোদন না দিয়ে বা যখন রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছিল যেটা আমরা গভর্ণরের কাছে পাঠিয়েছিলাম তখন এনক্লোজার হিসেবে বা বঙ্গানুবাদের অংশ হিসেবে হলেও একটা কথা ছিল তারপরে কোথায় সেটা ছাপানো হয়েছে তাও নেই। এবং তার মধ্যেও ভুলও রয়েছে। ফলে এর দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা কনফিউশন। এই রাজ্যের সরকারের প্রতি মানুষের সন্দেহের উদ্রেক করে এমন ম্যাটেরিয়েলস সেখানে রয়েছে। আমি যেটা বলেছিলাম এটা সাইটে বলেছি। কাজেই এই বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষেপে আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে এনকোয়ারী করা দরকার। এখানে যে চিঠিটা এসেছে সেটা ডিলেড হলো কেন আজকে সেক্রেটারীর কাছে প্রেস করতে? সমস্ত বিষয়টি এবং কিভাবে তারা সেটা পাঠালেন সেটা তদন্ত হোক এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এই আমার বক্তব্য।

শ্রীমাধব সাহা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তো এই রিপোর্ট সম্পর্কে বলেছেন যে, আমাদের হাতে গতকাল গতকালকেই এই রিপোর্ট এসেছে। প্রথমতঃ আমার মনে সন্দেহ হয়েছে যে, আমি যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি সেটা হলো ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্য্যন্ত এই বই যারা সি, এ, জি এখন পর্য্যন্ত বাংলায় প্রিন্ট করে এই রকম কোন রিপোর্ট এই রাজ্যে উপস্থিত করেননি। আমার কাছে যে প্রেস ব্রিফ্ রয়েছে এটা ১৯৯৫-৯৬ ইয়ারেরও রিপোর্ট আছে সেটাও ইংরাজীতে আছে। এটা প্রথমতঃ বাংলায় করেছে।

দ্বিতীয় হচ্ছে, আমারা অন্য যে তিনটা সংগ্রহ করেছিলাম এবং মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন আমাদের যে সমস্ত রিপোর্ট গভর্ণরের কাছে পাঠিয়েছি-তার মধ্যে এটা নেই। অথচ এটা এখানে এলো। এই ধরণের একটা রিপোর্ট বেরিয়ে গেলো অথচ কারা কোথায় থেকে প্রিন্ট করেছে এই বইয়ের মধ্যে কোথাও সেটা নেই।

স্বাভাবিক কারনেই এটা মনে হতে পারে যে কোন সদস্য বা অন্য কেউ দেখার পর বলবেন যে লোন মোটিভ নিয়ে এই বইটি এখানে সাপ্লাই করা হয়েছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সংক্রান্ত যে তথ্য দিলেন, এটাও আমাদের চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এই রিপোর্ট বিধানসভার অংতসকে ব্যবহার করে গতকাল কিছু সংখ্যক সদস্যকে সাপ্লাই করা হয়েছে। এবং আজকের পত্রিকা খুলে দেখা যায় যে প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় এই বইটি সাপ্লাই করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এটাই, যে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে একটা বিরোপ মনোভাব সৃষ্টি করা। আজকে বিধানসভায় এসে আমরা জানতে পেরেছি এই বইটি নিয়ে এ. জি, বিধানসভার সচিবকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। আমি জানতে চাই বিধানসভার সচিবকে এ, জির লেখা চিঠির আগেই কি করে বইগুলি বিধানসভায় পৌঁছে দেওয়া হলো ? গতকালই বইগুলি কিছু সংখ্যক সদস্য এবং প্রেসের কাছে বিলি করা ছিল। এটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তদন্ত করছেন কিনা ? এটাতে কারা জড়িত তাদের খুঁজে বের করতে পূর্ণ তদন্ত করা হবে কিনা ? কারণ, বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী যে কথাটা এখানে বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নমুখী করার জন্য এই অপকৌশল নেওয়া হয়েছে আমরা তার তদন্ত চাই। এবং তদন্তে দোষীদের সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরাও চাই না বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্ত্তি অযথা ক্ষতি হোক। টাকা নয়-ছয় হয়েছে কিনা সেটাই ক্যাগ রিপোর্টে এসেছে এবং সেটাই আমরা প্রকৃত ফোরামে নিয়ে যাচ্ছি। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী যে তদন্তের কথা বলেছেন, সেটা করার সৎসাহস বর্তমান রাজ্য সরকারের আছে কিনা যে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের কোন কর্মরত বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করানো হবে কিনা ? কারণ যে প্রেস রিলিজ দেওয়া

হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ত্রিপুরা সরকারের প্রকাশনা বলে করা হয়েছে ক্যাগ রিপোর্টে এটা এসেছে এবং এটাই নিয়ম। নীতিবহির্ভূতভাবে এখানে কিছু করা হয়েছে কি ?

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হয়ত জানেন না, আমি জানিয়ে দিচ্ছি এই বইটি ছাপানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় সরস্বতী প্রিন্টিং প্রেস থেকে। এটাও আপনারা তদন্ত করে দেখতে পারেন হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত কোন বিচারপতিকে দিয়ে। এছাড়া প্রেস রিলিজ দেওয়ার আগে একটা দায়িত্বশীল সরকার, যে সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে নৃপেনবাবু প্রত্যহ বলে থাকেন 'ওঁর জামার দাগ কম'। কিন্তু এই ক্যাগ রিপোর্ট দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ওঁর জামার দাগ হয়েছে। এখানে পাঁচ নং পৃষ্ঠায় ৭১৫.৮৭ লক্ষ প্রিন্টিং মিসটেক্ হয়েছে কোটি হয়েছে। কিন্তু টাকার অংকটা ঠিকই আছে। এখানেও প্রিন্টিং মিসটেক্ আছে। ডেপুটি চীফমিনিষ্টারের সেটাতে নজর পড়ে নাই।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ— পয়েন্ট অব্ অর্ডার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা কি দায়িত্ব নিয়ে বলছেন যে বইটিতে প্রিন্টিং মিসটেক্ রয়েছে ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— বইটি যে প্রিন্টিং প্রেসে ছাপানো হয়েছে সেই প্রিন্টিং প্রেসে নাম আমি বলেছি এবং দায়িত্ব নিয়েই সেটা আবারও বলছি আপনি আমার বক্তব্যকে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করবেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— গতকাল এই বিধানসভার সচিবের অফিস থেকে আমার কাছে এটা পাঠানো হয়েছে। সচিবের এখান থেকে দু'জন ষ্টাফ (একজন এমপিই এবং আর একজন ক্লাস ফোর ষ্টাফ) গিয়ে আমাকে দিয়ে এসেছে। এবং এটা প্রত্যেক মেম্বার পেয়েছেন। আপনারাও পেয়েছেন। এক্ষুনি এখানে আপনারা না বলতেই পারেন। আবার নাও পেতে পারেন।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা ঃ— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আজকেই বিধানসভার রেকর্ড রুমে খবর নিয়েছি। বাংলা বইটি মাত্র ৫০টি কপি ছাপানো হয়েছে ফলে আমরা সেই বইটি পাইনি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, এটা হতেই পারে এবং সেটা আমরা অস্বীকারও করছি না। আজ সকালে সি. এণ্ড. এ. জি থেকে সমস্ত ভারতবর্ষে পি. টি. আই-এর মাধ্যমে এটাই সম্পর্কে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। পি, টি. আই-এর কাগজ আমি পেয়েছে। সরকারের অফিসে বা সেক্রেটারীয়েটে কিম্বা উপ-মুখ্যমন্ত্রীর অফিসেও সেটা এসে থাকতে পারে। কাজেই, সেটা গিয়েই আপনারা দেখতে পারবেন। ২৪ পৃষ্ঠার এই সারসংক্ষেপ বইয়ে লেখা রয়েছে বামফ্রন্ট সরকার অবিবেচনা প্রসূতভাবে টাকা বাজেট এলোকেশান না করেই টাকা নয়-ছয় করেছে। ট্রেন্সলেসনে

সেটা বলা হয়েছে। সেখানে কোথাও কোন ভুল হয়েছে কিনা মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন কিনা যে বইয়ের কোথাও ভুল হয়েছে? টাকা নয়-ছয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে বাজেটের স্যাংশান বাড়িয়ে করা হয়েছে। এখানে আরোও বলা হয়েছে টাকা অবিবেচনা প্রচুরভাবে খড়চা করা হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী):— স্যার, এইভাবে এটা মানতে পারি না। কাজেই এইভাবে পয়েন্ট অব্ অর্ডার হতে পারে না। এখানে ১৯৮৬-৮৭ এবং ১৯৯১-৯২ সালের কথা বলা হয়েছে। সেটা হচ্ছে না। কাজেই এইভাবে হতে পারে না। স্যার, তাহলে আমাদেরও বলার আছে এবং আমাদের সেই সুযোগ দিতেই হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— কাজেই এই সরকারের চেহারাটা তোলে ধরার দায়-দায়িত্ব আমাদের।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দল নেতা। আপনার পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশানটা কি সেটা বলুন পরিস্কার করে। আপনি শেষ করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—এই সমস্ত ব্যাপারে আমি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ক্ল্যারিফিকেশান চাইছি। না হলে অডিটার এণ্ড কম্পট্রোলার জেনারেল থেকে যে বইটার কথা স্বীকার করা হয়েছে চিঠি দিয়ে সেটা আমরা রি-প্রিন্ট করে সারা রাজ্যের জনসাধারণকে জানাব কিভাবে এই সরকার টাকা নয়-ছয় করেছে। আমরা এটাকে উপযুক্ত ফোরামে নিয়ে যাব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সংক্ষেপে আমার মূল বক্তব্য এখানে রেখেছি এবং টাকা নয়-ছয়ের কোন ব্যাপারই নয় এর মধ্যে কোন জায়গায় কম টাকা খরচা হতে পারে এবং কোন জায়গায় বেশী টাকা খরচা হতেই পারে। এটা যে কোন দলের সরকারের আমলেই হতে পারে এবং হয়। আমি ওদের গত পাঁচ বছরের আমলের এ, জির রিপোর্টের বই থেকে ছাপিয়ে আনতে পারব-কোন অসুবিধা হবে না। কাজেই ওটা বলে কোন লাভ নেই। উনি এসে প্রথমেই ৭২৫ কোটি টাকার কথা বলেছিলেন আপনাদের সম্ভবতঃ মনে আছে কাজেই আমি যেটা বলেছি সেটা পয়েন্ট ওয়াইজ বলেছি এবং ক্লীয়ারলি বলেছি। আমি এটা এন্কোয়ারি চাই এবং কি পদ্ধতিতে করেছেন, কেন কনস্যালটেড্ সরকারের নামে এটা করা হয়েছে অথচ সরকারের কোন দপ্তরই সেটা জানে না —এটাই আমি বলেছি।

দ্বিতীয়তঃ সেক্রেটারীর কাছে যেটা এসেছে সেটা কেন ডিলেট হল কেন টাইমলি প্লেসড্ করা হলো না, কারা লায়াবল এবং এ, জি যেটা করেছেন, এবং আমি বলেছি যে আমরা গভর্ণরের কাছে প্লেস্ করেছি। ওখান থেকে ফিরে আসার পর এখানে লে করেছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, হাইকোর্টের বা সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিকে দিয়ে তা ইনকুয়ারী করা হউক।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটার তো কোন প্রশ্নই আসে না। উনি তো এখানে বলতেই পারেন। কিন্তু এই সম্পর্কে কোন প্রশ্নই নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি কাকে দিয়ে ইন্‌কুয়ারী করাতে চাইছেন। হু উইল টেক ইন্‌কুয়ারী ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা আমি বলতে পারব না। তা আপনি আইনগত দিক দিয়ে দেখবেন। এখানে আমি কোন সাজেশান রাখতে চাই না। এটার দায়িত্ব আপনার উপরই থাকবে। যেহেতু আপনিই সেটা করাবেন। এখন কাকে দিয়ে করাবেন, পুলিশকে দিয়ে করাবেন না কি অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন এবং আপনার ডিপার্টমেন্টের যারা দায়ী আছেন তাদের বিরুদ্ধে কি করবেন সেটা আপনি করবেন। এবং এই পয়েন্টগুলির যাতে সঠিকভাবে ইন্‌কুয়ারী হয় এবং ঠিক মত তার ব্যবস্থা হয় সেটা আপনি দেখবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, হাইকোর্টের বিচারপতি কিংবা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে ইন্‌কুয়ারী করাবেন কিনা ? হ্যাঁ বা না বলুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— আপনার প্রস্তাব কোন কন্‌সিডারের মধ্যে আসার প্রশ্ন নেই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, তা হলে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে করানো হবে না ? স্যার, তা হলে বিধানসভার সেক্রেটারীকে দিয়ে করালে ভাল হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে পরিস্কার হতে চাই যে, ঘটনাটা হচ্ছে-এ. জি. বিধানসভার সেক্রেটারীকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন তার রেকর্ড আছে, যে এত কপি এ জি. অফিস থেকে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে। এখন সরকারের কাছে অনুমতি নিয়েছে কি না ? ইট ইজ আপ টু দি গভর্ণমেন্ট। এটা তো এ্যাসেম্‌ব্লি কন্‌সার্ন না বা স্পীকার কন্‌সার্ন না। ইট ইজ দি কন্‌সার্ন উইথ দি স্টেট গভার্নমেন্ট। স্টেট গভার্নমেন্ট ইজ টু সি হুয়েদার দি ইন্‌কুয়ারী উইল বি ডান অর নট। রাজ্য সরকারেই তা ঠিক করতে হবে। এ. জি. বলে দিয়েছে যে এটা সাপ্লাই কর। এ. জি. থেকে যে কাগজপত্রগুলি এসেছে এটা এসেম্‌ব্লির অফিসার বা যে স্টাফ আছে তারা সেটা সাপ্লাই করে দেয় মেম্বারদের কাছে। এ জি. এখানে স্বীকার করে নিয়েছে যে আমি সাপ্লাই দিয়েছি। তা হলে ঘটনাটা স্পীকার এটার ইন্‌কুয়ারীর প্রশ্ন বা কি করার প্রশ্ন ডোণ্ট ইন্টার ফেয়ার কাজেই এটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের।

রাজ্য সরকার কি মিডিয়া দিয়ে কি পদ্ধতিতে ইন্‌কুয়ারী করবে। আমি যে টুকু বুঝেছি। তবে সম্পুর্ণ ব্যাপারটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি বিরোধী দল নেতার কাছে এটা গেছে, আমার পি. এ. যখন নোটিশ অফিসে গেল আমার পি. এ. কিন্তু এইগুলি কালকে নিয়ে যেতে পারেনি। একটাও নিয়ে যেতে পারেনি।

মিঃ স্পীকার :— এটা মাত্র ৫০ কপি দিয়েছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটাও নিয়ে যেতে পারেনি। এবং এটাও আমি অন্য জায়গা থেকে রাত্রে প্রেস্‌ থেকে পেয়েছি। বিধানসভা থেকে আমার কাছে যায়নি এই কপি।

মিঃ স্পীকার :— না, না। ৫০ টা যদি সাপ্লাই দেওয়া হয়, তাহলে ৫০ জন মেম্বার্স পাবেন। কাজে কাজেই বাকী ১০ জন মেম্বারস্‌ পাবেন না।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিনিষ্টারদের জন্য রাখা হল না কেন?

মিঃ স্পীকার :— আমি দুঃখিত।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, আমিও পাই নি। আমরা কেন পেলাম না সেটা আপনাকে দেখতে হবে।

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার :— অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট, এটা সাপ্লাই দেয় অডিটর জেনারেল। ওরা যদি সাপ্লাই কম দেন, তাহলে সেটাতো অ্যাসেম্বলীর মেটার নয়। তবে কেহ যদি গোপন করেন সেটা অন্যভাবে দেখতে হবে।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার কাছে যে প্রস্তাব এসেছে সে সম্পর্কে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন। আর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে পুলিশ কেস্‌ নিয়েছে এবং তার কাজ শুরু করেছে। আমাদের সরকারের তরফ থেকে এ বিষয়ে যে ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেওয়া হয়েছে। আপনি কি ব্যবস্থা নেবেন এটা আপনি চিন্তা করুন।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাসেম্বলীর রুলসে যদি এ ব্যাপারে কিছু করার থাকে তা অবশ্যই করা হবে। তবে এটা রাজ্য সরকারের বিষয় এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, উনি বলছেন, স্টেপ নিয়েছি। উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে

যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন তাতে কিছুই বলেন নি। আর এখানে উনি দাঁড়িয়ে বলছেন, আমরা কেস নিয়েছি। সম্পূর্ণ অসত্য ভাষণ দিলেন, অসত্য ষ্টেটমেন্ট।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বসুন। বিরোধী দলনেতাকে বলছি, বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এজেন্ট মারফৎ এটা হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— কেশববাবু, বসুন। সমরবাবুকে বলতে দিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের যে সমস্ত আইন আছে, তাতে প্রিন্টিং প্রেসের নাম উল্লেখ করতে হয়, যে প্রকাশ করেছেন তার নাম উল্লেখ করতে হয়। এটা ছাড়া যখন বাজারে এসেছে এটা নিশ্চয়ই দেখতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক :— এ. জি. সাহেব স্বীকার করে নিয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, নাম বিহীন যেহেতু বাজারে এসেছে সেজন্য উপ-মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিলেও আইনগতভাবে স্বরাষ্ট্র দপ্তর দায়িত্ব নিতে বাধ্য। এই জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর ব্যবস্থা নিয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমিও সেটাই বলছি। ষ্টেট গভর্ণমেন্টের পার্টে যা আছে তা স্টেট গভর্ণমেন্ট দেখবে। অ্যাসেম্বলীর পার্টে যা আছে তা অ্যাসেম্বলী দেখবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, পুলিশ কেস্ হয়েছে। পুলিশ কেসের নিয়ম, কেস হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে পুলিশ কোর্টে এফ. আর যাবে। আমি ১০ মিনিট আগে ব্রজ বাবুকে পুলিশ কোর্টে পাঠিয়েছিলাম খবরটা নিতে। পুলিশ কোর্ট থেকে জানিয়েছে এরকম কিছু এখনও আমাদের কাছে আসে নি। কাজে কাজেই আমি বলব, মাননীয় মন্ত্রী অসত্য ভাষণ দিয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব বর্তমানে চার্জে আছেন, মিঃ মহাজন, উনি হোম সেক্রেটারীও বটে নিজে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। আমি বলছি। এটা অসত্য কথা নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— মিথ্যা কথা বলবেন না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিথ্যা কথা আপনারা বলছেন। গতকাল ও আপনার শিষ্য রতন লাল নাথ মিথ্যা কথা বলেছেন। সব গুরু শিষ্য।

(গণ্ডগোল)

শ্রীপবিত্র কর ঃ—স্যার, এখানে সমীর বাবু ওপেনলী বলেছেন উনার কাছে একজন অফিসার ও একজন পিওন গিয়ে বইটা দিয়ে এসেছে। আমি প্রথমে বলতে চাই এই মিটিং এ আপনি এনাউন্স করেছেন যে, কি কি কালেকট করতে হবে রেকর্ড রুম থেকে। এসেমব্লী শেষ হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ১৫ / ২০ জন বিধায়ক রেকর্ড রুমে গিয়েছি এবং সেখানে দায়িত্বশীল যে অফিসার তাকে পাওয়া যায় নি। কোথায় রেকর্ড কীপার জিজ্ঞাসা করাতে সেখানে স্যাম চক্রবর্ত্তী একজন পিওন বলেছেন কোথায় চলে গেছেন পাই নি। তখন তাকে বলেছি আমাদের আজকে ৬ টার সময় ২নং বিধানসভা আবাসে মিটিং আছে। আমাদের এই বইগুলি ওখানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বলবেন ওকে। আমরা রাত্রী পৌনে নয়টায় মিটিং ডেকেছি, কিন্তু বই পাই নি। আজকে সকালবেলায় ১০ টা ১০ মিনিটে আমি আবার রেকর্ড রুমে গিয়েছি, কিন্তু সেই কর্মীটি নেই। তাহলে যে কর্মীটি বিরোধী দলের নেতার ঘরে গিয়ে বই পৌঁছে দিতে পারেন, এখানে সরকারের যে নেতা উনার কাছে সেই বই পৌঁছাতে পারেননি। এটা কিসের চক্রান্ত? এখানে বইয়ের মধ্যে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের মত একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন-ভারতের কম্পট্রোলার অডিটর জেনারেল ত্রিপুরা সরকার বিষয়ক যে কোন রেকর্ড সম্পর্কে আরও তথ্য জানার জন্য অনুগ্রহ করে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। জে, এম. মারাক, অডিটর। তাহলে এটা পত্রিকায় দিলেই পারতেন। তাহলে এটা বোঝা যায় যে একটা কনস্পিরেসি আছে এবং এতে আপনার অফিস জড়িত। এটা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না এবং এই কাজ হচ্ছে এখানে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, চোরের মার বড় গলা।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বলছি আপনারা বসুন। আপনারা বার বার ইন্টারভেনশান করছেন। এখানে এসেমব্লী পার্টে কেউ যদি যুক্ত থাকেন তাহলে নেসেসারী একশান উইল বী টেকেন এগেইষ্ট হিম এ্যাণ্ড দ্য পার্ট লেইং উইথ দ্য গভার্নমেন্ট· দ্যাট উইল বী লুক আফটার বাই দ্য গভার্নমেট। দিস ইজ ফিনিসড্।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজকের কার্য্যসূচীতে দুইটি রেফারেন্স পিরিয়ড আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর ও শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ মহোদয়। দ্বিতীয়টি

এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়।

'গত ৪ ৯. ৯৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর ও শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক উংথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় খাদ্য সংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় খাদ্য সংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো—

"দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারকে অর্দ্ধেক দামে চাউল দেওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আমি আজকে একটা রেফারেন্স নোটিশ দিয়েছিলাম সেটাতো আসে নি।

মিঃ স্পীকার :— ওটা রুলস্-এ পারমিট করেনি, তাই ডিস এলাউড হয়ে গিয়েছে আপনি বসুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, জিনিষটা অত্যন্ত জরুরী। কারণ গত ১লা সেপ্টেম্বর স্যন্দন পত্রিকায় এটা উঠেছিল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। রুল তো আছে। রুলস্ মানবেন না? মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি আপনি ষ্টার্ট করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, এটা হয় না স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা রুলস্ মানবেন না?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— রাজ্য সরকারের সার্ভে অনুসারে (১৯৯১-৯২) রাজ্যে দারিদ্র-সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার তার ৭৩'৫৮ কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের

(গণ্ডগোল)

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— সার্ভে অনুযায়ী রাজ্যের দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার এই হার অনুমোদন করেন নি। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৩-৯৪ ইংরেজী বর্ষে প্রফেসার লাকড়াওয়ালির নেতৃত্বে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট রাজ্যে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার নির্ধারণ করেন তার নিম্নরূপ :—

গ্রামাঞ্চলে — ৪৫'১

শহরাঞ্চলে — ৭'৭৩

এবং উভয় ক্ষেত্রে মোট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৯'০১

(গণ্ডগোল)

উপরোক্ত হার অনুযায়ী রাজ্যে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে মোট ২'১৯ লক্ষ পরিবার। উক্ত পরিবারের অধীন মোট জনসংখ্যা ১১'৭৯ লক্ষ জন।

সেই অনুসারে মহকুমা ব্লক ভিত্তিক অধিকন্তর দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে

চিহ্নিত করে ১০ কেজি করে মোটা মিহি চাল ১লা মে, ১৯৯৭ ইং থেকে প্রতি কেজি ৪ টাকা মুল্যে নির্ধারিত গণ-বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি-নির্দেশিকা অনুসারে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এটা জোরের ব্যাপার নয় রুলস্ পারমিট না করলে আনা যায় না।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে নগর পঞ্চায়েত এবং গাঁও পঞ্চায়েত-গুলিই অধিকতর দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। এবং সে অনুযায়ী বি. পি. এল কার্ড বণ্টন করা হয়েছে। গাঁও পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত এবং পৌর পরিষদ কর্তৃক বি. পি. এল পরিবার চিহ্নিত করার ব্যাপারে কোন অনিয়ম বা অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক, মহকুমা শাসককে সে ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত ক্রমে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— সুষ্ঠু গণবণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ন্যার্য্য মুল্যের দাকানের জনা প্রধান উপপ্রধানের নেতৃত্বে তদারকী কমিটিও গঠন করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ নিয়মিত রেশনের দোকান পরিদর্শন করে যাবেন। বণ্টন ব্যবস্থায় কোন প্রকার কারচুপী গোচরে আসলে স্ব-স্ব মহকুমার খাদ্য পরিদর্শকগণ এসেনশিয়্যাল কমোডিটিজ অ্যাকট্ মোতাবেক ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—স্যার, ...

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার — লিডার অব্ দি অপজিশানকে বলছি আপনারা সবাই হৈ-চৈ করছেন কিছু বুঝা যাচ্ছে না। আপনারা বসুন এবং হাউসের কাজ চালাতে সাহায্য করুন।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী):—বি. পি. এল. সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রাজ্য সরকারের গোচরে নেই। এই প্রকল্প সুষ্ঠ রূপায়নে রাজ্য সরকার বিশেষ ভাবে সচেতন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—এটা জোরের ব্যাপার নয় রুলস্ পারমিট না করলে আনা যায় না। আপনি যাবেন দেখিয়ে দেব। এটা পাবলিক ইমপরটেন্স্ নয়, আরজেণ্ট মেটার নয়।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—এখানে উল্লেখ থাকে যে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য, যেখানে ১৯৯৭ ইং ১লা মে থেকে এই বি. পি. এল স্কীম চালু হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীপবিত্র কর :— স্যার, এভাবে হাউস চলতে পারে না। এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দরিদ্র মানুষের চাউলের প্রশ্নে আমি একটা রেফারেন্স এনেছিলাম। আমি প্রথম অনুরোধ করব পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশানে যে, মাননীয় মন্ত্রী আবার এটা রিপিট করুন, যাতে আমরা ক্লিয়ার করার সুযোগ পেতে পারি এবং এই সুযোগের ব্যবস্থা আপনি করুন। স্যার, এই ধরণের যারা বিধানসভার মর্যাদা হানি করছে তাদেরকে প্রয়োজনবোধে অন্য ব্যবস্থা করুন।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা ২ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2·00 P. M.

মিঃ স্পীকার :— গত ৪. ৯. ৯৭ ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় খাদ্য সংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :—"চলতি মাসে আবার ডিজেল, পেট্রল, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীপবিত্র কর : —স্যার, এর আগে মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তরটা পড়েছিলেন সেটা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি, ফলে পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান করতে পারিনি। তাই আমি বলছি এটা আবার পড়ার জন্য, কারণ এটার উপর আমার পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান আছে।

মিঃ স্পীকার :— তারতো সময় চলে গেছে। এখন ওটার জন্য আর সময় দেওয়া যাবে না।

শ্রীপবিত্র কর :—এটা হতে পারে না, স্যার। এটা আমরা মানতে পারি না। এটা আমাদের রাইট, গরীব মানুষের স্বার্থ এটার সঙ্গে জড়িত।

মিঃ স্পীকার :— না, আপনাদের সময় চলে গেছে, ওটা এক ঘণ্টা চলেছে।

শ্রীপবিত্র কর :—তার জন্যতো আমি দায়ী না। আমি রেফারেন্স এনেছিলাম, কিন্তু জবাব পাইনি, মানে জবাবটা আমি বুঝতে পারিনি এবং তার উপর কোন পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান করতে পারিনি। এটার উপর আমার পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :—স্যার, আমাদেরও এটার উপর পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশনে আছে।

মিঃ স্পীকার :—আপনারাও চাইছেন? তাহলে আর কিন্তু হৈ চৈ করবেন না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমাদের হৈ চৈ এই পয়েন্ট নিয়ে ছিল না।

মিঃ স্পীকার :—আপনারাতো অনবরত হৈ চৈ চালিয়ে গেছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :—আমাদের এই ব্যাপারে হইচই ছিল না, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে, তাহলে আগেরটা পড়ুন। আপনারাও পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান করুন।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, নোটিশটি ছিল, "দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারকে অর্ধেক দামে চাউল দেওয়া সম্পর্কে।"

রাজ্য সরকারের সার্ভে (১৯৯১-৯২) অনুসারে রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ৭৩. ৫৮ পারসেন্ট। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সার্ভে অনুযায়ী রাজ্যের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার এই হার অনুমোদন করেন নি। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৩-৯৪ ইংরেজী বর্ষে প্রফেসর লাকড়াওয়ালার নেতৃত্বে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি তাদের রিপোর্টে রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার নির্ধারণ করেন নিম্নরূপ :—গ্রামাঞ্চলে—৪৫.০১ পারসেন্ট শহরাঞ্চলে ৭.৭৩ পারসেন্ট এবং উভয় ক্ষেত্রে মোট হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৯. ০১ পারসেন্ট।

উপরোক্ত হার অনুযায়ী রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে মোট ২·২১ লক্ষ পরিবার। উক্ত পরিবারের অধীন মোট জনসংখ্যা ১১.৭৯ লক্ষ জন।

সেই অনুসারে মহকুমা, ব্লক ভিত্তিক অধিকতর দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলি চিহ্নিত করে ১০ কেজি করে মোটা মিহি চাউল ১লা মে, ১৯৯৭ ইং থেকে প্রতি কেজি ৪ টাকা মূল্যে নির্ধারিত গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্দেশিকা অনুসারে নগর পঞ্চায়েত এবং গাঁওপঞ্চায়েতগুলিই অধিকতর দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করেছেন এবং সে অনুযায়ী বি, পি, এল কার্ড বন্টন করা হয়েছে। গাঁও পঞ্চায়েত,নগর পঞ্চায়েত এবং পৌর পরিষদ কর্তৃক বি, পি, এল পরিবার চিহ্নিত করার ব্যাপারে কোন অনিয়ম বা অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক, মহকুমা শাসককে সে ব্যাপারে যথাযথ তদন্তক্রমে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুষ্ঠ গণবন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ন্যায্যমূল্যের দোকানের জন্য প্রধান, উপ-প্রধানের নেতৃত্বে তদারকী কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এছাড়া বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ নিয়মিত রেশন দোকান পরিদর্শন করে থাকেন। বন্টন ব্যবস্থায় কোন প্রকার কারচুপি নজরে আসলে সংশ্লিষ্ট মহকুমার খাদ্য পরিদর্শকগণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। বি. পি. এল. সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রাজ্য সরকারের গোচরে নেই। এই প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণে রাজ্য সরকার বিশেষভাবে সচেতন আছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যেখানে ১.৫ ৯৭ইং থেকে বি. পি. এল. প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

শ্রীপবিত্র কর :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, স্টেট সার্ভে অনুসারে আমাদের রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা

হচ্ছে ৭৩.৫৮ শতাংশ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেটা মানছেন না। তাদের কমিটির রিপোর্ট অনুসারে সেই সংখ্যাটা আরোও অনেক কম। জানি না তারা সেই নির্ধারিত সংখ্যাটা কোথায় কিভাবে পেলেন ! আমরা এইটুকু অবশ্যই জানি যে, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার বাড়ী বাড়ী গিয়ে সার্ভে করে এই পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছেন এবং এটাই কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে রাজ্যের ৫০ শতাংশ মানুষ বি. পি. এল. প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে পারলেন না। তারা নিতান্তই বঞ্চিত হলেন এই স্কীমে। আমাদের রাজ্যে এই প্রকল্প প্রথম শুরু করতে পারাতে আমি জনগণের তরফ থেকে বর্তমান তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে রাজ্যের যে সমস্ত মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছেন তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করে এবং তাদেরকে বি. পি. এল প্রকল্পের অন্তভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কিভাবে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা জানাবেন কিনা ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রফেসর লাখডারওয়ালা কমিটি গঠন করে দশ বছরের একটি পরিসংখ্যান করেছেন। প্রতিটি রাজ্য গড়ে কতটুকু খাদ্যদ্রব্য তুলেছে তার উপর হিসেব করে তারা এটা করেছেন। এই নিয়ে কয়েক পর্য্যায়ে দিল্লীতে মিটিং হয়েছে— আলোচনাও হয়েছে। আমরা বার বার এই পদ্ধতি ত্রিপুরায় চালু করার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি করেছিলাম। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জানানো হলো এটা আসামকে স্টেণ্ডার্ড করে করা হবে। আমরা এটাও আপত্তি জানিয়ে বলেছিলাম যে-ত্রিপুরা আর আসামের স্টেণ্ডার্ড অব্ লিভিং কোন অবস্থাতেই এক হতে পারে না এবং নয়। ত্রিপুরার বিষয়টাকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেছিলেন যে বি. পি. এল প্রকল্প চালু করার আগে নিশ্চয়ই ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে বি. পি এল. পারসেনটেজ নিরুপণ করার আগে বৈঠক করা হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বি. পি. এল. প্রকল্প চালু করার জন্য যখন নোটিশ আসে তখন আমাদের সেই সুযোগ আর দেওয়া হয়নি। তখনই আমরা এটার প্রতিবাদ করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের একজন সচিবের নেতৃত্বে একটি টীম এখানে এসেছিল ত্রিপুরার বাস্তব সংখ্যাটা খতিয়ে দেখতে। তখন তাদেরকে আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আবারও বলছি যে, রাজ্য সরকারের আর. ডি দপ্তর থেকে রাজ্যের প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে যে সার্ভে করা হয়েছে তাতে রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ৭৩.৫৮ শতাংশ। কিন্তু তারা সেটাও মানেন নি। শেষ পর্য্যন্ত তারা বলেছেন— "আমরা দেখছি আর কতটুকু বাড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু এইটাকে মানা যাবে না" ইত্যাদি বলে তারা এটাকে চালু করেছেন ৩৯.০১ পার্সেন্ট করে। সেই থেকে এটা চালু আছে। আমরা বার বার বলেছি—আমাদের রাজ্যে অনেক দারিদ্র্যসীমার নীচে

বাস করছেন তারা বাদ পড়ে গেছেন। সেই ক্ষেত্রেও তারা কতকগুলি গাইড লাইন দিয়েছেন— কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি গাইড লাইন দিয়েছেন যে, বস্তিবাসী যারা আছে তাদেরকেও এই স্কীমের আওতায় আনতে হবে। তাতো আমরা দেখেছিলাম যে সত্যিই অনেক লোক যারা বস্তিতে বসবাস করছে এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছেন-আমরা তাদের সে সুযোগ দিতে পারছি না। কেন্দ্রীয় সরকার যে গাইড্‌লাইন দিয়েছেন সে গাইডলাইন অনুসারে আমাদের বলে দিয়েছেন যে পঞ্চায়েত এবং নগর পঞ্চায়েতকে যুক্ত করে এটা নির্ধারণ করার জন্য তাদের উপর সে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য বলেছেন এবং আমরা সেজন্য তাদের উপরই সে দায়িত্ব দিয়েছি। তারাই এখন সে কাজটা করছেন।

শ্রীপবিত্র কর :—পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সেটা কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে সেটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আমরা দেখছি রাজ্য সরকার সে ব্যাপারে চেষ্টা করছেন। এখানে বন্টন করার ক্ষেত্রে যে ক্রাইটিরিয়ার কথা বলা হয়েছে—এটা আগরতলা শহরের কথা বলেছেন যেখানে ফুটপাতে যারা বাস করে বা বস্তিতে যারা বাস করে তাদেরকে প্রেফারেন্স দেওয়ার জন্যে। সেই জায়গায় আমি যে এলাকায় বসবাস করি তার পাশেই একটি বস্তি এলাকা রয়েছে এবং সেই বস্তিবাসীরা একদিন আমার বাসায় এসেছিলেন এই ব্যাপারে। আমি তখন তাদেরকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম আগরতলা শহরের গরীব মানুষেরা সেই রেশনের চাল পাচ্ছে না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন অভিযোগ আছে কিনা এবং সে সম্পর্কে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাঝে মধ্যে কিছু কিছু অভিযোগ আসে। আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি—সেই এলাকা থেকেও বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে। কিছু লোক অভিযোগ করেছেন যে, তারা বি, পি, এল, এর সুযোগ পাচ্ছেন না অথচ তারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছেন। আমাদের বাঁচার পথ নেই, আমাদের এই স্কীমের আওতায় আনা হোক্। আমি সেটা ফুড ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে ডি, এম এবং এস ডি, ও, র নিকট পাঠিয়েছি তদারকি করে এবং যে একটা কমিটি রয়েছে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী যারা আছে তাদের চিহ্নিত করার জন্য সে কমিটির কাছে পাঠাবার জন্য। এইগুলি এনকোয়ারী করে দেখার জন্য। তাদের এনকোয়ারী রিপোর্ট এখনো পাইনি। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা দেখব তাদের কিছু সুযোগ দেওয়া যায় কি না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশাম স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, আমাদের রাজ্যে বি, পি, এল, এর পার্সেন্টেজ হচ্ছে ৭৮:৫৩ পার্সেন্ট। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যেটা ফিক্স্ করে দেওয়া হয়েছে ৩৯.০১ পার্সেন্ট। তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে যারা এই বিলোপোভার্টি লেভেলে রয়েছে তাদের সার্ভে করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন এবং রাজ্য সরকারের

গাইড্ লাইনের মধ্যে কোন ফারাক আছে কিনা ?

দ্বিতীয়তঃ এই স্কীমটা যখন দেওয়ার কথা এই হাউসের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত করা হবে। কিন্তু এই রাজ্যে যারা এম, পি, এবং এম, এল, এ-রা আছেন, এম, পি,দের খবর জানি না কিন্তু কোন এম, এল, এ, এ ধরনের কমিটির কোন মিটিংএ ডাক পেয়েছেন কি না জানি না। কোন এম, এল, এ, দের যুক্ত করা হয়নি। অথচ এই রাজ্যের মধ্যে যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন তাদের বৃহৎ অংশই বাদ পড়ে গেছে। যাদের সিলেকশন করা হয়েছে এই নিয়েও অনেক অভিযোগ উঠেছে যে, প্রপার ওয়েতে তাদেরকে সিলেকশন করা হয়নি। এবং যাদের সিলেকশন করা হয়েছে তাদের ২০-৩০ পার্সেন্টের কোন দরকারই ছিল না। তবে আমি এইজন্য বলছিনা যে, তারা গরীব নয়, কিন্তু তাদের থেকেও বেশী গরীব রয়েগেছে। যারা বেশী গরীব কিন্তু তার চেয়েও বেশী গরীব রয়ে গেছে, বিলো পোভার্টি লাইনের লিষ্ট মতে। সেই লিষ্টে কেউ ১ নাম্বারে থাকতে পারে, কেউ ১০ নাম্বারে থাকতে পারে। কিন্তু দেখাগেল সেখানে ১ নম্বর না পেয়ে ১০ নম্বর টি সিলেক্ট হয়েছে। এইগুলি বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু দেখা গেছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ? এবং যারা গরীব অংশের মানুষ আছে তারা এমনি সরকারী হিসাব থেকে বাদ গেছে। কিন্তু যাদের নামের লিষ্ট আছে তাদের চেয়েও আরও গরীব আছে তাদের নামের তালিকাতে নাম নেই। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করবেন কিনা ? আমার আরেকটা প্রশ্ন হল-রাজ্যের পরিসংখ্যান থেকে যে বাদ গেছে তাদের ব্যাপারে রাজ্য সরকার নিজের থেকে উদ্যোগ নিয়ে সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিক যে প্রশ্ন তুলেছেন আমি আগেই এই সম্পর্কে মোটামুটি বলেছি। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি-নির্দেশিকা তাকে মেনেই আমরা কাজ করেছি। সেখানে রাজনীতির উর্দ্ধে রেখেই কাজ করা হয়েছে। আমি যে জায়গার এম. এল. এ সেই জায়গা থেকেও অভিযোগ এসেছে। অভিযোগ আমি পাঠিয়ে দিয়েছি সেই কমিটির কাছে যারা এটাকে নির্ধারণ করেছিলেন। এবং তাদের দেখাশোনা করার জন্যে ডি. এম., এস. ডি. ও. এরা আছেন। সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এত কম সংখ্যা দিয়ে কিছুই করতে পারছিনা। মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, অনেক দরীদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করছে তাদের নাম এই লিষ্টে নেই। কেন্দ্রীয় সরকার বি. পি. এল. নিয়ে নূতন করে কিছু করা যায় কিনা-চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন বলে তারা বলেছেন। আর আগামী ১৭ তারিখ দিল্লীতে একটা মিটিং আছে সেই মিটিং-এ এই সমস্ত ব্যাপার নিয়েও আলোচনা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, আগামী ১৭ তারিখ দিল্লীতে একটি মিটিং হবে। এখন আমি জানতে চাই কেন্দ্র যাতে তার গাইডলাইন পরিবর্তন করে ত্রিপুরার যে ৭৩ শতাংশ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে তাদের জন্য যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা হবে কিনা ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের এখানে বি. পি. এল. লিষ্ট যেটা কেন্দ্র অনুমোদন সেটি হচ্ছে ৭.৭ পারসেন্ট। কিন্তু তাহাদের মতে সেইগুলি ৭৩.০৫ শতাংশ। এই ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন আলোচনা চলছে। এবং এখন একটা মাঝামাঝি জায়গায় আসতে স্বক্ষম হয়েছে, সেটি হচ্ছে ২৯ ০১ শতাংশ তার কিছু বেশী। আর এখানে মাননীয় সদস্যরা জানতে চেয়েছেন যে, এটাকে আমাদের রাজ্যের তরফ থেকে কাভার আপ করা যায় কিনা, আমাদের ১৬ হাজার ২০০ মেট্রিক টন চালের বরাদ্দ ছিল প্রতিমাসে। সেখান থেকে কমিয়ে কেন্দ্র সরকার ১২ হাজার মেট্রিক টন এনে দিয়েছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমরা বার বার যোগাযোগ করেছি। সমস্ত ধরণের চেষ্টা চলছে।

মিঃ স্পীকার :— গত ৪.৯.৯৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য অমলবাবু কর্তৃক উত্থাপিত একটি নোটিশের উপরে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুট হচ্ছে "চলতি মাসে কেরোসিন, পেট্রোল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে।"

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, চলতি মাসে আবার ডিজেল, পেট্রোল, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

কেন্দ্রীয় সরকার ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং মধ্যরাত্রি থেকে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম সারা দেশব্যাপী বৃদ্ধি করেছে এবং উপরোক্ত পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীগুলির বর্ধিত দাম ত্রিপুরাতে ও ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং মধ্যরাত্রি বলবৎ হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যের দাম নির্দ্ধারণের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন ভূমিকা নেই এবং এজন্যও ত্রিপুরা সরকার নতুন কোন করও ধার্য করে না।

উপরোক্ত পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর বর্ধিত দাম নিদ্ধারণ করেন কেন্দ্রীয় সরকার ও তৈল কোম্পানীগুলি তাদের নিজস্ব নিয়ম অনুসারে।

নিম্নলিখিত হারে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং মধ্যরাত্রি থেকে যে বর্দ্ধিত মূল্য ধার্য করা হয়েছে তা আই. ও. সি. কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়েছে। এখানে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং এর পূর্বের ও পরের মূল্য নিম্নে দেওয়া হল।

নেম অব পোল প্রডাকটস	রেট বিফোর ০১-০২-৯৭	রেট উইথ এফেকট ফ্রম ০১-০২-৯৭
পেট্রোল (এম. এস)	রুপিস্ ২১.০৬ পার লিটার	রুপিস্ ২২.৪৮ পার লিটার
এইচ. এস. ডি.	রুপিস্ ৭.৭২ পার লিটার	রুপিস্ ৯.৮৫ পার লিটার
এল. পি. জি.	রুপিস্ ১৩০.৯৫ পার সি সিলিণ্ডার	রুপিস্ ১৫০ ১৬ পার সিলিণ্ডার

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মূল্য নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যুক্ত হয়েছে। সেই বিষয়গুলি আপনাদের অবগতির জন্য তুলে ধরছি।

স্যার, বেসিক প্রাইস্ উইথ অ্যাকস-সাইজ ডিউটি, এড রিকভারেবেল এন. আর. এফ. (ন্যাশনেল রেলওয়ে ফ্রাইট), এড সি. এস. টি. সারচার্জ (স্টেট সারচার্জ), একস্ ডিপোট প্রাইস, এড আর. পি. ও. সারচার্জ (রিটেইল পয়েন্টেড সারচার্জ), লেস পি. পি. এ. নেট প্রোডাক্ট প্রাইস, এড সেলস্ ট্যাকস্ (৮ পারসেন্ট ফর এম এস. অ্যাণ্ড ৫ পারসেন্ট ফর এইচ. এস. ডি), এড ডিলারস্ কমিশন, সেলিং রেট, রিটেইল সেলিং প্রাইস। এই জিনিসগুলি যোগ করা হয়েছে যেটা আমরা জানতে পারি, আই. ও. সি-এর কাছ থেকে। আর এল. পি. জি-এর জন্য হয়েছে, বিলেবল রেট, এড ডিষ্ট্রিবিউটর কমিশন, টোট্যাল, এড ১২ পারসেন্ট সেলস ট্যাকস, ৫ পারসেন্ট সেলিং প্রাইস। স্যার, এই হচ্ছে বিষয় যেগুলিকে বিবেচনা করে এখানে রেট ফিকসড্ করা হয়েছে। এখন এটা আগে যে রেটগুলি ছিল, এইগুলির মধ্যে আমরা দেখি যে, নূতন সংযোজন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে। এটা হচ্ছে এড সি. এস. টি. সারচার্জ; যেটা ষ্টেট সার চার্জ ৯৯ এটা হচ্ছে এমাউন্ট ফর এম. এস. পেট্রলের জন্য আর ত্রিপুরার জন্য ৪০। এইভাবে এটাকে ধরা হয়েছে। এরমধ্যে আমরা দেখেছি, কোন কোন কাগজে ইঙ্গিত করা হয়েছে, গোপনে গোপনে রাজ্য সরকার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে,। স্যার, সেলস্ ট্যাক্স ৫ পারসেন্ট এবং ৮ পারসেন্ট এই দু'টো আগেও ছিল, এখনও আছে। এক পয়সাও বাড়ান হয়নি। আর ষ্টেট সারচার্জ বলে যা ধরা আছে সেটাতেও রাজ্য সরকারের করার কিছু নেই। এটাও কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন। কাজেই এই নিয়ে যা হয়েছে তা আমরা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানিয়ে দিয়েছি। এটা কেন্দ্রীয় সরকার ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ ইং মধ্যরাত্রি থেকে বলবৎ করেছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাসের জন্য কত ট্যাকস্ আছে।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ((মন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, পেট্রোলের জন্য ৮ পারসেন্ট ডিজেলের জন্য ৫ পারসেন্ট এবং এল. পি. জি. ডিলার্স রেট ১১৩.৮৪। ডিলার্স কমিশন, ৩.৮৭। টোট্যাল, ১১৬.৯১। সেলস ট্যাকস ১২ পারসেন্ট। ১৪.০৩ হয়। রিটেল সেলিং ১৩০.৯৫ টাকা। নূতন কিছু বাড়ানো হয়নি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসের দাম বাড়িয়েছেন। কিন্তু ত্রিপুরার মত রাজ্যে যেখানে অধিকাংশ লোকই দারিদ্র সীমার নীচে অনেকটা বাধ্য হয়েই জ্বালানি কাঠের অভাবে তাদেরকে গ্যাস ব্যবহার করতে হয়। তাদের কথা চিন্তা করে গ্যাসের উপরে যে সমস্ত ট্যাকস আছে সেগুলিকে লাঘব করে দেবার কোন চিন্তা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই যে জ্বালানীর উপর ট্যাকস বৃদ্ধি করা হয়েছে, এটা দিল্লীতে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম মিটিং হয়, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া বিভিন্ন রাজ্যের চীফ মিনিষ্টারদের ডেকেছিলেন। আমিও সেই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলাম এবং আমাদের আর. ডি মিনিষ্টারও ছিলেন। সেখানে প্রশ্ন এল যে নরসীমা রাও সরকার ১১ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রেখে গিয়েছিলেন তার টাকা দেওয়া হয়নি। তখন এই সমস্ত পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসের দাম যখন বৃদ্ধির প্রশ্ন এলো তখন আমাদের রাজ্য থেকে এর দাম যাতে বাড়ানো না হয় তার জন্য আমরা ভেহেমেন্টলী অপোজ করেছি। এর দাম বাড়ানো হলে আমাদের রাজ্যের সাধারণ মানুষের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে। তারপরও ওঁরা বাড়ালেন। এবং যে টাকা কালেকশন হয়েছে তার একটা অংশ চলে গেল কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরে। এটা আপনারা পত্রপত্রিকায় দেখেছেন। আবার যখন এই প্রশ্নটা এলো তখন আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আমরা পুরাপুরি অপোজ করেছি। ওরা বলেছে ডেফিসিট কাভার আপ করে না। পেট্রোল, ডিজেলের দাম যদি বাড়ানো হয় তাহলে সাধারণ মানুষের উপর চাপ পড়বে, জিনিষপত্রের দাম বাড়বে। সমস্ত দিক থেকে চিন্তা করে আমরা এর বিরোধিতা করেছি। এটা সবারই জানা আছে যে বামফ্রন্ট কেন্দ্রীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করছে। কিন্তু জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে যেখানে যেখানে আমাদের মতপার্থক্য হচ্ছে সেখানেই আমরা বিরোধিতা করছি এবং জনগণকেও তার সাথে সামিল করছি। এই পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাসের দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য ছিল অন্য জায়গা থেকে এটা কাভার আপ করুন। কিন্তু সেটা তারা করেনি। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এখানে যে কথাটা বলেছেন সাবসিডি দেবার ব্যাপারে, সেখানে আমি বলছি রাজ্যের কতটুকু ক্ষমতা আছে যে সাবসিডি দিতে পারে। আমাদের রাজ্যের কত ইনকাম আছে ? সব মিলিয়ে ১০০ কোটি টাকাও হবে না। আমরা কি করে সাবসিডি দেব ? আমাদের চাউলের কোটা কমে গেছে। কিছু সাবসিডি দিয়ে চাউল আনতে হবে এই সমস্ত চালু রাখার জন্য। এই যে পেট্রোল, ডিজেল রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে। আমরা বরাবরই তার বিরোধিতা করছি। রাজ্যের পক্ষে এই সমস্ত জিনিষের উপর সাবসিডি দেবার কোন সুযোগ নেই সীমিত আর্থিক অবস্থার জন্য।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিশেষ কেটাগরি ষ্ট্যাট হিসাবে চিহ্নিত ? কাজেই সেই জায়গার মধ্যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের বর্ধিত ট্যাক্স

যখন এসে পড়ে সেই ক্ষেত্রে স্পেশাল কেটাগরি ষ্ট্যাট হিসাবে এটাকে চিহ্নিত করার জন্য কোন চেষ্টা করা হয়েছে কিনা রজ্যে সরকার থেকে বা রাজ্য সরকার কোন চিন্তা ভাবনা আছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এটা আমরা বরাবর বলে আসছি স্পেশাল কেটাগরি ষ্ট্যাট ১০টা সারা ভারতে আছে। কাজেই আমরা সব সময় বলছি এই সমস্ত ব্যাপারে আমাদের উপর ভার চাপানো যাতে না হয়।

শ্রীপবিত্র কর ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গ্যাসের দাম তো বাড়িয়েছে এখন আমাদের উপায় নেই। কিন্তু রাজ্য সরকার তার প্রতিবাদ করেছেন। গ্যাস সাপ্লাই করা হচ্ছে বিশেষ করে বিশালগড়ে যে গ্যাসটা বটলিং হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রচুর কমপ্লেইন আসছে এবং আমরা যারা বাড়ীতে ব্যবহার করছি তাতেও দেখা যাচ্ছে একটা গন্ধ আসছে এবং তার ওজনও কম। ফলে সেই দিক থেকে এই বিষয়টা একটু তদন্ত করে যাতে আমরা সঠিক ওজন, এবং ভাল কোয়ালিটির যে গ্যাস সেটা যাতে পেতে পারি তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়ে আমি হাউসকে জানাচ্ছি আপনারা দেখে থাকবেন পত্রিকায় এই নিউজটা উঠেছিল কিছু ভোক্তা আমার কাছে মৌখিকভাবে বলেছিলেন বিশালগড়ে যে বটলিং হচ্ছে সেই গ্যাস থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, এটা ওজনে কম এবং কালো ধোয়া বের হয় এই তিনটা অভিযোগ ছিল। আমি আমার ফুড ডিপার্টমেন্টের ডিরেকটারের মাধ্যমে এই বিষয়টা তদন্ত করার জন্য। বিশালগড়ে যেটা আছে এটা আমাদের আওতাধীন নয়। এটা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের আণ্ডারে কাজে সেখানে দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একজন অফিসারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ডেকে এনে। আমি বলেছি আপনাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি আছে এবং আপনারা এইগুলি ঠিক করুন। আমি চাই আপনাদের যে প্রসেসে তৈরী হচ্ছে সেটা দেখার প্রয়োজন আমি বোধ করছি। কারণ পাবলিক থেকে এইগুলি সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে। তাঁরা অবশ্য আমাকে জানিয়েছেন এই বিধানসভার পরে একদিন আমাকে নিয়ে যাবেন ব্যাপারটা কি হচ্ছে সেখানে দেখার জন্য কেন হচ্ছে? কাজেই ওটা তাদের কাছ থেকে উত্তর না আসা পর্য্যন্ত কোন মতামত দিতে পারছি না বিষয়টা আমাদের বিবেচনায় আছে

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি উত্তর যাতে তাড়াতাড়ি আসে এবং এ্যাকশান যাতে তাড়াতাড়ি হয়।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার —আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা মহোদয়দের নিকট থেকে। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি।

নোটিশটি বিষয়বস্তু হলো "ত্রিপুরা ফিসারী কলেজ ব্যাঙ্গালোরে চলে যাওয়া সম্পর্কে"।

এখন আমি ফিসারী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এইদৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :—স্যার, আগামী ৮/৯/৯৭ ইং তারিখ আমি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এবং খগেন্দ্র জমাতিয়া। নোটিশটির বিষয়স্তু হলো :— "আগরতলা পৌর পরিষদের নগর উন্নয়নের অধিকাংশ কাজ না হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এবং শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়দের কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় নগর উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ না পারেন তাহলে তিনি আমায় সময় বা তারিখ জানাবেন।

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ ব্যাপারে আগামী সোমবার (৮ তারিখ) বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যের নাম শ্রীঅমল মল্লিক। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—" রাজনৈতিক খুনের চাকুরী দেওয়ার সরকার ঘোষিত নীতি মোতাবেক বিলোনীয়ার শান্তির বাজার থানাধীন লাউগাং গ্রামে ১৫/৪/৯৩ ইং খুন হওয়া কংগ্রেস সমর্থক পরিমল সেনের পরিবারসহ অন্যান্য খুন হওয়া কংগ্রেস সমর্থক পরিবারগুলি চাকুরী না পাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোয়কে অনুবোধ করছি এই বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ না দিতে পারেন তাহলে তিনি আমায় সময় বা বা তারিখ জানাবেন

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : -স্যার, আমি এ ব্যাপার আগামী ৮ তারিখে বিবৃতি দেব।

CONSIDERATION OF THE THIRTY SEVENTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES AND ADOPTION ON THE RECOMMENDAION OF THE REPORT

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো, গত ৪-৯-৯৭ ইং তারিখ বৃহস্পতিবার, মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (চেয়ারম্যান অব দি প্রিভিলেজ কমিটি) মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রিভিলেজ কমিটির সাইত্রিশতম প্রতিবেদন (থার্টি সেভেন্থ রিপোর্ট) সভাকর্তৃক বিবেচনা ও গ্রহণ।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (চেয়ারম্যান অব্ দি প্রিভিলেজ কমিটি) মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রিভিলেজ কমিটির সাইত্রিশতম প্রতিবেদনটি বিবেচনার জন্য সভার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

Shri Ramandra Ch Debnath :— Mr Sepeaker Sir, I beg to move that the Thirty Sev:nth Report of the Committee on Privileges presented to the House be taken into consideration.

মিঃ স্পিকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক প্রতিবেদনটির উপর উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, — "প্রিভিলেজ কমিটির সাইত্রিশতম প্রতিবেদনটি এই সভায় বিবেচনা করা হউক।"

(ভোটে দেওয়ার পর)

অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক বিবেচিত হলো।

মিঃ স্পিকার :— সভার পরবর্তী কর্মসূচী হলো, — প্রিভিলেজ কমিটির সাইত্রিশতম প্রতিবেদনে কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ সভা কর্তৃক গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

Shri Ramendra Ch. Debnath :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the recommen dation of the Committee on Ptivileges in its Thrity Seventh Report be adopted.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ, (চেয়ারম্যান অব দি প্রিভিলেজ কমিটি) মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি) এখন আমি ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো, — প্রিভিলেজ কমিটির সাইত্রিশতম প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশ সমূহ সভা কর্তৃক গ্রহণ করা হউক।

(ভোটে দেওয়ার পর)

অতএব, প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশ সমূহে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, —প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান।' আজকের কার্য্যসূচীতে একটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান আছে। রিজলিউশানটি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীঅমল মল্লিক :—স্যার, আমার একটি রিজলিউশান জমা দিয়েছিলাম গত ১ তারিখে। আমার রিজলিউশানটি ছিল "রাজ্যে দিন দিন আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি, বিধায়ক অপহরণ, বৈরী হামলা "

মিঃ স্পীকার :— এটা আমি থরোলি দেখেছি। এটা রুলস এ পারমিট করে না। রুলস অনুযায়ী এটাকে দেওয়া যায় না। আপনি বসুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সামনে রাজ্যে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার লক্ষ্যে, প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করতে ...। আমাদের পক্ষ থেকে যেগুলি আসে, আমরা প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশান গত সেশানেও পাইনি, আমরা প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান দিলেই সেটাকে বারবার রিজেক্ট করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— রুলস্ মোতাবেক দিন। আপনার দৃষ্টি আকর্ষনীটা তো গৃহীত হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান জনস্বার্থ সম্পর্কিত। সেই জায়গায় আমরা বারবার গত বিধানসভায় ও পাইনি, স্যার। আমাদের প্রত্যেকটা প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশানকে বার বার বাধা দেওয়া হচ্ছে, স্যার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমিতো আইনের বাইরে যেতে পারি না। যেটা রুলস্ পারমিট করে এটাকে দেই। আই অ্যাম্ ওন্‌লি গাইডেড বাই দ্যা রুলস। আই মাষ্ট প্রভাইডেড্ বাই দ্যা রুলস। কাজেই এখানে কোন প্রশ্ন নেই।

শ্রীপবিত্র কর :— স্যার, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়া হোক।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যকে বলার সুযোগ দেওয়া হোক।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এটা খুব জরুরী ব্যাপার, এটা নিয়ে আপনারাও আলোচনা করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, এটা আপনি * * * করছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমরা গত সেশানেও আমাদের রিজিউলিউশানকে এই হাউসে তুলতে পারিনি,। এই সেশানেও আমাদের টা এই হাউসে তোলা হয়নি। স্যার, আমাদের প্রত্যেকটা প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউশান ক্ষেত্রে এখানে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— আমিতো আইনের বাইরে যেতে পারি না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, পারটিকুলার যে-কোন একটা বিষয় সম্পর্কে এখানে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান আনা যায়। এই অবস্থায় চারটা বিষয় তুলে দিলে কি করে হয়?

(গণ্ডগোল)

* * * Expunged as ordered by the chair.

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এখানে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, আমাদের কথা বলার অধিকার থাকছে না। এমন অবস্থায় আমরা হাউস থেকে ওয়াক আউট করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :—আমরা গত সেশানেও আমাদের প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিশান আনার সুযোগ পাইনি, এই সেশানেও প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউশান আনার সুযোগ পাইনি। কাজেই আমরা ওয়াক আউট করছি।

(মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ একযোগে ওয়াক আউট করেন)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এগুলি সব অ্যাক্সপানজ করতে হবে।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION

মিঃ স্পীকার :— ইট সুড বি অ্যাকসপাণ্ড। মাননীয় সদস্য পবিত্রবাবু, আপনি আপনার রিজিউলিশানটির উপর আলোচনা শুরু করুন।

শ্রীপবিত্র কর : – মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজিউলিউশানটি হলো, "এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানী এবং যাত্রী সাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ট্রানজিট রুট চালু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করুক।"

স্যার, আমি আমার প্রস্তাবটি আনতে যে বিষয়টি বলতে চাই, ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের যে পুরানো মানচিত্র ছিল-দেশ ভাগ করতে গিয়ে সেটা এই ভাবে বিভাজন হয়েছে তখনকার হিন্দুস্থান-পাকিস্তান। যার ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে রাজ্যগুলি আছে – আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য ভৌগোলিক ভাবে দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছি। তারমধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার। ত্রিপুরা থেকে আমাদের দিল্লীর দূরত্ব প্রায় ২,০০০ কিলোমিটারের মত। অথচ স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আমাদের দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি।

যাক, দীর্ঘদিন পরে, প্রায় ৫০ বছর পরে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের রাজ্যের আগরতলাকে রেল মানচিত্রের যুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এবং আমরা আশা করি সেটা হবে। তাহলেও এই রেলেও যদি কলকাতা যেতে হয় তাহলে চারদিন লাগবে। আর দিল্লী গিয়ে পৌঁছুতে সময় লাগবে সাত দিন।

আমাদের এই গরীব রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিই জিনিসই বাইরে থেকে আনতে হয়। একটু আগে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী আপনাদের বলেছেন যে, আমাদের বাইরে থেকে চাল আনতে হয়। এবং বর্ষার সিজনে একটা বিরাট সময় রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুলতার জন্য খুবই অসুবিধা হয়। তাছাড়া আমাদের রাজ্যের এই পশ্চাদ পদতার জন্য এ রাজ্য থেকে রোগীদের বাইরে নিয়ে

গিয়ে চিকিৎসা করানো খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। এছাড়া আমাদের রাজ্যের বহু ছাত্রছাত্রী- দেরকে বাইরে পড়াশুনা করতে গিয়ে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এই যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য। আমাদের রাজ্যের মানুষের আত্মীয়স্বজন যারা বহিঃরাজ্যে থাকেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। বিভিন্ন কারণে আমাদের রাজ্য থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য ভূখণ্ডে যেতে হলে একটা বিরাট দূরত্ব পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। রাজ্যবাসীদের এই যে দুর্ভোগ সেদুর্ভোগ গত ৫০ বছরে ধরে আমরা ভোগ করে চলেছি।

পাকিস্তান তার স্বৈরশাসনের জন্য ১৯৭১ সালে তা' থেকে নতুন বাংলাদেশের জন্ম হয়। এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের সময় আমাদের এই ভারতবর্ষের সংগ্রামী জনগণের এবং ভারত সরকারের একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। সেখানে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ মৈত্রী চুক্তি সেটা ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং তার পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আমাদের যে রিলেশন সেই রিলেশনশীপের ফলে একটা কথা হয়েছিল যে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে আগরতলা থেকে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে আগরতলা ট্রেঞ্জিটরুট চালু হলে সমগ্র উত্তর পূর্বা- ঞ্চলে যেসব রাজ্য আছে, যেমন মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, আসামের কাছাড় জেলা, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ এর বিরাট অংশের মানুষ উপকৃত হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার মানুষও উপকৃত হবেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারে যারা ক্ষমতায় ছিলেন (আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা সকালবেলা তুচ্ছ একটা কারণে হৈ-চৈ করে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন অথচ তা তারা জানতেন যে আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটি নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হবে। কিন্তু আমরা জনগণের স্বার্থের কথা চিন্তা করি এবং জনগণের স্বার্থের জন্য সরকারে থাকি বা না থাকি আমরা জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যাব।) পূর্বতন কংগ্রেস সরকার যারা কেন্দ্রে ছিলেন সেই ইন্দিরাগান্ধী, রাজীবগান্ধী, নরসীমা রাও তারা এই ধরনের উদ্যোগ কোন সময়ই গ্রহণ করেননি। এই বছর বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের মধ্যে যে একটা সেন্টিমেন্ট ছিল—বাংলাদেশের মানুষের গঙ্গানদীর জলের ভাগ-বাটোয়ারার প্রশ্নে এইটা সমাধান হয়েছে। যেটা সমাধান হওয়ার ফলে আমরা আরো বেশী উৎসাহিত এবং আকাঙ্খিত যে এই পথটুকুর যদি সুযোগ আমরা পাই তাহলে ত্রিপুরাসহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে রাজ্যগুলি আছে সেখানের জনগণও সেই সুযোগ পাবেন। আমরা ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যে ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছি এই যোগাযোগ হলে বা ট্রেঞ্জিট রুট হলে আমরা তার থেকে উপকার নিতে পারব। তখন কেন্দ্রীয় সরকারে দেবগৌড়া সরকার ক্ষমতায় ছিলেন।

সেই সময় আমাদের এই প্রস্তাবটি পাঠানো হয়েছিল। কিছু আলোচনাও হয়েছে। এবং তার পরবর্তী সময়ে আমাদের আহ্বানে বিশেষ করে বাংলাদেশের বণিক সংঘ ঢাকা চেম্বারস্ অব্ কমার্স, এবং বাংলাদেশের কিছু বণিক প্রতিনিধি দল তারা আমাদের এখানে শিল্পমেলায় এসেছিলেন। তারা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন বণিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং

আমাদের সঙ্গে আলোচনা হয়ে ছিল। তারাও দেখলাম উৎসাহিত এবং তারাও বলেছেন যে এই ট্রানজিট রুট চালু হলে আমাদের উভয় রাজ্যের সুবিধা হবে এবং আমাদের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বাড়বে। আমরাও যেমন বৈদেশিক বানিজ্য করার আশা রাখি তারা তেমনি বৈদেশিক বাণিজ্য করার জন্য আশা রাখেন এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে। এই ধরনের একটা সহায়ক পূর্ণ পরিবেশে এই আলোচনা এগোচ্ছিল। আমি এই জন্য এই প্রস্তাবটা এনেছি যে আমরা বিভিন্ন সময়ে এই প্রস্তাবটা তোলেছি যে আমাদের যে রুটগুলি আছে বিশেষ করে (১) আগরতলা আখাউড়া ঢাকা-কলকাতা (২) বিলোনীয়া-ফেনি-চট্টগ্রাম-কৈলাসহরের শায়েস্তাগঞ্জ হয়ে ঢাকা হয়ে কলকাতা। এবং নদী বন্দরের দিক থেকে আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি যে বন্দর সেটা হচ্ছে আশুগঞ্জের বন্দর। সেটা হলো ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার কাছাকাছি। আমাদের এখান থেকে ১৩-১৪ কিলোমিটার আগরতলা থেকে দূরত্ব।

ফলে এই পথকে আমরা যদি ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ চট্টগ্রাম বন্দরকে যদি সঠিক-ভাবে ব্যবহার করতে পারি. কারন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কলিকাতা সমুদ্র বন্দরের দূরত্ব খুব একটা বেশী নয়। রাজ্যের জন্য চাল, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সহ ভারি পণ্য এই পথে আনা-নেওয়া সহজতর হবে। রাজ্যের অসুস্থ রোগীদের যাওয়ার ক্ষেত্রে এই ট্রানজিট রুটটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে শুধু মাত্র আমাদের রাজ্যেই নয়, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলই উপকৃত হবে। আমি এই নিয়ে আর আলোচনা বাড়াতে চাই না হাউসে অন্যান্য মাননীয় সদস্যরাও এই ব্যাপারে উনাদের চিন্তাধারা তথা মতামত ব্যক্ত করবেন। নিশ্চয়ই রাজ্যের মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী আলোচনায় অংশ নিয়ে জানাবেন এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এখন পর্যন্ত কি পণের কি ধরণে কি কি ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মানুষের আশা-আখাংকাকে একটি বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব যাতে এই হাউসে থেকে বিষয়টি নিয়ে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পঠোনো হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারেরও প্রচেষ্টা থকতে হবে রাজ্যের মানুষের তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের স্বার্থে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট রুট চালু করার ব্যাপারে যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করে ট্রানজিট রুট চালু করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জরুরী পদক্ষেপ নেয়। এই আশাটুকু ব্যক্ত করে সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসহীদ চৌধুরী মহোদয়।

শ্রীসহীদ চৌধুরী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয় এখানে যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেই প্রস্তাবের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত হয়ে প্রস্তাবটিকে পূর্ণ সমর্থন করে বক্তব্য শুরু করছি। প্রস্তাবটি শুধুমাত্র রাজ্যের মানুষের স্বার্থেই আসবে না সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের স্বার্থেই কাজে আসবে এবং এতে সবাই উপকৃত হবেন। আমি

পাশাপাশি এটাও আশা করছি আজই প্রস্তাবটি হাউসে সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন পাবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাবটি প্রেরণ করা হবে। আশা করি কেন্দ্রীয় সরকারও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আলোচনা শুরু করে দেবেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের স্বার্থে।

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে ৮৩৯ কি. মি। রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই করুণ। সড়কপথে কলিকাতা যেতে এই রাজ্যের মানুষের ন্যূনতম তিনটি দিন লাগে এবং এতে আবার খরচা হয় পাঁচ থেকে সাত শত টাকা। ট্রানজিট রুট চালু হলে অর্থাৎ বাংলাদেশ দিয়ে কলিকাতা ৩৮০ কি. মি রাস্তা অতিক্রম করতে মাত্র তিনশত টাকা খরচা হবে। এই ক্ষেত্রে সময় এবং টাকা দুটিই কম এবং রাজ্যের মানুষের কল্যাণে এটাই আমাদের সবারই কাম্য। বিভিন্ন কাজে রাজ্যের মানুষ কলিকাতা হয়ে বহিঃরাজ্যে যাচ্ছেন প্রচুর টাকা খরচা করে। রোগী, ছাত্র এমনকি ছাত্রদের বা কর্মপ্রার্থীদের ইন্টারভ্যু দিতে গেলেও স্বল্প সময়ের জন্য আকাশ পথকেই বেছে নিতে হয়। আর্থিক অসংগতি থাকলেও এতেই শুধুমাত্র যাওয়ার ক্ষেত্রেই ১৪শ টাকা খরচা হয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের দারিদ্র মানুষের পক্ষে এই ভার বহন করা কোন অবস্থাতেই হচ্ছে না। এছাড়া টিকিটের জন্যও হাহাকার সবসময়ই রয়েছে। এমনকি মূমূর্ষ রোগীকেও চিকিৎসার জন্য বিমানে করে বহিঃ রাজ্যে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না।

তা হলে আমরা বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে কম খরচে কলিকাতায় যেতে পারি। বাংলাদেশ দিয়ে যদি আমাদের ৩ দিনের জায়গায় মাত্র ২০ ঘণ্টা সময় লাগে। মাত্র ২০ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ৩০০ টাকা দিয়ে আমরা কলিকাতায় পেঁৗছে যেতে পারি। অর্থাৎ বিকাল ৩ টার সময় এখান থেকে রওনা হলে পরদিন সকাল ১১ টার সময় কলিকাতায় পেঁৗছে যাওয়া যায়। বাইরোডে আগরতলা থেকে গৌহাটি হয়ে কলকাতায় যেতে হলে তার দূরত্ব হয় ১ হাজার ৮০০ কিলোমিটার। এবং আমাদের যদি এক লড়ি মাল কলকাতা থেকে বুক করা হয় তা হলে তা আগরতলায় আসতে কমপক্ষে ৭ দিন সময় লেগে যায়। যদি রাস্তায় কোন গোলযোগ থাকে তা হলে তা আরো বেশী সময় লাগে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে ভারী জিনিসের উপর ৩ টাকার মত খরচ পড়ছে প্রতি কেজিতে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ৩ টাকা থেকে ৫ টাকার মত খরচ পড়ছে প্রতি কেজিতে। এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেতে তা বেড়ে প্রতি কেজি খরচ ৬ থেকে ৭ টাকাও হয়ে যায়। এই অবস্থায় আমরা যদি বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে মাল আনতে পারি তা হলে ১৮০০ কিলোমিটারের জায়গাতে মাত্র ৩৮০ কিলোমিটার দূরত্ব ব্যবহার করে মাল আনা যায়। এই কম সময়ের মাত্র ৯০ ঘন্টায় আগরতলায় মাল পেঁৗছানো যায়। এর ফলে খরচ প্রতি কেজি দেড় থেকে দুই টাকার বেশী পড়েনা। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর এটা যদি ব্যবহার করা যায় বিশেষ করে ভাড়ী যে জিনিস-পত্র -যেমন লৌহ ইস্পাত, সিমেন্ট, চাল, চিনি, লবন, গম, ও ডাল এই সমস্ত জিনিস যা ত্রিপুরা রাজ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় খুবই জরুরী এই সমস্ত জিনিস যদি আনতে হয়, এইগুলি

সাধারনত কলিকাতার বাইরে থেকে যেমন চেন্নাই, বোম্বে এই সমস্ত জায়গা থেকে আসে বা বাইরের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসে এগুলি আসতে আরো বেশী সময় লাগে। এই চট্টগ্রাম বন্দরকে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি বিশ্লেষ করে কলিকাতা, চেন্নাই, গুজরাট, বোম্বে এই সমস্ত জায়গা থেকে যে সমস্ত মাল আমাদের এখানে আসে এই সমস্ত মালগুলি যদি সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আনা যায় তার পর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে যদি রেলের সাহায্যে আখাউরা আনা যায় তার পর সেখান থেকে বাইরোডে আগরতলায় মাত্র ২ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে আনা যায়। এবং তার জন্য খরচ প্রতি কেজি ১ টাকার বেশী পড়বে না। এই মাল যদি এই সমস্ত জায়গা থেকে সমুদ্র পথে আগরতলাতে আনা যায় তা হলে প্রতি কেজি কোন অবস্থাতেই ১ টাকার বেশী পড়বেনা। এই সমস্ত মাল আনতে যেখানে কমপক্ষে ৭ দিন সময় লাগে সেই জায়গায় চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাল আগরতলায় আনতে মাত্র ৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে আগরতলায় মাল পেঁছানো যায় ট্রেনের সাহায্যে। গৌহাটি দিয়ে মাল আনতে যেমন রেলের ওয়াগনের সমস্যা রয়েছে তা রাজ্যের মানুষ ভাল ভাবেই জানে এবং আমরা এখানে যারা আছি তা সবাই জানি। মাল আনতে হলে মাল যদি পাওয়া যায় কিন্তু সময় মত ওয়াগন পাওয়া যায়না। ওয়াগন পাওয়া গেলে মাল পাওয়া যায়না। এই সমস্ত বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সমস্যা আমরা সবসময় দেখছি সেই স্বাধীনতার ৫০টি বৎসর পরেও। এই স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পালন করেছি সমস্ত ভারতবর্ষে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। কিন্তু দুরভাগ্য হলেও এটা সত্য আমাদের রাজ্যের মানুষ উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে আজকে বঞ্চিত। বেশী বেশী দাম দিয়ে জিনিস কিনতে হচ্ছে। আমাদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল তা পায়নি। যার ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার ঘটিত হওয়ার পর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এই রাজ্যগুলি সফর করে বিশেষ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন ৬ হাজার ১০০ কোটি টাকা। এটাইতো প্রমান যে আমরা বঞ্চিত ছিলাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে। এবং এটা কত জরুরী তা আমি কিছু তথ্য দিয়ে রাজ্যবাসীকে জানাতে চাই যে কত কম সময়ে কম খরচে কম পরিশ্রমে আমরা আমাদের এই সুযোগগুলি পাইতে পারি। আমাদের রাজ্যের মধ্যে ৩১ লক্ষ মানুষ আছে, এই রাজ্যের মানুষগুলির কথা চিন্তা করে ভারত সরকার অবিলম্বে কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে এই ট্রান্জিট রোড চালু করার জন্য উদ্যোগ নিতে। অনুরোধ করছি। এছাড়া আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সার্ক দেশ-দেশগুলির মধ্যে বিশেষ করে ৪টি রাষ্ট্র যেমন ভারত, বাংবাদেশ, পাকিস্তান এবং নেপাল খুব সহজভাবে আরেকটা সুযোগ এই অঞ্চলের মানুষদের জন্য করে দিতে পারে শুধু একটা রোড কানেক্শান করে দিয়ে। ঐদিক দিয়ে পাঞ্জাব দিয়ে যদি পাকিস্তানের সঙ্গে রোড কানেকটেট হয়, পাকিস্তান থেকে নেপাল হয়ে বাংলাদেশ এবং এই দিক দিয়ে আখাউরা হয়ে আগরতলা। এটা যদি অনুমোদিত হয় তাহলে অনেক কম খরচে, অনেক কম সময়ে অনেক সহজে এই রাজ্যেই বিভিন্ন পণ্য আনা যায়। এর ফলে এই ৪টা দেশের মানুষ দারুনভাবে উপকৃত

হবেন। বিশেষ করে মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে এবং মানুষ যাতায়াতের ক্ষেত্রে। এই ট্রান্জিট রোড যদি চালু হয় তা হলে বাংলাদেশের মানুষ যেমন উপকৃত হবে তেমনি ভারতবর্ষের মানুষ বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ উপকৃত হবে। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে, এই রাজ্যের মানুষের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ভারত সরকার অবিলম্বে এই জরুরী পদক্ষেপ যেন গ্রহণ করেন এবং এই রোড চালু করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই আহ্বান রেখে এবং সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় যে প্রস্তাবটি এনেছেন আমি তার সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। এই করছি এই কারণে এই ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কে আমার পূর্ববর্ত্তী দুইজন বক্তা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। ১৯৭১ ইং পূর্বে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা লিখতাম তিন দিকে পাকিস্তান আর পূর্ব দিকে মিজোরাম। তার পরবর্ত্তী সময়ে ১৯৭১ ইং যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ হয়ে গেল। এখন আমরা ত্রিপুরার সীমানা লিখি তিনদিকে বাংলাদেশ আর পূর্বদিকে মিজোরাম আর আসাম প্রদেশ। আমাদের একমাত্র রাস্তা ত্রিপুরা থেকে আসামে কলিকাতা বা বহিঃরাজ্যে যাওয়ার চুড়াইবাড়ী হয়ে আসাম হয়ে যেতে হয়। যেমন কলিকাতা যেতে হলে চুড়াইবাড়ী, বদরপুর শিলং আবার আসাম গৌহাটি হয়ে জলপাইগুড়ি কুচবিহার বর্ধমান হয়ে আমরা কলকাতায় যাওয়া আসা করি। এখানে যে রাস্তাটুকু বলা হয়েছে ত্রিপুরা থেকে বা আগরতলা থেকে কলকাতার দূরত্ব প্রায় ২০০০ কি. মি., একটু এদিক ওদিক হতে পারে। এবং আগরতলা থেকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে কলকাতার দূরত্ব যা অনুমান করা যায় তা অনেক কম প্রায় ৪০০ কি. মি। কম খরচে মাল আনা নেওয়া করা যাবে, যাতায়াত হবে বা যাত্রী যারা তারাও যাতায়াত করতে পারবে। এই কথাটা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই।

আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যদি কেহ চেষ্টা করেও আগরতলা থেকে কলকাতা যান, তাহলে যে ভাড়া তা অনেক বেশী পড়ে। যারফলে হয়ত একবার যদি যেতে পারে আবার ফিরতে পারে না। আবার ফিরে আসার সময় হয়ত ট্রেন ধরতে হয়, বাস ধরতে হয়। এই করে আসতে হয়। বেশী লোকের পক্ষে এতটা পথ আসা সম্ভবপর হয় না। যারা ট্রেনে আসার যাত্রী তারাই অনুমান করতে পারেন যাত্রীদের সমস্যা সম্পর্কে। এই আসাম লাইন যেটা পাহাড় লাইন বলি—বদরপুর; বদরপুরঘাট, সুকৃতপুর, হিরানা, বিহারা, চন্দ্রনাথপুর, দামছড়া, বান্দরছড়া, হারেঙ্গা মাইলঙ্গ, ঝাটিঙ্গা. হাফলং লোয়ার হাফলং মাইবং লামডিং হাতীখল, ধনকুপুর, লঙ্কা হোঁজাই, গৌহাটি

এই সমস্ত অঞ্চল দিয়ে. রাস্তা দিয়ে প্রায় ৫০০ কি. মি. রাস্তা আসতে হয়। যাত্রীরা পরিশ্রান্ত হয়ে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন যদি কেহ একবার কলকাতা— এদিকে যেতে পারেন। আর যারা আপডাইন আসাম হয়ে করেন তারাতো অনুমানই করতে পারেন, কত কষ্ট তাদের হয় পাহাড় লাইনে। এছাড়া যেসমস্ত মালপত্র আমাদের ত্রিপুরার জন্য কলকাতা থেকে আসে বাই রোড ট্রাকে করে। সেই সব ট্রাক ড্রাইভারদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, তাদের এখানে আসতে প্রায় ৭/৮ দিন কিংবা ৮/৯ দিন লেগে যায়। ৭/৮ দিন কম সময় নয়, অনেক সময়। বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে যে অল্প রাস্তা, ৪০০ কি. মি. রাস্তার ভেতর দিয়ে গেলে কত সময় আর লাগবে? স্যার, মাননীয় সদস্য সহীদ চৌধুরী মহোদয় এখানে হিসাব দেখিয়েছেন। এই জন্য এখানে যে প্রস্তাব উৎথাপন হয়েছে এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। আমাদের পাহাড় লাইন শুধু বদরপুর থেকে গৌহাটী বলেইত শেষ নয়। আর একটি পাহাড় লাইন আছে। এই চোরাইবাড়ী, বাগবাসা, পানিসাগর, পেঁচারথল, কুমারঘাট, মনু ডলুবাড়ী, তেলিয়ামুড়া, চম্পকনগর জিরানীয়া, রানীরবাজার, আগরতলা আরো ২০০ কি. মিঃ। আমরা চোরাইবাড়ী থেকে-আমার নিজের কথাই বলি. আগরতলা আসার জন্য যখন সকাল ৬টায় গাড়ীতে উঠি তখন এসে আমাদের নামতে হয় সন্ধ্যা ৬টায় এর আগে আপ ডাউন করা সম্ভব হয় না। ১২ ঘন্টা লেগে যায়, ইদানিং। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অবশ্য এতটা লাগে না। তাঁরা ডাইরেকট চলে যান। তাদের হয়ত ৫/৬ ঘন্টা লাগে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বলছি, আমার কথায় দুঃখ পাবেন না। আমাদের কিন্তু১২ ঘন্টা লেগে যায়। অতএব, আমরা যারা যাত্রী আছি আমরা বুঝি কষ্টটা। একজন যাত্রীর আগরতলা থেকে কলকাতা যেতে আসতে আসাম রোড দিয়ে কত দুর্ভোগ তাদের মাল আনতে নিতে কত দুর্ভোগ এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কাজে কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয় যে প্রস্তাব উৎথাপন করেছেন তা আমি সর্বসম্মভাবে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করব এবং আমি আবারও সমর্থন করে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানী এবং যাত্রী সাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ট্রানজিট রুট চালু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে তা খুবই সময়োপযোগী প্রস্তাব। আমি এই প্রস্তাবের সাথে সহমত পোষণ করে কিছু আলোচনা করছি।

স্যার, একটা রাজ্য বা একটা দেশের আর্থিক উন্নয়ন এবং বানিজ্যিক উন্নয়ন সম্ভব হয় সেই

দেশের বা রাজ্যের যোগাযোগের সুবিধার উপর। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের মানচিত্রের এক কোণায় পড়ে আছে। ভারতবর্ষের উত্তর-পুর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত এলাকার মধ্যে পড়ে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক দিক থেকে অবনতির একমাত্র কারণ বহিঃরাজ্য থেকে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনার ক্ষেত্রে এক বিরাট অব্যবস্থা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের রাজ্য আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। আমাদের রাজ্যবাসীর দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের আশা ও দাবী ছিল যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন রাজ্যের সাথে আমাদের রাজ্যের সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে, আমাদের রাজ্য আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে উন্নত হবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে যাবার পরও আমাদের রাজ্যে রেল লাইন আসেনি। নরসীমা সরকার যাওয়ার পর নূতন যে যুক্তফ্রন্ট সরকার আসলো সেই সরকারের কাছেও আমরা দাবী নিয়ে গিয়েছি এবং আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিকট আবেদন করা হয়েছে। যদিও কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার আসায় আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন রেল লাইনের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু আমরা ত্রিপুরা-বাসী এখনও সেই রেল থেকে বঞ্চিত আছি। আমাদের রাজ্যের পাশাপাশি যেসমস্ত রাজ্য আছে সে রাজ্যগুলি আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে বিশেষভাবে উন্নত। যেমন-কলিকাতা। আমরা জানি ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল তখন ইংরেজরা আমাদের দেশকে শাসন করার জন্য কলিকাতাকে মেইন সেণ্টার হিসাবে বেছে নিয়ে কাজ করেছিলেন। কলিকাতা এমন একটা জায়গা যেখান থেকে ভারতবর্ষে যে কোন রাজ্যে এবং বিদেশেও অনায়াসে যোগাযোগ করা যায়। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সে দিক থেকে অনেক বেশী পিছিয়ে। কাজেই মাননীয় সদস্য পবিত্র বাবু বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ট্রানজিট রুট চালু করার ব্যাপারে যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেটা খুবই জরুরী এবং ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমাদের ত্রিপুরাবাসীকে লেখাপড়ার জন্যই হোক, চিকিৎসার জন্যই হোক, বা পণ্য আমদানির জন্যই হোক আমাদের একমাত্র রাস্তা হচ্ছে আসাম আগরতলা রোড। এটা বাদে বহিঃদেশে যোগাযোগ করার জন্য আমাদের আর কোন অন্য রাস্তা নেই। আকাশ পথে যেটুকু ব্যবস্থা আছে তাতে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোক ব্যবহার করতে পারেন। অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য সাধারণ মানুষের পক্ষে এই আকাশ পথে যাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে যদি কলকাতা ও ত্রিপুরার মধ্যে ট্রানজিষ্ট রুট চালু হয় তাতে সময়ও অনেক কম লাগে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে লরীর মাধ্যমে কলকাতা বা বিভিন্ন রাজ্য থেকে যদি পন্য আমদানী করতে হয় তাহলে আমাদের রাজ্যে মাল পৌঁছতে ৭/৮ দিন লেগে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে যদি আমরা আনতে পারি তাহলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পণ্য সামগ্রী আমাদের রাজ্যে পৌঁছে যাবে এবং টাকার দিক থেকে ও অনেক সাশ্রায় হবে। এটা যদি চালু করা যায় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে অনেক উন্নত হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি আমরা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই দাবী নিয়ে আবেদন করছি তখন ভারত সরকার

ও বাংলাদেশ সরকারের সাথে জল চুক্তি সহ বিভিন্ন উন্নয়ন চুক্তি হয়েছে এবং এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ট্রানজিট রুটটা চালু করার জন্য ভারত সরকারের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ছিলেন।

ঠিক এই রকম সময়ে বাংলাদেশের মধ্যে কিছু রাজনৈতিক স্বার্থম্বেষী দল তারা ভারতবর্ষের সাথে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে কলিকাতার যে ট্রানজিট রোড তার বিরোধিতা করে তারা বাংলাদেশের সরকারের বিরোধিতা করেন এবং বাংলাদেশের মধ্যে তারা বিভিন্ন অপপ্রচার শুরু করেন। কারণ যদি ট্রানজিট রোড চালু হয় তাহলে ভারত সরকার বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতাকে হরণ করে নিয়ে যাবেন। বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে যদি ট্রানজিট রোড চালু হয় তাহলে ভারতবর্ষের শুধু পণ্য-সামগ্রী এবং যাত্রী সাধারণ চলাচল করবে না কারণ এখানে বাংলাদেশের যে উগ্রবাদী দল ভারতবর্ষের ক্ষতি করার জন্য যারা বাংলাদেশে আছেন সেই উগ্রবাদী দলকে দমন করার জন্য তাদের যে ফোর্স সামরিক যে সরঞ্জাম বাংলাদেশের ভিতর নিয়ে যাবে যার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীন সত্ত্বা ক্ষুন্ন হবে সেই রকম একটা অপপ্রচার বাংলাদেশের মধ্যে এবং বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় সেটা নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। আমরা জানি পূর্ব ইউরোপ পশ্চিম ইউরোপ সেখানে একটা দেশের মধ্য দিয়ে আর একটা দেশের আর্থিক এবং বানিজ্যিক সুবিধার জন্য একটা দেশ আর একটা দেশের ভিতর দিয়ে এই রকম ট্রানজিট রোড চালু আছে এবং আমাদের দেশের রাজ্য নেপাল এবং ভুটান এই দুইটি রাজ্যের মধ্যে যোগযোগের মাধ্যম হিসাবে ভারতবর্ষের ভিতর দিয়ে তাদের বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী এবং যাত্রী চলাচল করার জন্য সুবিধা আছে। কাজেই আমরা জানি বাংলাদেশের মধ্যে তারা যে অপপ্রচার চালাচ্ছে আসলে এটা কিছু নয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এই সমস্ত করছে। ভারতবর্ষের সাথে বাংলাদেশের যে সুসম্পর্ক বিভিন্ন দিক দিয়ে পড়ে উঠবে বানিজ্যিক এবং বিভিন্ন দিক থেকে সেগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য এই সমস্ত দাবা। ত্রিপুরার বহিঃরাজ্যের ভিতর দিয়ে যোগাযোগ করার যে সুবিধা আছে সেই সুবিধাকে নষ্ট করার জন্য এই সমস্ত অপপ্রচার। দীর্ঘদিন ধরে আমরা উপেক্ষিত আমাদের ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিক থেকে। কাজেই মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহাশয় আজকে হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব যাতে অতি সত্বর চালু করা যায় এবং আমাদের ত্রিপুরাবাসীর উপকারের স্বার্থে এটা যাতে করা হয়। এটা যদি করা যায় তাহলে বাংলাদেশের মধ্যে ভারতবর্ষের জল বন্টন থেকে শুরু করে বাণিজিক এবং বিভিন্ন দিকে যে রকম সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে কলিকাতা ট্রানজিট রোড চালু হলে সেখানে ট্রান্সপোর্ট যে ট্যাকস্ পাওয়া যাবে সেটা বাংলাদেশ সরকার পারে, সেই দিক থেকে বাংলাদেশও অনেক লাভবান হবেন। কাজেই আমি ব্যক্তিগতভাবে আশা প্রকাশ করছি ত্রিপুরার সাথে কলিকাতার যে ট্রানজিট রোড সেটা চালু হলে বাংলাদেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে না। কাজেই আজকে যে রিজিলিউশ্যানটি মাননীয় সদস্য এই হাউস উত্থাপন করেছেন সেটা সেটা যদি অতি সত্বর চালু করা যায় তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক এবং ব্যনিজ্যিক সব দিক দিয়েই সুবিধা হবে। তার জন্য সর্ব্বশেষে আমি এই রিজিলিউ-শ্যানটিকে পুর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— অনারাবল ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয় যে প্রস্তাব মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন ট্রানজিট রোড বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে চালু করা এই প্রস্তাবকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থম করি এবং এটা সবাই জানেন যে শুধু আমরা চেষ্টা করলেই এটা হবে না। উভয় দেশের একমত হতে হবে। সেইদিক থেকে আমরা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া মহোদয় যখন এখানে এসেছিলেন তার কাছে অনুরোধ রেখেছি, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আই, কে, গুজরালের কাছেও প্রস্তাব রেখেছি যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে এই প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করেন। ট্রানজিট রোডের ব্যবস্থা হলে বাংলাদেশও খানিকটা উপকৃত হবেন- আর এতে ত্রিপুরার সার্বিক স্বার্থ জড়িত। যাত্রীদের যাতায়াত, মাল পরিবহন ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে এই ব্যবস্থা আমাদের জন্য খুবই উপকারে আসবে। তারজন্যই প্রস্তাব আনা হয়েছে। সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করি এবং ভারত সরকারের উপর আমরা এখনও চাপ রাখব যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে এই বিষয়ে একটি ফয়শালা হয়। এই বিষয়টিকে আমি আর বেশী দীর্ঘায়িত করতে চাইনা। স: ধিবয়গুলি এখানে এসেছে। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আশা করি হাউস এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিলিউশ্যানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিলিউশানটি হলো ঃ—

"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, কেন্দ্রীর সরকার ত্রিপুরার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানী এবং যাত্রী সাধারণের চলাচলের সুলিধার্থে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে ট্রানজিট রুট চাপু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করুক!"

(ভোটে দেওয়ার পর)

(অতএব, রিজিলিউশ্যানটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এই সভা আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর. ১৯৯৭ইং সোমবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—A.

PAPER'S LAID ON THE TABLE

Following Homes Run by the State Government.

Sl. No.	Name of Orphanage.	Location.	Male	Female.	Total
1.	2.	3.	4.	5	6.
1.	Foundling Home.	Narsingarh.	18 nos.	32 nos	50 nos.
2.	Girls Home Unit No. 1	Abhoynagar.	—	57 nos.	57 nos.
3.	Girls Home Unit No. 2	Abhoynagar.	—	55 nos.	55 nos.
4.	Boys Home	Ramnagar (Dharmanagar)	43 nos	—	43 nos.
5.	Trible Boys Home	Ampura (Khowai)	31 nos.	—	31 nos.
6.	Boys Home.	Kilpara (Udaipur.)	49 nos.	—	49 nos.
	Following Homes run by the Nagar Panchayet and Agartala Municipality.				
7.	Childrens Home	Sonamura.	50 nos.	—	50 nos.
8.	Children Home	Udaipur.	—	—	—
9.	Children Home	Kamalpur.	3 nos.	9 nos.	12 nos.
10.	Children Home	Amarpur	23 nos.	19 nos.	42 nos.
11.	Children Home	Kailashahar.	7 nos.	12 nos.	19 nos.
12.	Children Home	Dharmanagar	9 nos.	—	9 nos.
13.	Children Home	Khowai.	28 nos.	—	28 nos
14.	Children Home	Belonia.	50 nos.	—	50 nos.
15.	Children Home	Sabroom.	41 nos.	7 nos.	48 nos.
16.	Girls Home	Agartala Municipality.	—	6 nos.	6 nos.
17.	Boys Home	Agartala Municipality.	14 nos.	— —	14 nos.

পরিপূরক

রাজ্য সরকার মোট ১১টি বিভিন্ন প্রকারের হোম (আশ্রম) পরিচালনা করেন। এগুলির মধ্যে ৬ (ছয়)টি অনাথ ছেলে ও মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। সরকার আবাসীকদের সমস্ত প্রকারের ব্যয়ভার বহন করেন। অনাথ আশ্রমগুলিতে আবাসীকদের খাওয়া, থাকা, শিক্ষার ব্যবস্থা, কাপড়-চোপড়, চিকিৎসার ব্যবস্থা, অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে।

১৯৯৬-৯৭ইং অর্থবর্ষে আবাসীকদের মাথাপিছু ব্যায় ১০, (দশ) টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০, (কুড়ি) টাকা করা হয়েছে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ১৮ বৎসরের উর্ধে কোন আবাসিককে হোমে রাখা যায় না। বয়স উত্তীর্ণ আবাসিকদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরে কিছু নিয়োগ করেছেন। তার মধ্যে সহকারী শিক্ষক, অঙ্গনওয়াদি ওয়ার্কার ও হেল্‌পার, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইত্যাদি পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

তাছাড়া রাজ্য সরকার আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা পরিচালিত ২ (দুই) টি অনাথ আশ্রম এবং নগর পঞ্চায়েত পরিচালিত ৯ (নয়) টি অনাথ আশ্রমে শতকরা একশত ভাগ অনুদান দিয়ে থাকেন।

ANNEXURE—'B'

পরিপূরক

১। বিড়ি শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী ৪-৮-৯৫ ইং তারিখ থেকে ২৯ টাকা এবং V.D.A ২.১৬ পয়সা করে ১-৩-৯৬ তারিখ থেকে পাচ্ছে এবং সেই V. D. A পুনঃ নির্দ্ধারিত হয়ে ১.৯৮ পয়সা ১-৯-৯৬ তাং থেকে হয়েছে।

২। বিড়ি শ্রমিকদের প্রকৃত সংখ্যা নিরুপনের জন্য বর্ত্তমানে রাজ্যব্যাপী সমীক্ষা চলেছে। সমীক্ষা শেষ হলে বিড়ি শ্রমিকদের প্রকৃত সংখ্যা জানা যাবে।

৩। ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রনালয়ে শ্রম কল্যাণ সংগঠন কর্তৃক বিড়ি শ্রমিকদের কল্যাণার্থে নিম্ন লিখিত প্রকল্পগুলো রয়েছে।

ক) ষ্ট্যাটিক কাম-মোবাইল ডিস্পেনসারী,

খ) টি, বি হাসপাতালের শয্যা সংরক্ষণ,

গ) টি, বি রুগীর ঘরে চিকিৎসা,

ঘ) ক্যান্সার রোগ আক্রান্ত শ্রমিকের চিকিৎসা,

ঙ) বিড়ি শ্রমিকদের কুষ্ট রোগের চিকিৎসা প্রকল্প,

চ) মানসিক রোগ আক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসা,

ছ) বিড়ি শ্রমিকদের চশমার জন্য সাহায্য প্রকল্প,

জ) বিড়ি শ্রমিকদের হৃদরোগের চিকিৎসার সাহায্য,

ঝ) কিডনি পরিবর্তনের রুগীর চিকিৎসার ব্যয়িত অর্থ প্রদান প্রকল্প।

ঞ) বিড়ি শ্রমিকদের নবীজকরণ অপারেশনের পর বিশেষ আর্থিক অনুদান প্রকল্প।

ট) মহিলা বিড়ি শ্ররিকের বিশেষ প্রসূতি ভাতা প্রকল্প।

ঠ) সমষ্টি ও বীমা প্রকল্প বিড়ি শ্রমিকদের জন্য।

ড) বিড়ি শ্রমিকদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ প্রকল্প।

চ) আর্থিক ভাবে অনুন্নত বিড়ি শ্রমিকদের গৃহনির্মাণ প্রকল্প।

ণ) বিড়ি শ্রমিকদের সমষ্টি গৃহনির্মাণ প্রকল্প।

ত) সমবায়ের জন্য ওয়ার্কশেড ও গোডাউনের জন্য আর্থিক অনুদান,

থ) স্কলারশিপ প্রদান।

দ) বিড়ি শ্রমিকের স্কুলে পাঠরত শিশুদের পোষাকের জন্য আর্থিক সাহায্য।

ধ) বিড়ি/সিনে শ্রমিকদের সন্তান বোর্ড ইউনিভার্সিটি পরিচালিত ফাইনাল পরীক্ষায় দশম শ্রেণীর উপরে) পাস করার ভিত্তিতে বিশেষ আর্থিক উৎসাহ দান।

ণ) বিড়ি / সিনে শ্রমিকদের মহিলা সন্তানদের স্কুলে, কলেজে উপস্থিতির জন্য উৎসাহ ভাতা প্রকল্প (পঞ্চম শ্রেণী ও তার উপর)।

প) টি, ভি, সেট প্রদান (বিড়ি শ্রমিক)

ফ) বিড়ি শ্রমিকদের বসবাস অঞ্চলে কমুনিটি সেন্টার গঠনে সাহায্য প্রকল্প।

ব। পুরী ভ্রমণ বিড়ি শ্রমিকদের জন্য।

৪।. উপরোক্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলো রাজ্যে চালু করা গেছে ঃ—

ক) বিড়ি শ্রমিকদের নিজস্ব গৃহনির্মান প্রকল্প এর মধ্যে ১৯৯২ইং সনে এই পর্যন্ত শ্রমিকদের কাছ থেকে ৭টি আবেদন পত্র পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ৫টি প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ২টি মঞ্জুরের অপেক্ষায় আছে।

খ) কেন্দ্রীয় শ্রম কল্যাণ দপ্তর শ্রমিকদের কল্যাণে আগরতলায় ষ্টাটিক- কাম মোবাইল ডিস্পেনসারী গঠন করেছেন। সেখান থেকে বিড়ি শ্রমিকগণ চিকিৎসা ও অন্যান্য পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

গ) স্কলারশিপ ১৯৯৭ইং সনে ৯টি আবেদন পত্র পাওয়া গেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম কল্যাণ সংস্থায় মঞ্জুরের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ঘ) বিড়ি শ্রমিকদের বসবাসকারী অঞ্চলে ২ টি কমুনিটি সেন্টার গঠনে সাহায্য প্রকল্পে আবেদন পত্র পাওয়া গেছে যাহা কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম কল্যাণ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

ANNEXURE "C"

Admitted Starred Question No.—19

Name of the Member :— **Shri Ramendra Ch Debnath.**

will be Hon'ble Minister In-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমানে রাজ্যের অনাথ আশ্রমগুলিতে বসবাসকারী আবাসিকদেরকে দৈনিক মাথাপিছু কত টাকা হারে ভাতা দেওয়া হচ্ছে ?	১। ২০, (কুড়ি) টাকা হারে।

২। ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থবর্ষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফ থেকে উক্ত আবাসিকদের ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল কিনা ?

২। হ্যাঁ।

৩। যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে তাহা বর্ত্তমানে কি পর্য্যায়ে আছে।

৩। দৈনিক ১০্ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০্ টাকা করা হয়েছে।

Admitted Starred Question NO. 27

Name of M. L. A. :— Sri Umesh Chandra Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :-

১। রাজ্যে শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলিতে নিযুক্ত শিক্ষকদের বেতন সরকার কর্তৃক দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি না এবং

২। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। আর্থিক অপ্রতুলতা। স্বীকৃতিদানের সময় ঐসব স্কুল ভবিষ্যতে কোন সরকারী অনুদান পাবে না এই শর্তেই তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No.—28

Name of M.L.A :—Sri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত চুরাইবাড়ী হাইস্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে কিনা ; এবং

২। যদি করা হয় তবে কবে পর্যান্ত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No.—89

Name of M.L.A. : Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে কোন বিদ্যালয়কে কক্‌বরক্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য নির্বাচিত বা চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা, এবং

২। যদি করা হয়ে থাকে, তবে কয়টি বিদ্যালয়কে করা হয়েছে (বিদ্যালয়ের নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের নাম সঙ্গে জুড়ে দেয়া হল।

LIST OF KOK BOROK SCHOOLS.

Sadar Sub-Division.

1. Biradowar Bari B. School,
2. Belbari L M. J. B. School,
3. Bidhyadhan Para Jr. B. School,
4. Binan Kobra Para J. B. School,
5. Biswamani P. P. Jr. B. School,
6. Biswamani S.P. Jr. B. School,
7. Borakha T. C. Jr. B. School,
8. Chachucherra Jr. B. School,
9. Dhanai Jr. B. School,
10. Gopinathgarh Jr. B. School.
11. Harinath Sardar Para Jr. B. School.
12. Janmejoynagar D B. Jr. B. School,
13. Jiban .SP. Jr. Basic School.
14. Joynagar Jr. B. School,
15. Jyotilal Para Jr. B. School,
16. Kairai Jr. B. School.
17. Khamtingbari Jr. B. School.
18. Khegrai Bari Jr. Basic School,
19. Krishna Chand Pathsala Jr. B. School.
20. Ma Sarada Mani Jr. B. School.
21. Manikongkami Jr. B. School,
22. Mathambar: Jr. B. School,
23. Murabari Jr B. School,
24. N.E.C. Colony Jr. B. School,
25. Nityadas Para Jr. B. School,
26. Radhacharan T.P. Jr. B. School,
27. Ram Bhakta Para Jr. B. School,
28. Rambabu Para Jr. B. School,
29. Sadiram T.P. J . B. School,
30. Shidurga Chow. Para J.B. School,
31. Sonacharan T.P. Jr.B, School,
32. Sovamani Para Jr. B. School,
33. Tuikoloi Jr. B. School,
34. Bhrigudas Bari S. B, School,
35. Chakmapara Jr. B. School,
36. Debsing T.B.S.B. School,
37. Gurupada Col. Sr. B. School;
38. Tuipathar Sr. B. School,
39. Chantai Bari Sr. B. School,
40. Radha Mohanpur High School,
41. Shibnagar Borakha High School,
42. Abhicaran Para Jr. B. School,
43. Bairagi Kami Jr. B. School,
44. Bania Bari Jr. B. School,
45. Barapukur Jr. B. School.
46. Bargachia Jr.B. School,
47. East Ram Nagar Jr. B. School,
48. Gajakami Jr. B. School,
49. Gathabil (Binapani) Jr. B. School,
50. Habildar Para Jr. B. School,
51. Khampar Para Jr. B. School,
52. Kumaribil Jr. B. School,
53. Kutna Bari Jr.B. School,
54. Kutna Radhakrishna Kobra Jr.B.School
55. Maikhar Bari Jr. B. School,
56. Makambari Jr. B. School,
57. Mayungtuku D. S. Jr. B. School,
58. Ramdayal Thakur Para Jr B. School,
59. Ramnagar. (K Jr. B. School,
60. Ramsadhu Para Jr. B. School.
61. Tuicna Mung Koroi Budhrai Chow,
62. Debroy B.S.P. Sr. B. School,
63. Gamcha Kobra Para High (Pry.)
64. Madhu Chow. Para High (Pry.)

Bishalgarh Sub—Division.

65. Adi Bari Jr. B. School,
66. Amrabati Jr. B. School,
67. Amtali Jr. B. School,
68. Arjun Thakur Para Jr. B. School,
69. Binanthakur Para Jr. B. School,
70. Chandra Mohan Chow. Para Jr.B.School
71. Chikan Cherra Jr. B. School,
72. East Padmanagar Jr. B. School,
73. Gabin Bari Jr. B. School,
74. Kumaria Para Jr. B. School,
75. Naba ChandraChow.para Jr. B.School,
76. Sukhamoy B. H C. Jr. B. School,
77. Ujan Sankuma Ganga Hari Jr.B. School.
78. Rangmala Sr. Basic School,
79. Ratanpur Sr. B. School,
80. Ram Narayan Thakur Para High (Pry.)

Khowai Sub-Division.

81. Akhara Bari Jr. B. School,
82. Amarjyoti Jr, B. School,
83. Bahadur Sardar Para Jr. B. School.
84. Bairagidhopa Jr. B. School,
85. Bairagi Para Jr. B. School,
86. Balua Bari Jr. B. School,
87. Bhaskar Charra Jr. B. School,
88. Biladhan Reang Chow. Para Jr. B ,
89. Bilaiham Reang Para Jr. B. School.
90. Bir Bikrem Jamatia Jr. B. School,
91. Chandra Prasad B. B. Para Jr. B.
92. Chan Khala Bari Jr. B. School.
93. Dangar Bari Jr. B. School,
94. Debtabari Jr B. School,
95. Dinadayal Sardar para Jr. B. School.
96. Duski Bazar Jr. B School.
97. Falguna Chow. Jr. B. School.
98. Gopal Thakur Para Jr. B. School.
99. Haludia Jr. B. School,
100. Hazari Tingaria Bari Jr. B. School.
101. Jagna Kobra Bari Jr. B. School
102. Joheppa Bari Jr. B. School,
103. Kalidhan Thakor Para Jr. B. School.
104. Krishnamani Chow. Para Jr. B.
105. Khirode Nayack Para Jr. B. School.
106. Merry Haduk Jr. Basic School,
107. Murabari Jr. B. School,
108 Nabojoy Reang Para Jr. B. School,
109. Nalongbari Jr. B. School,
110. Namanjoy Bari Jr. Basic School,
111. Nanda Kr. Deb Barma Para Jr. B,
112. Nutan Melka Jumia Col. Jr. B,
113. Padma Mohan Bari Jr. B. School.
114. Panbari Jr. B. School.
115. Panditram Bari Jr. B. School.
116. Para Kalak Jr. B. School.
117. Purantui Haching Bari Jr. B. School.
118. Raj Kr Para Jr. B. School,
119. Ramdayal Thakur Para Jr. B. School.
120. Ram krishna Para Jumia Jr. B.
121. Ramkrishnapur Tribal Col. J. B.
122. Ram Kumar Thakur Para Jr. B.
123. Rangraha Para Jr. B. School,
124 Ruprai Howrah Jr. B. School,
125. Sarat Chow. Para Jr. B. School.
126. Sardaram D. B. Para Jr. B. School,

127. Sonarai Bari Jr. B. School,
128. Sri Ram Khara T. Col. Jr. B.
129. Sumanta Para Jr. B. School
130. Tuibaglai Madaram Para Jr. B
131. Tui Karma Jr. B. School.
132. Tuithampui Jr. B. School,
133. Uttar Promode Nagar S. K. J.B.
134. Uttar Pramade Nagar R.P.J. B.
135. Wakshimalem Jr. B. School,
136. Warenta Bari Jr. B. School,
137. Binan Hajari Para S. B.
138. Iswar Sardar Para Sr. B. Sch ol,
139. Labanya Sr. B. School,
140. Mayung B. K. Sr. B. School,
141. Nakhatala Sr. B. School,
142. Bara Maidan High School,
143. Mungia Bari High School.
144. Baohai Bari Jr. B. School,
145. Bagabil Jumia Col. Jr. B.
146. Bangshi Ram Bari Jr. B. School,
147. Barajam Bari Jr. B. School,
148. Basanta Para (Kobra) Jr. B
149. Behala Bari Primary (N.R.)
150. Bharat Ch. Nagar Jr. B. School.
151. Bhati Maydan Jr. B. School
152. Chan Khala Mundabasti Jr. B.
153. Dina Kobra Para Jr. B. School
854. Falkar Bari Jr. B. School
155. Garkhar Bari Jr. B. School,
156. Ichachara Jr. B. School,
157. Idan Kr. Jumia Col. Jr. B.
158. Jagalung Bari Jr. B. School.
159. Jamadar Bari Jr. B. School.
160. Kalyan Manik Para Jr. Basic,
161. Kanchamati Jr. B. School,
162. Kham Pura Bari Jr. B. School.
163. Kharia Basti Jr. B. School,
164. Khengra Bari Jr B. School,
165. Kuchia Bari Para Jr. B. School,
166. Latha Bari Jr. B. School,
167. Munda Basti Jr. B. School.
168. Nabadwip Sari Jr. B. School,
169. Nagar Sardar Para Jr. B.
170. Nalia Bari Jr. B. Sehool,
171. North Ramchandraghat Jr. B.
172. Nutan Tabla Bari Jr. B. School,
173. Puratan Tong Bari Jr. B.
174. Ram Gopal Bari Jr. B. School,
175. Ratan Pur Jumia Col. Jr. B.
176. Shooratali Jr. B. School,
177. Shikari Bari Jr. B. School,
178. Sukhia Bari Jr. B. School,
179. Tak Chaiya Jr. B. School,
180. Ujan Fultali Jr. B. School,
181. Uttar Ramchandraghat Jr. B.
182. Anath Chow. Pata Jr. B. School,
183. Athai Bari Sr. B. School.
184. Bagabil Sr. B. School,
185. Hatimara Sr. B. Sehool,
186. Idan Kur Sr. B. School,
187. Kumari Madhuti Rupasree Jr. B.
188. Lankapura Sr. B. School,
189. Mudi Bari Sr. B. School,
190. Nalia Bari Col. Sr B.
191. Parasuram Bari Sr. B. School,
192. Paschim Rajnagar Sr. B.
193. Baijal Bari High (pry.)
194. Behala Bari Class XII (pry.)

Sonamura Sub-Division

195. Padma Lochan para Jr. B

Dharmanagar Sub-Division

196. Balidhum Jr, B. School,
197. Kukinala R. F. Jr. B. School,
198. Katua Cherra B. School.
199. Sonaichari Jr. B. School,
200. Uttar Raj Nagar B. P. Jr. B.
201. Jiban Tripura High School, (Pry.)

Kanchanpur Sub-Division

202. Ahalyapur Jr. B. School,
203. Bisan Ch. Para Jr. B. School,
204. Bhuiya Cherra Jr. B. School,
205. Chandi Charan C.P. Jr. B.
206. Chayarai Para Jr. B. School,
207. Chutta Kangrai Jr. B. School,
208. Gobinda Bari Jr. B. School.
209. Gunadhar R.C.P. Jr. B.
210. Jamarai Bari Jr. B. School,
211. Jamarai Ch. Para Jr. B.
212. Joymani Para Jr. B. School,
213. Kashari Cherra Jr. B. School,
214. Kathai Bari Jr. B. School,
215. Khantlang Jr. B. School,
216. Khedacherra Doganga Jr. B. School,
217. Khudungsai Jr. B. School,
218. Likendra Para. Jr. B. School,
219. Mathura Para Jr. B. School,
220. Ombuk Cherra Jr. B. School,
221. Purba Ruhum Cherra Jr. B. School,
222. Pusparam Para Jr. B. School,
223. Rabirai C. P. Jr. B. School,
224. Santipur Jr. B. School,
225. Sera Ch. Para Jr. B. School,
226. Simnapur Jr. B. School,
227. Singaram Bari Jr. B. School,
228. Sukna Cherra Jr. B. School,
229. Tharms Jr. B. School,
230. Thunsarai Para Jr. B. School,
231. Twibong Para Jr. B. School,
232. Twisama Para Jr. B. School,
233. Uttamjoy Para Jr. B. School,
234. Vangmun Jr. B. School,
235. Bidyadhar R. C. Para Jr. B. School,
236. Karanjoy Ch. Para S. B. School,
237. Pipla Cherra (N) Sr. B. School,
238. Raimani S. P. Sr. B. School,
239. Purnajoy Ch. Para High School,

Kailashahar Sub-Division

240. Adhikari Jr. B. School,
241. Asha Nanda Para Jr. B. School.
242. Chandra Kha Para Jr. B. School,
243. DebBarma Para Jr. B. School,
244. Demdum Colony Jr. B. School,
245. Dibya Kr. Roaja Para Jr. B. School,
246. Durgajoy Roang Para Jr. B. School,
247. Gangaram C. P. Jr. B. School,

248. Haran Mani Para Jr. B. School,
249. Ishan Roaja Para Jr. B. School,
250. Kumbaram R. P. Jr. B. School,
251. Makai C. P. Jr. B. School.
252. Mohim C. P. Jr. B. School,
253. Nishan C. P. Jr. B. School,
254. Omanjoy Chow. Para Jr. B. School.
255. Pancham Nagar Jr. B. School,
256. Paschim Demdum Jr. B. School,
257. Paschim Singirbil Jr. B. School,
258. Prakash C. p. Jr. B. School.
259. Raman C. P. Jr. B School.
260. Shashi Kr. Para Jr. B. School.
261 Saida Cherra Sr. B. School,
262. Raising Para Jr. B. School,

Longtarai Sub-Division

263. Adharchand R. P. Jr. B. School,
264. Adhikari Reang Para Jr. B. School,
265. Aghore Sarkar Para Jr. B. school,
266. Ananda R. P. Jr. B. School,
267. Annadhan R. P. Jr. B. School,
268. Arjunmani R. P. Jr. B School,
269. Bachage C. P. Jr. B. School.
270. Banchandra R. P. Jr. B. School,
271. Behal Chand R. P. Jr. B. School,
272. Bagya Ch. R. P. Jr. B. School,
273. Bagya Mani R. P. Jr. B. School,
274. Bhakta. Singh. Para Jr. B. School.
275. Bharat Debbarma Para Jr. B. School,
276. Buacherra Jr. B. School,
277. Bijoy Master Para Jr. B. School,
278. Binanda DebBarma Para Jr. B. School'
279. Beney Kr. R. P. Jr. B. School,
280. Bir Kr. R. P. Jr. B. School,
281. Bodhrai R. P. Jr. B. School.
282. Briksharam Chow. Para Jr. B.
283. Chakbcha C. P. Jr. B. School,
28 . Chandra Kr. R.P. Jr. B. School.
285. Chapailia R. P. Jr. B.
286. Chiohing Cherra Jr. B. School,
287. Dakshin Mainama K.K. D.B. Jr. B.
288. Damodar R. P. Jr. B. School,
289. Debendra R. P. Jr. B. School,
290. Durante R. P. Jr. B. School,
291. Dencherra Pry. School,
292. Deo Manu Col. Jr. B. School.
293. Dhananjoy Chow. Para Jr. B.
294. Dhananjoy C. P. Jr. B. School,
295. Dharma Kr. R. P. Jr. B.
296. Dharmajoy R. P. Jr. B. School,
297. East Demcherra Jr. B.
298. Gayaramcherra Jr. B. School,
299. Gayaram R. P. Jr. B.
300. Gobinda Bari Jr. B. School.
301. Gunadhar R. P. Jr. B. School,
302. Harirai Chow. Para Jr. B.
303. Jamircherra Jr. B. School.
304. Hariamani R. P. Jr. B. School.
305. Jatindra R. P. Jr. B. School,
306. Jumia Col. B. School,
307. Kairam Para Jr. B. School.
308. Kamana R. P. Jr. B. School,
309. Karchan Cherra Jr. B.
310. Karati Cherra Jr. B. School,
311. Kathalcherra Jr. B. School,
312. Khedursai Pnmang Jr. B. School,

313. Kiran Kr. R. P. Jr. B.
314. Kiting Purna R. P. Jr. B.
315. Krishna Debbarma Para Jr. B.
316. Kuthicherra Jr. B. School,
317. Kunja Mohan C. P. Jr. B.
318. Lamba Bil Jr. B. School,
319. Madhab Master Para Jr. B.
320. Madhya Challengta Jr. B. School,
321. Melarai Reang Para Jr. B.
322. Manai Reang Para Jr. B. (C. P.)
323. Manikpur Purnada R. P. Jr. B.
324. Manipuri Para Jr. B. School.
325. Maracherra Jr. B. School.
326. Maslicherra I. R. P. Jr. B.
327. Mani Mohan R. P. Jr. B.
328. Naichya Para R. P. Jr. B.
329. Nalkata Biswarai para Jr. B.
330. Nandaram Reang Para Jr. B.
331. Nayan Kr. R.P. Jr. B. School,
332. North Ratan Roaja Para Jr.B. School,
333. Putua K. P. Jr. B. School,
334. Purba Karamcherra Jr.B. School,
335. Pusiham C. P. Jr. B. School,
336. Rabi Kr. P. Jr. B. School,
337. Rajdhar Purna R. P. Jr. B. School,
338. Rajdhar Reang Para Jr. B. School,
339. Ramdhan C. P. Jr. B. School,
340. Ram Kumar C.P. Jr. B. School,
341. Rang'ange C.P. Jr. B. School,
342. Reangpai C. P. Jr. B. School,
343. Rejachandra R. P. Jr. B. School,
344. Saptaram C. P. Jr. B. School,
345. South Kathalcherra Jr. B. School,
346. Surya Kr. R. P. Jr. B. School.
347. Tablajoy C. P. Jr. B. School,
348. Tarana Kr. R. P. Jr. B. School,
349. Tarani Kanta R. P. Jr. B. School,
350. Tippanna R. P. Jr. B. School,
351. Ujan Mainama Jr. B. School,
352. Uttar Lontrai Jr. B. School,
353. Wakhirai Debbarma Para Jr.B. School
354. Manik Chanrda Para Jr. B. School,
355. Kanchancherra Sr. B. School,
356. Krishna Deb Barma Sr. B. School,
357. Madan Mohan R. P. Sr. B. School.
358. Ratan R. P. Sr. B. School,
359. Upendra R. P. Sr. B. School,
360. Baibon Cherra Sr. B. School,
361. Kathalcherra T. M. C. High School,

Kamalpur Sub-Division

362. Avanga R. P. C. Jr. B. School,
363. Bidya Mohan C. P. Jr. B. School,
364. Chandraham R. P. Jr. B. School,
365. Dakshin Nalicherra Jr. B. School,
366. East Chulubari Jr. B. School,
367. Ghantacherra Jr. B. School,
368. Janak Ram C. P. Jr. B. School,
369. Jool Cherra Jr. B. School,
370. Mechuria Col. No. 1. Jr. B. School,
371. Parasuram Para Jr. B. School,
372. West Avanga Jr. B. School,
373. West Dulucherra Jr. B. School,
374. Baghai Chari Sr. B. School,
375. Satyaram C. P. R. High. School,
376. Salema Class XII School,

Udaipur Sub-Division

377. Bagma Pry. School.
378. Baithangbari Jr. B. School
379. Barabari Biswa Chandra Jr.B. School,
380. Chhaimarua Bari Jr. B. School,
381. Champa Sharma Jr. B. School,
382. Duptali Tribal. Col. Jr. B. School.
383. Chapia Para Jr. B. School,
384. Chongthing Cherra Jr. B. School,
385. Dakshin Brajendra Nagar Jr.B. School
386. Dakshin Bari Jr. B. School.
387. K. K. Fulbagan Jr. B. School.
388. Kachigang Jr. B. School.
389. Kaifongmulai Bari Jr. B. School.
390. Kainta Bari Jr. B. School.
391. Kalamardum No.3 Col. Jr. B. School,
392. Kalongahai Bari Jr. B. School,
393. Kanchani Jr. B. School,
394. Kharangsing Para Jr. School.
395. Krishna Bhakta Bari Jr. B. School,
396. Maithalong Bari Jr. B. School,
397. Marsum Bari Jr. B. School,
398. P. U. South Bagma Samatal Para Jr. B.
399. Pabitra Ram Bari Jr. B. School,
400. Padaram Bari Jr. B. School,
401. P. U. Gamaria H. S. School.
402. P. U. Jalema Bari S. H. School.
403. P. U. Noa Bari H. S. School.
404. Raiya Chhera Para Jr. B. School.
405. Rathua Chhera Jr. B. School,
406. Samuk Cherra Jr. B. School,
407. Sungrung Bari Jr. B. School,
408. Taiharchung Jr. B. School,
409. Thanda Cherra Para Jr. B. School.
410. Uttar Barmura Jr. B. School,
411. Wareng Bari Jr. B. School,
512. West Manikya Sadhu Para Jr.B. Schoo
413. P. U. Garjee Bazar H. S School,

Gandhacherra Sub Division

414. Bata Bari Jr. B. School,
415. Brikuram Bari Jr. B. School
416. Brikshadhar Reang Para Jr. B. School.
417. Champaram Reang Para Jr.B. School.
418. Debicharan Chow. Para Jr.B. School,
419. Durgadhan Bari Jr. B. School.
420. Kablaiha Reang Para Jr. B. School.
421 Kachachari Mog Para Jr. B. School,
422 Krishnajoy R. Chow Para Jr. B. School
423. Laxmanjoy Para Jr. B. School.
424. Malda Reaja Para Jr. B. School.
425. Noaram Karbari Para Jr. B. School,
426. Pancharata Jr. B. School.
427. Purnajoy Reang Para Jr. B. School,
428. Purnajoy Roaja Para Jr. B. School,
429. Sambajoy Roaja Para Jr. B. School,
430. Taramoy R.P. Jr. B. School,
431. Tarja Kr. R. P Jr. B. School.

Amarpur Sub—Division.

432. Ganganagar High School.
433. Changdukcherra Jr. B. School,
434. Dinachhari Jr. B. School.
435. Dulong Bari Jr. B. School,

436. Gatiram Para Jr. B. School,
437. Hapia Bari Jr. B. School,
438. Karaimura Bari Jr. B. School,
439. Kunja Ram Jr. B. School,
440. Majumder Bari Jr. B. School.
441. Niranjan Chow. Para Jr. B. School,
442. Radharam Bari Jr. B. School,
443. Sunacherra Pry. School,
444. South Malbasa Jr. B. School,

Belonia Sub-Division.

445. Gulachi Para Jr. B. School,
446. Joy Kumar R. P. Jr. B. School,
447. Murasing Para Jr. B. School,
448. Akshiram Bari Jr. B. School
449. Durgarai Mog Bari Jr. B. School.
450. Dwarika Murasing Para Jr. B. School,
451. East Shrikanta Bari Jr. B. School,
452. Gangarai Para Jr. B. School.
453. Ganiram Para Jr. B. School,
454. Gobinda Para Jr. B. School,
455. Hari Mohan Bari Jr. B. School,
456. Kanarai R. P. Jr. B. School.
457. Karoi Chandra Ruaja Para Jr. B.
458. Kiri Ch. Para Jr. B. School.
459. Lalmira Pry. School.
460. Patichari Jr. B. School.
461. Pati Cherra Sejap Jr. B. School,
462. Sukul Ruaja Para Jr. B. School,
463. Kala Cherra Sr. B. School.
464. Kathalia Cherra Sr. B. School.

Sabroom Sub-Division.

565. Bishi Chandra Tripura Para JB School,
466. Kusum R P. Jr. B. School,

NAME OF THE SELECTED SCHOOLS FOR INTRODUCING OF KOK BOROK LANGUAGE IN TRIPURA (IN THE HIGHER SECONDARY LEVEL) FROM 1995-96.

Bishalgarh Sub-Division.

1. Ramnarayan thakur Para High School,
2- Guliroy High School,
3. Jampuijala H/S,
4. Takerjala High School,

Sadar Sub-Division.

5. Chantaibari High School,
6. Lokashikshalaya High School,
7. Mandai High School.
8. Mandai Gamcha Kobra High,
9. Chandpur High School,
10. Darugamura High School,
11. Umakanta Academy,
12. Bodhjung Boy's H.S. School,
13. Bijoy Kr. Girl's H/S
14. M.T.B. Girl's H/S

Sonamura Sub-Division.

15. Tuiwandal High School,

Belonia Sub-Division.

16. Nishi Kr. Murasing Para High,

Longtrai Sub-Division.

17. Dhumacherra High School.

Kanchanpur Sub-Division.

18. Purnajoy R.D.P. High School,

Khowai Sub-Division.

19. Rataapur High School,
20. Behalabari High School
21. Tulashikhar High,
22. Ampura High School.
23. Baijalbari High School,
24. Bharat Sardar Para High School,
25. Mungiabari High School.

Amarpur Sub-Division.

26. Tentuibari. High,
27. Tuidu High,
28. Karboo High,

Udaipur Sub-Division.

29. Noabari High
30. Jalema High.

Sabroom Sub-Division.

31. Bagafa Ashram High
32. Darlong Chow. Para High.
33. Gorakappa High School.

Kamalpur Sub-Division.

34 Shikaribari High School.

পরিপূরক তথ্য

দীর্ঘদিনের বঞ্চিত ওঅবহেলিত উপজাতিদের কথ্য ভাষাকে লিখিত রূপদানের জন্য শিক্ষাবিভাগে প্রথমে Tribal Language Cell স্থাপন করা হয়। (পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮০ সাল থেকে শিক্ষা বিভাগের লেংগুয়েজ সেলের বিস্তার শুরু)।

শুরুতে ১৮টি বই ককবরক্ ভাষায় ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর জন্য লিখা ও ছাপানো শুরু হয়। বর্তমানে সারা রাজ্যে ৫০০টি স্কুলকে ককবরক্ শিক্ষাদানের জন্য চিহ্নিত করা হয়। এরমধ্যে ৪৬৬টি স্কুলে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ককবরক্ ভাষাভাষী শিশুদের তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। বাকী ৩৪টি হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ককবরক ভাষা শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়াও যান্মাসিক পত্রিকা ডিকসনারি ও অনুবাদ গ্রন্থ ও কক্ বরক ভাষায় প্রকাশ করা হয়।

শিক্ষা বিভাগ কক্ বরক্ ভাষার পাশাপাশি হালাম, কুকি, চাক্মা ভাষা বিকাশের জন্যও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমানে উপজাতিদের ভাষার বিকাশের জন্য ৩টি এডভাইসারী কমিটি গঠন করা হয়েছে। যথা—

1. Advisory Committee for development of Kok Borak Language.
2. Advisory Committee for development of Chak ma Language.

3. **Advisory Committee for development of Halam Kuki Language.**

ঐসব ভাষা উন্নয়ন কমিটিগুলো তাদের স্ব স্ব ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ দান করে থাকেন।

Admitted Starred Question No, 90.

Name of M. L. A. :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to State —

QUESTION

১। চলতি শিক্ষাবর্ষে (১৯৯৭-৯৮) রাজ্যে মোট কয়টি নতুন বিদ্যালয় খোলা হয়েছে এবং কোথায় কোথায় ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER.

১। চলতি শিক্ষাবর্ষে (১৯৯৭-৯৮) রাজ্যে মোট ২৩টি নতুন বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল।

১। বিশালগড়—১ টি
২। খোয়াই—৩ "
৩। সোনামুড়া—১ "
৪। উদয়পুর—২"
৫। সাব্রুম—৩ "
৬। কৈলাশহর—৪ "
৭। ধর্মনগর —১টি
৮। কমলপুর—১ "
৯। লংতরাইভেলি—৩"
১০। অমরপুর—২ "
১১। কাঞ্চনপুর—১
১২। সদর—১ "

মোট—২৩টি।

CRITERIA FOR STARTING OF SCHOOLS IN TRIPURA.

Primary Schools :—

i) Population of the school area in case of plain area 300 or more.

ii) Population of the school area in case of tribal area : 200 or more.

iii) Distance of the nearest existing Primary school : I km.

iv) Provision of schooling facilities for small habitations : Residential type or other viable means of Educational facilities.

V) Optimum Enrolment For Middle Schools :— 400

i) Population of the school area incase of Plinal areas : 1.000

ii Population of the school area incase of tribal areas : '.000

iii) Enrolment in terminal class (Class–V) of feeder Primary schools/section (Plain areas) : 20

iv) Enrolment in terminal class (Class-V) of feeder Primary schools / Section (Tribal areas) : 15.

v) Distance of the nearest Middle school from the Primary school prepased for upgradation to Middle school. : 2 Km.

vi) Optimum enrolment : 240

For High School.

i) Population of the school area in case of plain areas : 6,000

ii) Population of the school area in case of tribal areas : 4,000

iii) Enrolment in terminal class (Class VIII) of feeder middle school Section (Plan area). : 30

iv) Enrolment in terminal class (Class-VIII) of feeder middle school/section (tribal areas). : 20

V) Distance of the nearest High School from the Middle school proposed for upgradation to High School. : 4 Kms.

vi) Optimum enrolment. : 240

For Higher Secondary Schools.

i) Population of the school area in case of plain areas : 15,000

ii) Population of the school area in case of tribal areas ; 10,000

iii) Enrolment in terminal class (class-X) of feeder High Schools/sections (Plain areas), : 50

iv) Enrolment in terminal class (Class-X) of feeder High Schools/Sections (Tribals areas). ; 40

(v Distance of the nearest Higher Secondary School from the High school Proposed for upgradation to Higher Secondary School. : 6 k. ms.

vi) OPtimum enrolment. : 240

Note :—

i) Boading house facilities may be provided in all High and Higher Secendary Schools for the students of habitations not served by any High and Higher Secondary schols.

ii) Starting of Girls High and Higher Secendary Schools may be considered in those area where the enrolment of Girl students in terminal class is about 40% of the afore said total enrolment.

iii) High and Higher Secondary Schools may be started in difficult/inaccessible areas in relazation of the above criterina

iv) Starting of new High and Higher Secondary Schools may also be considered for those areas where the existing High and Higher Secondary Schools have execeded the optimum enrolment of 240 in Secondary classes (XI-XII) and 240 in Higher Secondary classes (xi-xii)

Admitted Starred Question No. 105,

Name of Hon'ble Member :— Sri Amal Mallik,

will the Honb'e Minister in-charge of the Social welfare & Social Education, Department be please to state,

QUESTIONS	ANSWERS
১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরা দক্ষিণ জেলায় সাক্ষরতা কর্মসূচীর টাকা ডাই কট করে অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে, এবং	না।
২। সত্য হয়ে থাকলে কত টাকা এবং কোন কোন খাতে খরচ করা হয়েছে ?	প্রশ্নই উঠে না।

পরিপূরক তথ্য

১। দক্ষিন জেলা সাক্ষরতা সমিতি কর্ত্তৃক সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচী রূপায়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার থেকে এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের পরিমান হল ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৬ হাজার ২ শত ৪৭ টাকা :

ক) কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ :— ১ কোটি ৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

খ) রাজ্য সরকার থেকে প্রাপ্ত :— ৬২ লক্ষ ১৬ হাজার ২ শত ৪৭ টাকা।

২। বিগত ৩১-৭-৯৭ ইং পর্য্যন্ত ব্যায়িত অর্থের পরিমাণ :— ৯৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩ শত ৫৪ টাকা।

বিভিন্নখাতে খরচের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

১। সমীক্ষা :— ৮২ হাজার ৯৩১ টাকা।

২। পরিবেশ তৈরী ও প্রচার মাধ্যমে জনমত গঠন :— ৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩ শত ৩৪ টাকা।

৩। প্রশিক্ষন :— ১০ লক্ষ ৮০ হাজার ৮ শত ৪২ টাকা।

৪। সামগ্রী সংগ্রহ ও উপকরণ তৈরী :— ৩৭ লক্ষ ৫২ হাজার ১ শত ৭২ টাকা।

৫। পরিচালন ব্যয় :— ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫ শত ২২ টাকা।

৬। তদারকি ও তথ্য সংগ্রহ :— ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫ শত ৪৭ টাকা।

৭। মূল্যায়ণ : — ১৪ লক্ষ ১২ হাজার ৬ শত ১ টাকা।

৮। কন্টিনজেন্সি খরচ : — ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৪ শত ৩৫ টাকা।

৯। ধলাই জেলা সাক্ষরতা সমিতিকে প্রদত্ত :— ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার।

৩। দক্ষিণ জেলা সাক্ষরতা সমিতি এ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩ শত ৩২ জনকে নিরক্ষর ব্যাক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং বিগত জুন মাস পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ৭ হাজার ৫ গত ৪৭ জন হয় পাঠ সমাপান্তে মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হয়ে নবসাক্ষর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন এবং সাক্ষরোত্তোর কর্মসূচীতে সামিল হতে চলেছেন। উত্তীর্ণ নব সাক্ষরদের মধ্যে, পুরুষ-৪৩,৮৭২ জন মহিলা-৬৩,৬৭৫ জন। তপশীলি জাতি পুরুষ-৬,৭৪৩ জন। মহিলা ১২,৪৩৫ জন। তপশীলি উপজাতি পুরুষ-২৪,৩৭২ জন মহিলা-৩০,২০০ জন।

সমিতির বাই-লঅনুযায়ী ১৯৯৪-৯৫,১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৬-৯৭ সালের সমিতির খরচের হিসাব অডিট করানো হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. :— 113.

Name of M.L.A. :— Sri Amal Mallik.

will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleasd to State :—

QUESTION

১। দক্ষিণ জেলার জন্য স্থায়ীভাবে নবোদয় বিদ্যালয় ভবন কোথায় করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১। দক্ষিণ জেলার জন্য ফুলকুমারী গাঁওসভার বনদোয়ালে নবোদয় বিদ্যালয় ভবন স্থায়ীভাবে তৈরী করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন।

সাপ্লিমেণ্টারি

১৯৮৬ ইং সালে ভারত সরকার এক নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন। এই নতুন শিক্ষা-নীতির পরিকল্পনা মত প্রতিটি জেলায় একটি করে নবোদয় বিদ্যালয় থাকবে। নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো গ্রামের দরিদ্র ও সাধারণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আধুনিক শিক্ষা পায়। উক্ত শিক্ষানীতি অনুসারে ত্রিপুরার তিনটি জেলায় তিনটি নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনটি জেলা হলো যথাক্রমে (ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা (খ) ধলাই জেলা এবং (গ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ক্ষেত্রে প্রথমে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল এসেছিলেন 'লাছি ক্যাম্প' এলাকাকে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের স্থান হিসাবে নির্বাচন করার জন্য; কিন্তু পরে তা উদয়পুরের মাতাবাড়ীতে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত মাতাবাড়ীর পরিবর্তে কাকড়াবনের Basic Training College এর কিছু তৈরী বাড়ি নিয়ে অস্থায়ীভাবে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন শুরু হয়। বর্তমানে ৩০ একর জমির উপর উদয়পুরের ফুলকুমারী গাঁওসভার বনদোয়ারে স্থায়ীভাবে নবোদয় বিদ্যালয়ের পাকাবাড়ী তৈরী জন্য BRTF কোম্পানীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার কোন নবোদয় বিদ্যালয় নাই। ঐ জেলায় একটি নবোদর বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এখনো কোন অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আসেনি।

Admitted Starred Question No. 139
Name of the Member :— Sri Dilip Choudhury,

Will the Hon ble Minister In-Charge of of the S. C. & O B C Welfare Department be please to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ও, বি, সি ছাত্র ছাত্রী যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সরকার কোন ধরনের পুরস্কার, ভাতা বা বিশেষ অনুদান দেন কিনা।

২। দিয়ে থাকলে কি কি ধরনের দেওয়া হয় ?

৩। ও, বি. সি. ছাত্র ছাত্রীদের কোন কোটা রাখা হয় কি।

৪। না রাখা হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ও বি সি, ছাত্রছাত্রীদের যারা অন্তত শতকরা ৪৫% নম্বর পায় তাদেরকে মাসিক ৬৫ টাকা করে বৎসরে ১০ মাসের জন্য মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি দেওয়া হয়। তাছাড়া উক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত ছাত্রছাত্রী যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে এককালীন ১৫০০ টাঃ ডঃ বি, আর আম্বেদকর স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৩। না।

৪। এ বিষয়ে সরকার এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি।

Admitted Starred Question No :— 149

Name of Member :— Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান অর্থ বছরে বনদপ্তর রাজ্যে বৃক্ষ রোপন প্রকল্পে কত বৃক্ষ রোপনের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করেছিল, এবং

২। এর দ্বারা কত হেক্টর নূতন বাগান সৃষ্টি করা হবে, এবং

৩। সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে কতটি স্কীম করিবেন ৩১ আগষ্ট ৯৭ পর্যন্ত বাস্তবায়িত করা হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। বর্তমান অর্থ বছরে রাজ্যে ১১০ লক্ষ বৃক্ষ রোপনের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

২। ৫০০০ হেক্টর।

৩। এ, ডি, সির বাইরে ১৬টি ব্লকে (পঞ্চায়েত সমিতি) ৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে অঙ্গন বন প্রকল্প সহ সামাজিক বনায়ণ প্রকল্পে ৭০০ হেক্টর বাগান করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। জেলাস্তরের আধিকারীকে পঞ্চায়েত রাজ ইন্‌স্টিটিউশনের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে ব্লক ভিত্তিক বাগানের পরিমাণ ধার্য করার কথা। ব্লক ভিত্তিক সামাজিক বাগানের সঠিক পরিমাণ বন দপ্তরের জানা নেই। তবে প্রতি ব্লকে গড়ে ৪৪ হেক্টর করে বাগান করার পরিকল্পনা রয়েছে।

Admitted Starred Question No.—151

Name of Member — Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleaseb to state.

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে শিক্ষা বিভাগ কতগুলি হাইস্কুল বা দ্বাদশশ্রেণী স্কুলের জন্য পাঁকা বাড়ী নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং

২। খোয়াই বিভাগের তোতাবাড়ী হাইস্কুল ও কল্যাণপুর বাজার কলোনী গার্লস হাইস্কুলের জন্য পাঁকা বাড়ী নির্মাণ করার প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করবেন কি না ?

ANSWER

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে শিক্ষা বিভাগ উনত্রিশটি হাইস্কুল এবং এগারটি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলকে পাকা বাড়ী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২। খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুর তোতাবাড়ী হাইস্কুল ও কল্যাণপুর বাজার কলোনী গার্লস হাইস্কুলের পাকা বাড়ী নির্মাণ করার কোন প্রস্তাব বর্ত্তমান বৎসরে নাই।

পরিপূরক তথ্য

বর্তমান আর্থিক বৎসরে নিম্নের উনত্রিশটি হাইস্কুল ও এগারটি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে প্রতিটির জন্য চারলক্ষ টাকা হিসাবে প্রতিটি তিন কক্ষ বিশিষ্ট পাকা বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে :-

১) মতিনগর হাইস্কুল।
২) নখাতলা হাইস্কুল।
৩) তেলিয়ামুড়া হাইস্কুল।
৪) সরদু করকরি হাইস্কুল।
৫) গুটিয়াথল হাইস্কুল।
৬) উত্তর রামচন্দ্রঘাট হাইস্কুল।
৭) পট্টনগর হাইস্কুল।
৮) চনতাইবাড়ী হাইস্কুল।
৯) আমলিঘাট হাইস্কুল।
১০) ভুরাতলী হাইস্কুল।
১১) শ্রীকান্তবাড়ী হাইস্কুল।
১২) রাংগামুড়া হাইস্কুল।
১৩) পি. আর, বাড়ী হাইস্কুল।
১৪) রাধানগর হাইস্কুল।
১৫) কাউয়া মারা ঘাট হাইস্কুল।
১৬) সরবংবাড়ী হাইস্কুল।
১৭) বালিগাঁও হাইস্কুল।
১৮) বামনছড়া হাইস্কুল।
১৯) ডলুবাড়ী গেইট হাইস্কুল।
২০) জগবন্ধু পাড়া হাইস্কুল।
২১) কবিগুরু আর, এস, ডি, হাইস্কুল।
২২) কাকছড়া হাইস্কুল।
২৩) বিজয়গিরি দেওয়ান পাড়া হাইস্কুল।
২৪) গোলধার পুর হাইস্কুল।
২৫) লালজুরি হাইস্কুল।
২৬) কাউলিকুরা হাইস্কুল।
২৭) সাবুয়াল হাইস্কুল।
২৮) হাফলং ভিলেজ হাইস্কুল।
২৯) বাটারাস হাইস্কুল।

১) নলছড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
২) উরমাই ঐ ঐ।
৩) হরিয়ানন্দ ঐ ঐ।
৪) গণ্ডাছড়া ঐ ঐ।
৫) মির্জা ঐ ঐ।
৬) জলেফা ঐ ঐ।
৭) জামজুরি ঐ ঐ।
৮) কলাছড়ি ঐ ঐ।
৯) গণ্ডাছড়া ঐ ঐ।
১০) লালজুরি ঐ ঐ।
১১) গঙ্গানগর ঐ ঐ।

তাছাড়া আড়ালিয়া উঃ মাঃ বিদ্যালয়ের জন্য দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইবে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কল্যাণপুর তোতাবাড়ী হাইস্কুলের গৃহমেরামতের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা ও কল্যাণপুর বাজার কলোনী গার্লস হাইস্কুলের গৃহপুনর্নির্মাণের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৯৩-৯৪ সনের অগ্রাধিকার তালিকায় কল্যাণপুর তোতাবাড়ী ও কল্যাণপুর বাজার কলোনী গার্লস হাইস্কুলের গৃহ নির্মান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য এই দুইটি কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হয়নি। আগামী আর্থিক বৎসরে অর্থ সংস্থানের উপর নির্ভর করে কল্যাণপুর তোতাবাড়ী ও কল্যাণপুর বাজার কলোনী গার্লস হাইস্কুলর পাকাবাড়ী নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপরের ৪১টি হাই ও দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় ছাড়াও আরও ১১টি এস, বি স্কুলে প্রতিটির জন্য চারলক্ষ টাকা খরচ করে পাকা বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ANNEXURE—D

Admitted Un-starred Question No. 3

Name of M.L.A :—Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৭ ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি নতুন জে, বি, স্কুল খোলা হয়েছে এবং

২। এই সময়ের মধ্যে কয়টি জে, বি, স্কুলকে এস, বি স্কুলে, কয়টি এস বি, স্কুলকে হাই স্কুলে এবং কয়টি হাইস্কুলকে এইচ্ এস্ স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে ?

A N S W E R

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৭ইং সনের মার্চ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৬৯টি নতুন জে, বি, স্কুল খোলা হয়েছে।

২। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যে ৪৫টি জে, বি. স্কুলকে এস, বি, স্কুলে, ৭৬টি এস, বি, স্কুলকে হাইস্কুলে এবং ৩৮টি হাইস্কুলকে এইচ্ এস, স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে।

Admitted Un-starrred Question No. 3

Name of Member :—Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in. Charge of the Tribal Walfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১) এপ্রিল ১৯৯৩ থেকে এপ্রিল ১৯৯৭ ইং সময়ে রাজ্যে কত জুমিয়া পরিবারকে	১) এপ্রিল ১৯৯৩ থেকে এপ্রিল ১৯৯৭ পর্য্যন্ত সময়ে রাজ্যে ৫ হাজার ৮ শত ২৫টি জুমিয়া

পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, এবং

পরিবারকে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে

ক) উপজাতি কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য —৩০০৭ পরিবার

খ) আদিম জনগোষ্ঠী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত —২০০৬ পরিবার

গ) টি. আর, পি. সি. কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য — ৩২৬ পরিবার

ঘ) টি. এফ. ডি. পি. সি. এর মাধ্যমে প্রদত্ত — ৪৮৬ ”

ঙ) এ. ডি. সি. কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য —তথ্য সংগ্রহাধীন

মোট :— ৫৮২৫ পরিবার

২) আরও কত জুমিয়া পরিবার আছে যারা কোন প্রকার যাহাষ্য পায় নি ?

২) আরোও কত জুমিয়া পরিবার আছে যারা কোন প্রকার সাহায্য পায় নি তার সঠিক সংখ্যা বর্তমানে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের কাছে নেই। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 10

Name of the Hon'ble Member :— Sri Samir Deb Sarkar,

will the Hon'ble Minister of the Social welfare & Social Education be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক (১৯৯৭—৯৮) বৎসরে রাজ্যে মোট কতটি নতুন আই, সি, ডি এস, (অঙ্গনওয়াদী) কেন্দ্র খোলা হবে ? (ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতি, নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

বর্তমান বৎসরে (১৯৯৭—৯৮) সারা রাজ্যে আই, সি, ডি, এস, প্রকল্পে ৮০৮ টি আই, সি, ডি, এস, (অঙ্গনওয়াদী) কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে। ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতি ও নগর পাঞ্চায়েত হিসাবে এখন ও সংখ্যানিরূপন হয়নি। তবে LIN—Covered area. গুলিতে তপঃ উপজাতি ও তপঃ জাতি অধ্যুষিত এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে নুতন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

পরিপূরক

টি নতুন কেন্দ্র মূলত) Tribal Sub—plan area তে খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে কেন্দ্র খোলার পর পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান সুনিশ্চিত করা যায়। বর্তমানে Tribal Sub . plan area তে নতুন কেন্দ্র খোলার জন্য ব্লক ভিত্তিক চাহিদা নিম্নরূপ :—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	চাহিদা
১.	সাঁতি চান্দ ব্লক	৩৪
২.	রূপাই ছরি ব্লক	৩৪
৩.	বগাফা ব্লক	৩৩
৪.	রাজনগর ব্লক	১৭
৫.	মাতাবাড়ী ব্লক	২৯
৬	কিল্লা ব্লক	৫১
৭.	অমরপুর ব্লক	১১৪
৮.	করবুক ব্লক	৩৭
৯.	বিশালগড় ব্লক	৯
১০.	ডুকলি ব্লক	১
১১.	মেলাঘড় ব্লক	৪১
১২.	জম্পুইজলা টাকারজলা ব্লক	৭৩
১৩.	মহিনপুর ব্লক	১৮
১৪.	জিরানীয়া ব্লক	৭৫
১৫.	তেলিয়ামূড়া ব্লক	১০
১৬.	খোয়াই ব্লক	৪৯
১৭.	তুলাশিখর ব্লক	৩১
১৮.	সালেমা ব্লক	৪০
১৯.	গণ্ডাছড়া ব্লক	১৬
২০.	মনু ব্লক	১৬
২১.	ছামনু ব্লক	৪০
২২.	কুমারঘাট ব্লক	৩২
২৩.	পেছারথল ব্লক	৫০
২৪.	পানিসাগর ব্লক	১৩
২৫.	কদমতলা ব্লক	১
২৬.	দশদা কাঞ্চনপুর ব্লক	৫৭
২৭.	মান্দাই ব্লক	৫০
	মোট	৯৭৭

ব্লক ভিত্তিক চাহিদা অনুসারে কোথায় কোথায় কত সেণ্টার খোলা যায় তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সত্তরই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মোট ৮০৮টি সেণ্টার খোলা হবে :

Admitted Un-Starred Question No.—17.

Name of M.L.A. :—Sri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৯৭ ইং সনের উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোন্ কে'ন্ বিদ্যালয়ে কতজন পরীক্ষার্থী ছিল এবং এদের মধ্যে কতজন কোন ডিভিশানে পাশ করছে তার সংখ্যা (বিদ্যালয় ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

উত্তর

১। উত্তর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

Tripura Board of Secondary Education

Madhyamik Pariksha

Year—1997

School wise Statistics of Regular Candidates.

SCHOOL NAME	TOTAL APPEARED	TOTAL PASSED	%OF PASS	IST DIV	2ND DIV	3RD DIV
AbhoyNagar H.S.School	70	35	50.00	1	10	24
Abhoy nagar High School	25	15	60.00	0	7	8
Akhaliacherra High School	25	0	0,00	0	0	0
Akshoymoni Dhanicherra High School	6	5	83·33	0	0	5
Algapur High School	5	1	20.00	0	0	1
Alloycherra High School	52	17	32.00	0	5	12
Amarendra Nagar High School	26	0	0.00	0	0	0
Amarpur Girl's Class XII School	77	46	59·74	4	9	33
Amarpur H.S School	66	45	68·18	3	15	27
Amlighat High School	9	06	66·66	0	0	6
Ampinagar H. S. School	119	31	26·05	0	9	22
Ampura High School	10	02	1·33	0	0	2
Amtali H.S. chool	87	64	63·56	9	24	31
Amtali High School	7	06	85·71	0	3	5
Anandabazar High School	21	05	23.30	0	1	4

Anandanagar Class XII School	89	59	66·29	0	15	44
Arabinda Vidyamandir High School	23	10	43·47	0	3	7
Aralia High School	73	69	74.19	4	25	40
Arundhatinagar Class XII School	109	83	76.14	3	24	56
Aryya colony High School	80	80	100·00	19	28	33
Asharambari High School	11	8	72.77	1	4	3
Avangchara High School	13	10	76.92	1	3	6
B B Institution	121	113	93.38	26	51	36
B.K Institution	26	17	66.38	0	4	13
B. K. Girls Class XII School	84	59	70.25	0	19	40
Bachaibari High School	29	0	0.00	0	0	0
Badhargbat High School	76	41	53.94	0	11	30
Bagabasa high School	41	24	58.53	1	7	16
Bagafa Ashram H. S. School	41	30	73.17	1	7	22
Baganbari high School	15	14	93.33	0	4	10
Baghan high school	14	6	42.85	1	1	4
Baidyardighi high School	26	7	26.92	0	2	5
Baijalbari high School	17	4	23.52	0	0	4
Baikhora H.S. School	62	51	82.25	3	8	40
Baishnadpur high School	3	0	0.00	0	0	0
Bakbari high School	17	4	23·52	1	1	2
Balaram high School	4	3	75.00	0	0	3
Balaram Kobra high School	71	5	7.04	0	0	5
Bali gaon high School	21	15	71.42	0	1	14
Bamanchara high School	9	5	55.55	0	0	5
Bampur high School	7	7	100.00	0	1	6
Banbazar high School	8	3	37.50	0	0	3
Banividyapithgirls/S.H School	157	130	82.80	19	53	58
Bapuji Bidyamandir high School	35	21	60.00	2	4	15
Barabhitya high School	22	19	75.00	0	5	14
Baralytma high School	60	13	15.11	1	8	8
Baraamidan high School	04	2	5.25	1	0	8

Bardowall high (+2 Stage) School	142	133	22.06	30	42	61
Barjala Bina pani high School	68	21	30.88	0	3	18
Barjala high School	42	17	40.47	0	4	13
Brkathalia class XII School	48	4	3.33	0	0	4
Barnapayn high School	40	14	35.00	0	4	10
Barpathari class XII School	32	29	78.37	0	8	07
Baruakandi colony high School	12	7	58.32	0	2	5
Durganagar BhadrabatiHigh Schoo	42	17	40.07	0	4	13
Durganagar High School	16	15	83.73	0	6	9
Durgapur High School	32	14	42.02	0	3	11
Durgaram reang para Class XII School	56	24	42.85	0	7	17
Durlav Narayan High School	15	12	80.00	1	2	9
Dwarikapur High School	41	16	39.02	0	4	12
East Dalualear High School	13	6	33.33	0	1	5
East Durjoynagar High School	12	9	76.00	0	3	6
East Kalabaria High School	20	14	70.00	0	1	13
East Manughat High School	16	2	12.00	0	0	2
East Photamate High School	11	8	72.72	2	1	7
East R. K. Pur Girls High School	4	3	75.00	0	0	3
Exatankumar School	28	22	78.57	2	14	6
Elmara High School	15	0	0.00	0	0	0
Fatikcherra High School	28	5	37.27	0	0	5
Fatikray Class XII School	63	50	79.36	4	11	35
Fatikray Girls High School	4	4	100.00	0	1	3
Five Jewels High School	10	0	0.00	0	0	0
Gachiram para High Schoal	14	2	14.23	0	0	2
Gajaria High School	11	8	72.72	0	2	6
Gakulpur Colony High School	43	26	50.04	0	4	22
Gamaria H. S. School	41	35	85.36	2	9	23
Gamchakobra High School	45	23	51·11	1	0	4
Gandachara Class XII School	45	23	34.81	1	9	13

Gandhigram H. S. School	15	9	00.00	0	4	5
Gandaohara High School	30	29	96.66	1	6	22
Ganganagar High School	89	15	16.35	1	2	12
Boxanagar Class XII School	36	22	61.11	0	5	17
Brahmacherra high School	33	13	39.39	1	1	11
Brajanagar high Sooool	14	8	57.14	0	3	5
Brajapur high School	12	2	16.66	0	0	2
Brajendranagar H,S. School	34	30	83.23	2	9	19
Bajendranagar high School	20	0	0,00	0	0	0
Brindaban R.P. high School	12	2	16.66	0	1	1
Chailengta class XII School	67	14	20.89	0	4	10
Champaknaar H.S. School	64	17	26.56	0	6	11
Champamura high School	24	16	66.66	3	2	11
Chandanmura high School	30	15	50,00	2	2	11
Chandpur high School	30	1	3.00	0	0	1
Chandraipara class XII School	102	55	53.92	4	16	35
Chandranagar high School	24	19	79.16	5	1	13
Chandrapur South high School	17	15	76.67	1	10	4
Chandrapur colony high School	7	7	100.00	2	0	5
Chandrapur girls high School	34	24	70.45	1	10	16
Chandrapur Govts H.S. School	95	38	42·22	5	11	35
Chandrapur high School	24	33	15.33	4	14	12
Chantaibari high School	50	42	16.00	3	12	44
Charakbari high School	135	36	42.96	1	11	44
Charilam class XIISchool	25	12	35.71	0	2	6
Charipara class XII School	24	7	24 13	0	2	9
Chatakchari high School	36	24	56,00	2	5	14
Chawmanu Govt. high School	15	2	22.90	0	7	90
Chebri Govt class XII School	36	24	66,00	2	8	16
Cheilagang High School	15	3	0.00	15		
Chhotasurma High school	17	6	35.29	0	1	2
Chura ibari High school	36	19	52.77	0	0	6
D N Vidyamandir	34	29	45.35	0	3	16

Daccabari High school	31	15	48.33	0	4	11
Dakshin Amarpur Town High school	47	38	80.85	3	17	18
Dalubari Gtae High school	10	20	60.00	0	5	14
Dalugaon Class XII school	50	26	52.00	0	4	22
Damchrera High school	50	0	20.00	0	0	0
Darchawi Christian High school	32	7	21.87	0	I	0
Darogamura High school	14	0	0.00	0	0	0
Debatamura High school	0	0	0.00	0	0	0
Debdaru High school	29	16	55.27	0	3	13
Debichara High school	23	8	28.57	1	1	0
Debipur High school	10	7	43'75	0	0	7
Deochaera High school	23	17	32.00	1	5	15
Dhaleswar H. S. school	58	52	89'05	5	10	31
Dhanbslas High school	35	3	3.07	0	1	2
Dhariathal High School	31	3	7.07	0	0	3
Dharhanagar Govt. Girls. H. S. (+2) School	117	75	59.05	12	34	29
Dharmanagar No.2 High School	40	26	50.52	0	7	19
Daumacherra High School	24	9	37.56	0	4	7
Doulsari High Schaol	23	12	52.17	1	3	0
DR. B. R.Ambedkar High School	16	16	100.00	1	5	10
Dudrpur High School	3	3	17.50	0	1	2
Dudmpuskarini High School	26	8	30.70	0	1	7
Duraichara Shibbari High School	50	9	13.00	0	2	7
Durga Chaudhuri Para H. School	32	15	45.37	1	1	13
Jubrajnagar High School	10	3	30.00	0	0	3
K. M. R. High School	22	0	0.00	0	0	0
K. B. Institution	51	58	35.08	3	23	27
K. C Girls Class XII School	50	25	50.00	7	7	11
Kabiguru Rabindra Smriti Vidyabhaban	25	14	60.86	0	5	9
Kadamtala H. S. (+2) Stage School	73	52	71.23	2	11	39

Kailashahar Girls High School	0	0	0.00	0	0	0
Kailashahar Govt. Girls H. S. School	135	84	62.22	17	29	58
Kakrabon H. S. School	127	84	66.14	3	17	64
Kalachari High School	22	13	59.09	0	5	9
Kalachia H. S. School	41	13	31.70	0	3	10
Kalagachera High School	30	12	40.00	0	5	7
Kalamchowra H.S. School	21	4	19.04	0	1	5
Kalamkhet High School	26	23	88.40	0	5	15
Kalashi High School	13	3	23.07	0	0	5
Kalinanagar High School	8	8	100.00	0	1	7
Kalinanagar High School	5	0	0.00	0	0	0
Kaliprasad Bari High School	14	4	23.57	0	1	0
Kalyanpur (Totabari) High School	22	6	27.27	1	0	5
Kalyanpur Bazar Colony Girl's High School	17	60	61.35	2	15	16
Kalyanpur H.S. School	51	42	32.35	0	5	37
Kamalghat H.S. School	15	36	70.58	7	7	32
Kamalpur Class XII School	36	30	31.25	3	7	20
Kamalpur Madrasa High School	48	0	0.00	0	0	0
Kamalpur High School						0
Kanchanbari Class XII School	35	40	47.05	11	8	21
Kanchanpur Class XII School	69	39	35.52	5	12	24
Holy Cross School	11	7	63.63	0	1	3
Hrishyamuka H. S. School	54	38	370.37	3	6	19
Icharbil High School	10	10	100.00	2	3	5
Indranagar High School	43	23	53.48	1	7	15
Irani High School	8	2	25.00	0	0	2
Ishanchandranagar High School	33	13	38.39	1	3	9
Ishanchandranagar Pargana H.S. School	50	27	25.00	1	10	16
Ishanpur Class XII School	67	18	86.88	0	4	14
Jagabandhu para High School	12	0	0.00	0	0	0

Jagatpur High School	22	2	9.09	0	1	1
Jalabasa High School	15	6	40.00	1	2	3
Jalefa High School	14	9	60.23	0	3	7
Jalemabari High School	14	2	14.23	0	1	1
Jambura High School	21	17	50.95	1	5	11
Jamjuri H.S. School	15	14	93.33	1	7	5
Jampaijala H.S. School	106	22	20.75	1	5	16
Jumpui Class XII School	7	1	14.23	0	1	0
Janmejoynagar High School	23	0	0.00	0	0	0
Jarailtali High School	23	0	17.39	0	3	5
Jatindra Kumar High School	10	4	40.00	0	0	7
Jiban Tripura High School	15	6	40.00	0	2	4
Jogandranagar Class XII School	69	64	92.75	5	33	26
Jogendranagar Girls High School	67	36	53 73	1	9	25
Jolibari H.S. School	39	32	82.05	5	15	14
Jolipari M.M. Girls High School	35	28	50.00	3	10	15
Joyganti High School	10	2	20.00	0	0	2
Joynagar High School	13	4	33.35	0	5	3
Ganki High School	25	20	71.42	1	5	14
Gardharg H. S. School	3	17	70.83	0	5	12
Garjanmura High School	32	29	87.37	0	4	25
Garjee Bazar H. S. School	25	19	75.00	1	4	14
Gayangfung High School	50	0	0.00	0	0	0
Gazaria High School	14	12	35.71	3	4	5
Ghagracherra High School	4	1	5.88	0	0	1
Ghaniamara High School	22	12	54.54	0	4	3
Ghilatali Bazar H. S. School	24	19	79.16	0	2	17
Ghorakapa High School	5	0	0.00	0	0	0
Golden Valley High School	1	0	0.00	0	0	0
Goldharpur R. S. High School	24	14	58.33	0	5	9
Gopalnagar High School	13	9	69.23	0	3	6
Gourangatila High School	43	11	25.58	1	1	9
Guilatal High School	12	3	25.00	0	0	3

Hadrai Radhamadhab High School	18	1	5.55	0	0	1
Halflong Village High School	4	2	50.00	0	0	2
Halhali Class School	93	25	39.63	1	10	14
Harachandra Class XII School	74	37	50.00	3	7	27
Hararkhola High School	11	11	100.00	3	3	5
Hatiananda Girls High School	50	45	90.00	2	12	33
Hariganga Girls High School	11	8	72.72	0	1	7
Harijoy Chowdhury Para High School	26	12	46.15	0	2	10
Harina High School	19	18	94.73	1	7	10
Harinakhcal High School	3	0	0.00	0	0	0
Hmawngchuan High School	4	0	0.00	0	0	0
Holakshet high School	8	3	37.50	0	0	3
Durgangar Bhadrabati High School	42	17	40.47	0	4	13
Durganagar High School	16	15	93.75	0	5	9
Durgapur High School	33	14	42.42	0	0	11
Durgaram Reang para Class XII School	56	24	42.85	0	7	17
Durlav Narayan High School	15	12	80.00	1	2	9
Dwarikapur High School	41	16	39.02	2	4	12
East Daluchara High School	18	6	33.33	0	2	5
East Durjoynagar High School	12	9	75.00	0	1	6
East Kalabaria High School	20	14	70.00	0	1	13
East Manughat High School	16	2	12.60	0	0	2
East Photamati High School	11	3	72.72	0	1	7
East R. K. Pur Girl's High School	4	3	75.00	0	0	3
Ek Jatankumar High School	28	22	78.57	2	14	6
Elmara High School	15	0	0.00	0	0	0
Fatikcherra High School	22	6	27.27	0	7	6
Fatikray Class XII School	63	50	79.36	4	11	35
Fatikray Girls High School	4	4	100.00	0	1	3
Five Jewels High School	10	0	0.00	6	0	6
Gachiram para High School	14	2	14.28	0	0	2
Gajaria High School	11	8	72.72	0	2	6
Gakulpur Colony High School	43	26	60.46	6	4	22
Gamaria High School	41	35	85.66	2	5	28

Gamchakubra High School	47	4	8.51	0	0	4
Gandachara Class XII School	45	23	51.11	1	2	13
Gandhigram H. S. School	15	9	60.00	0	4	5
Gangachara High School	30	29	76.66	1	0	22
Ganganagar High School	89	15	16.85	1	2	21
Kanchanpur Col.'Girls' High. School	0	3	46.33	0	3	3
Karaimura Class XII School	52	24	96.15	2	0	10
Karamchara High School	18	0	0.00	0	0	0
Karbock Panjiham Class XII School	99	3	3.03	0	0	3
Kathalcherra TMC High School	10	7	70.00	0	2	5
Kathalia Class XII School	40	35	87.30	2	14	19
Katiamura High School	45	4	8.88	0	1	3
Kaulikura High School	16	10	64.50	0	2	3
Khas Chowmuhani Class XII School	11	10	36.09	0	0	15
Khilpara High School	73	26	35.61	0	7	19
Khowai Govt. Girls' Class XII School	62	15	24.19	10	12	13
Khahai Govt. Girls' Class XII School	72	57	19.78	10	25	32
Kobrakhamar High School	62	15	24.19	0	2	13
Konaban (West) High School	15	18	12.57	0	5	5
Krishnagar B.M. High School	14	18	100.00	1	6	7
Krishnanagar High School	35	14	40.00	0	5	9
Krishnapur H.S. (+2 Stage) School	37	13	43.24	1	1	14
Krishnapur High School	26	17	65.33	0	3	18
Kukichera High School	19	13	66.24	1	7	5
Kulai Class XII School	74	33	22.52	1	0	26
Kulubari High School	17	4	23.77	0	7	3
Kumarghat Girls' High School	28	13	58.42	0	5	3

Kunjaban High School	43	8	17.77	0	0	3
Lakshmicherra Ramkrishna High School	47	13	73.97	0	4	7
Lalcherra Colony High School	10	0	00.00	0	0	0
Lalcherra T.M.C. High School	6	0	0.00	0	0	0
Lalchara Girls' Class XII School	13	3	42.44	0	10	2
Laljuri High School	29	2	6·89	0	1	1
Lalsingmura High School	37	26	66·65	1	9	16
Lambuchera High School	10	8	80·00	0	2	6
Lankamura High School	25	5	20·00	0	1	4
Latiachera High School	18	0	0 00	0	0	0
Laxman Dhepa High School	0	0	0.00	0	0	0
Laxmichhera High School	11	9	81·81	0	3	6
Laxminagar High School	12	5	41.66	2	1	2
Laxmon Dhepa High School	22	5	22.73	0	2	3
Ledrai Dewan Class XII School	45	17	37.77	0	4	13
Lefunga High School	19	1	5.26	0	0	1
Ludhua High School	1	0	0.00	0	0	0
M.G.M. Class XII School	110	97	88.18	5	37	54
M.T.Girls H.S. School	158	158	100.00	54	73	31
MadhabChandra Class XII School	25	16	54.00	0	—	12
Madhabnagar High School	10	7	70.00	0	1	6
Madhu Chowdhura Para High School	23	0	0.00	0	0	0
Madhuban (Dukli) H.S. School	51	47	72.15	3	16	23
Madhuban (K) High School	23	18	78.60	0	8	10
Madhupur H. S. School	60	52	86.66	2	12	38
Madhya Bhubanban High School	26	22	34.61	1	10	11
Maharani High School	48	10	20.83	1	0	9
Maharanipur High School	33	19	57.57	0	4	15
Maigonga Sukanta Clss XII Scaool	36	30	83.33	0	5	25
Malbasa High School	95	3	3.15	0	0	3

Manaipathar High School	16	1	6.45	0	0	3
Mandai Bazar High School	45	3	6.66	0	0	3
Mantala High School	14	41	64.06	0	0	1
Manu Bankul High School	34	13	38.23	0	4	2
Manu H.S. School	64	41	64.06	1	14	26
Manu Tahashil High School	11	10	90.90	1	5	0
Manughat Class XII School	24	21	87.64	0	5	15
Marachara Class XII School	33	22	66.66	0	3	14
Mariamnagar High School	31	23	74 19	5	4	16
Masauli High School	3	2	66.00	0	3	4
Maslichara High School	14	5	21.2	0	2	3
Matai Class XII School	46	35	71.73	0	12	21
Matarbari High School	21	18	45.21	1	0	12
Matinagar High School	4	3	75.00	0	1	2
Melaghar class XII School	86	56	65.11	5	14	37
Melaghar girls' High School	56	38	67.85	2	12	24
Mirza H.S. School	51	29	50.80	2	8	19
Mohanpur class XII Schooll	91	35	38.46	2	8	25
Mohorchara H.S. School	65	21	32.30	3	7	11
Mohoripur H.S. (+2) School	65	50	76.82	4	8	18
Mungibari H.S. High School	13	1	7.09	0	0	1
Murabari High School	12	12	100.00	0	8	4
Musraipara High School	15	3	20.00	0	1	2
N. C. Institution	28	6	28.57	0	0	0
Nabinchera High School	2	1	50.00	0	0	1
Nabinroy bari High School	9	0	00.00	0	0	0
Nagraichara High School	7	3	42.85	0	1	2
Nakhatala High School	8	o	00.00	0	0	0
Nalchara class XII School	60	35	58.33	2	5	3
Nalchar High School	35	18	58.06	1	1	14
Nandannagar H. S. School	27	21	77.77	2	1	12
Narsingar High School	79	33	41.77	3	5	25
Navagram High School	45	26	57.77	0	5	21

Nehalchandranagar High School	23	8	34.78	1	0	8
Netaji Subhash Vidyaniketan	195	186	35.38	114	50	
New Kunjaban Township High School	36	33	91.66	4	17	
Nidaya High School	18	4	41.44	0	8	
Niharnagar High School	23	17	73.91	0	5	4
Nirvoypur High School	8	7	87.50	0	1	8
Nishikumar Murasingpara High School	7	0	0.00	0	0	0
No. 1 Harina High School	5	3	60.00	0	2	1
No. 2 Jalefa High School	29	11	37.93	0	2	9
Noabari H. S. School	10	4	40.00	0	0	4
Noagaon High School	45	30	65.2[illegible]	0	8	1
Noagaon Krishnanagar High School	38	26	68.42	1	9	16
North Belonia High School	17	11	64.70	0	2	9
North Ghilatali (Ratia) High School	19	13	78.[illegible]3	0	5	1[illegible]
North Kamrangatali High School	33	23	89.69	0	5	18
North Nalichara High School	7	4	57.14	3	2	2
Nutanbazar Class XII School	91	44	48.35	2	13	[illegible]4
Nutannagar Girls. H. S. School	38	20	[illegible]2.63	2	4	16
Office Tilla H.S. School	45	42	91.30	7	11	2[illegible]
OLD Agartala High School	48	37	77.08	1	7	2[illegible]
P. K. Chowdhury Para High School	23	0	0.00	0	0	0
Pabiacherra Class XII School	99	57	57.57	6	17	34
Padmabil High School	21	11	52.38	0	2	7
Padmapur H.S. (+2 Stage) School	36	21	58·33	1	40	16
Paharmura High School	24	13	54.16	0	2	11
Paikhola High School	5	4	80.00	0	2	2
Palatana High School	23	20	86.95	1	5	14
Pallimangal H.S. School	71	42	59.15	1	14	27
Panchasi High School	13	7	53.84	0	2	5
Panisagar H.S. School	67	31	46.26	2	9	20

Parakalak High School	60	2	3.33	0	0	2
Paschim Gakulnagar High School	9	2	22.22	0	0	2
Paschim pilak High School	30	24	80.00	2	6	16
Pathaliaghat High School	59	2	3.38	0	0	2
Patunagar High School	21	7	30.43	0	1	6
Pauramura High School	8	6	75.00	0	2	4
Pocharthal Class XII School	30	26	86.65	2	7	17
Pekuarjala High School	39	11	28.20	0	4	7
Pitra High School	17	13	76.47	0	2	11
Poangbari High School	23	11	47.82	0	1	10
prachya Bharati H.S. School	51	45	88.23	7	14	24
Pragati Vidyabhavan	77	54	70.12	3	10	41
Pratapgarh High School	9	6	66.66	0	1	5
Pratyekray High School	21	12	57.14	0	4	8
Puran Rajbari High School	11	10	90.90	0	1	9
Purba Laxmibill High School	25	20	80.00	2	6	12
Purba Noabadi High School	5	1	20.00	0	0	1
Purba Satnala Colony High School	16	0	0.00	0	0	0
Purnajay Chaudhuri Para High School	15	1	6.66	0	0	1
Purnima High School	12	11	91.66	0	0	11
R. K. Institution	70	45	64.28	9	13	23
Rabi Kumar High School	22	9	40.90	0	1	8
Rabindranagar High School	24	11	45.83	0	2	9
Radhamohanpur High School	28	2	7.14	0	0	2
Radhanagar High School	13	0	0.00	0	0	0
Ragna High School	21	3	14.28	0	2	1
Rahimpur High School	12	0	0.00	0	0	0.
Raishyabari High School	20	9	45.00	0	4	5
Rajhari Girls High School	43	14	32.55	0	2	12
Rajnagar (Gandhigram) High School	32	26	81.25	1	5	20
Rajnagar Colony High School	34	20	58.82	1	5	14
Rajnagar High School	21	13	61.90	0	6	7
Ramesh H. S. School	174	166	95.40	41	82	43
Ramguna Chaudhuri Para High School	66	5	8.92	0	1	4

Ramkriskna Siksha Pratisthan	67	34	50.74	3	13	18
Ramkrishna Vivekananda Vidyamandir	64	64	100.00	29	29	6
Rammanik Sarderpara High School	20	6	30.00	0	0	6
Ramnagar Girls High School	16	14	87.50	0	5	9
Ramnagar H. S. School	22	18	81.81	0	5	13
Ramnarayan Thakur Para High School	10	0	0.00	0	0	0
Ramthakur Pathshala Boys H.S. School	54	44	81.48	0	9	35
Ramthakur Pathshala Girls H.S. School	59	48	81.35	0	9	39
Rangamati High School	33	7	21.21	0	0	7
Rangamura High School	17	6	55.29	0	1	5
Rangauti High School	26	15	57.69	1	3	11
Raniganj Girls High School	24	17	70.83	1	3	13
Ranirbazar Vidyamandir	124	93	75.00	5	32	56
Ranirgaon High School	45	37	82.22	3	6	28
Ratacherra High School	16	7	43.75	0	3	4
Ratanpur H. S. School	82	2	2.43	0	0	2
Resbambagan H. S. School	32	23	90.62	0	11	18
Rowa High School	11	7	63.63	0	1	0
Sabroom Girls' H. S. School	57	27	47.36	3	5	19
Sabroom H. S. School	38	33	47.36	3	5	19
Sabual High School	4	0	0.00	0	0	0
Sachindra Garopara High School	7	6	85.71	0	0	6
Sadarpara High School	15	5	33.33	0	2	3
Sakhicharan Vidyaniketan High School	12	12	100.00	2	9	1
Salema class XII School	48	36	75.00	0	8	28
Salema colony High School	22	0	0.00	0	0	0
Samarendraganj High Schlol	7	7	100.00	2	3	2
Sanhati Vidyamandir High School	42	32	76.19	1	10	21
Sankaracharya Vidyayatan Class XII School	0	0	0.00	0	0	0
Sankarcharya Vidyayatan	65	60	92.30	6	37	17

Class XII School						
Santinagar High School	14	11	78.57	0	1	10
Santipur High School	11	4	36.36	0	1	3
Santir Bazar Girls' High School	14	10	71.42	0	1	9
Santir Bazar H.S. School	67	65	97.01	7	28	30
Saradamayee Vidyapith	11	7	63 63	0	3	4
Sarashima High School	26	16	61.53	0	2	14
Sardu Karkari High Sehool	12	3	25.00	0	0	3
Sataria High School	18	17	94.44	0	6	11
Satchand H.S. (+2 Stage) School	29	17	58.62	1	4	12
Satnala High School	30	7	23.33	1	2	4
Saisangam High School	10	3	30.00	0	0	3
Satyaram Chow Para Residential High School	21	0	0.00	0	0	0
Sekerkote H. S. School	75	43	57.33	2	19	22
Sepoyjala H. S. School	68	35	51.47	5	12	18
Shalgara H. S. School	53	38	71.69	0	16	22
Sibnagar Borakha High	44	0	0.00	0	0	0
Shilghati High School	15	3	20.00	0	0	3
Shishu Bihar H. S. School	86	86	100.00	48	32	0
Shyam Sing High School	10	2	20.00	0	0	2
Silachari H. S. School	14	8	57,14	1	2	5
Simna High School	23	4	17.39	0	1	3
Singhicherra High School	47	26	55.51	1	7	18
Sonachara T. M. C. High School	16	0	0.00	0	0	0
Sonaimuri High School	19	5	26.31	0	0	5
Sonamura Girls Class XII School	38	34	89.47	1	9	14
Sonamura High School	52	36	69.23	5	12	19
Sonapur High School	5	0	0.00	0	0	0
Sonartilla High School	9	4	44.44	0	1	3
Sonatala Govt. High School	25	20	80,00	1	9	10
South Bagma Samatalpara	45	41	91.11	5	13	23

H. S. School						
South Bharatchandranagar High School	15	11	73.33.	1	3	7
South Charilam High School	17	14	82.35	0	4	10
South kalapania High School	6	4	66.66	0	0	4
South Paharpur High School	13	6	46,15	0	2	4
South Sonaichari High School	13	9	69.23	0	0	9
Sreenagar H. S. School	39	25	64.10	1	9	15
Sribhumi vidyabhavan H. S, School	49	22	44.89	2	8	12
Sridampur High School	15	10	66.04	0	2	8
Srikrishna Girls' High School	9	5	55.55	0	1	4
Srinagar Gabordi High School	49	17	34.69	1	5	11
Srinath Vidyaniketan XII Class School	90	23	25.55	0	3	20
Srinathpur High School	25	2	8.00	0	0	2
Srirampur High School	14	6	42.85	0	4	2
ST. James' High School	11	4	36.38	0	2	2
ST. Xavier's High School	7	6	85.71	0	6	0
Subhasnagar High School	32	21	27.00	2	6	16
Sukhamoy H.S. School	94	62	65.95	7	16	39
Surendranagar High School	45	5	11.11	0	3	2
Surjyamaninagar High School	11	10	90.90	0	3	7
Sutarmura High School	11	2	13.15	0	0	2
Swami Dayalanada vidyanikaten	26	26	100.00	2	7	17
Taibandal High School	4	1	25.00	0	0	1
Taidubari H. S. School	81	10	12.34	0	1	9
Takarjala South High School	79	3	3.79	0	1	2
Taksapara High School	17	5	29.41	0	2	3
Taltala H. S. School	48	24	50.00	0	4	20
Tarakpur High School	6	6	10.00	1	3	2
Taranagar High School	27	5	18.51	0	2	3
Tarapur High School	13	10	76.92	2	4	4
Tebaria High School	30	17	56.66	0	3	14

Teliamura Bazar H. School	36	36	10.00	6	19	11
Telimura H. S. School	63	40	73.01	5	14	27
Tetaisari High School	34	0	0.00	0	0	0
Telabazar H. S. (2 Staee) School	33	20	60.60	1	7	21
Tilthai Rupcharan High School	35	25	71.42	2	8	15
Tlangsang High School	11	0	0.00	0	0	0
Tripura Lokasikshalay	80	7	8.75	0	1	6
Tripura Sundari H.S. School	55	29	52.72	1	8	20
Tuichindraibari High School	50	42	84.00	0	13	29
Tulakona High School	16	13	81.25	0	5	8
Tulamura High School	43	27	62.79	1	6	20
Tulashikar Rajnagar High School	43	4	8.30	0	1	40
Udaipur Girls H.S. School	72	56	77.77	0	11	45
Ujan Chankap High School	7	4	57.14	0	2	2
Umakanta Academy	179	171	95.53	62	77	32
Upendra vidyabhavan Girls' High School	22	7	31.81	0	0	7
Urmai High School	10	6	60.00	0	3	3
Uttar Bharatchandranagar High School	10	10	100.00	0	2	8
Uttar Debendranagar High School	16	2	12.50	0	0	2
Uttar Laljuri Jayasree High School	14	2	14.22	0	0	2
Uttar Ramchandraghat High School	10	1	10.00	0	0	1
Veluarchar High School	25	4	16.00	0	2	2
Vidyanagar H. S. School	51	8	15.68	0	2	6
Vivekananda H. S. (+2 Stage) School	40	83	62.50	0	0	27
West Bagafa High School	32	30	93.75	3	11	16

TRIPURA BOARD OF SECONDARY EDUCATION
HIGHER SECONDARY EXAMINATION—1997
SCHOOL-WISE STATISTICS OF REGULAR CANDIDATES

Sl. No.	School Name	Tot-Apprd	Tot-pass	% pass	Div 1	Div 2	Pass	% Of Div 1St	On. 2nd	Total Pass Pass
1	Abhaynagar High School	36	18	47.36	00	00	18	0.00	0.00	100.00
2	Amarpur Girls ClassXII S.	22	13	59.09	00	02	11	0 00	15.38	84.61
3	Amarpur H. S. School	89	54	60.67	02	13	39	3.70	24.07	72.22
4	Ampinagar H. S. School	23	12	52.17	00	02	10	0.00	16 66	83.33
5	Amtali Class XII School	36	13	36.11	00	05	08	0.00	38.46	61.53
6	Anandanagar Class XII S.	42	16	38.09	00	04	12	0.00	25.00	75.00
7	Arundhatinagar ClassXII S.	112	58	51.78	00	07	51	0.00	12.06	87.93
8	B. B. Institution	87	74	85.05	11	27	36	14.86	36 48	48.64
9	B. K. Institution	109	69	63.30	02	23	44	2.89	33.33	63.76
10	B. K. Girls' Class XII S.	77	45	58.44	00	12	33	0.00	26.66	73.33
11	Bagafa Ashram H. S. S.	17	08	47.05	00	01	07	0.00	12. 0	87.50
12	Baikhora H. S School	68	38	55.88	00	09	29	0.00	23.68	76.31
13	Balaram KoBra H. S. school	9	00	00.00	00	00	00	0.00	00 00	00.00
14	Bani Vidyapith girls H.S. S.	170	117	68.82	14	55	48	11.96	47.00	41 02
15	Bardowali Class XII school	189	101	53.43	01	37	63	0.99	35.63	62 37
16	Barkathalia Class XII S.	7	00	00.00	00	00	00	0.00	00.00	00.00
17	Barpathari Class XII school	37	16	43.24	00	06	10	0,00	37 50	62.50
18	Behalabari H. S. school	5	00	00.00	00	00	00	0.00	0.00	00.00
19	Belonia Girls H. S. school	29	08	27.58	00	04	04	0.00	50.00	50.00
20	Belonia Vidyapith classXII S.	93	64	68.81	05	03	29	7.81	46.87	45.31
21	Barath Sardar H. S. school	13	02	15.38	00	01	01	0.00	50.00	50.00
22	Bilthai H. S. (+2) school	65	8	12.30	00	03	05	0.00	37.50	62.50
23	Birchandra Manu Sahid Sariti Vidyamandir	14	07	50.00	00	00	07	0.00	0.00	100 00
24	Birchandrapur Class XII S.	4	00	00.00	00	00	00	0-00	0.00	0.00
25	Birendranagar H. S. school	111	68	61.26	01	17	50	1.47	25,00	73,52
26	Bishalgarh Class XII school	90	49	54,44	02	20	27	4,08	40.81	55,10
27.	Bishramganj H.S. School	38	12	31.57	00	00	12	0.00	0.00	100.00
28.	Bodhjung Girls H.S. School	57	44	77.19	00	06	38	0,00	13.63	86.35

29. Budhjung H.S. School	126	84	66.66	06	32	46	7,14	38.09	54,76
30. Boxanagar ClassXII School	22	03	13.63	00	00	03	0.00	00 0	100.00
31. Brajendranagar H.S. School	22	14	63.63	00	05	09	0.00	36.71	64.28
32. Chailengta Class XII School	28	10	35.71	00	05	07	0.00	30.00	70.00
33. Champaknagar H.S. School	31	06	19.35	00	01	05	0.00	16.66	83 33
34. Chandraipara Class XII S.	36	24	66.66	01	04	19	4,16	16.66	79.16
35. Chandrapur Govt. H.S.School	50	19	38.00	01	06	12	5.26	31,57	65.15
36. Candrapur H.S. School	51	26	50.98	0	07	19	0.00	26.92	73.07
37. Charilam Class XII School	35	22	62.85	01	06	15	4.54	27.27	68.18
38. Charipara Class XII School	63	31	49.20	00	05	26	0.00	16.12	82.87
39. Chatakchari H.S. School	07	03	42.85	00	00	03	0.00	0.00	100.00
40. Chawmanu H.S. School	09	02	22.22	00	00	02	00.0	0.00	100 00
41. Chebri Govt. Class XII, S	39	13	33.33	00	04	09	0.00	30.76	69.29
42. D.N. vidyamandir School	41	19	46.34	02	06	11	10.52	31.57	57.89
43. Dalungoi Class XII School	13	02	15.38	00	00	02	0.00	0.00	100.00
44. Dhaleswar H.S. School	32	11	34.37	01	01	09	9.09	9.09	81.81
45. Dharmanagar Govt. Girls. H. S. (+2) School	101	82	81,18	07	37	38	8.53	45.12	46.34
46. Durgaram Reang Para XII Class School	17	10	58.82	00	00	10	0.00	0.00	100.00
47. East kaalabaria H.S. School	03	00	0.00	00	00	00	0.00	0.00	0.00
48. Fatikray Class XII School	64	35	54.68	02	07	26	5.71	20.00	74 28
49. Gamaria H. S. School	17	11	64.70	01	01	09	9.09	90.9	81.81
50 Gandachara Class XII S.	41	15	36.58	00	20	13	0.00	13;33	86.66
51. Gandhigrah H. S. School	13	07	33.88	00	02	05	0.00	28.57	71.42
52. Gardhang H S. School	08	04	66.66	00	01	03	0.00	25 00	75.00
53 Garjee Bazar H.S. School	16	10	62.50	00	02	08	0.00	20.00	80 00
54 Ghilatali Bazar H.S. School	10	01	10.00	00	01	00	0.00	100.00	0.00
55 Halhali class XII School	64	25	39.06	00	04	21	0.00	16.00	84.00
56 HarachandraClassXII School	39	28	71.79	02	04	22	7.14	14.28	78.57
57 Harianandu Girls' H.S. School	18	04	22.22	00	00	04	0,00	0.00	100.00
58 Harina H.S. School	09	04	44,44	00	00	04	0.00	0.00	100.00

59	Hrishyamuk H.S. School	58	31	53.44	01	07	23	3,22	22.53	74.19
60	Ishanchandra Pargana H.S. School	55	19	34.54	01	06	12	5.26	31.57	63.15
61.	Ishanpur Class XII School	27	09	33.33	00	01	08	0,00	11.11	88.88
62	Jamjuri H.S. School	13	03	23 07	00	00	03	0.00	0.00	100.00
63.	Jampaijala H.S.School	30	04	13.33	00	00	04	0.00	0 00	100.00
64.	Jampui Class XII School	03	01	33.33	00	00	01	0.00	0.00	100.00
65.	Jogendranagar Class XII School	48	30	62.50	01	07	22	3.33	23.33	73.33
66.	Jolaibari H.S. School	73	25	34.24	00	11	14	0.00	44.00	56.00
67.	K.B. Institution	99	55	55.55	02	24	29	3.33	63.63	52.72
68.	K.C. Girls' class XII School	46	15	32.60	00	30	12	0.00	20.00	80.00
69.	Kadamtala H.S (+2) Stage School	73	17	23.28	00	02	15	0.00	11.76	88.23
70,	Kailashahar Govt. Girls' H.S School	87	50	57.47	03	16	31	5.00	32.00	62.00
71.	Kakraban H.S. School	72	28	38.88	00	04	24	0.00	14 28	85.71
72.	Kalacherra class XII School	23	10	43.47	00	01	09	0.00	10.00	90.00
73.	Kalamchoura H.S. School	16	02	12.50	00	00	02	0.00	0.00	100.00
74.	Kalyanpur H.S. School	123	26	21.13	00	05	21	0.00	19.23	80.76
75.	Kamalght H.S. School	31	11	35.48	00	00	11	0.00	0.00	100 00
76.	Kamalpur class XII School	101	36	35.64	03	08	25	8.33	22 22	69.44
77.	Kanchanbari class XII School	66	32	48.48	00	06	26	0.00	18.75	81 25
78.	Kanchanpur class XII School	49	17	34.69	00	02	15	0.00	11.76	88.23
79	Karaimura Class XII S.	29	04	13.79	00	00	04	0.00	0.00	100.00
80	Kathalia Class XII S.	17	05	29.41	00	00	05	0.00	0.00	100.00
81.	Khas Chowmuhani Class XII School	18	02	11.11	00	00	02	0.00	0.00	100.00

82	Khowai Govt. Class XII S.	77	44	57.14	02	21	21	4.54	47.72	47.72
83	Khowai Govt. Girls Class XII School	49	28	57.14	00	11	17	0.00	39.28	60.71
84	Krishnapur H. S. School	13	04	30.76	00	02	02	0.00	50.00	50.00
85	Kulai Class XII School	39	21	53.84	C0	04	17	0.00	19.04	80.95
86	L. D. Class XII School	15	03	20.00	00	00	03	0.00	0.00	100.00
87	Lalsingmura Class XII S.	12	06	50.00	00	01	05	0.00	16.66	83.33
88	M.G.M. Class XII School	165	89	53.93	04	26	59	4.49	29.21	66.29
89	M T. Girls Class XII S.	185	160	86.43	24	72	61	5.000	6 87	38.12
90.	Madhatchandra Class XII School	09	02	22.22	00	00	02	0.00	0.00	100.00
91.	Madhuban (Dukli) H. S. School	42	23	54.76	00	02	21	0.00	8 69	91.30
92	Madhupur H. S. School	48	20	41.66	00	05	12	0.00	40.00	60.00
93	Mandia Bazar H. S. S.	06	00	0.00	00	00	00	0.00	0.00	0.00
94	Manu H. S. School	38	09	23.65	00	04	05	0.00	44.44	55.55
95	Manughat Class HII S.	16	07	46.75	00	01	06	0.00	14.28	85.71
96	Marachara Class XII S.	05	04	80.00	00	00	04	0.00	0.00	100.00
97	Matai Class XII School	18	08	44.44	01	02	05	11.50	20.00	92.50
98	Melaghar Class XII S.	119	68	57.14	01	15	52	1.47	22.05	76.47
99	Mirza H. S. School	26	13	50.00	01	02	10	7.69	15.38	76.9
100	Mohanpur Class XII S.	102	14	13.72	00	02	12	0.00	14.28	. 85.71
101	Moharchara H. S. S.	19	06	31.97	00	00	06	0,00	0,00	100,00
102	Muhuripur H. S. S.	21	10	47.61	00	01	09	0,00	10,00	90,00
103	N. C. Institution	84	39	46 32	01	00	32	2,56	15,38	82,05
104	Nadehar Class XII S.	36	11	30.55	00	02	09	0,00	18,18	8181
105	Nandannagar H.S. School	15	05	33.33	00	00	05	0.00	00.0	100.00
106	Navagram H.S. School	29	02	6.89	00	00	02	0.00	00.0	100.00
107	Nataji Subhash Vidyaniketan	138	120	36.95	36	48	36	30.00	40.00	30.00
108	New Kunjaban Township H.S. School	19	13	58.42	00	01	12	0.00	7.69	92.30
109	Noabari H.S. School	01	00	0.00	00	00	00	0.00	00.0	00.0
110	Nutanbazar Class H.S School	45	31	68.88	00	09	22	0.00	29.03	70.96

111 Nutannagar Girls' H.S. School	35	10	28.57	00	04	06	0.00	40.00	60.00
112 Office Tilla H.S. School	57	33	49.25	01	14	18	3.03	42.42	54.54
113 Pabiacharra Class XII School	35	09	25.71	00	07	02	0.00	77.77	22.22
114 Padmapur H.S. School	78	42	54.54	02	09	31	4.76	21.42	73.81
115 Pallimangal H.S. School	117	55	47 00	00	20	35	0.00	36.36	63.63
116 Panisagar H.S. (+2stage) School	29	12	41.37	00	03	09	0.00	25.00	75.00
117 Pecharthal Class XII School	06	02	33.33	00	00	02	0.00	00.0	100.00
118 Prachya Bharati H.S. School	155	81	52.25	00	30	[illegible]	0.00	37.03	62.96
119 Pragati Vidyabhavan	115	54	46.95	01	16	37	1.85	29.63	68.51
120 R. K. Institution	45	23	50.00	03	05	15	13.04	21.73	65.21
121 Rajbari Girls H.S.(+2 stage) School	10	07	70.00	00	01	06	0.00	14.28	85 71
122 Rajnagar Colny Class XII (+2 stage) School	18	12	66,66	00	01	11	00.0	8.33	91.66
123 Ramesh H.S. School	103	97	94.17	13	59	25	13.40	60.82	25.77
124 Ramkrishna Siksha Pratisthan	41	18	43.90	01	05	12	5.55	27.77	66.66
125 Ramnagar H.S.(+2) School	21	14	66.66	00	01	13	0.00	7,14	92.85
126 Ramthakur Pathshala boys H.S. School	41	29	70.73	00	06	23	0.00	20.69	79.31
127 Ramthakur Pathshala Girls H,S, School	28	14	50.00	00	05	09	0,00	35.71	64,28
128 Ranirbazar Vidyamandir	91	33	3626	00	06	27	0.00	18.18	81.81
129 Ranirgaon Class XII School	52	14	26.92	00	00	14	0,00	00,0	100.00
130 Ratanpur H. S. School	01	00	0.00	00	00	04	0.00	0.00	0.00
131 Reshambagan H, S School	20	17	85.00	00	01	16	0.00	5.88	94.11
132 Sabroom girls H. S. School	15	07	46.66	00	02	05	0.00	28.55	71 42
133 Sabroom H. S. School	35	20	57.14	00	04	16	0.00	20.00	80.00
134 Salbma Class XII School	14	11	78.57	00	03	08	0.00	27.27	72.72
135 Sankaracharya Vidyayatan Class XII School	16	04	25.00	00	01	03	0.00	25.00	75.00

136 Santirbazar H. S. School	58	31	53.00	oo	o5	26	0.00	16.12	83.87
137 Satchand H. S. School	17	o5	17.64	oo	oo	o3	0.00	0.00	100.00
138 Sekerkote H. S. School	80	26	32.50	oo	o1	25	0.00	3.48	86.15
139 Sepoyjala H. S. school	35	22	62.85	oo	o2	2o	0.00	9.00	9o.9o
140 Shalgara H. S. school	51	12	23.52	oo	o2	1o	0.00	16.66	83.33
141 Shishu Bihar H. S. school	89	73	82.o2	31	35	o7	42.46	47.94	9.58
142 Sihachari H. S. school	o9	o1	11.11	oo	oo	o1	0.00	0.00	100.00
143 Singhicharra H. S. school	o9	oo	0.00	oo	oo	oo	0.00	0.00	0.00
144 Sonamura girl's H. S. School	23	1o	43.47	oo	o1	o9	0.00	1o.00	9o.00
145 Sonatala Govt. Class XII School	1o	06	60 00	oo	oo	o6	0.00	0.00	100.00
146 South Bagma samatalpara H. S. school	36	o9	25.00	oo	oo	o9	0.00	0.00	100.00
147 Sreenagar H. S. school	12	o2	16.66	oo	oo	o2	0.00	0.00	100.00
148 Srishumividyabhaan H. S, (+2 stage) school	21	o7	33.33	oo	oo	o6	0.00	14.28	35.71
149 Srinath Vidyaniketan	106	33	31.13	o1	o9	23	3.o3	27.27	o9.o9
150 Sukhamoy H.S school	127	46	36.22	oo	o5	41	0.00	1o.87	89.13
151 Swami Dayalonanda Vidyaniketan	11	o6	54.54	oo	o1	o5	0.00	16.66	85,33
152 Taidubari H. S. school	o6	o1	16 66	oo	oo	o1	0.00	0.00	100.00
153 Taltalu H. S. school	32	15	46.87	oo	o2	13	000	13.33	86 66
154 Teliamura H. S. school	111	62	55.85	o2	29	31	3 12	46.77	5o,00
155 Tilabazar H. S. school	18	o7	38.88	oo	o2	o5	0.00	29.57	71.26
156. Tripura sundari H.s, school	34	16	47,3	02	04	10	12.50	25,00	62.50
157. Tuichindraibari Class XII school	14	06	42 85	00	01	05	0.00	16.66	83.33
158. Tulasikhar Rajnagar Class XII school	06	00	0.00	00	00	00	0.00	0.09	0.00
159, Udaipur Girls' XII H,S. School	71	27	38 02	02	04	21	7.40	14.81	77.77
160 Umakanta Academy	128	114	90.62	23	49	44	19,82	42.24	37.93
161. Vidyangar H.s. S.	12	01	8 33	00	01	16	0.00	0.00	100,00
162. Vivekananda H.S. (+2 stage) School	44	17	38.63	00	01	16	0.00	5.88	94.11
Grand Total	7391	3804	50,11	225	1128	2431	5,91	29 65	64,43

Total No of Schools = 162

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO.– 22.

Name of M.L.A : Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :

১। বর্ত্তমানে ১৯৯৭ ইং সনে শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ড্রপ-আউট (Drop-out) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ? (তপশিলী জাতি, উপজাতি সম্প্রদায় ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রপ-আউট-এর পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে ১৯৯৭ ইং সনে শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ড্রপ-আউট (Drop-out) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১,০১,৯৫২ জন। (এর মধ্যে তপশিলী-জাতি, উপজাতি ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ড্রপ-আউটের সংখ্যা পৃথকভাবে যথাক্রমে ১৯,৮৫৪ জন, ৪৬,৮৩৩ জন এবং ৩৫,২৬৫ জন)।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO.—27

Name of M.L.A. : Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deparment be pleased to state.

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে কয়টি স্কুলের পঠন পাঠন উগ্রপন্থীর কারণে নিরাপত্তা রক্ষী রাখার কারণে ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে আছে ? (মহকুমা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে মোট ৩৫টি স্কুলে পঠন পাঠন বন্ধ আছে। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া গেল)

ক) গণ্ডাছড়ায় — ২৫ টি

খ) লংথরাইভেলী —৯ "

গ) সদর —১ "

Admitted Un-Starred Question No. 28

Name of M. L. A. :— Sri Amal Mallik.

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরে জব ফর্মের ভিত্তিতে রাজ্যের কতজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছেলেমেয়েকে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত পত্র দেওয়া হয়েছে ?

২। বিলোনীয়া ও ঋষ্যমুখ কেন্দ্রে কতজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছেলেমেয়ে শিক্ষা দপ্তরে চাকুরীর জন্য জবফর্মের ভিত্তিতে আবেদন করেছিলেন ?

৩। এদের মধ্যে কতজনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে ?

৪। যদি কাহাকেও না দেওয়া হয় তবে তাহার কারণ ?

ANSWERS

১। রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরে চাকুরী দেওয়ার সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা কোটার ব্যবস্থা নাই। সে জন্য জবফর্মে স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছেলেমেদের চিহ্নিত করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। তাই জবফর্মের ভিত্তিতে চাকুরী প্রাপক কাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছেলেমেয়ে তাহা জানিনা।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 29.

NAME OF M. L. A. :— Sri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Depertment be pleased to state :—

Questions

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের সরকারী কলেজগুলিতে ইন্টারভ্যুর ভিত্তিতে নিয়োগপত্র প্রাপ্ত পার্ট টাইম কলেজ টিচার্সদের কিছুদিন কাজ করানোর পর ছাঁটাই করে দেওয়া হয় ?

২। ইহাও কি সত্য যে সংবাদ পত্রে পার্ট টাইম কলেজ শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে—আবেদন কারীদের ইন্টারভ্যু না নিয়েই নতুন করে বহু পার্ট টাইম কলেজ শিক্ষককে পুনরায় নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে এবং

৩। সত্যি হলে তার কারণ ?

Answers

১। আংশিক সত্য। নিয়োগ পত্রে বলা ছিল যে একটি শিক্ষা বর্ষে দশ মাস ক্লাশ নেওয়ার জন্য (গ্রীষ্মকালে পূজারকাল বাদ দিয়ে) আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ ইং শিক্ষাবর্ষের শেষে নিয়োগ মেয়াদ শেষ হয়।

২। হ্যাঁ, কলেজগুলির প্রয়োজন অনুসারে এবং বহু নূতন ছাত্র-ছাত্রী M.A/M.sc/M. Com পাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭-৯৮ ইং শিক্ষাবর্ষের জন্য পার্টটাইম শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রের মাধ্যমে নূতন করে দাবী করা হয়। ইন্টারভ্যু নেওয়ার মত যথেষ্ট সময় না থাকায় একটি কমিটি মারফত প্রার্থীদের M.A/M.sc.M.Com পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে এবং কলেজ

শিক্ষকতার (পার্টটাইম) পূর্ব অভিজ্ঞতাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে যতদূর সম্ভব স্থানীয় প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই পূর্বে পার্টটাইম শিক্ষক হিসাবে কলেজে কাজ করছেন।

৩। আগেই বলা হয়েছে যে, পার্টটাইম শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কলেজগুলির প্রয়োজন অনুসারে যা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। নূতন নূতন ছাত্র-ছাত্রীরা ও বছরে বছরে পার্টটাইম শিক্ষকতার জন্য যোগ্যতা অর্জন করে। বছর শেষে নিয়োগের সমাপ্তের ও নূতন বর্ষে নূতন করে নিয়োগ তাই শুধু যুক্তি যুক্ত হয়। বাঞ্ছনীয় ও বটে।

Admitted Un-Starred Question No. 34.

Name of M. L A :— Shri Pannalal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় একশ শতাংশ পাশ করেছে এ রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ?

২। একশ শতাংশ অসফল বা ধারাবাহিক ভাবে খারাপ ফল করে এমন স্কুলের প্রধান ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা হয় কিনা।

৩। করা হলে ত্রুটিগুলি নিরসন এবং অবস্থার উন্নতি কল্পে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা হবে !

ANSWERS

১। ১১ টি

২। হাঁ

৩। যে যে স্কুল ১০০ % অসফল ঐ সব স্কুল প্রধানদের কাছে বিদ্যালয়ের ফল খারাপ হওয়ার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের ফলাফলের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া স্কুল ইনস্পেকশান জোরদার করা হয়েছে। এবং এ জন্য জেলাস্তরে উপশিক্ষা অধিকর্তার নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একাডেমিক ইনস্পেকশন টিম গঠন করা হয়েছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY.
UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Monday the 8th September, 1997 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair. The Deputy Chief Minister, The Deputy Speaker, 14 Minister, and 39 Members.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ ঃ — মিঃ স্পীকার স্যার, মাদার টেরেসা গত শুক্রবার দিন মারা গেছে আর আজকে সোমবার, অথচ সচিবালয়ের লিষ্ট অফ্ বিজিনেসে মাদার টেরেসার শোক ও সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— হ্যাঁ, সভার শুরুতেই শোক প্রস্তাব পাঠ করা হবে।

(গণ্ডগোল)

(মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী মহোদয়, 'এটা একটা শোক প্রস্তাব হল') বলতে বলতে শোক প্রস্তাবটি ছিঁড়ে ফেলেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা আপনি ঠিক করেন নি।

CONDOLENCE MOTIONS

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিশ্ববরেণ্য, বিশ্বমাতার মূর্ত প্রতীক মাদার টেরেসা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাই আমি প্রস্তাব করছি যে, আজকের সভার সমস্ত কার্য্যসূচী শুরুর পূর্বেই মাদারের মহাপ্রয়াণে স্মৃতি তর্পন ও শোক প্রস্তাব গ্রহন করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন আমি মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রয়াতা মাদার টেরেসার উপর আনীত শোক প্রস্তাবটি পাঠ করার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আর্তের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ, মানবতার প্রতীক মাদার টেরেসার মৃত্যুতে ত্রিপুরা বিধানসভা গভীরভাবে মর্মাহত ও শোক কাতর।

মাদার টেরেসা ছিলেন বিশ্বমাতার প্রতীক। তাঁর মৃত্যুতে সারা বিশ্বের সর্বধর্মের অসহায়, দুঃস্থ ও অতি নিপীড়িতরা সত্যিই হারাল তাদের মাকে। তাঁর মানব প্রেম চিরকাল স্মরনীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মহাপ্রয়ানে বিশ্বের সমস্ত মানুষের সঙ্গে ত্রিপুরাবাসীরাও শোকে স্তব্ধ ও বিহ্বল। ত্রিপুরার মানুষের পক্ষ থেকে এই বিধানসভা মাদারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও মর্মবেদনা প্রকাশ করছে এবং সেই সঙ্গে মিশনারীজ অব চ্যারিটের সমস্ত আবাসিকদের সমবেদনা জানাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই প্রস্তাবটি মিশনারীজ অফ্ চ্যারিটিজ কলকাতা এটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, এখন আমি প্রয়াত মাদার টেরেসার উপর আনীত স্মৃতি তর্পনটি পাঠ করছি।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এ সভাকে জানাচ্ছি যে. বিশ্বখ্যাত মানব আত্মার প্রেম ও করুনার মূর্ত প্রতীক মাদার টেরেসা গত ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং রাত ৯ টা ৩০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার মিশনারিজ অফ্ চ্যারিটির সদর দপ্তরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

মাদার টেরেসার জন্ম ১৯১০ সালের ২০শে আগষ্ট যুগোস্লাভিয়ার স্কোপখে শহরে এক আলবিনীয়া কৃষক পরিবারে। তাঁর আদি নাম ছিল আগনেস গোভকস বোয়াকস হেনী মাত্র ১২ বছর বয়সেই তিনি ধর্মীয় জীবনে আগ্রহী হয়ে উঠেন। ১৯২৮ সালে আয়ারল্যাণ্ড-ব্লেস ভার্জিন নেরি শিক্ষায়তনে যোগ দেন। ১৯২৯ সালে বেঙ্গল মিশন থেকে ডাক পেয়ে কলতাতায় চলে আসেন। এণ্টালির লরেটোতে বিশ বছর ভুগোলের শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করেন। পঞ্চাশ-এর মন্বন্তরে দুঃস্থদের সেবা ও নিরাশ্রয়ের জন্য কাজ করতে নামেন। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময়ও তিনি কাজ করেন। ১৯৪৮ সালের ৮ই আগষ্ট লরেটো থেকে বেরিয়ে এসে মিশনারিজ অফ্ চ্যারিটি গঠনের সিদ্ধান্ত দেন। ১৯৫০ সালে মহমান্য পোপ তাঁকে চ্যারিটি গঠনের অনুমতি দেন। এই সময়ই তিনি সেন্ট টেরেসা নামে নিজের নাম গ্রহণ করেন। তাঁর অনুরোধে কলকাতার পুর কর্তৃপক্ষ কালীঘাটে একটি বাড়ী দিলে সেখানেই উনি 'নির্মল হৃদয়' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। গড়ে তোলেন বিশ্বের আর্ত, দরিদ্র মানুষের জন্য মিশনারীজ অফ্ চ্যারিটি। পৃথিবীর ১২৫ টি দেশে তাঁর ৫৭০টি হোম আজ আর্তের সেবায়ও নিয়োজিত মার্কিন সরকার তাঁকে আমেরিকার নাগরিকত্বের সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৬২ সালে আর্ত্তের সেবায় উৎসর্গকৃত প্রাণ মানব আত্মার মূর্ত প্রতিক মাদারকে ম্যাগ সাই সাই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ১৯৭২ সালে তাঁকে জে এফ কে আন্তর্জাতিক সম্মানে পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৭৯ বিশ্বের সর্বাধিক দুর্লভ সম্মান নোবেল শান্তি পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। ১৯৮০ সালে ভারত সরকার তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান ভারত রত্ন দিয়ে গৌরবান্বিত করা হয়। ১৯৮৩ সালে রাণী এলিজাবেথ তাঁকে' এর্ডার অফ্ মেরিট প্রদান করেন। ১৯৯৩ সালে রাজীব গান্ধী সদ্ভাবনা পুরষ্কারের জন্য নির্বাচিত হন।

এই বিশিষ্ট বিশ্বখ্যাত মানব আত্মার মূর্ত প্রতীক, নির্মল হৃদয়ের জননী মাদার টেরেসার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদগণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াতা মাদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (আগরতলা) :— ১৯৭৮ সালের ১২ই জুলাই তিনি ত্রিপুরায় প্রথম এসেছিলেন এই কথাটা শোক প্রস্তাবের সঙ্গে যোগ করা হোক।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— ১৯৭৮ সালের ১২ই জুলাই তিনি ত্রিপুরায় এসেছিলেন এবং এখানে নির্মলা শিশু সদন একটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শোক প্রস্তাবের মধ্যে এটা থাকা উচিৎ।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। এটি আমরা সংযোগ করে নিলাম।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— কি প্রশাসন আর কি আপনার সচিবালয়, একদম অপদার্থ সচিবালয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে যেটা নেই সেটাকে যোগ করার জন্য তারা বলতে পারে কিন্তু এই সব কথা বলার তো কোন অর্থ হয় না।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৭৮ ইং সনে ১২ ই জুলাই মাদার টেরেসা ত্রিপুরায় প্রথম আসেন। তিনি দুইবার ত্রিপুরায় আসেন। সে সব কথা ওরা জানেও না, জানবার চেষ্টাও করেনা। এখানে যে নির্মল হৃদয় শিশু সদন আছে সেটি তিনিই স্থাপন করেন। তারপর তিনি কুমারঘাটেও গিয়েছিলেন। কুমারঘাটে যে লেপ্রোসী কলোনী আছে, সে লেপ্রোসী কলোনীটি তিনিই উদ্বোধন করেন। এই সব তথ্য এইটার সঙ্গে সংযোজন করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, এইসব তথ্য সংযোজন করা হবে, কথা দিচ্ছি।

এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে উঠে দ'াড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করার জন্য অনুরোধ করছি।

(সভায় সকল সদস্যগণ উঠে দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন)।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা ১৫ (পনের) মিনিটের জন্য মুলতবী রইলো।

QUESTIONS & ANSWERS

(১৫ মিনিট সভা মুলতবীর পর)

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার ৭৫

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চেন নাম্বার ৭৫

প্রশ্ন নং ১ ইহা কি সত্য যে খোয়াই মহকুমার পহড়মুড়া ব্রিজের এ্যাপ্রোচ্ রোড এবং হাসপাতাল থেকে কালীবাড়ী অব্দি অংশের কাজ এখনও শুরু হয় নাই।

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন নং ২ সত্য হলে বর্তমান অর্থবর্ষে এ কাজ শুরু করা হবে কিনা. এবং

উত্তর : অর্থের সংকুলান হলে এবছরই কাজটি শুরু করা হবে।

প্রশ্ন নং ৩ শুরু করা হল তার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর : কাজটির ইষ্টিমেট তৈরী করা হয়েছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই বছরই কাজটি শুরু করার জন্য এ্যাষ্টিমেট তৈরী করা হয়েছে। তিন কোটির উপর টাকা ব্যয় করে প্রহরমুড়ার ব্রীজটি তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে একটি গলিপথ দিয়ে গাড়ী যেতে হচ্ছে। ১০০ থেকে ১৫০ মিটার রাস্তাটা যদি ঠিক করে দেয়া যায় তাহলে কিন্তু রাস্তাটা চালু করে দিতে পারি। আপাততঃ অন্ততঃ মাটির কাজটি এই রাস্তাটির জন্য শুরু করা যাবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ২০ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার এ্যাষ্টিমেট তৈরী হয়ে গিয়েছে এবং কাজটিও আমরা এই বছরই শুরু করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ —

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চেন নাম্বার ২৯

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চেন নাম্বার ২৯

প্রশ্ন ১ : কুত্তি হইতে (ভায়া কদমতলা) বাস সার্ভিস দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকার কারণ কি ?

উত্তর : কুত্তি হইতে ধর্মনগর (ভায়া কদমতলা) বাস সার্ভিস প্রয়োজনীয় টি আর টি সি বাসের অভাবে বর্তমানে বন্ধ আছে।

প্রশ্ন ২ : উক্ত রাস্তায় পুনরায় কবে নাগাদ বাস সার্ভিস চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর : টি, আর, টি, সিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নূতন বাস আসিলেই উক্ত রুটে পুনরায় বাস সার্ভিস চালু করার উদ্যোগ দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপলিমেন্টারী স্যার, এই রাস্তায় ইতিপূর্বে বাস চলাচল করত। বর্তমানে রাস্তার যে বেহাল অবস্থা রাস্তাটি ঠিক করে এই রাস্তায় পুনরায় বাস সার্ভিস চালু করা হবে কিনা ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্নটি হচ্ছে বাস চলাচল নিয়ে, কিন্তু রাস্তাটির কি বেহাল অবস্থা সেটা আমার জানা নেই। যাই হোক, রাজ্য সড়ক পরিবহন সংস্থার কিছু নুতন বাস শীঘ্রই রাজ্যে আসবে। এগুলি আসার পর ধর্মনগর-কদমতলা টি, আর, টি, সি, বাস চালু করা হবে। এছাড়া প্রাইভেট বাসগুলি পারমিট দিয়ে চালু করার ব্যাপারেও রাজ্য সরকার প্রস্তুত আছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ —মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানতে পেরেছি যে নতুন ৩৭টা টি, আর, টি, সি বাস রাজ্যে এসেছে। এগুলির মধ্যে থেকে একটি বাস ও কেন এই রুটে চালানো হচ্ছে না এবং কবে নাগাদ হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই পরিস্কার করে বলেছিলাম যে আমাদের নতুন কিছু টি, আর, টি, সি বাস আসছে। সেখান থেকে ধর্মনগর বাস ডিপোতে বাস পাঠাব সংশ্লিষ্ট রুটে। তখনই সার্ভিস চালু করব।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আগরতলা-বিলোনীয়ায় টি, আর, টি, সি, সার্ভিস চলাচল বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন থেকে। পুনরায় সেটা চালু করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :—স্যার, আগরতলা-বিলোনীয়া রুটে টি, আর, টি, সি একটি বাস সার্ভিস চালু আছে। তবে বাসটার ব্রেক ডাউন হওয়াতে সেটা মেরামতের জন্য "সুরানাতে" পাঠানো হয়েছে। সেটা ঠিক হলেই এই রুটে পুনরায় টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চালু করা হবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন যে তেলিয়ামুড়াতে ওয়ান ওয়ে হওয়াতে একটি বাসও টি আর, টি, সি অফিসে ঢুকেনা এবং একটি পয়সাও উপার্জন হয় না ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, এই খবর আমার কাছে আছে তবে সেখান থেকে অমরপুর একটি টি, আর, টি, সি বাস চলে। তবে বাস ঢুকতে না পারার ফলে যে সমস্যা রয়েছে সেটা কি ভাবে কাটিয়ে তুলা যায় সে ব্যাপারে আমরা তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছি। ইতিমধ্যে তেলিয়ামুড়ায় পি, ডাব্লিউ ডি, রাস্তাটা ওয়ান ওয়ে করেছে। যার ফলে সেখান দিয়ে বাস ঢুকতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। কিভাবে এই সমস্যাটা কাটিয়ে তোলা যায় তারজন্য আমরা তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি। সেখানে আর একটা জায়গ ছেড়ে দিয়ে রাস্তাটা যদি আরও প্রশস্ত করা যায় তাহলে এই বাস ডিপোতে বাস ঢুকার ব্যবস্থা হতে পারে নতুবা অসুবিধা হবে। এখন তেলিয়ামুড়া থেকে যে বাসটা অমরপুর যাচ্ছে সেটাও আমরা এখান থেকে অপারেট করব।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, গণ্ডাছড়ায় শুধু টি, আর, টি, সি, বাস চলে প্রাইভেট কোন বাস চলে না। আমবাসা থেকে গণ্ডাছড়া যে বাসটা গত দুই মাস আগে রিপেয়ার করার জন্য আগরতলায় আনা হয়েছিল সেটা আজকে পর্য্যন্ত রিপেয়ার করে পৌঁছানো হয়নি এবং সেখানে যাত্রী সাধারণের খুব অসুবিধা হচ্ছে. এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমবাসা থেকে গণ্ডাছড়া এই রোডে নতুন একটি টি, আর, টি, সি চলে। আমরা গত বছর নতুন, টি, আর, টি, সি, দিয়েছি এবং ইন এডিশন আগরতলা থেকে গণ্ডাছড়া একটি সার্ভিস আছে, দুইটি সার্ভিস চলত। নতুন যে বাসটা চলে সেটাও ব্রেক ডাউন হয়েছে। এবং আমবাসা থেকে যেটা চলত সেটাও পুরানো বসে ছিল সেটাও ব্রেক ডাউন হয়েছে। আমরা এরমধ্যে দশ বার দিন আগে একটা নতুন বাস আগরতলা থেকে গণ্ডাছড়া পর্যন্ত চালু করার জন্য আমরা দিয়েছি। আর আমবাসা থেকে যেটা গণ্ডাছড়া চলত সেটা আগরতলা সেন্টারে এনেছি মেরামত করার জন্য এবং সেটা মেরামত করে চালু করা হবে। তবে এটা ঠিক সেখানে মাত্র একটা টি, আর, টি, সি,

বাস চলে। সেখানে দুইটা টি, আর, টি, সি, বাস দরকার আছে। আমরা চেষ্টা করছি যেকোন প্রকারে হউক রিপেয়ারিং করে খুব সহসা সেখানে আর একটা বাস চালু করব। কারণ, আমাদের যে বাসটা নতুন গেছে সেটাও অভার লোড টানতে হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য দীর্ঘদিন পূর্বে ধর্মনগর নর্দান ডিভিশনের অন্তর্গত লালছড়া লাতুর্গাও রাস্তাকে প্রশস্ত করার জন্য ল্যাণ্ড একুইজিশান-এর পদক্ষেপ নেওয়া সত্বেও এযাবৎ ইহা সম্পন্ন হয় নাই ?

২। সত্য হইলে কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। জমি অধিগ্রহণের কাজ এখনও পুরোপুরি সম্পন্ন না হওয়ার দরুন রাস্তার কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে লালছড়া লাতুর্গাও রাস্তা সেটা হলো ধর্মনগরের সন্নিকটস্থ গ্রাম এবং একমাত্র রাস্তা। এই রাস্তা ব্যতিরেকে এই গ্রামে বিকল্প ঢোকার কোন ব্যবস্থা নেই। এমতবস্থায় আজকে প্রায় চার পাঁচ বছর পূর্বে ল্যাণ্ড একুইজিশানের জন্য প্রসেস হয়েছে, ল্যাণ্ড একুইজিশান এ্যাক্ট অনুসারে নোটিশ ইস্যু হয়েছে, তাদেরকে টাকা আনার জন্য অ্যাওয়ার্ড মানি উল্লেখ করে বলা হয়েছে।

আমার সাপ্লিমেন্টারী হলো স্যার, কিছু কিছু রেকর্ড সংশোধনের প্রশ্ন আছে। যেমন ল্যাণ্ডটা যখন একুইজিশন হয় তখন একজনের নামে ছিল তার পরবর্তী মুহূর্তে এটা বিক্রি হয়েছে এবং অন্য জনের নাম আসবে। এই সামান্য রেকর্ড সংশোধন করে এটা অতি সত্বর অধিগ্রহণ করা হবে কিনা ? এবং আমি যতদূর জানি পি, ডাব্লিউ, ডি, দপ্তর থেকে অধিগ্রহণ-এর টাকা রেভিনিউ দপ্তরের নিকট হেণ্ডওভার করা হয়েছে। কাজেই, এটার প্রশ্নে প্রায় ৯০ শতাংশ হওয়া সত্বেও এখন পর্যন্ত রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অতি সত্বর এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, জমি অধিগ্রহণ কর্তৃপক্ষ পূর্ত দপ্তরকে ৮.২৮ একর জমির মধ্যে ৩.৮০ একর জমির হস্তান্তর করেছেন। জমির বাকী অংশটি মালিকানা নির্ধারণ না হওয়ায় কাজটি হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে যে জমি অধিগ্রহণ হয়ে গেছে সেই সমস্ত জায়গায় রাস্তার উচ্চতা, প্রশস্ততা ও রাস্তায় ইট বিছানোর কাজ প্রভৃতি কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এই অংশের কাজটি আগামী কাজের মরশুমে শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর ৮৫

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বর ৮৫

১। **প্রশ্ন** : সারা রাজ্যে বর্তমান গভীরন লকূপের মাধ্যমে কয়টি স্থানে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে এবং কোথায় কোথায়,

১। **উত্তর** : ৪০৪ টি স্থানে। (স্যার, এখানে যে তালিকা আছে সেটি পড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে তাই আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে লে করে দিতে পারি) (মিঃ স্পীকারের অনুমতিক্রমে হাউসে লে করে দিলেন) (তালিকা সংযোজিত হইল)।

২। **প্রশ্ন** : বর্তমান আর্থিক বছরে (১৯৯৭-৯৮) কয়টি নলকূপ খনন করা হয়েছে এবং আর কয়টি খনন করার পরিকল্পনা আছে ?

২। **উত্তর** : বর্তমান আর্থিক বছরে ৯৭-৯৮ইং সনে ২১টি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে এবং আরও ৭৬টি গভীর নলকূপ খনন করার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে ৪০৪টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে সারা রাজ্যে। কিন্তু তিনি কোন্ কোন্ জায়গায় করা হয়েছে সেই ব্যাপারে কোন কিছু বলেন নাই। আমি জানতে চাই কোন জায়গায় এইগুলি করা হয়েছে, আর এখানে বলেছেন যে বর্তমান বছরে ২১টি নলকূপ খনন করা হয়েছে এবং আর ৭৬টা হাতে নেওয়া হয়েছে সেইগুলি কোন্ কোন্ জায়গায় করা হয়েছিল এবং কোন কোন জায়গায় করা হয়েছে এবং বাকী যে ৭৬টি নলকূপ করার যে পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে সেইগুলি কোন্ কোন্ জায়গায় করা হবে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সেটা বলছেন কোন জায়গায় করা হয়েছে যে সেই ৪০৪টি নলকূপ সেটি তো আপনার অনুমতি নিয়ে আমি হাউসে লে করে দিলাম। আর যেগুলি ৭৬টা পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলিও অনেক লম্বা লিষ্ট সেগুলিও আপনি যদি লে করার অনুমতি দেন তা হলে লে করে দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে লে করে দিন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— ঠিক আছে স্যার, আমি এখানে শুধু ২১টি যে নলকূপ যেটা করা হয়েছে সেইগুলি বলছি,— পশ্চিম গঙ্গানগর, পানিসাগর, কমলপুরে দুইটি, প্রগতি বিদ্যাভবন, আগরতলা পৌর পরিষদ, হরিণখলা, মোহনপুর ক্ষুদ্র সেচ, কালাছড়া মোহনপুর ক্ষুদ্র সেচ, প্রতাপগড়, ডুকলি, পানিয় জল রামপুর আগরতলা পৌর পরিষদ, পানিয় জল, আড়ালিয়া, ডুকলি, পানিয় জল, সিমনা মোহনপুর, পানিয় জল। ৪নং কলনি ডুকলি পানিয় জল, জিরানিয়া বীণাপানি বিদ্যালয় পানিয় জল, এ, ডি, নগর আগরতলা পানীয় জল। সিমনা মোহনপুর পানির জল। ডোলোপ নারায়ন

মেলাঘর ক্ষুদ্র সেচ। সিঙ্গিছড়া খোয়াই পানিয় জল, ধর্মনগর পানিয় জল, সত্যরাম চৌধুরী পাড়া পানিয়, জল রজেন্দ্র নগর, পানিসাগর এই ২১টা করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—সাবলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে লিস্ট পড়ে শুনালেন তাতে দেখা যায় যে উত্তর ত্রিপুরা আর পশ্চিম ত্রিপুরা তারাই পানীয় জলের অধিকারী। অথচ আমাদের জানা আছে ৮০ পারসেন্ট ভিলো দি প্রপাটি লাইন, একটাও নাই, একটাও নাই। এটা গরীবের সরকার, গরীবের সরকার। একটা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা দক্ষিণ ত্রিপুরাতে গেলনা, তার কারন কি। আবার বল তোমরা গরিবের সরকার।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—সাবলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, যে গত ১৯৯৩ ইং সালের উদয়পুরের কুপিলং এখানে গভীর নলকূপ বসিয়ে জল সরবরাহ করা হয় এবং সেখান থেকে আমি যে টিলাতে যে বাড়ীতে থাকি সেখান পর্য্যন্ত জল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিগত ৩ বৎসর যাবৎ জল সেই দিকে সরবরাহ করা হয় না। তার কারন ক্ষতিয়ে প্রয়োজন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, এই বিষয়টা আমার জানা নেই, কারন প্রশ্ন সেই ভাবে আসেনি। তবে মাননীয় সদস্য যেহেতু বলেছেন সেটা আমি, খবর নিয়ে দেখব এবং সেখানে প্রয়োজনী উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করব।

শ্রীসহিদ চৌধুরী :—সাবলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি রীগের অভাবে যে টার্গেট আছে সেটা ফুলফিল করা যাচ্ছে না সোনামুড়া মহকুমাতে আমার জানামত এম. আই. এবং পাবলিক হেলথ এই দুই দপ্তর কাজ করছে একটি রীগ দিয়ে। এই অবস্থা দূর করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কিনা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে যে সমস্ত স্কীমগুলি আছে কিছু পাইপ লাইনের জন্য, যদি আরো কিছু পাইপলাইন করা হয় তা হলে কিছু জলের ব্যবস্থা পেতে পারে অল্প খরচে এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—স্যার, রীগের কিছু সমস্যা তো দপ্তরের আছে মোট ৮টা রীগ আছে। এইগুলি যেহেতু মেশিনারী জিনিস তা খারাপ হতে পারেই। তবে আমরা যে শুধু আমাদের রীগ দিয়েই করছি তা নয়,, ইতিমধ্যে আমরা দুইটি প্রাইভেট ঠিকাদারকে দিয়ে কাজ করানোর উদ্যোগ নিয়েছি আমাদের টার্গেট গুলি এচিবমেন্ট করার জন্য। কাজেই, দুইটি পার্টিকে আমরা কাজ দিয়ে দিয়েছি এবং তারা কাজ করছে। এবং আমার ধারণা হচ্ছে এবারও আমাদের যে টার্গেট সেই টার্গেটে এচিভ করতে আমরা পারব।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিতে এখানে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিন ত্রিপুরাতে ড্রীপ- টিউবওয়েল বসানোর কোন তথ্য নেই। নুতন যে ৭৮ টা হবে তার মধ্যে দক্ষিন ত্রিপুরাতে কয়টা আছে? এই তথ্যটা আছে কিনা,।

এবং কয়টি রীগ মেশিন বর্তমানে ত্রিপুরাতে কাজ করছে। এর মধ্যে দক্ষিন ত্রিপুরাতে কোন রীগ মেশিন আছে কিনা। যদি থাকে তা হলে এখন পর্যান্ত কোন একটিও করতে পারল না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীঅঘোরদেববর্মা (মন্ত্রী):— স্যার, যে ৯০টি ড্রীপ টিউব ওয়েল করার জন্য আমরা টার্গেট নিয়েছি সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলি দক্ষিণ ত্রিপুরায় আছে। আমি যে দিকটি লে করেছি সেখানে আমি বলছি কোথায় কোথায় হবে। বাইরের একটি কোম্পানী এবং স্থানীয় ঠিকাদার সাম সাহা এরা ১৫টি ১৫টি করে মোট ৩০টি করেছেন। বাইরের ঠিকাদার দিয়ে আরো কাজ করান যায় কিনা সেটা আমরা দেখব।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে জানিয়েছেন ২৩৭টি নলকূপ আছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এর মধ্যে কয়টি সচল আছে, আর কয়টি অচল আছে?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্য আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে। তবে মাননীয় সদস্য মহোদয়ের কাছে যদি তথ্য থাকে, তাহলে আমাদের দপ্তর থেকে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক:— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০৭

মিঃ স্পীকার:— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০৭

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৭

প্রশ্ন

১। স্বাধীনতার স্বুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে রাজ্য সরকার রাজ্যবাসীর কল্যাণে কি কি নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন।

উত্তর

১। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে নিম্নলিখিত কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, —

কারা দপ্তর:— বিভিন্ন বিভাগে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের সাজা ১০ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত মুকুব করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি পরিবেশ দপ্তর:— রাজ্য সরকার সাব্রুম মহকুমার কলাছড়া গ্রামে পূর্ণ ব্যবহার যোগ্য বিকল্প শক্তি কেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর:— উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে মিউজিক্যাল ফাউন্টেন এবং আলো ধ্বনি (লাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড) প্রকল্প স্থাপন, নীরমহলে মিউজিয়াম গড়ে তোলা

এবং রুদ্রসাগরে হাইমাষ্ট ইলোমিনেশান স্থাপন, উদয়পুর মাতাবাড়ীর সামনে কল্যাণসাগরে হাইজেট ফাউন্টেন ফাউন্টেন স্থাপন, ক্রাফট ভিলেজ স্থাপন এবং ঊনকোটির উন্নয়ন।

এছাড়া বাংলাদেশের সাথে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী, কলিকাতায় ত্রিপুরা দিবস উদযাপন, হরিয়ানার সুরজকুণ্ডে মেলা ও কলকাতায় পর্যটন উৎসবে অংশ গ্রহণ, শচীন দেববর্মনের আবক্ষ মূর্ত্তি স্থাপন, গত ৫০ বছরে রাজ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পুস্তিকা প্রকাশ, রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক ধারা সম্পর্কিত পুস্তিকা প্রকাশ, 'গোমতী' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ সহ রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত যশা শিল্পীদের গান ও বাজনার ক্যাসেট প্রকাশ ইত্যাদি। এছাড়া নতুন কোন প্রকল্প হাত নেওয়া হয়নি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, মাননীয়, মন্ত্রী মহোদয় কিছু কাজকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য হলো, দারিদ্রতাদূরণের উপর নির্ভর করে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য সরকার চিন্তা করছেন কিনা।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা আগেই হাউসে আলোচনা হয়েছে বিলো প্রভার্টি লাইনে যারা আছে তাদের কম দামে চাল দিচ্ছি। আমরাই এটা আগে করেছি। অন্য কোন রাজ্য চালু করতে পারেনি ভিউ টাইমে। সেকেণ্ডলি নির্বাচিত যে সমস্ত পঞ্চায়েত আছে এবং যেখানে পঞ্চায়েত নেই (এ. ডি. সি.) সেখানে সবশুদ্ধ ৬ কোটি টাকা আমরা দিয়েছি। তার মধ্যে ৫৫ কোটি টাকা আন-টাইড মানি দিচ্ছি। তার মধ্যে শেয়ার অব ট্যাক্স্‌সেস্ এর ১৩ কোটি টাকা পঞ্চায়েত পাবে। এবং আইন মোতাবেক সব টাকাই গ্রামে খরচ হবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— সবটাই গ্রামে খরচ করা হবে এবং এই টাকার বেশীও হচ্ছে প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকাতে মাথাপিছু ১০০ টাকা লোকসংখ্যা অনুপাতে। পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ৬০ টাকা এবং জেলা পরিষদ এলাকায় ৪০ টাকা। এইভাবে প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকাতে ২০০ টাকা করে মাথাপিছু খরচ করা হচ্ছে। তাছাড়া এ. ডি. সি এলাকাতে আরও ৫০ টাকা বাড়িয়ে দিয়ে ২৫০ টাকা করা হয়েছে। গ্রাম স্তরে মাথাপিছু ১৭৫ টাকা এবং বি, এ, সি'তে ৭৫ টাকা এইড, ২৫০ টাকা করা হচ্ছে। গাঁওসভাগুলিতে যে উন্নয়নমূলক কাজ হবে এবং রাজ্য সরকারের যে সব উন্নয়নমূলক কাজ আছে তার সঙ্গে ট্যাগ করতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতিও তাই করবে এবং জেলা পরিষদও তাই করবে। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যে কমিটমেন্ট দিয়েছিলাম যে আমরা বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাব সেটা আমরা করছি। সেই দিক থেকে আমাদের মত স্টেট এক বছরে এত অধিক পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করার উদাহরণ সারা ভারতবর্ষে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই সমস্ত কাজের মাধ্যমে গরীব অংশের মানুষের কর্মসংস্থানের কাজ চলবে।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (বনমালীপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে যে মুষ্টিমেয় কয়জন স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবিত আছেন, তাঁদের সাম্মানিক হিসাবে যেহেতু আগামী দিনে আর কোন এই ৫০ বছর উৎসবে এদের অংশগ্রহণ করার কোন স্কোপ নেই সেই জন্য তাঁদের সাম্মানিক হিসাবে রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন কিনা যেটা আগে আমাদের সময়ে নেওয়া হয়েছিল বা তাঁদের সম্মান জানানোর জন্য কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা অন্য কোনভাবে জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে স্বীকৃত তাদেরকে আমরা দিচ্ছি, অল্প হলেও দিচ্ছি। ভারত সরকার দিচ্ছেন। আমি কাগজে দেখেছি ভারত সরকার সাম্মানিক বাড়িয়েছেন। আমরা এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন এটা আমরা বিবেচনা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী।

শ্রীব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী (জোলাইবাড়ী) :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২৮ স্যার

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২৮ স্যার

প্রশ্ন

১) বর্তমান ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বছরের রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের প্রাপ্য বকেয়া মহার্ঘভাতা পরিশোধ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা.

২) থাকলে কবে নাগাদ কত শতাংশ মহার্ঘভাতা মঞ্জুরী করার জন্য সরকারী ঘোষণা দেওয়া হবে.

৩) যদি না দেওয়া হয় তার কারণ ?

উত্তর

১) বর্তমানে বকেয়া ৪৫ শতাংশ মহার্ঘভাতার মধ্যে ৩১-৮-৯৭ ইং তারিখ হইতে ১১ শতাংশ হারে আরও এক কিস্তি মহার্ঘ ভাতা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মঞ্জুর করা হইয়াছে।

২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

এখনি বলা সম্ভব নয়। ইহা সম্পুর্ণভাবে নির্ভর করে রাজ্য সরকারের আর্থিক সংগতির উপর।

শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ৪৫ শতাংশ ডি, এ, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য। ৪৫ শতাংশ ডি, এ, কর্মচারীদের প্রাপ্য হলে তাদেরকে কেন আর্থিক সংগতির কথা বলে বারবার বঞ্চনা করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ কর্মচারীদের দাবী অনুসারে আই, আর, বাড়ানো হবে কিনা ? তৃতীয়তঃ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ৪র্থ পে কমিশনের রিপোর্ট সাবমিট করা হবে কি ? নাকি রিপোর্ট সাবমিটের জন্য বেতন কমিশনের নির্দ্ধারিত সময় বৃদ্ধি করতে সরকার আগ্রহী ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, প্রশ্ন তো একটা কিন্তু এখানে আরও তিনটা প্রশ্ন জড়িয়ে নিয়েছেন যাই হোক ১৯৯৩ সালে বর্তমান সরকার কার্যভার গ্রহণ করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার

এর সরকারী কর্মচারীদের ডি.এ.এর ব্যবধান ছিল ৪১ শতাংশ। আমরা যখন গভর্ণমেন্টে আসি তখন ওদের বকেয়া পাওনা ছিল ৪১ শতাংশ। পরবর্ত্তী সময় হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর কর্মচারীদের যেখানে ৭৮ শতাংশ ডি. এ. মঞ্জুর করেছেন সেখানে রাজ্য সরকার এর তীব্র আর্থিক সংকট সত্ত্বেও গত সাড়ে চার বছরের কম সময়ে তাঁর কর্মচারীদের ৮৫ ডি.এ. মঞ্জুর করেছেন। ফলে পূর্ব্বেকার ডি.এ এর ব্যবধান হ্রাস পেয়ে ৩৫ শতাংশ বর্ত্তমানে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৭০ শতাংশ ধরে। সেই হিসাবে সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটলে এই ব্যবধান আরও হ্রাস করার জন্য আন্তরিকভাবে সহানুভূতিশীল। স্যার, আমার ষ্টাটমেন্টে এটাই প্রমানিত হয়েছে গভর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া ৭৮ শতাংশ রিলিজ করেছেন আমরা যখন ক্ষমতায় এলাম তখন ৪১ শতাংশ বকেয়া ছিল কিন্তু এখন এটা ৩৫ শতাংশ ব্যবধানে আমরা নামিয়ে এনেছি। আই আর. সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন আমরা খুব এ্যাকটিভলি কনসিডার করছি খুব শীঘ্রই আর একটা ইনষ্টলমেন্ট আই. আর. আমরা রিলিজ করব। আর বেতন কমিশনের কথা যেটা উনি বলেছেন সেটা কবে পে-কমিশন দেবেন সেটার উপর নির্ভর করছে তারপর গভর্ণমেন্ট বিচার বিবেচনা করবেন কাজেই এখন সেটা কিছু বলা যাচ্ছে না।

শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার দ্বিতীয় নাম্বার প্রশ্ন সম্পর্কে ক্লিয়ার হইনি কারণ কর্মচারীদের দাবী অনুযায়ী আই. আর. বাড়ানো হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার দেবেন তো বলেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ চৌধুরী।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী (খোয়াইমুখ) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪২

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪২

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত লাউগাং ভায়া রতনপুর মালিরাম বাড়ী ও কৈলাশনগর পর্যান্ত রাস্তাটি পাকা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না.

২। যদি না থাকে তবে কবে নাগাদ রাস্তাটির কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়,

৩। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। পূর্ত্ত দপ্তরের সিডিউলে এ রকম কোন রকম কোন রাস্তার নেই।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সিডিউলে নেই সেটা প্রশ্ন নয়। ঐখানে একটা রাস্তা হয়েছিল এবং এটার উপর ১৯৯৪ সালে আমি যখন প্রশ্ন করেছিলাম তখন আমাকে বলা হয়েছিল পরবর্ত্তী বাজেটে দেখা হবে কিনা সেটার চেষ্টা হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের পর ১৯৯৫ সাল চলে গেল, ১৯৯৬ সাল

চলে গেল এবং এখন ১৯৯৭ সালও চলে যাচ্ছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই রাস্তাটি হয়নি। এই রাস্তাটা এ.ডি.সিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এ.ডি.সিও রাস্তাটা করলেন না। এটা টোটালি এ.ডি.সি এলাকার মধ্যে পড়েছে। পুরো এলাকাটা পাহাড়ী অঞ্চল। ধনপুর, শিবপুর, মালিরাম বাড়ী এবং কৈলাশনগর ইত্যাদি জায়গার মেজরিটিই হচ্ছে উপজাতি কারণ সেখান ৮০ পারসেন্ট হচ্ছে উপজাতি। তাদের রাস্তা বলতে একটা রাস্তাই আছে সেটা কাচা রাস্তা। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন সেখানে রাস্তা নেই।

আমি বলেছি শান্তিরবাজার সাব-ডিভিশনের উপর কোন কাজ হয়নি। এই রাস্তাটির উপর মাটি কাটা হচ্ছে, টেণ্ডার হচ্ছে, এটার কোন কিছু হচ্ছেনা। এটা সম্পর্কে বলা হয়েছিল পরবর্ত্তী বাজেটে দেখা হবে। কিন্তু আজকে পর্য্যন্ত তার হদিশ পেলামনা।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি ত বললাম রাস্তা ত অনেক আছে, হাজার হাজার রাস্তা আছে। কোনটা ব্লক করে, কোনটা পঞ্চায়েত করে। সব রাস্তা পি, ডব্লিউ, ডি করে না। উনি যেটা বলেছেন এই রাস্তার কোন নাম নাই সেখানে। আমি যা দেখেছি, এই এলাকার মধ্যে দুটো রাস্তা আছে। একটা হচ্ছে সাড়াসীমা এবং লাউগাং লিংক এবং আর একটা রাস্তা আছে ঝরঝরিয়া রতনপুর হয়ে জুলাইবাড়ী এই দুইটা রাস্তা সেখানে পি, ডব্লিউ, ডির আছে এবং সেগুলির কাজকর্ম চলছে। এই রাস্তাটা এখানে নেই, এই নামে নেই। আমি ত ম্যাপ নিয়ে এসেছি, এই দুইটা রাস্তা সেখানে আছে। ঝরঝরিয়া এবং জুলাইবাড়ীর যে রাস্তা তার উপর রতনপুরটা পড়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে দুইটা রাস্তা আছে! এখানে লাউগাং এবং রতনপুরের যে রাস্তাটির কথা বলা হয়েছে, মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন এটা পি ডব্লিউ, ডি রোড, এটা পুরো রাস্তাটির উপর মেটেলিং এবং সলিং এর টেণ্ডার হয়েছিল আগে। এটা পাটলি কাজ হয়েছে সেটা রতনপুর থেকে রতনপুর পঞ্চায়েতের গাবুছড়া থেকে লাউগাং পর্যান্ত রাস্তাটির মধ্যে কাজ হয়নি। কোন মেটেলিং হয়নি। আর্থ ওয়ার্কের কাজ হয়েছে, সেখানে সলিং এর কোন কাজ হয়নি। মেটেলিং হয়নি। আর্থওয়ার্কের কাজ হয়েছে, সেখানে সলিং-এর কোন কাজ হয়নি এবং বিলোনীয়া থেকে নর্থ সোনাইছড়ি পর্য্যন্ত সেখানে সলিং এর কাজ আছে। একটা রাস্তার মধ্যে পাটলি হয়েছে, পাটলি প্রশ্ন মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন যেটা বলেছেন উনি এটা এ,ডি,সি রোড। রতনপুর, কৈলাশনগর ভায়া মনিরামবাড়ী এটা এ.ডি.সি রোড। সেটার মধ্যে কাজ হচ্ছে এবং সেটা মাননীয় মন্ত্রী এ, ডি, সির সংগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দপ্তর মারফৎ খবর নিয়ে সেখানে লাখ লাখ টাকার সব সময় টেণ্ডার হচ্ছে। কিন্তু জনগণের কল্যাণে গিয়ে পৌঁছাচ্ছেনা। সেখানে প্রযোজনীয় কালভার্ট নেই। দুই একটা ব্রীজ

হয়েছে। সেই ব্রিজ নিয়ে মারামারি অনেক কিছু হয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী খোঁজ নিয়ে রাস্তা করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) : — ঝরঝরিয়া রাস্তার ত প্রশ্ন এখানে আসেনা। আমি ক্যাজুয়েলি বলেছি, আমি বলেছি এজন্য যে এটা নেই। মাননীয় সদস্য যেটা বললেন যে এ, ডি, সির রাস্তা। এ, ডি, সিকে ৮৫-৮৬ সনে ২৬৫টি রাস্তা হ্যাণ্ড-ওভার করা হয়েছে। কাজেই, সেগুলি এ, ডি, সি, দেখবে। কাজেই, ওটার জন্য রিপ্রেসেন্টেশান এ, ডি, সির কাছে দিন।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর যে তথ্য দিয়েছেন এটা এ, ডি, সিকে দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৪ এর বিধানসভায় বলা হয়েছে এটা এ, ডি, সির করার কথা আছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এ. ডি, করলনা রাস্তাটা, পি, ডব্লিউ, ডি, যেটা ত্রিপুরা সরকারের যে অংশটা সেটাও করা হলনা। আপনি গিয়ে দেখে আসুন একটি মানুষ হাঁটবার মত অবস্থা নাই। টেণ্ডার নিয়ে পিটাপিটি হচ্ছে, একটা মানুষ হেঁটে যেতে পারছেনা। একটি কালভার্ট নেই। রাস্তাটা একবার গিয়ে দেখে আসুন, মনিরাম বাড়ীতে অনেকে মিটিং করতে যায়, সেই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, আপনারা তাদের কাছ থেকে খবর নিন সেই রাস্তাটার কি অবস্থা। এদিকে প্রশ্ন করার পর আপনি উত্তরে বলেছেন, এটা সম্পর্কে কোন তথ্য আপনার কাগজে নেই। ১৫ দিন আগে প্রশ্ন করার পর আজকে আমাদেরকে এখানে উত্তর পেতে হয় যে কাগজে কিছু নেই, এটা বড়ই দুঃখজনক। আর এই যদি হয় দপ্তরের অবস্থা তাহলে সেটা আমি আর কি বলব। মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, অযথা সময় নষ্ট করছেন উনি. আমি বলেছি এটা পি ডব্লিও ডির রাস্তা নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫২,

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : --মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৫২

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় উন্নতি সাধনে নুতন করে সাব-ষ্টেশন খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) থাকিলে কোথায় কোথায় ? ৩) কল্যানপুর সাব-ষ্টেশনের কাজ করে পর্য্যন্ত শেষ হবে।

উত্তর

১) হ্যাঁ, আছে।

২) ৩৩ কে. ভি. সাবষ্টেশন, পানিসাগর, গণ্ডাছড়া রানীরবাজার, জুর্জয়নগর, আগরতলা,

আগরতলা পাউয়ার হাউস, সেকেরকোট, জম্পুইজলা, কাঁকড়াবন, জোলাইবাড়ী রাজনগর, সাব্রুম। ১৩২ কে. ভি. সাব-ষ্টেশন হবে, কমলপুর-৭.৫ এম ভি এ। কৈলাশহর-৭'৫ এম. ভি এ। ধর্মনগর ৭.৫ এম ভি এ। কুমারঘাট-৭.৫ এম ভি এ। আমবাসা ৭.৫ এম ভি এ। ৬৬ কে. ভি সাব-ষ্টেশন হবে, বিলোনীয়া-৬.৩ এম ডি এ। অমরপুর ৬.৩ এম ভি এ উদয়পুর ১ ×১০.০ এম ভিএ। বগাফা ৬.৩ এম ভি ত্র। বাধারঘাট-১৫.০ এম ডিত্র। আগরতলা-২ ×১৫.০ এম ভি এ। সোনামুড়া-১×৫.০ এম ভি এ। সাঁতচাঁদ ১ ×৪. এম ভিএ।

৩) মার্চ ১৯৯৮ ইং সালে এটাকে শেষ করার সময়সীমা ধার্য্য করা হয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সারা রাজ্যের যে তথ্য দিলেন এটা খুবই উল্লেখযোগ্য দিক। কারণ এই বিদ্যুৎ নিয়ে আমরা খুবই বিব্রত, কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে আমরা খুবই খুশি হয়েছি। তবে নূতন করে সাব-ষ্টেশান খোলার ব্যাপারে উনি যে নামগুলি দিলেন সেগুলি খোলার সময় সীমা সম্পর্কে কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নির্দিষ্ট কোন কিছু বলেন নি। মানে এই কাজগুলি কতদিনের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে তার কোন সময় সীমা নির্ধারণ করা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, আমাদের সাব-ষ্টেশান করার কাজ অনবরতই হয়। লাইন যেখানে সেখানে এক্সটেনশন হয়, লাইন এক্সটেনশানের সঙ্গে সঙ্গেই কোথাও সাব-ষ্টেশান নূতন করে করতে হয়, কোথায়ও সাব-ষ্টেশানের উন্নতি করতে হয় কোথায়ও যে শক্তি থাকে তাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়াহয়। এখন এটাতো এমনি করে বলার বিষয় না। সাব-ষ্টেশান করার কাজটা আমাদের অনবরতই চলে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী পান্নালাল ঘোষ।

শ্রী পান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৬১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার -১৬১।

প্রশ্ন

১। উদয়পুরে বদর মোকাম ঘাটে গোমতী নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু নির্মানের দীর্ঘকালীন দাবীর ব্যাপারে সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন।

২। বর্ত্তমান ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বৎসরে উক্ত সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে কি?

উত্তর

১। আর্থিক অপ্রতুলতার দরুন উদয়পুরের বদর মোকাম ঘাটে গোমতী নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু নির্মাণের কাজটি এখনও হাতে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কাজটি হাতে নেওয়া সম্ভব হবে না।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উদয়পুরের বদর মোকাম ঘাটের যে সেতুর কথা বলা হয়েছে এটার দাবী দীর্ঘদিনের। আমি ১৯৯৩ সালেও এই প্রশ্নটা রেখেছিলাম এই বিধানসভায়, উত্তরে বলেছিলেন যে সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। তারপরে পিটিশান কমিটি তাদের স্টাডি করার পর তাদের রিপোর্টে তার সত্যতা স্বীকার করেছেন। যে এখানে একটা সেতু হোক সেটা তারা বলেছেন। এই সম্প্রতি প্রচণ্ডভাবে নদী ভাঙ্গনের ফলে এখানে উঠানামা করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই এই দিক বিবেচনা করে এই সেতু নির্মানের কাজ করা হবে কি না? আমরা শুনেছিলাম যে পিটিশন কমিটিও বলেছেন যে টাকা পয়সার অপ্রতুলতার কারনে সেতুটি নির্মান করা হচ্ছে না। সেজন্য পিটিশন কমিটি সে সেতুটি নির্মান করে টোল বসিয়ে টাকা তোলার সম্ভাবনার জন্যও সুপারিশ করেছিলেন। কাজেই এই ব্যবস্থা করে সেতু করার জন্য চিন্তাভাবনা করা হবে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উদয়পুরের গোমতী নদীর উপর যে জায়গাতে বর্তমান সেতুটি আছে তার থেকে দেড় কিলোমিটার দূর হচ্ছে বদরমোকামঘাট। সে তুলনায় আরো অনেক জায়গা আছে অনেক ডিষ্টেন্সে যেখানে কোন ব্রীজের ব্যবস্থা নেই। সেগুলিও আমাদের চিন্তা করতে হয় এবং আমাদের সীমিত আর্থিক সংগতির মধ্যেই আমাদের কাজ করতে হবে। তবে এই ব্রীজটা তৈরী করার ব্যাপারটা নিগেট করছি না বা আণ্ডাররেট করছি না কিন্তু আমাদের যে আর্থিক সঙ্গতি তার মধ্যে থেকেই আমাদের কাজ করতে হবে। গোমতী নদীর উপর একটা পার্মানেন্ট ব্রীজ করতে হলে (এস, পি, টি, ব্রীজ করলে হবে না) প্রায় তিন থেকে চার কোটি টাকার কমে হবে না। কাজেই এই সমস্ত প্রশ্ন আছে। আর পিটিশন কমিটির যে অবজারভেশন রয়েছে টোল বসিয়ে ব্রীজ করার কথা বলছেন এই সিস্টেম এখনো আমাদের রাজ্যে চালু হয়নি। আর পশ্চিমবাংলায় দ্বিতীয় হুগলীসেতুর উপর সেটা বসালেও আর কোথাও সেটা বসানো হয়নি। আর আমরা এই রাজ্যে এখনো সেটা বসাইনি। কাজেই আমাদের আর্থিক সঙ্গতি ভাল হলেই আমরা সেটা দেখব।

আমরা চেষ্টা করেছিলাম কেন্দ্রিয় মিনিষ্ট্রি অব সারফেস ট্রান্সপোর্ট থেকে

৩৯টি ব্রীজের জন্য টাকা চেয়ে একটি প্রপোজেল পাঠিয়েছিলাম ওদের কাছ থেকে কিছু টাকা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু ওরা জানিয়ে দিয়েছে যে ওরা কোন টাকা দিতে পারবে না এই ব্যাপারে। এখন বাইরে অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা চলছে এই সব প্রজেক্ট-গুলি নিয়ে। কিন্তু কি হবে সেটা বলা যায় না। কারণ আমাদের প্রজেক্টতো কম টাকার, বড় বড় ষ্টেটের তো অনেক বেশী টাকা ইনভেষ্ট করতে চায়। কাজেই চেষ্টা করছি। যদি কিছু হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ব্যবস্থা করব। আর ওন রিসোর্স থেকে এটা হাতে নিতে পারছি না। তবে এটা আমাদের কন্সিডারেশনের মধ্যে থাকবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৭।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭

প্রশ্ন (১) :— ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর কর্তৃক চলতি অর্থ বৎসরে (১৯৯৭-৯৮ইং) মোট কয়টি ওভার ফ্লো করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর :- বর্তমান অর্থ বৎসরে ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর কর্তৃক কোন ওভার ফ্লো বসানোর পরিকল্পনা নাই।

প্রশ্ন (২) :— ইহা কি সত্য যে পাইপ কেনা ও সরবরাহের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতার জন্য ওভার ফ্লো খনন করা যাচ্ছে না ?

উত্তর : ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না ?

প্রশ্ন (৩) সত্য হলে জটিলতা শীঘ্রই কাটানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে কি ?

উত্তর :— বিভিন্ন সময় ব্লক কর্তৃক ওভার ফ্লো খননের জন্য পাইপ সরবরাহের অনুরোধ আসে। সে কারনে সম্প্রতি কিছু কিছু পি, ডি, সি, পাইপের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড ষ্ট্যার্ড কোশ্চেয়েন নাম্বার ২৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্ট্যার্ড কোশ্চেয়েন

১। প্রশ্ন : ধর্মনগর মহকুমার নূতন বাজারের নিকট জুড়ির নদীর উপরে পাকা ব্রীজ নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর : হ্যাঁ আছে।

২। প্রশ্ন : যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত ব্রীজটি নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর : উক্ত ব্রীজটি নির্মাণের কাজ ১৯৯৮-৯৯ ইং সন নাগাদ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাবলিমেন্টারী স্যার, এই ব্রীজ বর্ত্তমানে বেহাল অবস্থায় রয়েছে এবং যান দুর্ঘটনারও যথেষ্ট সম্ভাবনা এরফলে রয়েছে। কাজেই অতি সম্প্রতি ব্রীজটি সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হবে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশের ফলে বর্ত্তমানে সরকারী কাজে কাঠ ব্যবহার করাটা প্রয়োজনীয় হলেও সম্ভব হচ্ছে না। সোনামুড়াতেও ফ্লাডে খারাপ হওয়া একটি ব্রীজ সংস্কারের জন্য ফরেষ্ট দপ্তরকে বলেও কাঠ পাওয়া যায়নি। এই হচ্ছে কাঠের অবস্থা। যাই হোক, আমরা এন ই. সি. থেকে নতুন রাস্তার জন্য একটি সেংশান পেয়েছি। সেটা হচ্ছে কটকরায়-কৈলাশহর-ধর্মনগর হয়ে আসামের কাছাড় পর্যন্ত। এই এলাইনমেন্টের উপরই সংশ্লিষ্ট ব্রীজটি রয়েছে। আমি সেটা বলেছি যে ১৯৯৮-৯৯বর্ষে কাজ শুরু করতে পারব এবং তখন পাকা ব্রীজই করতে পারব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাবলিমেন্টারী স্যার, বিলোনীয়াতে মুহুরী নদীর উপর কাঠের যে সেতুটি ছিল এবং অন্যান্য স্থানেও কাঠের যে সেতুগুলি রয়েছে সেগুলি কাঠের বর্ত্তমান সমস্যা এবং জনস্বার্থে ভেলি ব্রীজ রূপান্তরিত করা হবে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) : —স্যার, আলেদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ১৪৭ স্যার।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ১৪৭।

১। **প্রশ্ন** : ইহা কি সত্য যে, আগরতলাস্থিত কৃষ্ণনগর টি. আর. টি. সি. অফিস কমপ্লেক্স যাত্রী সাধারণের জন্য শৌচাগার ব্যবহারেরর কোন সুবন্দোবস্ত নেই।

উত্তর : ইহা সত্য নহে।

২। **প্রশ্ন** : ইহাও কি সত্য উক্ত কমপ্লেক্সে ইতিপূর্বে যে শৌচাগারটি ছিল সেটাও কয়েক বছর যাবৎ যাত্রী সাধারণের ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে রয়েছে।

উত্তর : ইহা আংশিক সত্য।

৩। **প্রশ্ন** : সত্য হলে যাত্রী সাধারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অতি সত্বর শৌচাগারটি ব্যবহারযোগ্য করা হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্বীকার করেছেন, রাজধানী শহরের কৃষ্ণনগরে টি, আর, টি সি-র সদর দপ্তরের বহু পুরানো শৌচাগারটিকে সংস্কার না করার ফলে যাত্রী সাধারণের ব্যবহার অযোগ্য হয়ে রয়েছে। আজকে সকালেও আমি সেখানে ঐ শৌচাগারে গিয়ে দেখি মূল-মূত্র বিশ্রি দুর্গন্ধ শৌচাগার সহ আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ছে। ক্লিনিং হয় নাই। অসস্থিকর এই পরিবেশ থেকে যাত্রী সাধারণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য শৌচাগারটিকে অতি সত্তর ব্যবহারযোগ্য করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী রনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) ঃ— ঠিক আছে, মাননীয় সদস্য যেটা বলবেন এই রকম যদি হয়ে থাকে সেখানে ম্যানেজিং ডাইরেকটর আছেন। উনারও কিছু দায়িত্ব আছে উনিও এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারেন। এটা সবটা মন্ত্রীর উপর নির্ভর করে না। এবং আপনি যেটা বলেছেন যদি এই রকম ঘটনা হয়ে থাকে আমি এই বিষয়টা খুব গুরুত্ব সহকারে দেখব এবং এটা যাতে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য হয় এবং পরিস্কার হয় সেটাও দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১০৮।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১০৮

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় করের অংশ হিসাবে কত শতাংশ টাকা পেয়ে থাকেন এবং

২। এই বৎসর এই খাতে কত টাকা পেয়েছেন।

উত্তর

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় করের নিম্নরূপ শতাংশ টাকা রাজ্য সরকার পেয়ে থাকেন ঃ—

ক) Basic Excise Duty এর 40% এর 0.378%

এবং

75% এর নিম্নরূপ শতাংশ—

১৯৯৫-৯৬ ইং সালে ৫.৪৬৫ শতাংশ,

১৯৯৬-৯৭ ইং সালে ৬.৮০৭ শতাংশ,

১৯৯৭-৯৮ ইং সালে ৯.২৬৩ শতাংশ,

১৯৯৮-৯৯ ইং সালে ৯.৬১৮ শতাংশ,

১৯৯৯-২০০০ সালে ১০.০৮৯ শতাংশ।

খ) Additional Excise Duty .286%

গ) আয় করের ৭৭ ৫ শতাংশ এর ০.৩৭৮ শতাংশ।

ঘ) Garnd aid in leu of Taxon Railways Passenger Fare এর 0.039.

২। এই বৎসর (১৯৯৭-৯৮ ইং) আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ১৪৪.২৬ কোটি (একশত চুচল্লিশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ) টাকা পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, রাজ্যের স্বার্থে এই টাকাগুলি সব সবয় সঠিক সময়ে পাওয়া যায় কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** স্যার, আমি বলেছি যে, মানথলি রিলিজ করে ! কাজেই আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত যে টাকা পেয়েছি সেটা আমি বলে দিয়েছি।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— স্যার, বকেয়া আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— বছরের শেষ দিকে একটু এইদিক সেইদিক হয়। আদার ওয়াইজ মোটামোটি পাওয়া যায়। কিছু এইদিক সেইদিক হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— প্রশ্ন পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

CONDOLENCE MOTION

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি গত ৪.৯.৯৭ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয়ের নিকট হইতে একটি শোক প্রস্তাব নোটিশটি পেয়েছি। এবং সেটাকে সর্বজন গ্রাহ্য বলে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—"রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা অটুট রাখতে এবং শান্তি রক্ষা করতে যে সকল জাতি উপজাতি শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারী ও নিরাপত্তা কর্মী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা গরীব জনসাধারণ ও সাধারণ মানুষ বৈরীদের হাতে প্রাণ দিয়েছে—এই বিধানসভা তাদের বিদেহী আত্মার কামনা করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।"

এখন আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ করব তাদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দুই মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালন করার জন্য। (দুই মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালন করার পর)

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি গত ৪, ৯, ৯৭ইং তারিখে পৌর সভার ছাটাইকৃত কর্মচারীদের সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেবার জন্য দাবী করেছিলাম এবং মাননীয় সভার নেতা এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী আজকে বিবৃতি দিতে বলেছিলেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— আমি বলব স্যার।

মিঃ স্পীকার :— রেফারেন্স পিরিয়ডের পরে বলবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— সেটা কত সময় হবে। আমি শুনতে পারব না যদি একটার পর হয়।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি কি এখন বলতে পারবেন, যদি পারেন তাহলে বলেন।

STATEMENT BY THE DEPUTY CHIEF MINISTER

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— আমি এই ব্যাপারে বিবৃতি দিতে বলেনি আমি বলেছিলাম উনি যেটা প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর আমি আজকে দেব। উনি বলেছিলেন যে ছাঁটাকৃত পৌর-কর্মচারীরা অনশন করছেন।

স্যার, উনি বলেছিলেন যে এই ছাঁটাই পৌরকর্মচারী যারা অনশন করছেন তাদের ব্যাপারে পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বলেছেন যে ত্রিপুরা সরকার যদি টাকা দেন চেয়ারম্যানের কাছে বা পৌর পরিষদে তা হলে তিনি ওদেরকে চাকুরী দিতে পারেন। তার জবাবে আমি বলেছিলাম ইতি মধ্যে ত্রিপুরা সরকার তাদের মধ্যে ৩১ জনকে চাকুরী দিয়েছে। আর পৌর পরিষদের কাছে ওদেরকে পুনঃনিয়োগ করার জন্য টাকা দেওয়া যাবে কিনা সেটা আমি আজকেই বলব। এই ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য হল, মাননীয় সদস্যদের, মাননীয় সদস্য বলতে নৃপেন চক্রবর্তী প্রস্তাব অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার পৌর ছাঁটাই কর্মচারীদর পুনঃবহালের জন্য পৌর পরিষদকে টাকা দিতে পারবেনা। দ্বিতীয় হচ্ছে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর শূণ্যপদ পূরণের জন্য ইন্টারভিউ হবে তাতে পৌর ছাঁটাই কর্মচারীরা যোগ্যতা অনুযায়ী ইন্টারভিউ দিয়ে চাকুরীর চেষ্টা করতে পারেন, এবং সেই ক্ষেত্রে সরকার সহানুভূতির সঙ্গে তা দেখবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, দুঃখিত। খুবই দুঃখিত। মানবতার দিক দিয়ে তা দেখা দরকার। এই রকম একটা অনশন প্রায় ১১০ দিন হল, ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয়। বিভিন্ন বার ঝাপটার মধ্যে দিয়েও তারা তাদের অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা পৌর পিতার সঙ্গে দেখা করে এই প্রতিশ্রুতিও পেয়েছেন যে তাদের সামান্য কিছু টাকা পেলে তারা ছাঁটাই কর্মচারীদের কর্মের সংস্থান করতে পারেন আস্তে আস্তে। এখানে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তারা ইন্টারভিওতে বসতে। এখানে ইন্টারভিউর মানে কি আমার জানা নাই?

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— স্যার, ১০০ পারসেন্ট রোস্টার মানা হয়নি। তা তিনিই হাইকোর্টে জানিয়েছিলেন। এখানে এস. টি., এস. সি. একজনও নেই। তিনি তা হাই কোর্টে জানিয়েছিলেন। তিনি কি করে এখানে আবার বলছেন। আমাদের রাজ্যে আড়াই লক্ষ বেকার আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা বিতর্কের বিষয় না। এটা সহানুভূতির সঙ্গে মানবতার সঙ্গে যেন আপত্তি তার বিবেচনা করবে। আমি এই অনুরোধ আপনার কাছে রাখছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বসুন, বসুন।

শ্রীপবিত্র কর :— স্যার, আমার একটা ব্যাপারে একটু বলার আছে। আমার বিষয়টি হল আসাম-আগরতলা রোড এটাতে তো বর্ডার অরগানাইজেশান কাজ করছে। গত চার মাস যাবত রাস্তাটা এমন অবস্থায় পড়ে আছে যে প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ টা গাড়ী ব্রেক ডাউন হচ্ছে। কালকে তিনটা গাড়ী-ওয়েল টেংকার সেখানে পড়ে আছে। এটার জন্য আমি স্যার একটা চিঠি লিখেছিলাম বর্ডার রোড অরগানাইজেশানের কাছে চীফ সেক্রেটারী তাদের কাছে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, এই সমস্ত চিঠি পত্র দেওয়ার পর ওরা একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে "রোড ডেমেজ-ড্রাইভ স্লো"। এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যাচ্ছেনা। এটা আমাদের লাইফ লাইন……। এখানে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী আছেন উনি এই ব্যাপারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, বর্ডার রোড অরগানাইজেশানের এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং কাজটা যাতে করে দ্রুত হয় সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে ২টি (দু'টি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমার এখানে একটু বলার আছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ

মিঃ স্পীকার :— নির্ধারিত কর্মসূচী মাননীয় সদস্য চলতে সাহায্য করুন। আজকের কার্য্য-সূচীতে যা আছে সবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা বসুন। আমাকে সভার কাজ চালাতে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আজকে কার্য্যসূচীতে ২টি (দু'টি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভার-প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ৪-৯-৯৭ইং তারিখে মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রীসমীরদেব সরকার যুগ্মভাবে উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি জনশক্তি ও কর্মসংস্থান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নো বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

(গণ্ডগোল)

বিষয়বস্তুটি হলো :—

"উগ্রপন্থী আক্রমণে যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারে সরকারী চাকুরী দেওয়া সম্পর্কে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, উগ্রপন্থী আক্রমণে যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারে সরকারী চাকুরী দেওয়া সম্পর্কে—

(**গণ্ডগোল**)

স্যার, বিগত ১০-৭-৯৩ইং সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উগ্রপন্থী আক্রমণে যারা নিহত হয়েছেন তাদের নিকট আত্মীয় (স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান অথবা পিত-মাতার) একজনকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং যোগ্যতানুসারে সরকারী চাকুরী দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

(**গণ্ডগোল**)

উগ্রপন্থী আক্রমণে নিহত হলে তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসাবে ঐ ব্যক্তির পরিবারকে তাৎক্ষণিক ভাবে ৫,০০০ টাকা অনুদান এবং একাধিক ব্যক্তি নিহত হলে ১০,০০০ টাকা সাহায্য দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে মৃতের নিকট আত্মীয়ের যোগ্যতানুসারে সরকারী চাকুরী দেয়া হয়। পরিবারের চাকুরী করার যোগ্যতা সম্পন্ন কেউ না থাকলে অর্থ সাহায্য করা হয়। নিহত ব্যক্তির বয়স ১৮ বৎসরের বেশী হলে ৫০,০০০ টাকা এবং ১৮ বৎসরের নীচে হলে ২৫,০০০ টাকা দেয়া হয়। এ কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টেকে যোগাযোগকারী কর্তৃপক্ষ করা হয়েছে। এবং জয়েন্ট সেক্রেটারী, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টকে মেম্বার সেক্রটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট ও ডাইরেক্টর অব স্কুল এডুকেশানকে পার্মানেন্ট মেম্বার করে যথেষ্ট ক্ষমতা-সম্পন্ন একটি কমিটি করা হয়েছে যাতে যাথাযথ গুরুত্ব সহকারে কাজটি সম্পন্ন করা যায়।

মৃতের নিকট আত্মীয় মহকুমা শাসকের মাধ্যমে যোগ্যতা নির্ণয়ক প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সহ চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করেন। মহকুমা শাসক প্রয়োজনীয় স্ক্রুটিনী করে তার মন্তব্য সহ সে দরখাস্ত জেলা শাসকের নিকট প্রেরন করেন। জেলা শাসক পুলিশ সুপারের নিকট হতে রিপোর্ট নিয়ে দেখেন আবেদনকারীর নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু উগ্রপন্থী আক্রমণে হয়েছে কিনা। এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির দরখাস্ত চাকুরীর জন্য রেভিনিউ সেক্রেটারীর নিকট পাঠিয়ে দেন। আর যাদের চাকুরের যোগ্যতা নেই সেক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন।

রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন দপ্তরের চাকুরীর শূণ্যপদের খোঁজ খবর নিয়ে দরখাস্তগুলি সেই সেই দপ্তরে পাঠিয়ে দেন চাকুরী দেওয়ার জন্যে। এ ভাবে সরকারের বিভিন্ন. দপ্তরে উগ্রপন্থী অক্রমণে নিহতের পরিবারের সদস্যদের চাকুরী দিয়ে থাকে।

চাকুরী দেওয়ার উপযুক্ত শূণ্যপদ না থাকলে কোন একটি দপ্তরে অতিরিক্তসংখ্যাক পদ সৃষ্টি করে মৃতের নিকট আত্মীয়কে চাকুরী দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এবং এজন্য নিয়মকানুন ও শিথিল করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন রোষ্টার ও শিথিল করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশ বাহিনী সহ সরকারী কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় উগ্রপন্থী আক্রমণে নিহত হলে মৃতের নিকট আত্মীয়কে ১ লক্ষ টাকা (২৫,০০০ টাকা নগদে এবং ৭৫,০০০ টাকা ফিকস্ট ডিপোজিট হিসাবে) দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

তাছাড়া কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত সংস্থাসমূহের কর্মচারী রাজ্যে নিয়োজিতকালে উগ্রপন্থী আক্রমনে নিহত হলে রাজ্যের স্বার্থে তাদের ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ২৫,০০০ টাকা দেওয়া হবে। এটা তাদের অন্যান্য পাওনার অতিরিক্ত।

সরকারী চাকুরেদের পরিবারেই চাকুরীর ব্যাপারটি সাধারনতঃ ডাই-ইন-হারনেস হিসাবে দেখা হয়।

স্যার, এ পর্য্যন্ত রেভেনিউ দপ্তরে যে সব নাম বিভিন্ন জেলা শাসকদের কাছ থেকে স্পনসর হয়ে এসেছে তার সংখ্যা হচ্ছে নিম্নরূপ।

সর্বশেষ পর্যালোচনা অনুসারে উগ্রপন্থী আক্রমণে নিহতের নিকট আত্মীয়দের চাকুরী ও অর্থ সাহায্যের অবস্থা নিম্নরূপ

জেলার নাম	উগ্রপন্থী আক্রমনে নিহতের ঘটনা	চাকুরীপ্রাপ্ত/ অফার প্রাপ্তের সংখ্যা	দরখাস্ত অসম্পূর্ণ বা প্রক্রিয়ায় আছে এমন সংখ্যা	অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির অপেক্ষায়	অর্থ সাহায্য দেয়া হয়েছে সংখ্যা	অর্থ সাহায্য পাওয়ার অপেক্ষারও সংখ্যা
ধলাই জেলা	৩৫টি	১৬	৫	৬	৪	৫
উত্তর ত্রিপুরা জেলা	২০টি	৪	১৪	—	২	—
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা	৬৪টি	২৯	২৬	৩	৬	—
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা	৮৫টি	৫১	৯	২৪	—	১
মোট	২০৪টি	১০০	৫৪	৩৩	১১	৬

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর দেবসরকার :— স্যার, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সুতরাং ওদের এই ডিস্টার্বতো এলাউ করা যাবে না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এইভাবে সময় নষ্ট না করে ওদের বলুন চলে যেতে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়গণ, আপনারা বসুন।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যামিফিকেশান স্যার, রাজ্যসরকার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে যারা উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারে চাকুরী দেওয়া হবে।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি বেশ কিছু ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন ছয় মাস পেরিয়ে গেছে এরমধ্যে ৬/৭টি পরিবারের মধ্যে ৩/৪টি পরিবারে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। বাকীদেরও যোগ্যতা থাকা সত্বেও অফার গিয়ে পৌঁছছে না। এই ক্ষেত্রে আমার ক্ল্যাবিফিকেশান হচ্ছে মনিটারিং সেল করে দেওয়া হবে কিনা যাতে অন্ততঃ ছয় মাসের মধ্যে তাদেরকে চাকুরীতে নিয়োগ করা যায়, যে ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ক্ল্যারিফাই করবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা ৬ মাস কেন তার আগেও আমরা চাকুরী দিতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রেভেনিউ দপ্তরে এগুলি পাঠানো হয়, ডি. এম. এবং এস. পি থেকে যত তাড়াতাড়ি আসবে, তত তাড়াতাড়ি আমরা সেই সব কেইস স্পনসর করব।

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার :— আপনাদের আমি জানতে বাধা দেয়নি। কেন আপনারা প্রথমে আনবেন না। এটা টোটালি এগেনষ্ট দি প্রসিডিউটর। কোন নিয়ম মানবেন না। কিছু নিয়ম কানুন আছে তো।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— কয়েক জনের কাগজপত্রে কিছু গোলমাল আছে। এই গোল-মাল মিটে গেলে তারা চাকুরী পেয়ে যাবেন।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রীসমীর দেবসরকার :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার. যারা উগ্রপন্থীদের হাতে খুন হয়েছে। তারাই নয় যারা এই সমস্ত ঘটনার পরবর্ত্তী সময়ে কিছু দুস্কৃতকারী সাম্প্রদায়িকতা তৈরী করে পরবর্ত্তী সময়ে আরও কিছু খুন-খারাপি ত্রিপুরায় করেছে সেই সমস্ত পরিবারকে এর আওতায় আনা হবে কিনা?

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার :— কোন নিয়ম মানবেন না। এটা তো হয় না।

(মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ওয়াক আউট করলেন)।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— এর পাশাপাশি ঐ সমস্ত যারা দুস্কৃতকারী সাম্প্রদায়িক উস্কানি দ্বারা যারা খুন হয়েছেন তাদের পরিবারের কাউকে চাকুরী দেবার জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পরিষ্কার করবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই বিষয়টা আছে এবং এই প্রশ্নটাও আছে উগ্রপন্থী আক্রমণে সেই সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তগুলি আমি উল্লেখ করেছি। মাননীয় সদস্য এখন যে

প্রশ্ন এনেছেন এটা অন্য প্রশ্ন। এই প্রশ্নটা সম্পর্কে তো এখানে আসেনি বা তার সঙ্গে রিলেটেড নয়। হ্যাঁ, এটা ঠিক এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনায় প্রায় রায়টের অবস্থা তৈরী করতে গিয়ে অনেক প্রাণ দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা এই সব করেছে। এই সম্পর্কে আগে থেকে জানতে চাইলে দিতে পারতাম কারন এখন আমার কাছে নেই। মামনীয় সদস্য যদি পরে প্রশ্ন আনেন তাহলে আমি জানতে পারব।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, আমি বলেছি এই ধরনের নয় সংখ্যাতত্ত্বের প্রশ্ন। ঘটনাগুলি যা ঘটছে উগ্রপন্থীদের দ্বারা যারা খুন হয়েছে বা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারকে চাকুরী দেওয়া হবে কিনা এবং পরবর্ত্তী সময়ে উগ্রপন্থী না হলেও যারা উগ্রবাদী কার্য্যকলাপ করেছে বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরী করে নিরীহ মানুষকে যারা খুন করেছে সেই সমস্ত পরিবার সম্পর্কে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার কথা আমি বলেছিলাম স্যার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট চাকুরী ইত্যাদি কোন ব্যাপার নয়। আমরা সরকার থেকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যারা এই ধরনের আক্রমণে নিহত বা আহত ইত্যাদি হচ্ছেন তারজন্য বিভিন্ন স্কীম রয়েছে। যারা ঘর বাড়ী ইত্যাদি হারাচ্ছেন বা অন্য ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য অন্য স্কীম রয়েছে। কোন সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আমাদের নেই এবং অন্যান্য স্কীমে তাদের জন্য সহানুভূতির সঙ্গে আমরা বিবেচনা করছি।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী (কল্যানপুর) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যারা উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারকে চাকুরী দেওয়া সম্পর্কে এবং তাদের যোগ্যতা নেই তাদের অর্থ দেবেন। তাই এখানে আমার প্রশ্ন এই যে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে সে ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত কি অর্থাৎ যাদের চাকুরী দেওয়া হবে তারা কি স্কেল অনুযায়ী চাকুরী দেবেন নাকি ফিকসড্ পেতে দেবেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— ফিকসড্ পেতে পেলেও কিছু দিনের মধ্যে স্কেল পেয়ে যাবে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, কিছু ফিকসড্ পেতে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে আবার অন্য দিকে স্কেলের মাধ্যমেও চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। তাই এতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার এই সম্পর্কে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই। কারন রেভিনিউ দপ্তর তো নিজেরা চাকুরী দেন না। তারা বিভিন্ন দপ্তরের যে পোষ্টগুলি আছে সেগুলি কালেকশ্যান করে এ্যাভেলেবল্ পোষ্ট যেগুলি আছে সেই অনুযায়ী তারা চাকুরী দিয়ে থাকেন। সে সব দপ্তরে পুরাপুরি স্কেলের পোষ্ট খালি থাকে সেই দপ্তরে পুরাপুরি স্কেলে চাকুরী দিচ্ছেন

কিন্তু যে সব দপ্তরে পুরাপুরি স্কেল নেই কিন্তু ফিকসড্ পেতে কিছু পোষ্ট আছে এইগুলি তারা সেই ভাবে ফিকসড্ পেতে ছাড়ছেন এই অবস্থার মধ্যে আছে। সুতরাং এটা মিস-আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং-এর কোন প্রশ্ন নয়। দপ্তরগুলির এ্যাভেলেবেল্ পোষ্ট-এর উপর নির্ভর করছে কারন আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এ্যাভেলেবেল্ পোষ্ট যেখানে আছে সেই অনুযায়ী তাঁরা চাকুরী দেবেন।

আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, অ্যাভেল অ্যাবল্ পোষ্ট যেখানে যা আছে, সেই অনুযায়ী তারা চাকুরী দেবেন এবং অ্যাভেলঅ্যাবল পোষ্ট যদি না থাকে তাহলে পরে এরা পোষ্ট ক্রিয়েশনের জন্য ব্যবস্থা নেবেন এবং স্যুপারনিউমার্যারি পোষ্ট ক্রিয়েট করে তাদের চাকরী দেওয়ার এই ব্যবস্থা আছে। সুতরাং অ্যাভেলঅ্যাবল পোষ্টের উপর নির্ভর করে চাকরী হয়, এজন্য এইরকম দুই-একটা কেইস হতে পারে।

শ্রীপবিত্র কর :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার এই ঘটনাগুলি যারা অপহৃত হয়েছিলেন তারা দুই-তিন বৎসর হয়ে গেছে তারা আর ফিরে আসছেনা। তারা নিখোঁজ, এই অবস্থায় আছে। অথচ পুলিশও জানে, আমরা ও জানি এদেরকে খুন করে ফেলা হয়েছে। যেহেতু পুলিশ রেকর্ডে নেই, তার জন্য কিছু পাওয়া যায়নি। এইরকম কেইস ত্রিপুরাতে অনেকগুলি আছে। আমি জিরানীয়া ব্লকের কথা বলতে পারি এরকম ৫-৬ টি ঘটনা আছে। এর মধ্যে কিছু ট্রাইবেল কিছু নন্ ট্রাইবেল আছে। আমরা এদেরকে কিছু করতে পারছিনা। আমি সরকারকে অনুরোধ করতে চাই এদের সম্পর্কে কি করা যায়, এটা যাতে সরকার ভাবেন। কারন এটা একটা-দুইটা কেইস নয়, এরকম অনেক আছে এবং তার বডির কোন হদিশ নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):—স্যার, আমরা শুনেছি মাননীয় সদস্য যে সব উৎথাপন করেছেন। নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে আমরা পরে সরকার যেমন যেমন সিদ্ধান্ত নেয় আমি তেমন তেমন জানাব।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী): —পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমার প্রথম ব্যাপার হল যে, যারা উগ্রপন্থী আক্রমনে নিহত হয়েছে তাদের চাকুরী হচ্ছে। এখনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্লাস এইট পাশ রাখা হয়েছে। কিন্তু এমন পরিবার আছে যার মধ্যে এইট পাশ করেনি সেভেন পাশ করেছে। কিন্তু এর বিকল্প ৫০ হাজার টাকা নিয়েও কিছু করতে পারছেনা। এদের ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা সরকার করবেন কিনা। দ্বিতীয় হচ্ছে, কিছু কিছু ঘটনা অছে যেমন আমার বিধানসভার এলাকার মধ্যে উগ্রপন্থীর আক্রমনে আমাদের অ্যাক্স প্রধান খুন হয়েছে। কিন্তু পুলিশ রেকর্ডে এসেছে উগ্রপন্থীর ঘটনা নয়, এটা হচ্ছে ডাকাতির ঘটনা। কিন্তু আমরা জানি এলাকায় গেছি, যখন খুন হয়েছে তখনও গেছি। আবতুল মিঞা চৌধুরী অ্যাক্স প্রধান, উগ্রপন্থী আক্রমনকরে তার বাড়ী মধ্যে তাকে খুন করেছে। আমি তথ্য ভিত্তিক জানি। এটা পুলিশ লিখে দিয়েছে এটা হচ্ছে ডাকাতির ঘটনা। তার বউ, ছেলেমেয়ে এখন না খেয়ে মরছে। তার কোন রোজগারের

অন্য কোন রাস্তাও নেই।

এই ব্যাপারগুলি মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, প্রথম প্রশ্ন যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে চাকরী-ত খুশীমত দিলে হবে না, সেটা প্রত্যেকটা দপ্তরেই রিক্রুটমেন্ট রুল্স অনুযায়ী চাকরী দেওয়া হয়। যে ধরণের যোগ্যতা তার থাকে, চতুর্থ শ্রেণীর থাকলে তার জন্য যা কোয়ালিফিকেশান প্রেসক্রাইব করা থাকে এই অনুযায়ী চাকরী হয়। এই কোয়ালিফিকেশান তার থাকতে হবে। আর তৃতীয় শ্রেণীর জন্য যে কোয়ালিফিকেশান প্রেসক্রাইব করা থাকে সেটা তার থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী তার চাকরী হবে। রিক্রুটমেন্ট রুল্সের বাইরে-ত আর যাওয়া যাবে না। এখানে বর্তমান আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে র ক্ষেত্রেতে যা বেকার আছে তার অবস্থা, সরকারের অবস্থা সমস্ত বিচার বিশ্লেষন করে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন চাকরী ক্ষেত্রেতে এইজ এবং কোয়ালিফিকেশান রিলাকজেশান এটা এইভাবে করা হবে না। সুতরাং সেই সিদ্ধান্ত যতক্ষন থাকে এগুলি ভাববার বিষয় না। সব দপ্তরেই তাদের রিক্রুটমেন্ট রুল্স অনুযায়ী তারা নিযুক্তি পাবেন। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে. যতক্ষন না পর্য্যন্ত পুলিশ রেকর্ড সংশোধন হয়, আমাদের এখানে যতক্ষন না আসছে অ্যাক্সট্রিমিস্ট কিলিংগ হিসাবে, ততক্ষন পর্য্যন্ত এই স্কীমে তাদের কাউকেই অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব নয়।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :—স্যার, কাঞ্চনপুর সাব-ডিভিশানে ২০ জনকে দেওয়া হয়েছে নাকি অন্য কিছু আমি কংগ্রেসীদের চীৎকারে ঠিক বুঝতে পারিনি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—এটা কাঞ্চনপুর সাব-ডিভিশান নয়, আমি ধলাই জেলার কথা, বলেছি নর্থ ত্রিপুরা জেলার কথা বলেছি। কোন সাব-ডিভিশানের কথা বলিনি। আমি জেলা ভিত্তিক বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ৫.৯.৯৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় উৎত্থাপন করেছিলেন।

এখন আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :— "নেপকো রামচন্দ্রনগর পাওয়ার প্রজেক্ট চালু হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, নেপকো রামচন্দ্রনগর পাওয়ার প্রজেক্ট চালুহওয়া সম্পর্কে বিষয়টি ছিল। স্যার, রামচন্দ্রনগরে নর্থ ইষ্টার্ণ ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন ৪×২১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে হাতে নেওয়া হয়।

এই প্রকল্পের যাবতীয় মেশিন এবং যন্ত্রপাতি ১৯৯৬ ইং-এর প্রথম দিকে সুদূর জার্মানী থেকে আসামের বদরপুরে পৌঁছায়। কিন্তু বদরপুর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রাস্তায় আসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধা থাকার কারণে এবং পরিবহনের অসুবিধার জন্য পরিবহন ক্ষমতা যুক্ত করে তোলার সাপেক্ষে একটু দেরী হয়ে যায়। প্রায় এক বছর দেরী হয়ে যায়। তারজন্য এই মেশিনগুলি ১৯৯৭ ইং সনের এপ্রিল মাসে রামচন্দ্রনগরে পৌঁছায়। তারপরই, এই প্রকল্পের কাজে অগ্রগতি ও আনুষাঙ্গিক কাজকর্ম পুরোমাত্রায় শুরু হয়।

পরিবহন প্রতিকুলতা এবং এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্মান কাজের নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য বিভিন্ন পর্য্যায়ে এই প্রকল্প চালু করার নির্ধারিত সময়সীমার লক্ষ্যমাত্রায় স্বাভাবিক কারনেই বারে বারে পরিবর্তন করতে হয়েছে এবং বিলম্বিত হয়েছে। রামচন্দ্রনগরে নির্মিয়মান ৪×২১ মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য দৈনিক ৬ লক্ষ কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রয়োজন।

ও. এন. জি. সির 'আগরতলা ডোম' থেকে দৈনিক ৪ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস ও কোনাবন ফিল্ড থেকে ২ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস এই প্রজেক্টে সরবরাহ করা হবে। ও. এন. জি. সি আগরতল ডোম থেকে ৪ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস সরবরাহের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা ১৯৯৭ ইং মে মাসে সম্পন্ন করেছে।

কোনাবন ফিল্ড থেকে বাকী ২ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস সরবরাহ করার জন্য গ্যাস গ্যাদারিং ষ্টেশন-এর কাজ হাতে নিয়েছে। এই কাজ ১৯৯৮ ইং জানুয়ারী মাসে শেষ হবে বলে ও, এন, জি, সি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

২। গ্যাস অথরিটি অব ইণ্ডিয়া আগরতলা ডোম থেকে রামচন্দ্রনগর গ্যাস টার্মিনাল ষ্টেশন পর্য্যন্ত ১৮ ৭৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইন বসানোর কাজ প্রথম পর্য্যায়ে হাতে নিয়েছে। এই কাজ শেষ হলে আগরতলা ডোম থেকে দৈনিক ৪ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস পাওয়া যাবে। এই পর্য্যায়ে কাজের অগ্রগতি 'গেইল' সূত্রে যতদুর জানা যায় :—

ক) রামচন্দ্রনগর 'গ্যাস রিসিভিং টার্মিন্যাল' থেকে হাওড়া নদীর পাড় পর্য্যন্ত পাইপ লাইন বিছানো এবং বসানোর কাজ শেষ হয়েছে এবং টেষ্টিং চলছে।

খ) পাইপ লাইন বসিয়ে হাওড়া নদী অতিক্রম করার কাজ চলছে। 'গেইল' আশা করছে পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে পারবে।

গ) 'আগরতলা ডোম' থেকে রামচন্দ্রনগরের দিকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পাইপ লাইনের কাজ এখনও শেষ-পর্য্যায়ে নয়। পাইপ বিছানো ও ওয়েল্ডিং-এর কাজ এখনও চলছে। এই অংশে একটি পুকুর অতিক্রম করার কাজ কিছুটা সময় সাপেক্ষ

ঘ) রামচন্দ্রনগর গ্যাস রিসিভিং টার্মিন্যাল বিল্ডিং এবং ষ্টেশনের যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ চলছে। 'গেইলের' মতে ১৫ই সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে এই কাজ তারা শেষ করতে পারবে। রামচন্দ্র-নগর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে গ্যাসে সরবরাহের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আর কতক্ষন সময় লাগবে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই বাকী এক মিনিটের মধ্যে শেষ হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— তাহলে রিসেসের পরে বলবেন। তাহলে এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্যান্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT — 2'00 P. M.

Reprimand by the Speaker to Shri Budda Gupta. Photographer, Syandan Patrika.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, এখন সভার কার্যসূচী হলো সান্দন পত্রিকার ষ্টাফ ফটোগ্রাফার শ্রীবুদ্ধগুপ্তকে অ্যাড্‌মেনিশন করা। তাকে এই সময়ে বিধানসভায় বারে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন পাঠানো হয়েছিল। এবং তিনি এই সমন ৭. ৯. ৯৭ ইং তারিখে গ্রহণ করেন। কিন্তু অদ্য বেলায় বেলা ১২'৩০ মিঃ সময় শ্রীবুদ্ধ গুপ্তের মাতা শ্রীমতী বকুল রাণী গুপ্ত আমাকে এক পত্রে জানান যে শ্রীগুপ্ত উচ্চ রক্তচাপ জনিত কারণে অসুস্থ এবং ডকটর এস. কে. পাল তাকে পনের দিন রেষ্টে থাকার জন্য অ্যাডভাইস্ করেছেন। শ্রীমতী গুপ্ত তার ছেলেকে আরো সময় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে শ্রীগুপ্ত সম্পর্কে পরবর্তী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি হাউসকে অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমূখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, শ্রীবুদ্ধগুপ্তের মা যেহেতু একটা আবেদন করেছেন এবং একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়েছেন সে অসুস্থ বটে। আমি আবেদন করছি— তাকে ক্ষমা করা হোক। এটা নিয়ে আর প্রসিড করা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, তাকে এইবারের মত ক্ষমা করা হল।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— "নেপ্‌কো রামচন্দ্রনগর পাওয়ার প্রজেক্ট চালু করা সম্পর্কে" একটি রেফারেন্স নোটিশের উপর বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বিবৃতির অর্ধেক হয়েছিল —বাকিটা বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (বিদ্যুৎমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথম থেকেই আমার বিবৃতিটি পড়ছি।

স্যার, রামচন্দ্রনগরে নর্থ ইষ্টান ইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন ৪ X ২১ মেঘাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ ৯৪-৯৫ ইং অর্থ বছরে হাতে নেয়।

এই প্রকল্পের যাবতীয় মেশিন এবং যন্ত্রপাতি ১৯৯৬ ইং এর প্রথমদিকে সুদূর জার্মানী থেকে আসামের বদরপুরে পৌঁছায়। কিন্তু বদরপুর থেকে আগরতলা পর্যন্ত রাস্তার জাতীয় সড়কের

পরিবহণ ক্ষমতা কোন কোন অংশে উপযোগী করে এই মেশিনগুলি ১৯৯৭ ইং সনের এপ্রিল মাসে রামচন্দ্রনগরে পেঁছায়। তারপরই এই প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও আনুসাঙ্গিক কাজকর্ম পুরো-মাত্রায় শুরু হয়।

পরিবহণ প্রতিকূলতা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্মাণ কাজের নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য বিভিন্ন পর্য্যায়ে এই প্রকল্পের চালু করার নির্ধারিত সময় সীমার লক্ষ্য মাত্রায় স্বাভাবিক কারণেই ঠিক রাখা যায়নি রামচন্দ্রনগরে নির্ম্মিয়মান ৪×২১ মেঘাওয়াটগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য দৈনিক ৬ লক্ষ কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রয়োজন ও এন. জি. সি'র আগরতলা ডোম্ থেকে দৈনিক চার লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস ও কোনাবন ফিল্ড থেকে দুই লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস এই প্রজেক্টে সরবরাহ করা হবে। ও এন. জি. সি আগরতলা ডোম থেকে চার লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস সরবরাহের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা ১৯৯৭ ইং এর মে মাসে সম্পন্ন করেছে।

কোনাবন ফিল্ড থেকে বাকি দুই লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস সরবরাহের করার জন্য গ্যাস গেদারিং ষ্টেশন (জি জি. এস,) এর কাজ হাতে নিয়েছে। এই কাজ ১৯৯৮ ইং এর জানুয়ারী মাস নাগাদ শেষ হবে বলে ও এন. জি. সি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

গ্যাস অথরিটি অব্ ইণ্ডিয়া (গেইল) আগরতলা ডোম থেকে রামচন্দ্রনগর গ্যাস টার্মিনাল ষ্টেশন পর্যন্ত ১৮.৭৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইন বসানোর কাজ প্রথম পর্য্যায় হাতে নিয়েছে। এই কাজ শেষ হলে আগরতলা ডোম থেকে দৈনিক চার লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস পাওয়া যাবে। এই পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি গেইল সূত্রে যতদূর জানা গেছে তা এই রকম—

(১) রামচন্দ্রনগর "গ্যাস রিসিভিং টার্মিন্যাল, থেকে হাওড়া নদীর পার পর্য্যন্ত পাইপ লাইন বিছানো এবং বসানোর কাজ শেষ হয়েছে এবং টেস্টিং চলছে।

(২) পাইপ লাইন বসিয়ে হাওড়া নদী অতিক্রম করার কাজ চলছে। গেইল আশা করছে পাঁচ ছয়দিনের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে পারবে।

৩) আগরতলা ডোম থেকে রামচন্দ্র নগরের দিকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পাইপ লাইনের কাজ এখনো শেষ পর্যায়ে নয়। পাইপ বিছানো ও ওয়েল্ডিং এর কাজ এখনো চলছে। এই অংশে একটি পুকুর অতিক্রম করার কাজ কিছুটা সময় সাপেক্ষ বলে জানিয়েছেন।

৪) রামচন্দ্রনগর গ্যাস রিসিভিং টার্মিন্যাল বিল্ডিং এবং ষ্টেশনের যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ চলছে। গেইলের মত ১৫ই সেপ্টেম্বর এর মধ্যে রামচন্দ্রনগর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

৫) আনন্দনগর টার্মিনাল ষ্টেশান থেকে কোনাবন গ্যাস গেদারিং ষ্টেশান অব্দি ২২.৭৮৭ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইন বসানোর কাজও গেইল-এর উপর ন্যাস্ত হয়েছে। এই কাজ সম্পন্ন

হলে রামচন্দ্রনগরে দৈনিক দুই লক্ষ কিউবিক গ্যাস পাওয়া যাবে।

৬) দ্বিতীয় পর্যায়ে গেইল উপরোক্ত লাইনে দু'একদিনের মধ্যেই পাইপ লাইন বিছানোর কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছে। ১৯৯৭ ইংরেজীর ডিসেম্বর মাসে এই কাজ শেষ হবে বলে গেইল সূত্রে জানা গিয়েছে। নীপকোর স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের তথ্যানুসারে সবগুলি ইউনিট বসানোর কাজ একসাথেই চলছে। প্রথম ইউনিটটির ক্যাবল কানেকশান বসানোর কাজ ০৬.০৯.৯৭ইং থেকেই শুরু হয়েছে স্যুইচ-ইয়ার্ডের যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ ও স্যুইচ ইয়ার্ডের বাস ষ্ট্রিংগিং-এরকাজ এখন চলছে। স্যুইচ ইয়ার্ডের ক্যাবল বিছানো এবং কানেকশানের কাজ ১৫ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়ার কথা! নীপকো কতৃপক্ষ-এর মতে সব কাজ ঠিকভাবে চলছে ১৯৯৭ইং সালের ১৫ই নভেম্বর প্রথমবারের মত মেশিন ঘুড়িয়ে চালু করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করতে পারবে। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও সরবরাহ ১৯৯৭ ইং বর্ষের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে করার সম্ভাবনা আছে বলে নীপকো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

শ্রীপবিত্র কর :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর রাজ্যের কৃষি ও শিল্পায়ণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও নির্ভর করছে। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা গেইল ১৯৯৬ সালে এই প্রজেক্ট চালু করার কথা বলেছিল। যোগাযোগের অসুবিধার কারণে তারা আর একটি তারিখ পরবর্তী সময়ে দেন। সর্বশেষে যে তারিখটি তারা দিয়েছিলন তাতে দেখা যাচ্ছে যে তারা সেটা এই বছরের জুন মাসে চালু করবেন। জুন গেল। মেসিন এসেছে এপ্রিল মাসে এবং এখন তারা আবার বলছেন সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এই বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করতে নভেম্বর —ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় লাগবে। আর কি ঠিকঠাকভাবে চলবে জানি না। যেহেতু প্রকল্পটি আমার বাড়ীর পাশেই নির্মিত হচ্ছে সেহেতু নীপকোর বিভিন্ন ধরণের খবরই বিভিন্ন সূত্রে আমার কাছে আসে। সেই জন্যই আমি এই রেফারেন্সটি এখানে এনেছি। গেইল বলেছে রামচন্দ্রনগর থেকে হাওড়া নদী পর্যন্ত পাইপ লাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু আমি যেটুকু জানি সেটা হল এখানে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। সেখানে এক কিলোমিটারের মত জায়গা উথলা জমি রয়েছে আমি যতটুকু জানি সেখানে কাজ হয়নি। রিভারবেডের কাজ তারা শেষ করতে পারেনি। তারা বলেছেন ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করবে কাজটি। আগরতলা ডোম থেকে এই লাইন চালু হলে এই প্রকল্পের দুটি ইউনিট চালানো যায়। ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে লাইন চালু করলে ইউনিটের টারবাইন ঘুড়তে নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত বিলম্ব হবে কেন আমার বোধগম্য হচ্ছে না। এটাতো আরোও আগেই রেডি থাকার কথা ছিল। আগে এই নীপকোর কর্তৃপক্ষ বলতেন গেইল যদি গ্যাস পৌঁছানোর কাজ শেষ না করে তাহলে আমরা কি করতে পারি মেসিন এনে? কাজেই মনে হচ্ছে এখানে একটা চক্রান্ত কাজ করছে।

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে, এই বিষয়টা তিনি আরও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষে যারা আছে তাদের বিষয়টি অবগত করার জন্য আমি বলতে চাই এবং মন্ত্রী মহোদয় ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন আমি নিয়ে যেতে পারি। প্রতিটি জায়গায় সরেজমিনে পরীক্ষা করুন তাদের রিপোর্ট সঠিক না। সেখানে একটা চক্রান্ত হচ্ছে, যাতে নির্দিষ্ট সময় এটা চালু করতে না পারে। এটার উপর সারা রাজ্যে দৃষ্টি।

আমার পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান হচ্ছে বিফোর পূজা এটা চালু করার সম্ভাবনা আছে। এটা আমি জোর দিয়ে বলছি এই জন্য যেহেতু আমি এর কাছাকাছি আছি আমার কাছে অনেক খবর আসে, গেইলের খবর আছে, নেপকোর খবর আছে যারা ইনটারনেলি ওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের কাছ থেকে সেখানে উপর থেকে গভীর একটা চক্রান্ত আছে ইচ্ছাকৃতভাবে তারা তার এই যে উৎপাদক সেটা পিছিয়ে দিয়ে আমাদের রাজ্যের মানুষকে সেখানে বঞ্চনা করছেন এই বিষয়টা উনি আরও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ দরকার হলে কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টা টেকআপ করে যাতে পূজার আগে এটা চালু করা যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করবেন কিনা ? এই বিষয়টা আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— **স্যার,** মাননীয় সদস্য যে বিষয়টা সম্পর্কে বলেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের রাজ্যের জন্য। স্যার, এটা ঠিকই উনি এই লাইনের কাছাকাছি আছেন সুতরাং উনার অভিজ্ঞতা এই সম্পর্কে অনেক বেশী। আমরা তো স্বাধীনতার পর থেকে দেখছি আমাদের দেশে সাহিত্য এবং অভিজ্ঞতা দুটো ভিন্ন কথা বলে। সুতরাং আমার কাছে যে সাহিত্য আছে এটা যে কথা বলছে মাননীয় সদস্যের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলছে। এই দুইয়ের মধ্যে যাতে সাযোজ্য ঘটানো যায় সংযোজন ঘটানো যায় সেই জন্য প্রস্তাব উনি রেখেছেন। স্যার, আমি এই সম্পর্কে বলতে পারি মাননীয় সদস্যেরও জানা এটা সম্পর্কে রাজ্যবাসীর সঙ্গে উদ্বেগ আমাদেরও কম নয়। আমি কয়েকবার ওখানে গেছি। এই কয়েকদিক আগেও মাননীয় সদস্য সহ আমরা সেখানে গিয়েছি। ওদের সঙ্গে কথা বলেছি, কথা বলে সমস্যা বুঝবার চেষ্টা করেছি দেখেছি এবং এর আগেও আমরা বহুবার শুধু এখানে না দিল্লী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সবগুলো সংগঠন, এখানে তিনটি সংগঠন কাজে জড়িত। নেপকো, গেইল এবং ও, এন, জি, সি. এই তিন সংগঠন-এর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমরা বারেবারে মিটিং করেছি, আলোচনা করেছি। ভারতের তিন তিনজন প্রধানমন্ত্রী এই নেপকোর কাজটির সঙ্গে জড়িত হয়ে পরেছেন। তিন তিনজন প্রধানমন্ত্রীর কাছেই আমাদের রাজ্যের মানুষের উৎকণ্ঠা জানিয়ে এবং এরমধ্যে তাঁদের হস্তক্ষেপ করার জন্য বার বার আমরা রাজ্যের তরফে যেমন চিঠি পত্রে যোগাযোগ করেছি ঠিক তেমনি আমার আবার যখন কেন্দ্রে কোন

মিটিং হয়েছে, প্লেনিং কমিশনের মিটিং হয়েছে তার মধ্যেও এই বিষয়গুলো উত্থাপিত হয়েছে। এখানেই নয়, এন. ই, সিতেও আমাদের রাজ্যের উৎকণ্ঠা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেখানেও বার বার উল্লেখ করেছি যে, এই কাজটা শেষ হওয়া স্বাপেক্ষে আমাদের রাজ্যে বিদ্যুৎতের চাহিদা অনেকখানি নির্ভরশীল। যদিও এই প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে আমরা ১৬ মেগাওয়াট-এর মত আমাদের রাজ্যের প্রাপ্য। কিন্তু তা সত্বেও আমরা তো একচেঞ্জ মেথডে এখান থেকে আমাদের অভাবটা আমরা পূরণ করিয়ে নিতে পারি। এই বিষয়গুলো আমাদের চিন্তাভাবনা ইত্যাদির মধ্যে থাকছে। তারজন্য আমরা অনেক বেশী আগ্রহ নিয়ে এই কাজ করছি। আমি মাননীয় সদস্যকে আবারও এই কথা বলব যে. কিছুদিন আগে আমিও, সেইভাবে আমাদের দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সংগে কথা বলেছি। এই বিষয়টি নিয়ে আবারও আমরা কেন্দ্রীয় পর্য্যায়ে আলোচনা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করার চেষ্টা করা। পজেটেভলি আমাদের কথা দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর মিটিংয়ের মধ্যে ওরা বলেছিলেন ১৫ই জুন, ১৯৯৭ইং প্রথম ইউনিট ওরা চালু করবেন। তার দেড় মাস পর আরও একটা একটা করে ইউনিট আসবে ডিসেম্বরের মধ্যে চারটি ইউনিট কমপ্লিট করার কথা। পজিটিভলি আমাদের কথা দিয়েছেন ৩০-৬-৯৭ ইং-এর মধ্যে তারা প্রথম ইউনিটটি চালু করবেন। এইভাবে ডিসেম্বরের মধ্যেই চারটি ইউনিট কমপ্লিট করার কথা। এখন ওরা বলছে যে, ডিসেম্বরে প্রথম ইউনিটটি চালু করার চেষ্টা করবেন। যা সাহিত্য তা থেকে অভিজ্ঞতা ভিন্ন কথা বলছে। আগে যখন আমরা বলতাম রেল নাই। তখন বলত শিল্প নাই রেল হবে কি করে? যখন শিল্পের কথা বলতাম তখন বলা হত রেল নাই শিল্প হবে কি করে? এই করে করে পঞ্চাশ বছর চলে গিয়েছে। এখনও তিন দপ্তরের গ্যাড়াকলের মধ্যে পড়ে এই সময়সূচীর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। এই হাউসের অভিমত অনুসারে আমি এই হাউস থেকে ও. এন. জি. সি. গেইল এবং নীপকো কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে চাই তারা যেন রাজ্যের এই বিদ্যুৎ চাহিদার কথা মাথায় রেখে মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে প্রকল্পটির কাজ দ্রুত শেষ করে ফেলেন। আমি বলতে চাই না দেরী হওয়ার পিছনে কোন চক্রান্ত আছে। যদিও এই ব্যাপারে এখানে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে। আমি জানি না কি কারণে এই দেরী হচ্ছে। তবুও আমি এখান থেকে তাদের কাছে আবার আবেদন করব আমাদের রাজ্যবাসীর যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা সম্পর্কে তারা যেন একটু নজর রেখে তাড়াতাড়ি কাজটি শেষ করে ফেলেন।

শ্রীপবিত্র কর :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই বিধানসভার এস্টিমেট কমিটির ট্যুরে রামচন্দ্রনগরের সেই প্রকল্পের কাজ দেখতে আমরা গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। সেখানে টেকনিক্যাল কাজের জন্য নীপকো কর্তৃপক্ষ রাজ্যের লোক না নিয়ে বাইরে থেকে নিচ্ছে। অথচ

আমাদের এখানে প্রচুর ইঞ্জিনীয়ার বেকার রয়েছেন। মিনিস্ট্রিয়াল ষ্টাফদের কিছু এখান থেকে নেন। আমাদের কমিটির ট্যুরে এই তথ্য প্রকাশ হয় যে টাকা-পয়সার বিনিময়ে নীপকো কর্তৃপক্ষ রামচন্দ্রনগরে ৫০ থেকে ৬০ জন লোক নিয়োগ করে নিয়েছেন তাদের অফিসে। এর মধ্যে অবশ্য কিছু তাদের নিজেদের আত্মীয় স্বজনও রয়েছে। আমরা সেখানে যে বিষয়টা পয়েন্ট আউট করেছিলাম সেটা হচ্ছে লোক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে নীতি নির্দেশিকা রয়েছে তার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা। আমি জানতে পেরেছি তারা রাজ্য কর্ম বিনোয়োগ কেন্দ্রে লোক নিয়োগের জন্য চেয়েছে। এরই ফাঁকে একটি বিশেষ ইউনিয়নের দ্বারা শিলং থেকে লোক নিয়ে এসে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। রাজ্যের প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেবের নির্দেশে এসব হচ্ছে বলে আমি জানতে পেরেছি। কাজেই বিষয়টি তদন্ত করানো হবে কিনা ? চক্রান্তের ব্যাপারে এই জন্যই আমার সন্দেহ হচ্ছে। তারও কিছু কারণ আছে। আমি যতটুকু জানি, সেখানে কর্মবিনয়োগ কেন্দ্রে সাংসদ সুধীর রঞ্জন মজুমদার এবং সাংসদ সন্তোষমোহন দেব কিছু নাম পাঠিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার পয়েন্ট অব-ক্ল্যারিফিকেশানটা বলুন।

শ্রীপবিত্র কর :— সেটাই বলছি স্যার। এই প্রজেক্ট যাতে সময় মত চালু না হয় সে জন্য একটি চক্র কাজ করছে। এবং এতে সন্তোষমোহন দেবও রয়েছেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা লোক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে এটা চলতে পারে না। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে। কর্ম বিনোয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে চাকুরী প্রার্থীর তালিকা নিতে হবে। আমাদের রাজ্যের বেকারদের বঞ্চিত করা চলবে না। এখানে চাকুরী পাওয়ার মত আমাদের রাজ্যের যে সমস্ত বেকার রয়েছে এবং যাদের ঐ সমস্ত পদে চাকুরী করার যোগ্যতা রয়েছে তাদেরকে এই রাজ্য থেকেই নিয়োগ করতে হবে। অন্য কোন ভাবে যাতে লোক নিয়োগ না হয় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে যে হিসাব আছে তাতে রামচন্দ্রনগরে নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যাটা হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ার সহ ৯৪ জন, অনিয়মিত কর্মচারী হচ্ছে ৫১ জন। নীপকোর বক্তব্য অনুসারে অনিয়মিত কর্মচারীরা হচ্ছে স্থানীয়। অনিয়মিতরা কিসের ভিত্তিতে নিযুক্তি পেয়েছেন সেটা আমার জানা নেই। আর নিয়মিত কর্মচারী যারা-আছেন তারা অন্য জায়গা থেকে ট্রেন্সফার হয়ে এসেছেন, এটাও শুনেছি। এছাড়া করণীক পদ সহ অন্য ৬২টি পদে লোক নিয়োগ করা হবে বলে আমাদের কাছে তথ্য এসেছে। এর জন্য ওরা আমাদের রাজ্যের কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম চেয়ে পাঠিয়েছে। সেইভাবে আমাদের এখান থেকে নাম পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং নাম পাঠানো হবে।

এছাড়া এখানে করনিক এবং অন্যান্য ৬২টি পোষ্টে নূতন নিয়োগ হবে। এই ৬২টি পোষ্টে নিয়োগের জন্য এরা আমাদের এখানের এমপ্লয়মেন্টের কাছে নাম চেয়েছে। সেই অনুয়ায়ী এখান থেকে প্রথম পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে নাম পাঠানো হয়েছে। নাম পাঠানোর ক্ষেত্রেতে যে লিষ্টই দিয়ে থাকোক আমি এই বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারি দপ্তরের নিয়ম কানুন রয়েছে সেই নিয়মকানুন ব্যতিরেখে কারোর লিষ্টই কার্য্যকরী হবেনা। সেই নিয়ম অনুযায়ীই সেই হিসাবে যাবে। যে এর মধ্যে নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের এখান থেকে নাম চাওয়া হয়েছে, আমরা নাম পাঠিয়েছি। কিছুদিন আগে দিল্লীতে মিটিং হয়েছে,। সেই মিটিং-এ ঠিক হয়েছে নিয়োগের পদ্ধতিটা ইন্টারভিও বোর্ডের মাধ্যমে হবে। তবে নেপকোর কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন যে তাদের লোকজনই ইন্টারভিউ নেবে। কিন্তু সেই মিটিং-এ আমাদের রাজ্যের জড়ালো দাবী ইত্যাদি ছিল যে না তা করা যাবেনা, যেহেতু আমাদের রাজ্যের লোকজনও তাতে মনোনিত হবেন সুতরাং ইন্টারভিউ বোর্ডের মধ্যে আমাদের রাজ্যের লোকজনও রাখতে হবে। নেপকোর সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয়েছে সেই কথার যাতে খেলাপ না হয় তারজন্য আমাদের রাজ্য থেকে চীফ ইঞ্জিনিয়ার ইন্টারভিও বোর্ডের মধ্যে থাকবেন এটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। তার জন্য বলতে পারি আগামীতে যা নিয়োগ হবে তাতে যাতে রাজ্যের স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হয় সেই জন্য আমি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সেই জন্য বলব এবং বোর্ডে যারা আছেন তাদেরকে বলব এবং নেপকো কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করে বলব যে আমাদের রাজ্যকে বঞ্চিত করা যাবে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছে সাইন্সের সঙ্গে অভিজ্ঞতার ফারাক অর্থাৎ থিওরির সঙ্গে প্রয়োগ এটার উল্লেখ তিনি এখানে করেছেন। আমি এখানে অনুরোধ রাখব এই হাউজের যারা সদস্য তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য এবং রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করার জন্য তিনি এখানে উনার বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে তিন তিন জন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চিঠি পত্র চালাচালি চলছে। কত তারিখে কয়টি চিঠি এবং কোন কোন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং তার উত্তরে তারা কি বলেছেন এই সমস্ত চিঠিগুলি যদি তিনি এই হাউজে দেখাতে-পারেন তা হলে এই হাউজ এবং রাজ্যবাসী আশ্বস্ত হবে। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, তিন জন প্রধানমন্ত্রী আমি ঠিকই বলেছি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরসিমা রাও, তার পরের প্রধানমন্ত্রী শ্রী এস ডি. দেবগৌড়া এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী আই. কে. গুজরাল। এই তিনজন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই প্রজেক্ট সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ পত্রালাপ হয়েছে, মৌখিক আলাপও হয়েছে এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আই. কে. গুজরাল যখন এখানে এসেছেন উনার সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। দেবগৌড়াজী যখন এসেছিলেন তখনও উনার সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এবং আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরসিমা রাও তিনিতো

তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গিয়েছিলেন। তার পর সেইগুলিকে ঠিক ঠাক করার জন্য একবার নয় বহুবার পত্রালাপ হয়েছে। এখন আমার কাছে এই চিঠিগুলিতো নেই তার জন্য সেইগুলি এক্ষনি দেওয়া সম্ভব নয়। আমি এইকথা বলতে পারি যদি এই হাউজ আবার বসে তা হলে আমি তা দেখাতে পারব।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি তো এখানে সাহিত্যের মত বলে গেলেন। আপনি যদি এখানে তা দেখাতে পারেন তাহলে আমরা তা বিশ্বাস করব যে আপনি তিন জন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্য মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করছি হাউজকে বিভ্রান্ত করার কোন কারণ নেই। তারা যে এখান থেকে নরসীমা রাওকে চিঠি দিয়েছিলেন তা কি মাননীয় সদস্য এখন দেখাতে পারবেন। চিঠি দিয়েছেন তা আমি জানি। এটা কি একটা বিষয় হল উপস্থাপন করার।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। ঠিক আছে বসুন বসুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে নরসিমা রাওকে চিঠি লিখেছিলেন সেটা দেখাতে পারবেন? কিন্তু আমরা জানি, তিনি লিখেছিলেন। এটা কি একটা কথা হল, বিষয় উত্থাপন করার জন্য?

(গণ্ডগোল)

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী প্রনব দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"আগরতলা এসরাই রাস্তায় গত তিনমাস যাবৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী রঞ্জিত দেবনাথ মহোদয় উপস্থিত নেই। কাজেই আমি আপনার পারমিশান নিয়ে বিষয়টির উপর বিবৃতি দিতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, বলুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আগরতলা এসরাই রাস্তায় গত তিনমাস যাবৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে'।

স্যার' আগরতলা হইতে এসরাই বাজার পর্য্যন্ত ১৭টি বাসের পারমিট দেওয়া আছে দীর্ঘদিন যাবৎ এই বাসগুলি যথারীতি যাতায়াত করছিল' কিন্তু সাম্প্রতিক কালে কিছু কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর বাস মালিকগণ এসরাই পর্য্যন্ত গাড়ী চালাইতে সক্ষম হইতেছে না।

কূটনাবাড়ী,—বড়কাঁঠাল এলাকায় এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যখন বে-সরকারী গাড়ির মালিকগণ উক্ত জায়গায় গাড়ী চালাইতে অসম্মত হয়, যখন টি, আর, টি, সি উক্ত এলাকায় উপ-জাতি জনগণের স্বার্থে বিগত ৭, ১, ৯৭ তারিখ হইতে এই নূতন রুটে আগরতলা হইতে বড়-কাঁঠাল পর্যন্ত ২টি ট্রিপ চালু করে।

আগরতলা হইতে —— সকাল ৭ টা, বিকাল ২টা ৩০ মিঃ
বড়কাঁঠাল হইতে —— সকাল ৮টা ৩০ মিঃ' বিকাল ৩টা ৩০ মিঃ।

পরবর্তীকালে জনগণের দাবী ও চাহিদা অনুসারে ১-৪-৯৭ইং তারিখ হইতে উক্ত সার্ভিসের সময় কিছুটা পরিবর্তন করিয়া এসরাই পর্য্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং প্রতিদিন ২টি আপ এবং ২টি ডাউন ট্রিপ চালু করা হয়।

বিগত মাসগুলিতে মোট সার্ভিসের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

জানুয়ারী	১৯৯৭ইং	— ১৯ দিন	
ফেব্রুয়ারী	"	— ১৮ "	
মার্চ	"	— ২৬ "	
এপ্রিল	"	— ২৫ "	
মে	"	— ১৯ "	
জুন	"	— ২৩ "	
জুলাই	"	— ১০ "	(আপ টু ২১-৭-৯৭)

উল্লেখ থাকে যে, রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিন সাধারণতঃ সার্ভিস বন্ধ থাকে। কিন্তু বিগত ২২-৭-৯৭ইং তারিখে একটি কাঠের ব্রীজ বড়কাঁঠালের পথে বর্ষাজনিত কারণে হেভি ভেহিকেল চালানোর অনুপোযুক্ত হইয়া পড়ে এবং ড্রাইভারের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সেদিনই (২২.৭ ৯৭) চীফ অ্যাকসিকিউটিভ অফিসার, এ. ডি. সি এবং অ্যাকসিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ডিভিশান টু কে রেডিও মেসেজ দ্বারা অবগত করান হয়। উক্ত দিনেই অ্যাকসিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ডিভিশান টু জানায় যে ব্রীজটি লাইট ভেহিক্যাল চালানোর উপযোগী। কিন্তু এ. ডি. সি. হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। ব্রীজটি রিপেয়ার হয়ে গেলই উক্ত রাস্তায় বাস চালান সম্ভব হইবে।

স্যার, এই প্রসঙ্গে রাস্তার কণ্ডিশান সম্পর্কে আমি কিছু বলছি। "স্যার, এই রাস্তাটি ৩০. ৮. ৯৬ ইং তারিখে সারা ত্রিপুরায় যে রাস্তাগুলি এ. ডি. সি. এর হাতে তুলে দেওয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম। স্যার, সরশুদ্ধ ২৬৪টি রাস্তা এ. ডি. সি. এর হাতে ৩০.৮.৯৬ সালে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৩.২ কি. মি। প্রথম চার কিলোমিটার রাস্তা পি, ডাব্লি. ডি. মেইনটেইন করে। বাকীটা এ, ডি, সি, এর আণ্ডারে। যাই হউক, পূর্তদপ্তর তাদেরটা ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় রয়েছে। কিন্তু, এ, ডি, সি, প্র্যাকটিক্যালি কিছুই করছে না। এখানে উল্লেখ্য থাকে যে, ০ থেকে ৪ কি, মি, রাস্তা এ, ডি, সি-এর বাইরে। এই রাস্তা মেরামত করবার জন্য মোট পাঁচবার টেণ্ডার ডাকা হয়। প্রথম চারবার বাতিল হয়ে যায় বেশী দাম ডাকায় এবং অন না কারণে। ৫ম বারের জন্য ডাকার পর একমাত্র টেণ্ডারটি অ্যাকসজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার থেকে সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বর্তমানে ইঞ্জিনীয়ার চীফের কাছে রয়েছে। ৫,১০ কি, মি, রাস্তা মেটেলিং কার্পেটিং হয় ১৯৯০ সালে, এবং ০ থেকে ৫ কি, মি, মেটেলিং কার্পেটিং হয়েছে ১৯৮৪-৮৫ সালে। বর্তমানে রাস্তাটি ভাল নয়। বিভিন্ন স্থানে অনেক গর্ত আছে। তবে সময়ে সময়ে আগরতলা ডিভিশান টু-এর অন্তর্গত মোহনপুর সাবডিভিশান থেকে মেরামত করা হয়। এই রাস্তার মধ্যে ৬টি কাঠের সেতু আছে। তরে মধ্যে ৬টিই স্পান পাইপের কালভার্ট করা হয়েছে ৩০ মিটার লম্বা এক কাঠের সেতুটি ৪ নাম্বার। এর অবস্থা খুবই খারাপ। একমাত্র এই ব্রীজটি পুনঃ নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুরী হয়েছে ১৯৯৪ইং সালের জুন মাসে। কিন্তু পাশে ডাইভারশান ব্রীজটির কাজ শেষ করে মূল ব্রীজটিতে হাত দেবার সাথে তা বন্ধ করে দিতে হয় স্থানীয় কিছু যুবকের বাধা দানের ফলে। তারা এই স্থানে কাঠের ব্রীজের পরিবর্তে মাটির বাঁধ নির্মানের দাবী করিতেছিল। কারণ তাদের মতে কাঠের নীচে দিয়ে যে জল যাবে সে জল নীচের দিকে ধান ক্ষেত গুলিতে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করবে এরপর কাজটি আর শুরু করা যায় নি। এই ব্যাপারে স্থানীয় মোহনপুর পশ্চায়েত সমিতি থেকে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সময়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ও পূর্ত ও সেচ দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে জায়গাটি পরিদর্শন করেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। বর্তমানে ডাইভারশান ব্রীজ. যা মূল ব্রীজের পাশে তার উপর নির্ভর করতে হয়। ব্রীজটি বিভিন্ন সময়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে। সম্প্রতি কিছু সংখ্যাক দুস্কৃতকারী ব্রীজের একটি অংশ নষ্ট করে ফেলায় পুনবায় এটি মেরামত করতে হয়। ব্যাপারটি মাননীয় পশ্চায়েত মন্ত্রী ও পশ্চিম জেলার সভাধিপতির উপস্থিতিতে মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এই ব্রীজ সংলগ্ন গত ১৪,৬.৯৭ ইং তারিখে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক, সদর মহকুমা শাসক, এ্যাগজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, পি ডাবলিউ ডি ডিভিশান নং ২,

এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার, ও বি. ডি, ও মোহনপুর ব্লক সহ অন্যান্য পদস্থ অফিসারদের নিয়ে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন থেকে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আপ স্ট্রীমে কৃষি কাজের জন্য একটি ডাইভারশান স্কীম করা হবে। কিন্তু ডাইভারশান স্কীমের কাজ শেষ হলে পূর্ত্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে ব্রীজটি নির্মানের কাজ হাতে নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত বর্ত্তমানে ডাইভারশান ব্রীজটি মেরামত সহ অন্যান্য কাজ পূর্ত্ত দপ্তরের ডিভিশান নং ২ এর অন্তর্গত মোহনপুর সাবডিভিশানের মাধ্যমে করা হচ্ছে। স্যার, এই রাস্তাটির অবস্থা ভাল নয় যদিও বড় অংশটা এ. ডি. সির হাতে তবুও পি. ডাবলিউ. ডি এই রাস্তার কাজ করছে। আমি বলেছি ৬টা ব্রীজের স্পান পাইপ ইত্যাদি করেছে এবং ৪ নং ব্রীজটি মেরামত করেছে। কিন্তু ৪নং ব্রীজটি ওখানে স্থানীয় যে সমস্যা সেটার যদি সমাধান না করা যায়, ফোর্স এপ্লাই করে করা যাবে না। কারন দুই পক্ষের মধ্যে প্রশ্ন আছে। সমস্ত অফিসার দের ইনভাওভ করা হয়েছে। এটা শেষ না করলে হেভী ভিহিক্যালস এখান দিয়ে যাওয়া আসা খুবই অসুবিধা হবে। এই হলো বর্ত্তমান পরিস্থিতি।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এখানে টি আর টি সি বাস চালু ছিল এবং এর আগে প্রাইভেট বাসও চালু ছিল। এখন প্রাইভেট বাস ও বন্ধ এবং টি. আর. টি. সিও বন্ধ। সিমনা বিধানসভার বিরাট একটা অংশ এবং মোহনপুর বিধানসভার বিরাট একটা অংশ ওখানে আছে। আগরতলা টু এসরাই যাওয়ার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে এটাই। আড়াই থেকে তিন মাস আগে টি. আর. টি. সির বাস ঐ রাস্তায় চলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যার ফলে জনসাধারণ বিভিন্নভাবে কষ্ট ভোগ করছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে মেইন রোড থেকে পুরাবাড়ী পর্যান্ত যে ৪ কি. মি. রাস্তা এটা রাজ্যসরকারের হাতে আছে এবং বাকী জায়গাটা এ. ডি. সির হাতে। আমরা জানি দীর্ঘদিন যাবৎ এই রোডের কাজ হয়নি যার ফলে এই রোডে গাড়ী চলাও প্রায় অসম্ভব। আমি জানতে চাই এই রোডে কত বছর যাবৎ কাজ হয়নি? দ্বিতীয়তঃ রাজ্যসরকার ৪ কি. মি পর্যান্ত কাজ করবে এবং বাকীটা এ. ডি সির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আর বাকীটা আমি ব্যাক্তিগতভাবে কিছু ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং আমি জানতে পেরেছি এ. ডি. সি'র হাতে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এ ডি. সি. থেকে বলা হয়েছে আমাদের সীমিত সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা এত বড় রোডের কাজ আমরা করতে পারব না। কাজেই এই ক্ষেত্রে এই রোডের কাজ এ. ডি সি করবে না ষ্টেইট গভর্ণমেন্ট করবে? কারণ এই রোডের জন্য জনসাধারণ কষ্ট ভোগ করছে। তাছাড়া যে ৪ কিলোমিটার রাস্তা রাজ্য সরকারের হাতে আছে সেই রাস্তার কাজও এখনও হয় নি ফলে গাড়ী চলাচল করতে পারছে না এই সমস্ত অসুবিধার জন্য। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই এই রোডটা শুধু ৪ কিলোমিটার রাজ্য সরকারের হাতে

না রেখে সমস্ত রোডটা পি. ডবলিউ. ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে নিয়ে যাতে অতিসত্বর এই রোডে বাস চলাচল করতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ নিরসন হয়। এখানে দীর্ঘদিন ধরে ৪নং ব্রীজের কথা বলা হচ্ছে কারণ এখানে এই রকম ঘটনা ঘটেছে যে একবার এই ব্রীজটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি এখন নূতন সিষ্টেমে হ্যাগিং যে ব্রীজগুলি তৈরী হচ্ছে যেগুলি আগুনে পুড়বে না এইরকম ব্রীজ করবেন কিনা? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার. আমি আমার ষ্ট্যাটমেন্টে বলেছি এই রাস্তা কবে কোন অংশের কাজ করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালে শূন্য কিলোমিটার থেকে ৪ কিলোমিটার রাস্তার কাজ হয়েছিল এবং তার আগে ঐ অংশের কাজ হয়েছিল এবং এ. ডি. সির হাতে ২৬৪টি রাস্তা হ্যাণ্ড-অভার হয়েছিল। ইদানিংকালে এ ডি সি. আমাদের ২টি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। একটি চিঠিতে জানিয়েছেন ১৩৩টি রাস্তার কথা এবং আর একটি চিঠিতে জানিয়েছে ৩৩টি রাস্তার কাজ পি. ডব্লিউ. ডিপার্টমেন্ট হাতে নেবার জন্য। এটা আমরা এ. ডি. সির সঙ্গে বসে মিটিং করব এবং যেগুলি ইমপরটেন্ট রাস্তা সেগুলি নেবার চেষ্টা করব। কারণ মিটিং হয়নি, ওদের সঙ্গে বসতে হবে। এই রাস্তাটি মেইনটেইন পি. ডব্লিউ. ডি. করে আসছে এবং রাস্তার উন্নয়নের দায়িত্ব যাতে পি. ডবলিউ ডি. নেন সেটা আমি করব। কিন্তু একটা কথা এই যে সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে তাতে শুধু একটা কারণ নয় আরও কিছু ঘটনা সেখানে হয়েছে। যার জন্য ১৭টি সার্ভিস প্রাইভেট বাস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ওরা যাচ্ছে না। তারপর ২টি টি, আর, টি, সি, বাস দিয়ে ওটা চালু করা হয়েছিল। কারণ ব্রীজটার একটা প্রবলেম হচ্ছে স্থানীয় যে গোলমাল যেটা আছে এটা যাতে মিটমাট হয়ে যায় স্থায়ী ব্রীজটা আমরা যাতে করতে পারি, বড় ব্রীজটা যাতে করতে পারি। এখন তো একটু ডাইভারশ্যান করা হয়েছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় সকলের সাহায্য নিয়ে মাননীয় সদস্য যাতে চেষ্টা করেন সেটা ফয়সালা করে দেবার। অফিসার পর্য্যায়ে সব স্তরের অফিসার সেখানে গিয়েছেন এবং চেষ্টা করেছেন এবং স্থানীয় এ. ডি সির মেম্বারও চেষ্টা করেছিলেন। এই দিকটা দেখার জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এখানে প্রায় আড়াই মাস থেকে তিন মাস ধরে সার্ভিস চলাচল বন্ধ ফলে জনসাধারণকে ভীষণ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। এই রাস্তাটি বন্ধ থাকার ফলে সাধারণ মানুষের ব্লকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং রাজধানী আগরতলার সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে এক কথায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। কাজেই এই যে রোড ডেমেজ হয়ে রয়েছে সেটার টেণ্ডার কল করা এটা কিছু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কাজেই এই রোডটা রিপেয়ার করে অন্ততঃ গাড়ী চলাচলের যোগ্য করুন এবং কত দিনের মধ্যে এই

সার্ভিস চালু করবেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার, বিষয়টা ঐ এলাকার মানুষের প্রতিদিন জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি যে কথাটি বললাম হেভি ভেহিক্যাল মুভ করার জন্য এই যে ব্রীজটা এটাকেডাইভারশানকরে ছোট ল হাইট ব্রীজ একটা করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য এই ব্যাপারেখোঁজ করুন এবং আমি এ, ডি, সি মেম্বারদেরও বলব, বলেছি এবং চেষ্টা করছি। আর ৪ কিলোমিটার পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা তার জন্য ৫ বার টেণ্ডার হয়েছে। ৪ বার হাই রেইট, যে কোন রেইটে-ত কাজ করা যায়না। গাড়ী যদি ক্রস করতে হয় তাহলে ৪ নং বীজটা ক্রস করতেই হবে। তারপর এমনিতে ২৭শে জুলাই থেকে বাস বন্ধ।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কি প্রশ্ন করলেন মাননীয় সদস্য আর কি উত্তর মাননীয় মন্ত্রী দিলেন। স্যার, এই রোডটি দীর্ঘ ২ বৎসর যাবৎ ভালনা, কোন কাজকর্ম হচ্ছে না। যেটা রাজ্য সরকারের অংশ বলছে সেটা এ, ডি, সির থেকে আরও খারাপ। যে ব্রীজের কথা বলা হয়েছে সেই ব্রীজ দিয়ে বড় বড় ট্রাক এখনও এসরাই, সোনাই এবং বড় কাঠাল পর্য্যন্ত যাচ্ছে। সুতরাং এটার জন্য টি, আর. টি, সি বাস যেতে পারছেনা এই কথা বলে হাউসে ৬০ জন সদস্যকে বুঝানো যাবে, ঐ এলাকার মানুষকে বুঝানো যাবে না। দীর্ঘ দুই বৎসর যাবৎ সোনাই থেকে যখন কিডন্যাপ হল একজন ড্রাইভার এবং একজন কনডাক্টার তখন থেকে এই লাইনে আগরতলা সিমনা যে বাস সিণ্ডিকেট গাড়ী চালাত সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। মাননীয় সদস্য প্রনব বাবু এবং আমি কতবার এই প্রশ্নটি তুলেছি যেকোনভাবে একটা অল্টারনেট ব্যবস্থা করার জন্য। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলেছি। ভাল হয়েছে উত্তর দিচ্ছেন উপ মুখ্যমন্ত্রী। সিমনা বাস সিণ্ডিকেট এখানে পারমিট দিয়েছিল। তারা অন্যদিকে গাড়ী চালাচ্ছে। এই ব্যাপারে কোনরকম স্পেশিফিক ডাইরেক্শান টু দি সিমনা বাস সিণ্ডিকেট মাননীয় সরকার বাহাদুর থেকে দেওয়া হয়নি। টি, আর. টি, সি অনেক বলার পর আপ-টু বড় কাঠাল পর্য্যন্ত চালু হয়েছে। এখন টোট্যালি বন্ধ। ওরাবাড়ী, তৈরাকবাড়ী, বড়কাঠাল, এসরাই, কুটনাবাড়ী, সোনাই, চাচুবাজার বিরাট অঞ্চল। রাস্তাঘাটের অবস্থাত বলেই লাভ নেই। এখানে যতটুকু আছে এর মধ্যে গাড়ী চলতে পারে। ডি এম, এস, ডি, ও স্পেশিফিক এস, পি অ্যাণ্ড ডি, জিকে চিঠি দিয়েছেন যে সিকিউরিটির মাধ্যমে এই অঞ্চলে গাড়ী চালানো হোক। আগেও যখন পূজার আগে সেশান হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল আমরা ব্রীজের কাজ চালু করছি। সব মিথ্যা কথা। এখন টোট্যালি বন্ধ হয়ে আছে। আমার প্রশ্ন হল এই এলাকার মানুষের স্বার্থে, অন্ততঃ নিরাপত্তার মাধ্যমে যেহেতু গাড়ী

চলাচলের ব্যবস্থা আছে, পুলিশের গাড়ী যাচ্ছে, ট্রাক যাচ্ছে। এখানে যানবাহনের জন্য আয়দার বাস সিণ্ডিকেট সিমনা অর **টি**, আর, টি, সির মাধ্যমে আপট্ৰ. **এসরাই**, সোনাই গাড়ীর ব্যবস্থা করা হোক। আর মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে এ, ডি, সি ওরা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করছে না। ওরা কি টাকার অভাবে, টাকা দেওয়া হয়নি রাজ্য সরকার থেকে এই কারণে কাজ বন্ধ করে রাখা হয়েছে কিনা, এই ব্যাপারে ক্লিয়ার হতে চাই।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:**-- স্যার, আমি যা বলার বলেছি, আর কিছু বলব না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এই ধরনের উত্তর দিলেতো এখানে সিদ্ধান্ত হয় না। এটা বললে তো চলবে না। স্যার, এটা সম্পর্কে আগে আপনি বলুন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য হচ্ছে তিনি আগে যা বলেছেন তাতে এটা কাভার করেছে।

শ্রী রতনলাল নাথ :— না স্যার, কাভার হয়নি। মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে বলুন এটা সম্পর্কে।

(**গণ্ডগোল**)

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, এখানে প্রত্যেকটা দিন অসত্য সংবাদ পরিবেশন করছে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) **:**— স্যার, আমি ডিটেলস্ জবাব বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী ডিটেলস্ বলেছেন। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা ও শ্রী পান্নালাল ঘোষ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৩-৯-৯৭ইং উদয়পুরের লক্ষীপতি গাঁও সভায় এন-এল-এফ-টির আক্রমণে একজন সি পি আই (এম) কর্মী নিহত ও তিনজন আহত হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, কলিং এটেনশানটি হল, "গত ৩-৯-৯৭ইং উদয়পুরের লক্ষীপতি গাঁও সভায় এন, এল, এফ, টির আক্রমণে একজন সি পি আই (এম) কর্মী নিহত ও আহত হওয়া সম্পর্কে"। স্যার, গত ৩-৯-৯৭ইং তারিখে সকাল অনুমান ৭-৩০ মিনিটে মহারানীর সি, আর, পি, এফ ক্যাম্প থেকে টেলিফোন মারফত আর কে পুর থানা সংবাদ পায় যে, একদল উগ্রপন্থী লক্ষীপুর গ্রাম আক্রমণ করেছে, গুলি চলছে। সি, আর, পি, এফ বাহিনী ঘটনাস্থলের দিকে রওয়ানা হয়েছে। অবিলম্বে থানা থেকে নিরাপত্তাবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত যেতে হবে। থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক সঙ্গে সঙ্গেই খবরটি দৈনিক লিপিবদ্ধ করে

একদল নিরাপত্তা বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আনুমানিক ৮-৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তের কাজ শুরু করেন। নিরাপত্তাবাহিনী ঘটনাস্থল পৌঁছানোর আগেই উগ্রপন্থী দলটির এলোপাথারী গুলি বর্ষনে একজন গৃহবধু নিহত হন এবং অপর তিনজন আহত হন।

প্রাথমিক তদন্তে সকল সংগৃহীত তথ্য রেকর্ডভুক্ত করে শ্রী বিশেশ্বর চক্রবর্তীর অভিযোগ ক্রমে আর কে পুর থানার অধীনে কেইস নং ১৩৮, ৯৭ ধারা ১৪৮, ১৪৯, ৩২৬, ৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধির এবং অস্ত্র আইনের ২৭ নং ধারায় মামলা নথীভুক্ত করা হয়।

ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সি, আর, পি, এফ দুস্কৃতকারীদের পালিয়ে যাবার পথ অনুসরণ করে বিভিন্ন স্থল থেকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তকার্য অব্যাহত আছে।

ঘটনার তদন্তে প্রকাশ, উগ্রপন্থী দলটি ৩-৯-৯৭ইং তারিখে আনুমানিক সকাল ৭-৩০ মিনিটে লক্ষীপতি গ্রামে আসে এবং এলাকার রেশনসপ ডীলার শ্রী হারাধন দাসের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। শ্রী দাসের বড় মেয়ে জয়ন্তী রাণী দাস সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের আসতে দেখে বাড়ীর পড়ার ঘরে সকলকে সতর্ক করে। গৃহ শিক্ষক শ্রী বিশেশ্বর চক্রবর্তী সে সময়ে পাড়ার ঘরে ছাত্র ছাত্রীদের পড়াচ্ছিলেন। শ্রী হারাধন দাস উগ্রপন্থীদের উপস্থিতির খবর পেয়ে আত্মরক্ষার জন্য দৌড়ে পাশের জমিতে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করেন। সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের কয়েকজন শ্রী হারাধন দাসের পিছনে ধাওয়া করে এবং গুলি চালাতে থাকে। শ্রী দাস প্রানপনে আক্রমনকারীদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন এবং তাদের গুলিতে আহত হন। বড়মেয়ে জয়ন্তী বাবাকে আক্রমন হতে দেখে ছুটে এসেছিলো। আক্রমণকারীরা তাকেও গুলিতে আহত করে। উগ্রপন্থীদের আক্রমনে শ্রীগিরীশ চন্দ্র দাসের ছেলে শ্রীগিরীন্দ্র দাসও গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। সন্ত্রাসবাদীদের এলোপাথারী গুলিবর্ষনে শ্রী নারায়ন দাসের স্ত্রী শ্রীমতি শোভারী দাস গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান সন্ত্রাসবাদীরা গৃহশিক্ষক শ্রী বিশেশ্বর চক্রবর্তীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। যাবার পথে কোয়াইমুড়া গ্রামে পৌঁছে তার হাতে একটি নির্দেশমূলক চিঠি তাকে ধরিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেয়। তাতে লেখা ছিল লক্ষীপতি গ্রামবাসী সবাইকে আগামী ৮.৯.৯৭ ইং তারিখের মধ্যে দুই লক্ষ টাকা দিতে হবে। যদি তা না করা হয় তাহলে সন্ত্রাসবাদীরা ঐ টাকা তুলে নেবার জন্য আবার আসবে।

অভিযোগের তদন্তে এটা প্রকাশ পায় যে এন, এল, এফ, টি, সন্ত্রাসবাদীরা এই ঘটনায় জড়িত। ঘটনার সাথে যুক্ত সন্দেহে যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা হলো:—

(১) রাইয়াচক্ জমাতিয়া, (১৮), পিতা-নারায়ন জমাতিয়া, গ্রাম-দেওয়ানবাড়ী, থানা কিল্লা।

২) চন্দ্রমানিক জমাতিয়া, পিতা ব্রজবিহারী জমাতিয়া, গ্রাম দেওয়ানবাড়ী, থানা কিল্লা।
৩) অলকমতি জমাতিয়া ,পিতা-সুলতাহরি জমাতিয়া, গ্রাম কোয়াইমুড়া, থানা-কিল্লা ।
৪) বিনন্দহরি জমাতিয়া, পিতা-নবরঞ্জন জমাতিয়া. গ্রাম-কোয়াইমুড়া, থানা-আর, কে, পুর ।
৫) চরনহরি জমাতিয়া, পিতা-দেবজনার্ধন জমাতিয়া, গ্রাম-কোয়াইমুড়া, থানা-আর, কে, পুর।

আহত ব্যক্তি গন বর্তমানে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ঘটনায় নিহত শোভারানী দাসের পরিবারকে মৃতদেহ সংকার করার জন্য তাৎক্ষণিক এক হাজার টাকা এবং আহত ব্যক্তিদের প্রত্যেককে তাৎক্ষণিক পাঁচশত টাকা করে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সমগ্র কেইসটি এখনো তদন্তাধীন আছে।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই লক্ষ্মীপতি এলাকায় গত তিন তারিখ যে ঘটনা হয়েছে ঘটনার অনুসরণ করে আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর ষ্টেট্‌মেন্টে উল্লেখ করেছেন। এবং এই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করার পর গত চার তারিখে কিল্লা থানায় গ্রেপ্তারীকৃত যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের ছাড়িয়ে আনার জন্য এই এলাকার টি, ইউ, জে, এস, এবং টি, এন, ভি, থানা ঘেরাও করেছিল। এই খবর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না? এবং এই পাঁচজন যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় আছে কি না? দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, এই এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ এই ধরণের ঘটনা ঘটে আছে। এই এলাকার মানুষের নিরাপত্তার জন্য এখন পর্য্যন্ত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী): মিঃ স্পীকার স্যার, গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাদেরকে চার তারিখে ছাড়িয়ে আনার জন্য যে সমস্ত লোক জমায়েত হয়েছিল তারমধ্যে নারীও ছিল। তবে তারা কোন্ দলের তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা মুস্কিল। তবে পুলিশের রিপোর্টে উপজাতি যুব সমিতির এবং টি. এন, ভি,র সমর্থক কিছু আছেন বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে এর আগেও বিভিন্ন ধরণের ঘটনা হয়েছে এটা সত্য। এই এলাকায় যখনই কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বা অনুমান করা হয়েছে তখনই সেখানে এডিশন্যাল ফোর্স দিয়ে জনগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া মহারানীতে একটা সি, আর, পি, এফ, ক্যাম্প কাজ করছে। এবং এই এলাকায় বিভিন্ন সময় স্পেশাল অপারেশন এর মাধ্যমে উগ্রপন্থীদের কার্য্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কিল্লা থানার অধীনে যে দেওয়ানবাড়ী-এই দেওয়ানবাড়তে এর আগেও কিছু ঘটনা হয়েছে। এবং পুলিশের তথ্য থেকে যেটা বেরিয়ে এসেছে-উগ্রপন্থী এবং উগ্রপন্থী সহায়করা বিশেষকরে দেওয়ান-বাড়ীতেই বেশী আশ্রয় পাচ্ছে। নির্দিষ্টভাবে সেখানে থেকে যারা উগ্রপন্থী হিসাবে চিহ্নিত তাদের যেন

সেখানে থেকে তোলে আনা যায় বেআইনী কার্যকলাপ দমন করার জন্য পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, সেখানে ঘটনার পর আমি সকালবেলা শুনে গিয়েছিলাম। এবং যে হারাধন দাস যাকে মূলত কিডন্যাপ করার জন্য এন, এল, এফ, টি উগ্রপন্থীরা সেখানে গিয়েছিল। সেখানে আমি গিয়েছি, পুলিশের ডি, আই, জিও সেখানে গিয়েছিলেন এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার এস. পিও সেখানে গিয়েছিলেন। এ, কে, ৪৭ রাইফেল দিয়ে আক্রমণ করার পর হারাধন দাস নিরস্ত্র অবস্থায় যে ভূমিকা পালন করেছেন, এবং এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তিনি আহত হয়েছিলেন। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমার মনে হয় তার এই কাজের জন্য তাকে পুরস্কার করা উচিৎ। একে-৪৭ দিয়ে আক্রমণ আর একটু হলে তিনি রেখে দিতেন এবং উগ্রপন্থী-দের আটকে দিতে পারতেন। তাই এই সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা?

দ্বিতীয়ত: হচ্ছে, এই এলাকার মধ্যে এই ৫ জন কে পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করছে আমি জানি তারা টি. ইউ. জে, এস. টি, এন, ভি ইত্যাদি সংগঠনের লোক। আমি জানি তারা কিল্লা এলাকার এবং তারা অভার গ্রাউণ্ডের মধ্যে কাজ করছে। এই এলাকার মধ্যে যখনই এইরকম ঘটনা ঘটছে তাদের সেভ করার জন্য, উগ্রপন্থীদের সাহায্য করার জন্য, অভার গ্রাউণ্ডের উগ্রপন্থীদের সেভ করার জন্য টি, এন. ভি, টি. ইউ. জে. এস টি, এল, সি, মিলিতভাবে এলাকার মধ্যে কিছু মহিলাকে সংগঠিত করে পুলিশ যাতে কাজ না করতে পারে তারজন্য প্রতি মুহূর্তে বাধা সৃষ্টি করে চলছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

আর আমি যেটা জানতে চাই, যে এই এলাকার উগ্রপন্থী কার্যাকলাপ বন্ধ করার জন্য এটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রস্তাব হিসাবে রাখব তিনি চিন্তা ভাবনা করার জন্য যে পিত্রাতে একটা আউট পোষ্ট আছে. সেখানে উগ্রপন্থী কার্যাকলাপ যারা চালায় তাদের ইণ্টারন্যাল হচ্ছে পিত্রা বাজার এটাকে কেন্দ্র করে তারা এলাকার মধ্যে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চালায়। পিত্রা এটা বাঙ্গালী গাঁওসভার মধ্যে এখানে আউট পোষ্টটাও আছে এবং সেখানে সি, আর, পি, এফও আছে। এটাকে যদি শিফট করে পিত্রা বাজারে এই ক্যাম্পটা সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে পরে একটা বিরাট এলাকার পিত্রা বাজার থেকে আরম্ভ করে কোয়াইমুড়া পর্যন্ত এই দিকে অম্পি পর্যন্ত এই এলাকার মধ্যে উগ্রপন্থীদের চলাফেরা করা কোন মতেই সম্ভব না। এটা তারা ইনটারন্যাল হিসাবে ব্যবহার করছে। এবং সেই দিক থেকে এই ক্যাম্পটা সরিয়ে পিত্রা বাজারে স্থাপন করলে পরে এই এলাকার জনসাধারণ অনন্তঃ উগ্রপন্থীদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে বলে আমার ধারণা। তাই এই রকম চিন্তাভাবনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম প্রশ্ন যেটা বলেছেন যেটা আমি ইতিমধ্যে আমার বক্তব্যের মধ্যে এখানে যা তথ্য আছে আমি বলেছি টি, এন, ভি-টি, ইউ, জে, এস. ইত্যাদি

সম্পর্কে। এর বাইরে আমার কাছে এই মুহূর্তে কোন তথ্য নেই।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, পুরস্কার দেওয়া, স্যার, প্রতিরোধ করেছেন এইভাবে রিপোর্ট এসেছে। পুলিশ এটা রিপোর্ট পাওয়ার পরেই সঙ্গে সঙ্গেই এই রকম কোন সিদ্ধান্তে যেতে পারে না। এটার তদন্ত হয় এবং পরীক্ষা করে দেখা হবে।

তৃতীয় প্রশ্ন যেটা, সেটা হলো সারা রাজ্যে আমরা সকলে জানি মাননীয় সদস্যও জানেন এন. এল. এফ, টি/ এ, টি, টি. এফ দুটোকে যে আইনী সংগঠন ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সুপারিশকে ভিত্তি করে। এবং এই যে দুটো সংগঠন এই সংগঠনের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন এইখানে অভাব গ্রাউণ্ড এবং আণ্ডার গ্রাউণ্ড বলতে কিছুই নেই। যারা সংযুক্ত আছেন তারাই এই বেআইনী সংগঠনকে সহায়তা করেন বলে এই আইনের আওতয়ায় পড়েন। রাজ্য সরকার সপ্রীতি গত কয়েকদিন আগে স্টেট লেবেলে যে তাদের কমিটি সেই কমিটির মধ্যে এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার-এর নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছেন যে কয়েক মাস হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত কি কি ফলাফল হয়েছে আমরা জানতে চাই। অভার গ্রাউণ্ড হউক আর আণ্ডার গ্রাউণ্ড হউক যারা বেআইনী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সে কোন না রাজনীতি করেন না করেন কোন প্রশ্ন নয় তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করতে হবে। পিত্রার ঘটনা অথবা কিল্লার ঘটনা, উদয়পুর, আর কে. পুর থানার ভেতর যে ঘটনা সমস্ত ঘটনাই দেখা হবে। কারণ এটার মধ্যে ডিস্টার্ব এরিয়া নন-ডিস্টার্ব এরিয়া কোন প্রশ্ন নেই সর্বত্রই একই নীতি। কাজেই সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে। স্টেট লেবেল যে কমিটি, আমরা জানি সি, আর, পি. এফ, বি. এস. এফ, ও স্টেট পুলিশ সবাইকে নিয়ে স্টেট লেবেল যে কডিনিশন কমিটি আছে সেই কমিটির চার্জে আছেন চীফ্ সেক্রেটারী। সেখান থেকে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেই লেবেলে সমস্ত আলাপ আলোচনা করে কোথায় কোন জায়গায় কিভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে এবং কোন জায়গায় ক্যাম্প করা দরকার এগুলি করেন। মাননীয় সদস্য পিত্রা বাজার-এর যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব ইতিমধ্যে তাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সিদ্ধান্ত তারা নেবেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, গত ৩ তারিখ এ ঘটনা পর যেটা এখানে বলা হয়েছিল শুভা রাণী দাস, তিনি মহিলা কংগ্রেসের সদস্যা এবং নারায়ণ দাস এখনও সে কংগ্রেস এবং ঐ এলাকার কংগ্রেসের একসময় গাঁও পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। আর এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন তারা নাকি নারী সমিতির সদস্য শুভা রাণী দাস। কিন্তু আমি জানি নারায়ন দাস এখনও কংগ্রেস।

এখন কথা হচ্ছে, বিশ্বেশর চক্রবর্তী যিনি একজন নাক্সিল বাড়ীর শিক্ষক। হারাধন দাসের বাড়ীতে প্রাইভেট টিউশনি করেন। ঘটনার পর যখন বিশ্বেশর চক্রবর্তীকে ধরে নিয়ে যায় তখন

ঐখানে শান্তনু জমাতিয়া, শিবসাধন জমাতিয়া, মদন জমাতিয়া, দেব সাধন জমাতিয়া, চন্দ্র কিশোর জমাতিয়া এই পাঁচ জনের সঙ্গে উগ্রপন্থীদের দেখা হয়। তখন তারা অনুরোধ করেছেন উগ্রপন্থী-দের তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য এরা আমাদের লোক। বিশ্বেশর চক্রবর্তীর হাতে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং ঐ পাঁচজনের অনুরোধে ছেড়ে দিয়েছেন।

শ্রীমাধব সাহা : — পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার,।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না স্যার।

শ্রীমাধব সাহা :— মিথ্যা তথ্য দিলেতো পয়েন্ট অব্ অর্ডার হবেই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— উনি বলবেন আপনিতো মন্ত্রী নন।

শ্রীমাধব সাহা :— মন্ত্রীর প্রশ্ন না, পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য আপনি বলুন।

শ্রীমাধব সাহা :— মাননীয় সদস্য রতি মোহন জমাতিয়া যেভাবে গল্প তৈরী করেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। উনার কনসটিটিউন্সী হতে পারে উনি চিনেন না শুভা রাণী দাস, হারাধন দাস তার ছোট ভাই নারায়ন দাস, হারাধন দাস সি, পি, আই, এমের মেম্বার এবং এবং রাণী দাস নারী সমিতির একজন সদস্যা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ বসুন, প্লীজ সীট ডাউন, হ্যাঁ রতিবাবু বসুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, চক্রবর্ত্তীর হাতে যে চিঠিটা দেওয়া হয়েছে সেটাতে টাকার কথা উল্লেখ ছিলনা গতকাল কংগ্রেসের প্রাক্তন সদস্য ব্রজেন্দ্র দাস এবং মাখন পাল সহ চারজন আমার কাছে এসেছিল।

মিঃ স্পীকার :—রতিবাবু আপনার ক্ল্যারিফিকেশানটা বলুন। এই ভাবে তো হয়না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— কাজেই শান্তনু জমাতিয়া, বিদ্যাধন জমাতিয়া, মদন জমাতিয়া ও দেবসাধন জামাতিয়াকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে উগ্রপন্থী কারা এবং সঠিক ভাবেই তথ্য জানা যাবে। কাজেই বিষয়টা সঠিক ভাবে তদন্ত করা হবে কিনা মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে হ্যাঁ, আমিও মাধব বাবুর সঙ্গে সহমত পোষণ করি। গত সাড়ে চার বছর ধরেই পিত্রা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বৈরী অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। কাজেই সেখানে থানা বা সি আর পি. এফ ক্যাম্প বসিয়ে এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আগেই আমি অনুরোধ রেখেছিলাম। এবারও রাখছি। চার তারিখে আমি বিষয়টা এই এ হাউজে উপস্থাপন করেছিলাম।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে ক্ল্যারিফিকেশান চেয়েছেন আমি পরিস্কার কিছু বুঝি নাই। তবে যে জিনিসটা বুঝেছি সেটা হচ্ছে যাদেরকে গ্রেপ্তার করা

হয়েছে। ওরা বরং তাদের ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কাজেই পুলিশ যেটা করেছে অন্যায় করেছে এবং পুলিশের উচিৎ ছিল তাদের ছেড়ে দেওয়া। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব, আইন আইনের পথে চলবে এরজন্য পুলিশ স্বাধীন ভাবেই কাজ করবে। সরকার এটাতেই খুশি এবং মাননীয় সদস্য এই কাজে পুলিশকে সাহায্য করুন।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :—পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, ৩ তারিখে এই ঘটনায় আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে হারাধন দাস গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আমি যতটুকু জানতে পেরেছি ঐদিন হারাধন দাসের বাড়ীর পুকুর সংলগ্ন রসিক দাসের বাড়ীতে উগ্রপন্থীরা ব্যাগ এবং অস্ত্র নিয়ে আগে থেকেই সমবেত হয়েছিল। এই তথ্যটুকু মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানা আছে কিনা? পাঁচ ছয় মাস আগেও এই হারাধন দাসের উপরে উগ্রপন্থীর আক্রমণ করার চেষ্টা করলে তিনি পালিয়ে বেঁচেছিলেন। লক্ষীপতি ও পিত্রাতে দীর্ঘদিন ধরেই উগ্রপন্থী তৎপরতা চলে আসছে। পুলিশ খবর পেয়ে উগ্রপন্থীদের ধরতে গেলে সেখানে টি. এন. ভি., যুব সমিতি এবং টি এস সি সি-র কর্মী সমর্থকরা পুলিশকে রাস্তায় আটকিয়ে দিয়ে উগ্রপন্থীদের পালিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করে দেয় এত অল্প সময়ের মধ্যে দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক লোক জায়গাতে সমবেত করা এবং পুলিশকে আটকিয়ে দেওয়া থেকেই প্রমাণিত হয় এর পেছনে একটি চক্রান্ত কাজ করছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে উগ্রপন্থীদের পুলিশের হাত থেকে বাঁচানো এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? আর এই হারাধন দাসের উপরে গত ৫,৬, মাস আগেও আক্রমণ হয়েছিল। তিনি জানালা দিয়ে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছেন এখন এই যে লক্ষীপতি এবং পিত্রায় এই অঞ্চলে উগ্রপন্থী তৎপরতা গত দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছে। এই অঞ্চল জুরে দেখা যাচ্ছে যে যখনি এই উগ্রপন্থী দমনের জন্য কোন আসামী খুজতে যায় সেটা প্রতিহত করার জন্য এই টি, ইউ, জে, এস-টি, এন, ভি-টি এন, সি, সি এই সমস্ত এর আগের এই পিত্রার ঘটনা নিয়েও এইরকম তাদেরকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এর পেছনে একটা চক্রান্ত আছে, কারণ অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষ শুধু সেখানে একত্রিত হচ্ছেন তা নয়। দূর দূরান্ত থেকেও সেখানে আসছেন। এতে পরিস্কার যে এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে উগ্রপন্থীদেরকে পুলিশি তৎপরতার হাত থেকে বাঁচানো। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর কাছে আছে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, কানাই দাসের বাড়ীতে যেটা বলেছেন সেইরকম তথ্য আমার হাতে নেই। মাননীয় সদস্যদের বলব যে সমস্ত তথ্য মাননীয় সদস্যদের কাছে আছে, যে সমস্ত তথ্য অফিসার তদন্ত করছেন তাদের হাতে দেওয়ার জন্য যাতে আরো সঠিকভাবে তদন্ত হয়। এটা পুলিশের তদন্তের রিপোর্টে আছে। এটা প্রথম নয়। এর আগেও তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন। এবার তার পালাতে পারেননি। তবে পালাতে

চেষ্টা করেছিলেন। যেভাবে রিপোর্টটা আছে জমিতে নেমে গিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে তাকে টার্গেট করে তাকে আক্রমণ করে এবং তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে। আর যেটা বলেছেন যে পিত্রা বাজার বা পিত্রা এই এলাকাটায় গত কিছুদিন যাবৎ যেভাবে ঘটনা ঘটছে তাতে পরিস্কার যে উগ্রপন্থীদের আশ্রয় দাতা এই এলাকাটার মধ্যে একটু বেশী যারা এস্টিমিটস, তাদের আশ্রয় দাতা তা নয় যে সমস্ত সহযোগিতা এই এলাকাটার মধ্যে একটু বেশী। পুলিশকে বলা হয়েছে, নারী বাহিনী না কোন বাহিনী তার প্রশ্ন হয়, এটা পুলিশের দায়িত্ব এটা পুলিশ চিহ্নিত করবে। দুইটি বে-আইনী সংগঠন নির্দ্দিষ্টভাবে ঘোষিত তাদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখান থেকে তুলে আনা হবে তাতে কোন রাজনীতির প্রশ্ন নয়। এখানে মাননীয় সদস্য সেটা বলেছেন এবং রিপোর্টে যেটা আছে যুব সমিতি, কংগ্রেস আই, টি এন ভি তাদের সমর্থকদের এই সমস্ত দলগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এই রিপোর্টে যা আছে আমি বলছি। স্যার, শুধু তাই নয়। এখানে এম, এল, এ বেড়াতে যান দেওয়ান বাড়ীতে থাকেন পি, জি নিয়ে পি এস ও নিয়ে এবং তার পর রিভালবারটা আরেকজনের হাতে তুলে দেন। এই সমস্ত ঘটনাও আছে কিছু। কাজেই আমি বলব আপনারা সাহায্য করুন ঐ এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে। সরকার সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি মাননীয় রমিমোহন জমাতিয়া কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ২১শে মে ১৯৯৭ইং তারিখে উদয়পুর মহকুমার পিত্রা পুলিশ ফাঁড়ি থেকে স্বপন লস্করকে (পুলিশকর্মী) অপহরণ ও পর মুহূর্তে দেওয়ানবাড়ীর বাজার ও গ্রাম-এর বাড়ীঘর ভস্মীভূত হওয়া এবং কয়েকদিন পর অপহৃত স্বপন লস্কর-এর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, গত ২১,৫,৯৭ ইং তারিখে সকাল অনুমানিক ২০-৩০ মিঃ নাগাদ পিত্রা পুলিশ ফাড়ির কনষ্টেবল স্বপন লস্কর সাইকেল সারাইয়ের জন্য পিত্রা বাজারে গেলে চারজন সসস্ত্র সন্ত্রাসবাদী বন্দুকের মুখে স্বপন লস্করকে অপহরণ করে। তাকে সন্ত্রাসবাদীরা পিত্রা থেকে দেওয়ান বাড়ীর পথে টেনে নিয়ে যেতে থাকলে চারিদিকের লোকজন ঘটনার প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। এবং পেছনে পেছনে ধাওয়া করে। সন্ত্রাসবাদীরা তখন এলোপাথাড়ী গুলি চালাতে শুরু করে এবং ইতিমধ্যে পুলিশ দ্রুত এগিয়ে এসে অপহরণকারীদের উদ্দেশ্যে পাল্টা গুলি চালায়। কিন্তু অপহরণকারীরা স্বপন লস্করকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় সমগ্র এলাকায় প্রচণ্ড

উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত জনতার একাংশকে দেওয়ানবাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। এলাকায় একটি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

মিঃ স্পীকার, স্যার, গত ২১ শে মে ১৯৯৭ ইং তারিখে উদয়পুর মহকুমার পিত্রা পুলিশ ফাঁড়ি থেকে স্বপন লস্করকে (পুলিশকর্মী অপহরণ ও পর মুহূর্ত্তে দেওয়ানবাড়ীর বাজার ও গ্রামের বাড়ীঘর ভস্মীভূত হওয়া এবং কয়েকদিন পর অপহৃত স্বপন লস্করের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা সম্পর্কে'।

স্যার, গত ২১.৫.৯৭ইং তারিখে সকাল অনুমানিক ১০-৩০ মিনিট নাগাদ পিত্রা পুলিশ ফাঁড়ির কনেষ্টেবল স্বপন লস্কব সাইকেল সারাই-এর জন্য পিত্রা বাজারে গেলে চারজন সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীর বন্দুকের মুখে স্বপন লস্করকে অপহরণ করে। তাকে সন্ত্রাসবাদীরা পিত্রা দেওয়ানবাড়ী পথে টেনে নিয়ে যেতে থাকলে চারিদিকের লোকজন ঘটনা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে এবং পেছন পেছন ধাওয়া করে। সন্ত্রাসবাদীরা তখন এলোপাথারী গুলি চালাতে শুরু করে। ইতিমধ্যে পুলিশ দ্রুত এগিয়ে এসে অপহরণকারীদের উদ্দেশ্যে পাল্টা গুলি চালায় কিন্তু অপহরণকারীরা স্বপন লস্করকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় সমগ্র এলাকায় প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত জনগণের একাংশকে দেওয়ানবাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। এলাকায় একটি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশ ছিল না। এই উত্তেজনার সুযোগে কিছু সংখ্যক দুঃস্কৃতকারী দেওয়ানবাড়ী গ্রামের বাসগৃহ এবং দোকানঘরগুলিতে আগুন দেয়। এরফলে মোট ১৬টি বাসগৃহ এবং ২৫টি দোকানঘর আগুনে ভস্মীভূত হয়। রবীন্দ্র জমাতিয়া, পিতা শীতল জমাতিয়া এবং বিনয় কুমার জমাতিয়া, পিতা বীরেন্দ্র জমাতিয়া দেওয়ানবাড়ীতে সাম্প্রদায়িক দুস্কৃতকরীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে প্রচণ্ড জখম হয়। তাদের উদয়পুর হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আর. কে. পুর থানায় দু'টি মামলা নথিভূক্ত করা হয়েছে মামলার নং ৭৮। ৯৭, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮। ১৪৯। ৩০৭। ৩৫৪ (এ) এবং অস্ত্র আইনের ২৭ নং ধারায়। অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিল্লা থানায় ১১। ৯৭ নং মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮। ১৭৯। ৩২৫। ৪৩৬। ৩৮০ নং ধারায় নথীভূক্ত করা হয়েছে। কিল্লা থানার মামলায় ৪১ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। আর. কে. পুর. থানার মামলায় ৭ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

কনষ্টেবল স্বপন লস্করকে উদ্ধার করার জন্য উগ্রপন্থীদের গোপন আস্তানায় সন্দেহজনক গ্রামগুলিতে তল্লাসী চালান হয়। ২/৬/৯৭ ইং তারিখ সকালে পিত্রা ফাঁড়ি থানার নিকটবর্ত্তী স্থানে কনষ্টেবল স্বপন লস্করের মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। তার গলায় ধারালো অস্ত্রের ক্ষত ছিল এ টি. টি. এফ. এর হাতে লেখা একটি চিঠিও পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিলো, দাবীকৃত টাকা না দেয়ায় কনষ্টেবল স্বপন লস্করকে খুন করা হলো। কনষ্টেবল স্বপন লস্করের মৃতদেহ

উদ্ধার করে আইনানুগ সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করে তার বাড়ীতে সংকারের ব্যবস্থা করা হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে। রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে স্বপন সঙ্কয়ের স্ত্রী.কে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। দেওয়ানবাড়ীর ১৬টি বাসগৃহ এবং ২৫টি দোকানঘর আগুনে পুড়ে যাওয়ার ঘটনার রাজ্য সরকার থেকে নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন স্কীমে রিলিফ দেয়া হয়েছে।

বাসগৃহের জন্য প্রতিটি পরিবারকে নগদে ২০০০ টাকা এবং ২৭টি ৮ ফুট টিন দেয়া হয়। এছাড়াও আশু কর্মসংস্থান প্রকল্পে দেওয়ানবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯৮৫টি শ্রম দিবসের কাজ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পরিবারের তৈজস পত্রের জন্য পরিবার পিছু ২০০ টাকা করে দেওয়া হয়। দোকান ঘরের জন্য সরকার থেকে প্রতিটি পরিবারকে ৫০০ টাকা এবং টি.টি. এ. এ ডি সি. থেকে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ৩২ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে সরকার থেকে ১৯০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যান্ত বুকগ্রান্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, রূপছরি জমাতিয়ার ৩টি ঘর ছিল। ঐ তিনটি ঘরই আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়? তাছাড়া, ছাগল মোরগ সহ অন্যান্য যা ছিল সবই নিয়ে যায় লুঠ করে? এইভাবে ৬টি পরিবারের ১৬টি ঘর হবে না, হবে ২৮টি ঘর এবং দোকানও হবে ৪০টি। তাছাড়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ২,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এটা অনেকে পেয়েছে আবার অনেকে পায়নি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি? রূপহরি জমাতিয়া একটি টাকাও পায়নি। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? বিনয় জমাতিয়া ফোটামাটি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ককবরক টিচার, রথীন্দ্র জমাতিয়া, পিতার নাম শীতল জমাতিয়া, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে ভুল করে রবীন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন, তারা যখন উদয়পুর হাসপাতালে ছিলেন তখন আমি নিজে সেখানে গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছে পিত্রা আউটপোষ্টের ইনচার্জ অনুকুল মালাকারকে পুলিশ সহ দেখে সাহস করে গিয়েছিলেন কিছু বলার জন্য যাতে এলাকাতে ঘর বাড়ী পোড়া না যায়। উনি দুঃখের সাথে বললেন—আমি অনেক বাধা দিতে চেষ্টা করেছি যাতে এই গণ্ডগোলটা না হয়। উনি স্পষ্ট করে আমাকে বলছেন যে অনুকুল মালাকার প্রথমে আমাকে আঘাত করে. পেটাতে শুরু করে। তারপর শেষ পর্যান্ত পুকুরের পাড়ে অচেতন অবস্থায় ফেলে দিয়ে গেছে। এই তথ্যগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা। বিনয় জমাতিয়া, সি. পি. আই (এম) সমর্থক এবং রবীন্দ্র জমাতিয়া, উপজাতি যুবসমিতির সমর্থক। এই দুইজনকে যে ভাবে আঘাত করা হয়েছে তাতে সঠিক-ভাবে তাদের চিকিৎসা করা হয়নি। এলাকাবাসীরা চাঁদা সংগ্রহ করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? সুরেশ জমাতিয়া, বিজয় জমাতিয়া ও সুরথ জমাতিয়া-এই তিন জন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট চিঠি নিয়ে এসেছিলেন

ডেপুটেশান দেবার জন্য, সেই চিঠি উনি পেয়েছে কিনা? অনুকূল মালাকার সহ ৯ জন পুলিশ কর্মী ৩৩ জন পাবলিক বিশেষকরে পিত্রা এলাকার বাঙ্গালী তাদেরকে লুঠের মাল সহ আটক করা হয়েছিল। তিপ্রা কুমার জমাতিয়া, তিনি একজন শিক্ষক, তার বাড়ী থেকে টি. ভি এবং অন্যান্য জিনিষ লুঠ করে এনেছিল এমন ৪২ জনকে আটক করা হয়েছিল। ৪২ জনকে সাজা দেওয়া হয়নি। সি. আর. পির কাছে লুঠের মাল ধরা পড়া সত্বেও তাদেরকে কেন সাজা দেওয়া হলো না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ঘটনা খুবই মর্মান্তিক, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তার ভিতরে। এই ঘটনাকে ভিত্তি করে দুটো কেইস হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে দেওয়ানবাড়ীতে যে ঘটনা, আগুনে পোড়া, এই জাতীয় ঘটনায় সরকার সাহায্য করে, সহযোগিতা করে। স্যার, ডি এম কে দিয়ে ইনকোয়ারী করানো হয়েছে। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে ঘরে ঘরে গিয়ে ইনকোয়ারী করেছেন। তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছেন সে রিপোর্টকে ভিত্তি করে ১৬টি বসত বাড়ী, এবং ২৫টি দোকান ঘর আগুনে পুড়েছে তাদেরকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে। স্যার আমার কাছে তিন জন দেখা করতে এসেছিলেন এটা সঠিক। এবং তারা আমার সঙ্গে দেখাও করেছেন এবং রিপোর্টও দিয়েছেন। এরকম উত্তেজনায় গ্রামের ভিতর অনেকরে বাড়ীতে গরু-ছাগল সহ নানান কিছু ক্ষতি হয়েছে। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতিকে আমরা তো পূরণ করতে পারি না, গ্রামের মানুষ এগিয়ে এসেছেন, এলাকার মানুষ এগিয়ে এসেছেন সাহায্য সহায়তা নিয়ে এমন কি উদয়পুর থেকে এবং আসে পাশের ঐ সমস্ত এলাকা থেকে লোকজন সহযোগিতা পাঠিয়েছেন। আমরা সরকার থেকে তার পাশে থেকে সহযোগিতা করেছি নির্দ্দিষ্টভাবে। এছাড়া অন্যান্য কিছু আছে ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতি এবং এ, ডি, সি, আরও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। আমরা এইভাবে এই ক্ষতকে পূরণ করতে চাই। আর কেইসে আসামীর গ্রেপ্তারের বিষয়ে মাননীয় সদস্য যে নাম বলেছেন অনুকূল মালাকার তার সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ আছে সেই অভিযোগের জন্য তাকে এনকোয়ারির মধ্যে রাখা হয়নি। যেহেতু একজন পুলিশ অফিসার কাজেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এনকোয়ারি চলছে সেই এনকোয়ারিতে কারা কারা অভিযুক্ত কোথায় কি কি ভাবে সবই তদন্ত করা হবে। কোন কর্মচারী, অফিসার এমন কি কোন সরকারী দায়িত্ব প্রাপ্ত যদি কেহ এইগুলির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন নিশ্চয়ই তারা রেহাই পাবেন না তাদেরও এর মধ্যে আসতে হবে এবং তদন্তে আসতে হবে সঠিকভাবে এনকোয়ারি করতে গিয়ে এইগুলি আসতে হবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া — পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, আমি এখানে পরিষ্কারভাবে জানতে চাই উপহরি জমাতিয়া তার তিনটি বাড়ী শেষ হয়ে গেছে এবং গরু, ছাগল, সবই শেষ হয়ে গেছে। দুই হাজার টাকা এবং টিনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে এখন পর্যন্ত তিনি সেগুলি

পান নি। এটা তদন্ত করে তাঁকে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) গানি নামটা উল্লেখ করে রেখেছি আপনি বলেছেন। আমি ডি. এমকে জানাব আর একবার খোঁজ-খবর করে দেখবেন উপহরি জমাতিয়া ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। জে. আই. এ. যে স্কীম সেই স্কীমে ঘর দেওয়া হয়েছে। যদি দেখা যায় ওর ঘর-বাড়ী পুড়ে গেছে নিশ্চয়ই আমরা দেখব তবে ওয়াই. এ. ডি. এমের তদন্তে যা এসেছে সেই অনুযায়ী করব।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিলেন এই ঘটনার পর আমি মাননীয় মন্ত্রী কেশব মজুমদার এবং মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া এই ঘটনার পর দিনই আমরা ওখানে গিয়েছিলাম। এটা ঠিক ঐ এলাকায় এতগুলি বাড়ী-ঘর? পুড়ত না কারণ ওখানে সরাসরিভাবে পুলিশের একটা অংশ অনুকুল মালাকার সে নেতৃত্ব দিয়েছে ড্রেস ছেড়ে, এই ট্রাইবেল বাড়ীগুলি যাতে আক্রান্ত হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী তো জানালেন তথ্যে তাকে সরানো হয়েছে। অনুকূল মালাকার ছাড়াও আর একজন পুলিশ ছিল জমাতিয়া। এই আক্রমণ পরিকল্পিত ভাবেই হয়েছে এবং তাই এটা সম্পর্কে আমরা জানতে চাই অনুকুল মালাকার তার বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এনকোয়ারি সাপেক্ষে সাসপেনশান করা হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে করা হবে কিনা এটা হচ্ছে ১নং। আমার ২ নাম্বার সাপ্লিমেণ্টারী হচ্ছে, আমরা যখন গিয়েছিলাম এই স্বপন লস্করকে যারা খুন করেছে কিডনাপ করে নিয়ে তাদের যাতে পুলিশ না ধরতে পারে সেই পুনরাবৃত্তি আমাকে করতে হচ্ছে প্রথমত: আমরা যাতে ওখানে না থাকতে পারি তার জন্য মহিলাদের দিয়ে ঘেরাও করা হয়েছে সেই একই দল টি, ইউ, জি, এস এবং টি, এন, ভি ওরা মহিলা জড়ো করেছে। পুলিশ যাতে এলাকায় না আসতে পারে সেই অরগানাইজেশানগুলি রাত্রে যাতে পুলিশ কোন এ্যাকশান না নিতে পারে তার জন্য ওখানে মহিলারা মশাল নিয়ে রাত্রে এখানে বসে থাকে। পুলিশ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই মশাল জ্বালিয়ে দেয় পুলিশ আসছে তোমরা এন, এল, এফ, টিরা সাবধান, সরে যাও এই সমস্ত জিনিষ মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা এবং স্পেসিফিকালি জানতে চাই। মাননীয় মন্ত্রী ৬১টা বাড়ী বলেছেন, আমরা গুণেছিলাম ৭০টা, ২।৩টা ভুল হতেও পারে। ২৫টা দোকান ভস্মীভূত হয়েছে। রেশনের চাউল না নিয়েও বলেছে অনুকূলের নেতৃত্বে বি, পি, এলের চাউল এটা নাকি সরে গেছে। শুনেছি এটা নাকি অনুকুল মালাকারের নেতৃত্বে আদারওয়াইজ সরে গেছে। এটাও আমরা দেখেছি। আমাদের কাছে বলেছেন, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে বলেছে। আমি মনে করি এই সভাতেই ঘোষণা দেওয়া দরকার যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এই ধরণের ঘটনার সঙ্গে পুলিশের যারা যুক্ত থাকবেন তা নেওয়া উচিত এবং কি নেওয়া হয়েছে জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি বলেছি, তদন্তে যা বেরোবে সেই অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা) :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমার বন্ধুরা ত ওখানে গেছেন, আমি যাই নাই। তবে যে আই উইটনেস্, যে সময়ে স্বপন লস্করকে পিত্রা বাজার থেকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন যারা আই উইটনেস ছিল তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে। বাজারে অনেক লোক ছিল। সকাল সাড়ে দশটার সময়। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, আমরা এয়ারপোর্টে ছিলাম, যখন খবরটা আসে। আলাপ হয়েছিল। ব্যাপার হচ্ছে সাড়ে দশটার সময় দিনের বেলায় যেখানে বাজারে এত লোক, ২০০-৩০০ লোক আমাকে বলেছে। পুলিশ ফাঁড়িও একদম পাশাপাশি, ওখান থেকেও দেখা যায়। এই অবস্থায় যদি লোক নিয়ে যেতে পারে আর সেখানে যদি পুলিশ নিষ্ক্রীয় থাকে, গুলি করেছে, কোথায় গুলি করেছে? কারো গায়ে ত লাগেনি এবং ওদের ত ধরার দরকার ছিল ৪ জন মাত্র উগ্রপন্থী। পুলিশ ফাঁড়িতে কি চারজন পুলিশও ছিল না সেই ব্যাপারে কোন তদন্ত করা হয়েছিল কিনা? পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দিনের বেলায় যদি লোককে এইভাবে নিয়ে যেতে পারে এর চাইতে দুর্ভাগাজনক কি হতে পারে? আমি এখানে পুলিশের অ্যাগেইনষ্টে কোন অ্যানকোয়ারী করা হয়েছে কিনা এবং ওদের কোন গাফিলতি আছে কিনা জানতে চাই। তাদের অ্যাগেইনষ্টে কোন অ্যাক্‌শান নেওয়া হয়েছে কিনা? তাছাড়া স্বপন লস্করের পরিবারে ডাই-ইন-হারনেসে চাকুরী দেওয়া হয়েছে কিনা বা দেওয়া হবে কিনা। যারা অপহরণ করেছে তারা ত অ্যারেষ্ট হয়নি এখন পর্যান্ত বুঝা যাচ্ছে। এদের নাম ধাম জানা গেছে কিনা। এই বিষয়গুলির ক্ল্যারিফি-কেশান মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিলে আমি খুশী হব।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে কলিং অ্যাটেনশানকে ভিত্তি করে এত বিস্তৃত তথ্য আমার কাছে এখন নেই যেরকমভাবে চেয়েছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যানকোয়ারী দেওয়া হয়েছে, ওটা আছে। দ্বিতীয় হচ্ছে নাম-ধাম সেটাই বললাম এত বিস্তৃত তথ্য আমার হাতে নেই। আর সম্ভবতঃ নাম-ধাম এত না নেওয়াটাই ভাল। কারণ পুলিশ স্বাধীনভাবে কাজ করছে সেটাই ঠিক হবে। দ্বিতীয় হল স্বপন লস্করের স্ত্রীকে চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে এবং যোগাতা অনুযায়ী চাকুরীর যেটা নিয়ম আছে সেই অনুযায়ীই হবে। আর অ্যাক্‌সটিমিষ্ট অ্যাটাকে যদি কারো মৃত্যু হয়, সে যদি পুলিশ কর্মচারী হয় এক লাখ টাকা করে পাবেন। পরিবারের মধ্যে যদি কেউ রিক্রুটমেন্ট রুল্‌স কাবার করে এইরকম যোগ্যতা থাকে তিনি চাকরী পাবেন, আর যদি না থাকে তাহলে তিনি টাকা পাবেন। আরও বাড়তি টাকা পাবেন। এই যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার মধ্যে আমি জানতে চেয়েছিলাম। কিছু লোককে এখনও চাকরীর ব্যবস্থা পোষ্টক্রিয়েশানের ব্যাপারে আলাদা রয়েছে। আমি সেদিন বিধানসভায় বলেছি যে কতজন চাকুরী পেয়েছেন পুলিশ কর্মচারীর মধ্যে, বাকী যারা আছে তারা এটার

অপেক্ষায়। আমি আজকে যখন খোঁজ খবর নিয়েছি, তখন জানতে পেরেছি সম্ভবতঃ এটার মধ্যেই তার প্রস্তাব রয়েছে। কাজেই চাকুরী হবে যদি তাঁর যোগ্যতার মধ্যে পড়ে।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— স্যার, আমার কনষ্টিটিউয়েন্সির মধ্যে। এই পিত্রা অঞ্চলের মধ্যে গত দুই বৎসরে ৪ জন এইরকম উগ্রপন্থী দ্বারা নিহত হয়েছেন এবং ৬ জন অপহৃত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে সেই অঞ্চলে একটা প্রচণ্ড টেনশান আছে। স্বপন লস্করকে যেদিন নেওয়া হয় সেই দিন অরুণবাবু ঠিকই বলেছেন যে পুলিশ ফাঁড়ি খুব কাছেই। এখন প্রশ্ন হল সেদিন পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশের সংখ্যা খুব সীমিত ছিল এবং আর কে পুরকে জানাবার জন্য তাদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা তাও নষ্ট ছিল। স্যার, স্বপন লস্করকে যে জায়গা দিয়ে নিয়ে গেছে সেটা ছিল সমতল প্রায় দেড় দুই মাইল সমতল জায়গা দিয়ে সে যেতে চাইছে না এমন অবস্থায় তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে। কাজেই পুলিশ ফাঁড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থা যে নষ্ট ছিল সেটার খবর নিশ্চয়ই উগ্রপন্থীদের কাছে ছিল বা এইরকম খবর উগ্রপন্থীদের কাছে থাকতে পারে এই জিনিষটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি। এই হল একটা। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, আর কে পুর থেকে পুলিশ এসে এই উগ্রপন্থীদের ধরার জন্য পরবর্তীকালে যখন পুলিশ যায় দেওয়ান বাজারে সঙ্গে আরও কিছু লোক নিয়ে শক্তিশালী হয়ে তখন সেখানে পুলিশকে বাধা দেওয়ার জন্য একটা চক্র সক্রিয়ভাবে ছিল। তৃতীয়ত হচ্ছে, যেখানে ঘর বাড়ী পোড়ানো হয় ঐ দেওয়ান বাজারে, স্বাভাবিক কারণে সবাই দুঃখিত সেই ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার ফলে, কিন্তু টেনশানটা তৈরী হয়ে আছে। টেনশন যারা তৈরী করেছেন বা করছেন এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে আমি সেদিকে যাচ্ছি না। এখন সেখানে একটা বাজার করা হচ্ছে, পিত্রা অনেক দিনের বাজার কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলের সঙ্গে ট্রাইবেল অঞ্চলের যে যোগাযোগ, মানে নন-ট্রাইবেল অঞ্চলে যে ঘটনাটা ঘটেছে তারপরে যাতে ট্রাইবেল ও নন-ট্রাইবেলদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি গড়ে উঠতে না পারে তারজন্য একটা চেষ্টা সেখানে চলছে। সেখানে একই দিনে বাজার তৈরী করে ট্রাইবেল যারা নন-ট্রাইবেল এলাকায় আসার চেষ্টা করছেন এখান থেকে ঔষধ ও অন্যান্য জিনিষ কিনার জন্য, দেখা যায় সেখানে তাদেরকে আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে! এই ধরনের কোন খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথমত হল পিত্রা থানায় যে ঘটনা, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল ছিল এটা সত্যি খবর আছে এবং এই জাতীয় প্রত্যেকটা থানার মধ্যে এই ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা মানে ওয়ারলেস সেট এগুলি যাতে সবসময় সক্রিয় থাকে তার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঐ ঘটনা থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে। কাজেই এই সম্পর্কে সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে। তারপর যেটা বলেছেন, মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিশ অর্থতো শুধু থানার পুলিশ না পুলিশ দপ্তর, আর সেই দপ্তরে ডিষ্টার্ব এরিয়া আইনজারী করার সঙ্গে সঙ্গে তারপর থেকেই

এটা লক্ষ্য করা গেছে উদয়পুরে এবং অন্যান্য এলাকার গ্রামে গ্রামে কিছু মিটিং চলছে বিশেষ করে মেয়েদেরকে সংগঠিত করা হচ্ছে, এই বলে যে কেউ গ্রেপ্তার করতে আসলে পরেই তাকে আটক করতে হবে চারিদিক দিয়ে মেয়েরা ঘেরাও করে। খোয়াই, দেওয়ানবাড়ী এই সব জায়গাগুলিতে এই ধরনের ঘটনাগুলি হয়েছে এবং এস, পির যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টে সেই দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্টভাবে টি এন ভির এবং যুবসমিতির একাংশ লোক এই মিটিংগুলি করছে ঘুরে ঘুরে। তারা সংগঠিত করছেন নারীবাহিনী, গ্রেপ্তারকারীদের ঘেরাও করবেন তারা, অচল করে দেবেন, পুলিশকে কোন জায়গায় গ্রেপ্তার করতে দেবেন না। এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলি ওরা নিয়েছেন, এটা খুবই ক্ষতিকারক। এটা রাজ্যের জাতি উপজাতির ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার জন্য এবং রাজ্যের আইন শৃংখলা রক্ষা করার জন্য যে ব্যবস্থা সেটা খুবই ক্ষতিকারক। আমি অনুরোধ জানাব এই জাতীয় ভূমিকা থেকে আপানারা সরে আসুন। যারা সত্যি কালপ্রিট যারা উগ্রপন্থী বিভিন্ন এলাকাতে ওভার গ্রাউণ্ডে আছেন তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার কাজে পুলিশকে সহায়তা করুন, তাদেরকে গ্রেপ্তার করার কাজে পুলিশকে সাহায্য করুন।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো — রাজনৈতিক খুনের চাকুরী দেওয়ার সরকার ঘোষিত নীতি মোতাবেক বিলোনীয়ার শান্তিরবাজার থানাধীন লাউগাং গ্রামে ১৫.৪.৯৩ ইং খুন হওয়া কংগ্রেস সমর্থক পরিমল সেনের পরিবার সহ অন্যান্য খুন হওয়া কংগ্রেস সমর্থক পরিরগুলি চাকুরী না পাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কলিং অ্যাটেনশনটির উত্তর হলো — রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক আক্রমণে নিহত হওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের বিভিন্নভাবে সরকারী সহায়তা দানে রাজ্য সরকারের একটি প্রকল্প রয়েছে। বর্তমান সরকার ১৯৯৩ ইং সালে ক্ষমতায় আসার পর অবগত হয়েছেন যে, বিগত পাঁচ বছরে জোট সরকারের আমলে ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ পরিবারই এই প্রকল্পের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই রাজ্য মন্ত্রিসভা ১২ ইং এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং সালে তাদের প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক সংঘর্ষে নিহত হওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যারা এই স্কীমের সহায়তা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন তাদের যথাযথ সরকারী সহায়তা সম্প্রসারিত করা হবে।

রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে ২৩শে এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং সালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সকল বঞ্চিতদের আবেদন করতে বলা হয়েছিল। সরকার ৭ই জুলাই, ১৯৯৩ ইং সালে একটি স্ক্রুটিনী কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি পুলিশ রেকর্ডের তথ্য সংগ্রহ করে এবং জেলা শাসকের রিপোর্ট সহ আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করে রাজ্য সরকারের বিবেচনার

জন্য সুপারিশ করেন। সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক সংঘর্ষে খুন হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের লোকদের কাছ থেকে চাকুরী প্রদানের জন্য ৩৭৬টি আবেদন পায়। আবেদন-পত্রগুলি সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক দ্বারা পুলিশের রেকর্ড সহ তদন্ত ক্রমে স্ক্রুটিনী কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। স্ক্রুটিনী কমিটি আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করে পর্যায়ক্রমে খুন হওয়া ব্যক্তিদের নিকট-তম আত্মীয় একজনকে চাকুরী দেবার জন্য ৩১৪ জনের নাম সুপারিশ করেছেন।

রাজ্য সরকার স্ক্রুটিনী কমিটির সুপারিশক্রমে ৩২৪ জনের প্রতি পরিবারের নির্বাচিত একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করেছেন। অবশিষ্ট ৫২ জন জনের কেস-গুলির মধ্যে ৪১টি কেস স্ক্রুটিনী কমিটি পরীক্ষা করেন এবং যে কেসগুলি কমিটির বিবেচনার আওতা-ধীন পড়ে না যেহেতু ঘটনাগুলি বিজ্ঞপ্তিজারীকৃত সময়ের মধ্যে সংগঠিত হয় নাই। অন্য ১১টি কেস সম্বন্ধে কমিটি মন্তব্য করেন যে কেসগুলি সুপারিশযোগ্য নহে।

স্কীমের সহায়তা যেন নির্দিষ্ট প্রতিহিংসামূলক রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারই প্রায় তার প্রতি সরকার দৃষ্টি রেখেছেন। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে পরিমল সেনের ঘটনার বিষয়ে কোন দরখাস্ত বা আবেদন রাজ্য সরকারের নিকট আসে নাই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন এবং আমরা জানি যে দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমল থেকে রাজ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সমস্ত পরিবারকে চাকুরী এবং ফিনান্সিয়েল বেনিফিট দিয়ে আসা হয়েছে। এবং এই লেফট্‌ফ্রন্টের আমলেও হয়েছে এবং কংগ্রেসের আমলেও হয়েছে, জোট আমলেও হয়েছে। জোট আমলে যে হয়নি সেটা যেটা হয়নি সেটা— আমি একটার কথা বলছি। যেমন নলুয়ার মানিক নমঃ-সি. পি. এম এর, নলুয়ার গোলমালে সে নিহত হয়েছিল। এবং জোট আমলে মানিক নমঃ-এর স্ত্রীকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আর এখন আবার আপনারা শহিদ পরিবার বলে মানিক নমঃ-এর বাবাকে সাহায্য দিয়েছেন।

যাই হোক, আমি সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। দেওয়া হয়নি সেটা ঠিক নয়। আমাদের মহকুমার মধ্যে যারা ছিল ২২ জনকে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে তাদের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যারা নেয়নি তাদেরকে অফার করার পরও তারা নেয়নি। এমন ঘটনা ঘটেছে। যাইহোক্, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ২২.৯.৯৯ ইং তারিখে এই বিধানসভায় আমার প্রশ্ন ছিল যে পরিমল সেনের পরিবারের ব্যাপারে। এরপর আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার নিজের প্যাডে এবং নিজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ডেপুটেশনে মিলিত হয়ে বিলোনিয়ার ছয়-সাতটি কেস্ নিয়ে আলাপ করেছিলাম। এবং আমার জানা মত এস. ডি. ও; অফিসে পরিমল সেনের স্ত্রী এবং তার ছেলে দরখাস্ত করেছেন। সে দরখাস্ত আমি নিজে জমা দিয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এখন পর্যন্ত রাজ্যের একটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে নিহত হওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যারা

কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস,-এর সমর্থক তাদের পরিবারের একটাও এন্‌কোয়ারী পর্যন্ত করা হয়নি।

কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার বক্তব্য এই রাজ্যে কয়টা রাজনৈতিক খুন হয়েছে—এই পরিসংখ্যান উনার কাছে আছে কি না ?

স্যার, এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে যারা খুন হয়েছে-এই পরিমল সেনের পরিবার একেবারে শেষ হয়ে গেছে। আসামীরা মাপ পেয়ে গেছে কোর্টে। কিন্তু সেই পরিবারগুলির কাছে এখন পর্যন্ত কিছুই পৌঁছায়নি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের যে নীতি সেই নীতিকে আরো উদার করে এই সমস্ত দরখাস্তগুলিকে বিবেচনা করে তাদের চাকুরী দেবার ব্যবস্থা করবেন কি না ? সেই পরিবারের কাছে এখন পর্য্যন্ত কিছু গিয়ে পেঁ াছে নি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের যে নীতি সেই নীতিকে আরও উদার করে যেহেতু উনি রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে চেয়ারে আছেন। এইসমস্ত কেসগুলিকে তদন্ত করে তাদের দরখাস্তগুলো বিবেচনা করে তাদের চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী): মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার স্টেটমেন্টে বলেছি যে, সরকার সুনির্দিষ্ট একটা নীতি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন যার ভিতর দিয়ে আবার যারা পলিটিক্যাল ভায়েলেন্সে নিহত হন তাদের সম্পর্কে স্ক্রুটিনি করে বের করে নির্দিষ্ট তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারী হয়েছে কিভাবে দরখাস্ত আসতে হবে কার কাছে জমা দিতে হবে ইত্যাদি। সরকার কোন দপ্তরের কোন জায়গাতে আমাদের এগুলিকে পরীক্ষা করার জন্য। তবে পরিমল সেনের নামে কোন দরখাস্ত আমরা পাইনি। যে দরখাস্তগুলি আছে তারমধ্যে আমি বলেছি যে, ৪১ টা দরখাস্ত স্ক্রুটিনি কমিটি পরীক্ষা করে তারা বলেছেন যে সময়সীমা ঠিক করা হয়েছে সেই সময় সীমার মধ্যে পরে না।

শ্রীঅমল মল্লিক:— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমার জানার বিষয় হলো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দরখাস্তকারী কাদের বলেছেন, যে জোট আমলে যে সমস্ত পরিবারের সদস্য নিহত হয়েছে তাদের পরিবার না পরে যারা হয়েছে তাদেরও, সেই জিনিষটা বলার জন্য বলছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী): স্যার, যত দরখাস্তই আসুক পলিটিকাল ভায়লেন্স-এর যে সমস্ত খুন হয়েছে তাদের যদি দরখাস্ত আসে সেই দরখাস্ত কোনটা কিভাবে কি সময় সীমার মধ্যে সেগুলি সমস্ত পরীক্ষা করে দেখা যায়। কিন্তু দরখাস্ত তো আসতে হবে সরকারীভাবে। অতীতে একটা সময় সুধীরবাবু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আবার সমীরবাবুও ছিলেন একটা সময় ৫ বছরের ভিতরে গত জোট আমলে। তাদের সময় সত্যি কয়েকজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই চাকুরী কি নিয়ম নীতির মধ্যে রাজ্য সরাকারের হোম দপ্তর তন্ন তন্ন করে খুঁজছে সেই রকম কোন ব্যবস্থাই, স্ক্রুটিনিও নেই, দরখাস্তও লাগেনি কিছুই চাকুরী হয়ে গেল। সরকার কোন সময় এই রকম ভাবে করতে পারে না। তাদের ক্ষমতা আছে, অধিকার আছে, চাকুরী দেওয়ার সুযোগ আছে

স্কিম আছে। কাজেই স্কীমকে কার্য্যকর করার জন্য তার মেশিনারিজ লাগবে পদ্ধতি লাগবে। স্যার, যেটাই হয়ে থাকুক আমরা অবাক হয়েছি যে, ৩৭৬টা দরখাস্ত আসল তারমধ্যে ৩২৪ জন যেটা রিপোর্টে সমস্ত বেরিয়েছে। জোট আমলে এই ৩২৪ জন একজনও পান নি। একজনকেও বিচার করা হয়নি। কারণ নিয়মনীতি বলতে তো কিছু না এখন যেটা সরকার করছেন সেটা একটা নিয়ম নীতির মধ্যে একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। আমি অনুরোধ করব যদি এই রকম থাকে তাহলে যে কেই এসে দাবী করল যে আমরা পলিটিক্যাল ভায়লেন্সে নিহত হয়েছেন চাকুরী দিতে হবে সেইতো হয়না। পদ্ধতির মধ্যদিয়ে আসতে হবে। কাজেই দরখাস্ত আসুক, আবেদন আসুক সেই আবেদনকে পরীক্ষা করে নিশ্চয় আমাদের বিবেচনার মধ্যে থাকবে এই সব কিছু। কারণ স্কীম একটা সেই স্কিমটা আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বারে বারে বলার চেষ্টা করছেন আমি ডেফিনিট বলছি স্যার, মানিক নমঃ, নলুয়ার মানিক নমঃ তার স্ত্রীকে আমাদের আমলে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। একজনও দেওয়া হয়নি এটা ঠিক নয়। এটা পুরো অসত্য নয়। মানিক নমঃ স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে আমি এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলছি মানিক নমঃ স্ত্রীকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এখন শহীদ পরিবার বলে মানিক নমঃ বাবাকে দিয়েছে।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মানিক নমঃ স্ত্রীকে জোট আমলে চাকুরী দেওয়া হয়নি। এটা এ, ডি, সি, থেকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এই তথ্য ঠিক করা এবং মানিক নমঃ বাবাকেও চাকুরী দেওয়া হয়নি, মানিক নমঃ বাবার বয়স ৭০ থেকে ৭৫ মধ্যে। এটা ভুল তথ্য।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যের প্রস্তাব মেনে নিলাম। এখন এটা তদন্ত করার ব্যবস্থা করা হউক।

স্যার, আমার বক্তব্য ঠিক না, হোম মিনিষ্টারের বক্তব্য ঠিক না, মাননীয় সদস্য ঠিক এটা তদন্ত করা হউক।

(গণ্ডগোল)

ডেপুটি স্পীকার :— চুপ করুন, চুপ করুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এবং শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "আগরতলা পৌর পরিষদের নগর উন্নয়নের অধিকাংশ কাজ না হওয়া সম্পর্কে ."

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আগরতলা পৌর পরিষদ এবং নগর উন্নয়নের অধিকাংশ কাজ না হওয়া সম্পর্কে। কাজ না হওয়া সম্পর্কে যে দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাব এসেছে তার উত্তর আমি দিচ্ছি।

বর্তমান চেয়ারপার্সন ও তাঁর সহকর্মী বৃন্দ ১৯৯৫ ইং সনের ডিসেম্বরে আগরতলা পুর পরিষদে যখন আসেন তখন তাঁদের হাতে পূর্বসূরী প্রশাসক ৭ কোটি ৯৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৪২ টাকা ৮৮ পয়সা দিয়ে যান এরপর ১৯৯৬-৯৭ইং এবং ১৯৯৭-৯৮ইং সালেও ত্রিপুরা সরকার থেকে তাঁদের মোট ৪ কোটি ৯ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা বিভিন্ন প্লেন খাতে দেওয়া হয়।

কিন্তু তা সত্বেও দেখা যাচ্ছে যে প্রায় প্রচুর টাকা পুর পরিষদ এখনও খরচ করতে পারেননি। তার একটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার নাম	প্রদেয় অর্থ				
	কেন্দ্রীয় অনুদান	রাজ্য অনুদান	মোট	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ
১। নিবিড় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহর উন্নয়ন প্রকল্প	৩৩ ৭৫	৬৮.০০	৯৮.৭৫	৬৪.৯১	৩৩.৮৪
২। নগরের দরিদ্র উন্নয়ন সেবা প্রকল্প (যথা মায়ের চিকিৎসা, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, পানীয় জলের ব্যবস্থা শিশুদের টিকা দান বালোয়াড়ী শিক্ষা ইত্যাদি)	২১.১৫	২১.৯৭	৪৪.১২	১৪.৬১	১২.৫১
৩। নেহেরু রোজগার যোজনা (স্বনির্ভর প্রকল্প, তারজন্য ট্রেনিং গৃহ সংস্কার)	৪৯.১৫	২৫.৮৮৫	৭৩.৩৯৫	৫৮.১৬	১৫ ২৩৫
৪। কশাইখানা নির্মাণ	৪৬.০০	৬০.০০	১০৬.০০	—	১০৬.০০

এই ব্যাপারে কসাইখানা নির্মাণ ক্ষেত্রের দায়িত্বটা পরিষদের চেয়ে আমাদের রাজ্য সরকারেরও আছে আমি বলব। কারণ জায়গা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক সময় চলে যায়। বিশেষ করে অথরিটি, এয়ারপোর্ট অথরিটি থেকে একটা পারমিশন লাগে যে, শকুন উড়তে পারবে না কোন পাখী উড়তে পারবে না। এটা মাত্র তিন মাস আগে আসে তাও দুই তিন বছর আগে থেকে লেখালেখির পর। কাজেই এই ক্ষেত্রে পৌর পরিষদের দায়িত্বটা অনেকটা কম।

৫. স্বল্প ব্যয় পয়ঃ প্রণালী ১৫.১৮৭৫০—— ১৫.১৮৭৫০—— ১৫.৮৭৫০ এই ক্ষেত্রে পুরাপুরি টাকা খরচ করা হয়েছে।

আর একটা হচ্ছে পয় প্রণালী সেখানে খরচ করার কথা ছিল ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা সেটি কেন্দ্রীয় অনুদান ছিল, স্ট্যাট এর নীল। ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ৫১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ব্যয় করতে আর ১ কোটি ৪০ হাজার টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে। আবর্জনা বিকাশ এক কোটি ১০ লক্ষ টাকা মূল স্কীম, সেখানে তারা খরচ করেছেন মাত্র ৯০ লক্ষ টাকা এই বছরে। এই সবগুলি খরচ হয়েছে কতগুলি ডিপার, রোলার এই সব কিন্যর ফলে খরচ হয়েছে আর অব্যয়িত রয়েছে ২০ লক্ষ টাকা। আর রাস্তাঘাট ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এটা সম্পুর্ণ খরচ হয়েছে। তারপরে কেন্দ্রে দেবগৌড়া সরকার গঠন হওয়ার পরে বেসিক মেনিমাম সার্ভিস ঘোষণা করেছিলেন সেখানে প্রতি টি বাড়ী তৈরী করার জনা ২০ হাজার টাকা করে দেওয়ার জন্য এই খাতে ১৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল সেটি অন্যান্য নগর পঞ্চায়েতেও দেওয়া হয়েছিল তারা এখনো কোন বাড়ী তৈরী করতে পারেন নি। বস্তি উন্নয়ন,, স্লাম ডেভেলাপমেন্ট, ১০ লক্ষ টাকার প্রজেকট্ ছিল সেখানে ১০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত ছিল। শহর বস্তি পবিবেশ উন্নয়ন এই খাতে সবটাই রাজ্যের প্রকল্প থেকে ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল তারমধ্যে মাত্র ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। এখানে ১৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত আছে। বর্তমানে আগরতলা পৌর পরিষদ কর্তৃক পদত্ত হিসাব অনুযায়ী জমা রয়েছে শুধু পি. এল একাউন্টে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা, ব্যাক একাউন্টে আছে ৯ কোটি ৩২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। অর্থাৎ পৌরপরিষদ ১৯৯৬-৯৭ ইং সালে এই স্কীমে মোট ববাদ্দকৃত টাকা থেকে ৮ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৩১ টাকা খরচ করতে সামর্থ হয়েছে! ৪ কোটি ২ লক্ষ খরচ করতে পারে নাই। তা সত্বেও শহরের উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকরে বর্তমান আর্থিক বছরে পরিকল্পনা খাতে ৫০ লক্ষ টাকার উপর ৮৭ লক্ষ টাকা পৌর পরিষদকে দিয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ১৯৯৬-৯৭ সালের হিসাব ৩১শে জুনের মধ্যে দেওয়ার কথা এখনো দেওয়া হয় নাই। এই অব্যয়িত টাকার ব্যাপারে অফিসার, চেয়ারম্যান ও আমি সহ বেশ কয়েকবার মিটিং হয়েছে। যে সমস্ত স্কীমের অব্যয়িত টাকা আছে যাহাতে খরচ করা যায় তার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আগরতলা পৌর পরিষদ এত টাকা থাকা সত্বেও খরচ করতে না পারার সেখানে কোন কোন কিছু থাকতে পারে। সেই টাকা খরচ করতে না পারার কারণে সেখানে আপনারা দেখছেন কিছু বৃষ্টি হলে পরে ১ দিন দুই দিন জল জমে থাকে। সেখানে নালা নর্দমা জমে থাকে। তবে ইচ্ছে থাকলেও সেই কাজ হচ্ছে না সেখানে জায়গা জমির রিকুইজেশনের ব্যাপার আছে। টাউনের মানুষ খুব বেশী সেন্সিটিভ। একটু খানে জায়গা গেলে গেল গেল রব তুলে। হওয়ার সময় অনেকে দাবী তুলে আবার দেওয়ার সময় দেয় না। এই রকম সাইকুলজির অনেক জন লোক আছে। সেজন্য

এইগুলি ডিষ্টার্ব হচ্ছে। তাহা সত্বেও দুইটি খালের কাজ নগর উন্নয়ন দপ্তর ও পৌর পরিষদের সহায়তায় চলছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে তথ্য দিলেন এবং আমরাও দেখলাম যে প্রায় ১১ কোটি টাকা আছে। এখানে বলেছেন যে ১ কোটি ৩০ লাখের মত রাস্তা সংস্কারের জন্য যে টাকা ছিল তা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার জানামতে সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশান, যেটা এক্সটেনশান করে মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে গাংগাইল রোড পর্য্যন্ত এই রাস্তাটা সামান্য বৃষ্টির জলেই জল জমে যায়। এই রাস্তাটা ঠিক করা এবং তার দুই দিকে ড্রেইন করে জল নিস্কাশন করা। দুই হচ্ছে—টাউন প্রতাপগর রোড নং ১ থেকে তার গলীর রাস্তা ড্রেইন এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। বাধারঘাট কালিটীলা রাস্তার উপর সব-সময় জল দারিয়ে থাকে তা মেরামত করা এবং ড্রেইন করা। সুভাষ পল্লি থেকে মিলন সংঘ পর্য্যন্ত রাস্তাটা মেরামত করা। সর্দারপুকুর পাড় থেকে বাপুর্চি স্কুল পর্যন্ত এবং পাশের তহশিলদার টীলা পর্য্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার করা। সেখানে একটি মার্ক-টু দীর্ঘ্যদিন যাবৎ সংস্কারের অভাবে অকেজু হয়ে আছে। এর ফলে এলাকাবাসিরা পানীয় জলের অসুবিধায় ভুগছেন তা মেরামত করা। ৬ নম্বর হচ্ছে-বর্মন টীলার যাবার রাস্তাটি সংস্কার করা। এখন এই রাস্তাগুলির কি হবে। আমি মাননীয় ডেপুটী স্পীকারের মাধ্যমে বলতে চাই এই সমস্ত রাস্তাগুলি অতিসত্তর মেরামত করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন কিনা ?

শ্রীবিমল সিংহা (মন্ত্রী):— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, অনেক রাস্তা ঘাট শহরের লিংকরোড তৈরী হওয়া বা সংস্কার হওয়া দরকার। এইগুলি টাকা থাকা সত্বেও না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় টেণ্ডার করা হয়েছে পৌর পরিষদ টেণ্ডার করেছেন কিন্তু কাজ না হওয়ার কারণ, যে ভাবে জায়গাজমি এনক্রোজমেন্ট হয়ে রয়েছে এটা একটা, আমি তা আগেই বলেছি। তা ছাড়া পাড়াগতভাবে যেমন আমার এখানে কাজ হলে পরে আমার ছেলেরা কাজ পেতে হবে তা না হলে কাজ করতে দেওয়া হবে না। আরেক পাড়ার হলে পরে তারা বলবে যে আমরা সেই কাজ করব, অন্য কাউকে সেই কাজ করতে দেবনা। এইগুলি একটা আরেকটার প্রতিবন্ধকতা। তা ছাড়া শহরের মধ্যে বিশেষ ভাবে এনক্রোজমেন্ট—এটা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা সেখানে আমি দল বলব না, রাজনৈতিক নেতা এদেরকে এন্কারেজ করে থাকেন। ভুল রাস্তায় বসতে বলেন তা না হলে বলেন যে বিকল্প জায়গা দাও। উনারা রাস্তাতেই বসেন যেন বিকল্প জায়গাটা পায়। এটাকে কিছু কিছু নেতা এন্কারেজ করেন। এখানে নৃপেনবাবু নেই। উনার সাইকেলোজিটাই হচ্ছে জায়গা পাও দখল কর। এটা একটা বড় কারন এর মধ্যে। তাছাড়া, ৪ মিলিয়ন গ্যালন জলের ব্যবস্থা করার সমস্ত কাজ আমাদের শেষ কিন্তু আমরা পাইপ ফেলতে পারছি না এখন পর্য্যন্ত। কেন ? না, রাস্তার দুই পাশে যারা আছে তারা ছাড়বে না। এই রকম ভাবে শহরের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা গাছে। এরমধ্যে

আপনাদের যে বর্তমান আগরতলায় মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল আছে, আমি সম্মান জানিয়ে বলব চেয়ারম্যান কাজ করতে চান, কিন্তু দলের জন্য কাজ করতে পারছেন না কারণ, তাঁর দলে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা আছে। এগুলি ইন্টারন্যাল ব্যাপার। এ সব মিলিয়ে কাজের ডিস্ট্রাবড হচ্ছে। এগুলির সমাধান করতে গেলে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর সহযোগিতা দরকার, সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা দরকার। কোন রকম পলিটিক্যাল ন্যারো আউট লুক থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহাসিক শহরকে রক্ষা করার জন্য ডেভলাপ করার জন্য সবার অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। নতুবা এগুলি কথার কথা থাকবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, নির্বাচিত সংস্থা হওয়ার আগে আমরা দেখেছি, কাজ হত। কিন্তু নির্বাচিত সংস্থা হবার ফলে কাজের গতি বাড়ার কথা ছিল। কিন্তু তা না হয়ে গতি কমে যাচ্ছে। এই বিষয়টির কোন উদ্দেশ্যমূলক চক্রান্ত কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা ?

শ্রী বিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় সদস্য, আমি সব বলেছি কিছু। নিজের পায়ে নিজের কুড়াল মারার উদ্দেশ্যে করলে কিছু বলার নেই। তবে আসল কথা, যখন লাকড়িতে কুড়াল মারতে যায়, তা লাকড়িতে না লেগে পায়ে লাগে। নিজেরা কামড়া কামড়ি করে। সেই কারনেও হয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রী অমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই পৌর পরিষদ আসার আগে তাঁদের হাতে টাকা ছিল। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, (সেই টাকা আগের অ্যাডমেনিস্ট্রেশান কেন খরচ করতে পারল না ? (১) আগের টাকা পৌর পরিষদ বেশী ভাগ কর্মচারীদের পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাড এবং চেয়ার পার্সনকে দেওয়া হত এটা ঠিক কিনা আর পৌর পরিষদ নির্বাচিত হয়ে এসছে মাত্র একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ার শেষ হয়ে, দ্বিতীয়টি রানিং আছে। কাজেই এই অর্থ বছরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, গভর্ণমেন্ট প্রথম ৩৪৯.০ লাখ টাকা দিয়েছে। এরমধ্যে খরচ হয়েছে, ৩০৫.৪ লাখ টাকা। এর মধ্যে আবার স্পেশাল প্রোগ্রাম হিসাবে ১১০ লাখ টাকা দিয়েছে। তার মধ্যে খরচ হয়েছে ৯০ লাখ টাকা। আর সাইড বাউণ্ডারি করার জন্য এবং ইমপ্রুভমেন্ট অব ড্রেনেজ সিষ্টেমের জন্য ১ কোটি টাকার মধ্যে স্পেণ্ড হয়েছে ৫২.৮১ লক্ষ টাকা। এই রকম এম. পি. এর জন্য দেওয়া হয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা তার মধ্যে খরচ হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। শ্লটার হাউস-এ জায়গা পাওয়া যায় নি।

এছাড়া শ্লটার হাউস, সলিড ওয়াশ ম্যানেজমেন্ট টাকারজলা বাস স্ট্যাণ্ডে এগুলি জায়গা না পাওয়ার কারনে বৃহৎ অংশের টাকা পৌরসভা এখনও খরচ করতে পারছে না। আরেকটা জিনিষ হলো পৌরসভা অনেক দিন থেকেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেও চেষ্টা করেছেন

যে ৩.৯.৯৭ ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং ডি. এম. কে নিয়ে মিটিং করেছেন জায়গা পাওয়া যায় কিনা? আরও দেখা যায় যে এই পৌরসভা বারবার সরকারকে বলছে যে গত এক বছর ধরে ডি. ডি. ও নেই বারবার সরকারকে লেখার পরও সেই ডি ডি. ওকে স্পেশাল অফিসার হিসাবে এখনও দেওয়া হয় নি। এছাড়া সেখানে পি. ডাবলিউ ডির কাজগুলি দেখা শুনা করার জন্য যে জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার আছে, তাতে হচ্ছে না, আরও দুই জন জুনীয়ার ইঞ্জিনীয়ার দেবার জন্য লিখেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্য যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেও এই আগরতলা শহরের দীর্ঘদিনে সমস্যা ড্রেনেজ সমস্যা। পৌরসভার চেয়ারম্যানের সাথে মিলে এই সমস্যা যাতে দূর করা যায় তার জন্য সেই সদিচ্ছা উনার আছে। সেখানে এই পয়েন্ট গুলি একটা বিরাট সমস্যা এটা মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রী মহোদয়কে জানেন কিনা?

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়কে আমি সবকিছু বলেছি। এখানে নূতন কিছু বলার নেই। কিছু কিছু সমস্যা আছে ইণ্টারন্যাল, কিছু কিছু আছে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং কিছু কিছু আছে উদ্যোগের অভাব। যেমন গরীবের বাড়ীঘর করে দেওয়া। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত করতে পারে আর আগরতলা মিউনিনিপ্যালিটি করতে পারে না? টাকাও আছে। এটা তো বড় বড় এষ্টিমেইট লাগে না, বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসীয়ার লাগে না, এটা করতে পারে। সাব্রুম করতে পারে, ধর্মনগর সমস্ত জায়গায় হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে হয় নি। মেইন কারন হচ্ছে বেনিফিসিয়ারীজ সিলেকশান করতে পারে না। কারন, মেম্বার যারা আছেন তারা বেনিফিসিয়ারীজ সিলেকশান নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোন্দলে আছেন। চেয়ারম্যান হেল্পলেস। কাউন্সিল এখন পর্যান্ত ৮০ টা বাড়ী ঠিক করবে, সেটাই করতে পারছে না, এত বড় মিউনিসিপ্যাল্টি। এখানেতো ইঞ্জিনীয়ারের প্রতিবন্ধকতা নয়, ট্যাকনিক্যাল ব্যাপারও নেই। কতগুলি ব্যাপার আছে যেমন শ্লটার হাউস, এয়ারপোর্ট অথরিটি থেকে ক্লীয়ারেন্স দিতে হবে। সম্পূর্ণ রুপে টাকা আছে এ ধরনের ক্লীয়ারেন্স চাই। এটা তিন মাস আগে দিয়েছে। হাউ এভার, ক্লীয়ারেন্স এখন পেয়েছেন এখন জায়গা হ্যাণ্ড ওভারের প্রশ্ন। আমরা ৩। ৪ দিন আগে মিটিং এ বসেছি সেটাও হয়ে গেছে। তাছাড়া এমন কতগুলি ব্যাপার আছে যেমন ঘরের কাজ, গ্রামাঞ্চলে লেট্রিন দেওয়া। তার জন্য টাকা আছে, ষ্টাফও আছে। এখানে যে উদ্যোগের অভাব। তার ও বড় সমন্বয়ের অভাব। সমন্বয় বড় দরকার। বাকী অসুবিধার্থে কিছু নেই তা নয়, এগুলি অনেক আছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস এবং শ্রীমাধন সাহা

মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "ত্রিপুরার ফিসারী কলেজ ব্যাঙ্গালোরে চলে যাওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) ঃ - স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীমাধব সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি—

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে মৎস্য চাষের উন্নতি সাধণের জন্য প্রয়োজনীয় কারীগরী বিশেষজ্ঞদের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয়, ইম্পলের অধীনে ত্রিপুরায় একটি ফিসারী কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শর্ত অনুযায়ী রাজ্য সরকার উত্তর দেবেন্দ্র চন্দ্র নগর মৌজা লেম্বুছড়ায় ৪৪.৩০ একর খাস ও জোত ভূমি অধিগ্রহণ করে কলেজ ভবনটি নির্মানের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তরিত করে। এছাড়াও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য্য অনুরোধে আরও ৫.৬৬ একর খাস ও জোত ভূমি অধিগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। এজন্য রাজ্য সরকার একুইজিশান বাবদ মোট ৭,৮৬,৯৪৭ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। জমি হস্তান্তরের পর কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরায় ফিসারী কলেজ স্থাপনার্থে ১৩ ৪.৯৬ ইং তারিখে প্রয়োজনীয় অর্ডিনান্স জারী করে। তখন হইতে কলেজটি নির্মানের কাজ শেষ হওয়া সাপেক্ষে রাজ্য সরকার আগরতলা সিপার্ট ভবনের কলেজের পাঠক্রম চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয়কে ক্রমাগত অনুরোধ করে এসেছে।

রাজ্য সরকার আগরতলার সিপার্ড ভবনে কলেজের পাঠক্রম চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয়কে ক্রমাগত অনুরোধ করে আসছেন। এ, সি, এ, আর-এর ডেপুটি ডাইরেকটর জেনারেল শ্রী পি বি. দেহাদ্রে গত ১২.৩.৯৭ ইং তারিখে কলেজ ভবন নির্মানে নির্দ্দিষ্ট স্থানটি পরিদর্শন করেন। ঐ দিন তিনি আমার সাথেও সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন এবং সেখানে শিপার্ড ভবনে ১৯৯৬ ৯৭ ইং শিক্ষা বর্ষে ফিসারী কলেজ এ পঠন-পাঠন শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় লেবরেটরি এবং মস খামারে চলতে দেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু ১০ই জুন ১৯৯৭ইং তারিখে কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ফিসারী কলেজ ভবনটির নির্মানকার্য্য শেষ হওয়া সাপেক্ষে উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের ৬টি রাজ্যে-এর জন্য ফিসারী কলেজের পক্ষে ১৯৯৭-৯৮ইং বর্ষে বাঙ্গালোরে কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি, বি.এ, সি, ফিসারীজের ৮টি, আসন করেন এর মধ্যে ত্রিপুরার জন্য ২টি আসন রেখেছেন। কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্ত ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণের নিকট তীব্র ক্ষোভ ও আশা ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাজ্য সরকারকে জনসাধারণ কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জনসাধারণের আশাহত চিত্র প্রতিফলিত হয় অবশেষে রাজ্য সরকারের পক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৮,৮,৯৭ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কৃষি মন্ত্রীকে রাজ্যবাসীর ক্ষোভের কারণ জানান এবং ফিসারী কলেজের পঠন-পাঠন বর্তমান পাঠ্য বর্ষ হতে আগরতলায় চালু করার জন্য তাদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। ইতিমধ্যে

কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি বিদ্যালয় রাষ্ট্রিয় পরিযোজনা নির্মান নিগমকে ফিসারি কলেজটি নির্মানের দায়িত্ব অর্পন করেছে। নিগম ইতিমধ্যে কলেজটির চতুরদিগস্থ প্রাচীর নির্মানের কাজ শুরু করেছেন। পরিশেষে এইটুকু বলা যায় কলেজটি ব্যাঙ্গালোরে চলে যায় ঠিক কিন্তু পঠন-পাঠনের কাজ দেরী হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয় ত্রিপুরায় ফিসারী কলেজের ভবনটি নির্মানের কাজ শেষ না হওয়া সাপেক্ষে ব্যাঙ্গালোরে কৃষি বিদ্যালয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য আসন করা করেছেন।

শ্রীসুদন দাসঃ— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, রাজ্যবাসী ফিসারী কলেজ এই রাজ্যে হবে সেজন্য আনন্দিত হয়েছে। এটা আমরা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এই রাজ্যে ফিসারী কলেজ চালু হওয়ার কথা ছিল এটা কি কারণে ব্যাঙ্গালোরে স্থানান্তরিত করলেন এবং এই বছরে চালু না করার কি কারণ এই সম্পর্কে ত্রিপুরার সরকার জানেন কিনা এবং এই তথ্য আছে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কী ?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী):— স্যার, আই. সি. আর-এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল গত ১২-৩-৯৭ইং তারিখ আগরতলায় আসেন লেম্বুছড়ায় কলেজ নির্মাণের জায়গা পরিদর্শন করেন ঐদিন আমার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করেন। সেদিন সেই সময়ে তিনি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করেছেন এই চলতি শিক্ষাবর্ষে তিনি সিপার্ড ভবনে কলেজটি চালু করবেন এবং তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন সেটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পত্র-পত্রিকা বের হয়েছিল। পরবর্ত্তী সময়ে ১০ই জুন দেখা গেল এখানে চালু না করে ব্যাঙ্গালোরে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য তারা ৮টি আসন বরাদ্দ করেছেন তারমধ্যে ত্রিপুরার জন্য ২টি আসন বরাদ্দ করেছেন। আমরা এটা জানার জন্য চেষ্টা করেছি কিন্তু তারা কোন উত্তর দেননি। তারপর আমি বলছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ২৮-৮-৯৭ইং-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিমন্ত্রীর কাছে তার কারণ জানার জন্য চিঠি দিয়েছেন। আমরা তারও কোন উত্তর পাইনি।

GOVERNMENT BILLS

Mr. Speaker :— Now the question before the House. Laying of a copy of — "The Code of Criminal Procedure (Tripura Fourth Amendment) Ordinance, 1997". Now, I request the Hon'ble Home Minster to lay above Ordiance on the table of the House.

Sri Samar Chowdardy (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House that the Code of Criminal Proecedure (Tripura Fourth Amendment) Ordinance, 1997.

Mr. Speaker :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করার করা অর্ডিনান্স এর প্রতিনিধি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Ratan lal Nath :— স্যার, এখানে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি। বোধ হয় এটা ফল্স থ্রো হয়ে গেছ, অর্ডিনান্স ঠিকভাবে প্লেইস করা হচ্ছে না। এখানে রুলস্ অফ প্রসিডিউর অ্যাণ্ড কনডাক্ট অফ বিজনেসে পেইজ ৫৬, সেকশান-১১৫, সাব-রুল-২৫ আছে Whenever an Ordinance which embodies wholly or partly or with modification the provision of a Bill pending before the House, is promulgated a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the Commencement of the session following the promulgation of the Ordinance. এখানে উচিত ছিল অন ফোর্থ সেপ্টেম্বর, সেশান শুরু হয়েছে অন ফোর্থ সেপ্টেম্বর লে করা উচিত ছিল, সুতরাং এটা ফল্স থ্রো হয়ে যাবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথম দিন করতে পারলে ভাল হত এটা দুঃখজনক যে সেইসময়ে হয়নি। কিন্তু ফল্স থ্রো হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠেনা এইজন্য যে নো কোয়েশ্চাম ইজ পেণ্ডিং। আমাদের যে বিলটা পেণ্ডিং নেই, ইন প্রসেসে আছে, ইনট্রডিউস্ড হয়েছে মাত্র। কাজেই, ইট ইজ নট পেণ্ডিং। ১১৫ এর সাব রুল টু এখানে আসেনা। এখানে রুল্স অফ প্রসিডিউর এণ্ড কনডাক্ট অফ বিজনেসের সেকশান ১১৫ এর সাব রুল ওয়ানটা আসে। Statement in connection with Ordinances. (1) Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is Introduced in the House, there shall be placed before the the House along with the Bill a Statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance.

এটার মধ্যে পড়ে। এটা ঠিক প্রথম যখন বিলটা প্লেইন করা হয় এটা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম যে ইনট্রডিউস করার সময় লে করা ভাল ছিল। কিন্তু এই রুলে এই কথা বলছেনা যে এর পরে করতে পারবেনা। এর পরেও করা যায় কারন বিল ইজ নট পেণ্ডিং, বিল ইজ ইন প্রসেস। এটা ইনট্রডিউস হয়েছে মাত্র হাউস গ্রহণ করেছে। তারপর আপনার সময়মত নিশ্চয়ই এটা যদি এই হত যে কনসিডারেশান, পাসিং সব হয়ে গেছে তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের সমস্যায় পড়তে হত। এখানে কোন সমস্যার কারন নাই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটার অর্থটা কি আমি বুঝলামনা স্যার। উনি ইংরাজী পড়ে দিলেন, এটা কি পারা যায় ?

শ্রীসমীররঞ্জণ বর্মণ :— এটা হয়নি স্যার, আপনি রুলিং দিন।

মিঃ স্পীকার :— এখানে মোটামুটি বলা আছে যে অর্ডিন্যান্স লে করতে হবে ফার্ষ্ট সেশান, নট ফার্ষ্ট ডে অন দি সেশান। এটা আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আপনি যদি এই রকম বলেন তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে। কারণ উনিতো অনুমান করে বলছেন, ওনারটা ছেড়ে দিন, উনি নিজেই বলেছেন যে এটা ভুল হয়েছে

কিন্তু ভুল হলেতো হবে না। যা কিছু করা হবে আইনের মধ্যে থেকে। এই যে বিধানসভা বসেছে ছয় মাস অন্তর অন্তর, এটা হচ্ছে আইন। প্রসিডিউর মানতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আরও একটু ব্যাখ্যা করছি। ইট ইজ ক্লীয়ারলি অর্ডিন্যান্স, অর্ডিন্যান্স লে করার প্রশ্ন। Sir, The Constitution of India এতে লেখা আছে। Shal be laid before the Legislative Assembly of the state, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Counoil, if any, upon the passing the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council. এই যে ক্লজটা, সাব-ক্লজটা সহ এই ক্লজটার মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে কোন্ সময়ে করা হবে সেখানে তা উল্লেখ নাই। কাজেই সেখানের যে কোন সময়েই করা যায় আমাদের এই অ্যাসেম্ব্লির যে কনভেনশন তাতে আমরা প্রথমেই এটা করে থাকি। আজকে সেটা করা হয়েছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, উনি এই সব বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনারা হলেন বিদ্যান আমরা সবাই মূর্খ, এটা আজকে করে না। সাব-ক্লজ উইল বি গাইডেড বাই দিস ত্রিপুরা লেজিসল্যাটিভ অ্যাসেম্ব্লি বাই দিস রুল। সাব-ক্লজ্ ওয়ানে কি আছে আপনি তার ব্যাখ্যা করুন আপনি স্পীকার, আপনি আমাদেরকে এটার বাংলা ব্যাখ্যা বুঝান। উনি কনষ্টিটিউশান থেকে একটা পড়ে শুনালেন আর আপনিও ঘাড় নাড়লেন। আমরা কি ইংলিশ বুঝি না। এখানে কি লেখা আছে আমাদেরকে বুঝান। হাসবেন না। আমাদের বিদ্যার বহর দেখে পত্রিকা ওয়ালা হাসবে, বাহিরের জনগণ হাসবে।

মি: স্পীকার :— ইট ইজ দা কনষ্টিটিউশান অ্যাণ্ড হোয়ট উই ট্ …

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, অনেক বে-আইনী করেছেন, এটা করে আর সর্বনাশ করবেন না Sir Whenever a Bill seeking to replace an Statement in ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by ordinance.

স্যার, এটার কি ব্যাখ্যা, আমরা ইংরাজী বুঝি না, তবে যতটুকু বুঝি তাতে এটা আসতে পারে না। স্যার, যে ফর্মে উনি এনেছেন, অন্ দা ফার্ষ্ট ডে, ইট ইজ হিয়ার ইন সাব (২), তাহলে নেন পাশ করিয়ে নেন। উই হেভ সিরিয়াস অবজেকশান।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আপনাদের কি বিরোধী দলকে মারার সময় খাড়া করেও মারতে পারেন, শুইয়েও মারতে পারেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— আইনের ভাষাটা কি, আইনের ভাষাটা হচ্ছে অন্ এ ডে অফ্ দা ফার্ষ্ট সেশান, নট অন্ দা ফার্ষ্ট ডে অফ্ দা সেশান।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— Expunged asordered by the Chair.

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে সব আন্ পার্লামেন্টারী ওয়ার্ডস্ ইউজ করা হয়েছে সে সব ওয়ার্ডস্গুলি হাউসের একস্পাঞ্জ করার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আন্পার্ল্লামেন্টারী ওয়ার্ডস্গুলি হাউসের প্রসিডিংস্ থেকে একস্পাঞ্জ করা হবে।

PRESENTATION ON PETITION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি একটি পিটিশন পেয়েছি, এবং পিটিশনটি দিয়েছেন শ্রীচন্দ্রমোহন দেববর্মা এবং ১৫৩ জন (এলাকাবাসী জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের আপামর জন-সাধারণ)। পিটিশনটির বিষয়বস্তু হলো :—

"মহারানী থেকে তুলাশিখর ব্লক পর্য্যন্ত বড় রাস্তা নির্মাণের জন্য আবেদন পত্র।"

পিটিশনটি ফরোওয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই সভায় উপস্থাপন করার জন্য।

Shri Khagendra Jamatia (M. L. A.) :— Mr. Speaker Sir, In pursuance of rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly, I beg to present a Petition signed by Shri Chandra Mohan DebBarma and other 154 signatories countersigned by Shri Khagendra Jamatia, M. L. A. regarding Prayer for construction of the road from Maharani to Tolashikha Block.

মিঃ স্পীকার :— ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৫৭ নং ধারা মূলে বিষয়টি পিটিশন কমিটিতে প্রেরণ করা হলো।

PRESENTATION OF THE COMMITTEE REPORTS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চুয়ান্নতম প্রতিবেদন এবং গভর্ণমেন্ট অ্যাস্যুরেন্স কমিটির একুশতম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন করা।"

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অফ দি কমিটি অন্ পাব্লিক অ্যাকাউন্টস্) অনুরোধ করছি পাব্লিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির ৫৪তম প্রতিবেদনটি সভার সামনে উপস্থাপন করার জন্য।

Shri Dipak Nag (Chairman of P. A. C.) : Mr. Speaker Sir, I beg to present to the House-the 54th. Report of the Committce on Public Accounts.

মিঃ স্পীকার : আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব্ দ্যা কমিটি অন্ গভর্ণমেন্ট অ্যাসুরেন্স) অনুরোধ করছি গভর্ণমেন্ট অন্ কমিটির ২১তম প্রতিবেদনটি সভার সামনে উপস্থাপন করার জন্য ।

Shri Makhan Lal Chakraborty :— (Chairman of Government Assurance Committee.): Mr Speaker. Sir, I beg to present to the Housre the 21st Report of the Committee on Government Assurances.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় উপস্থাপিত কমিটি রিপোর্ট'স্ দুইটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

Mr. Speaker :— Now the business before the House is Laying of the copy of "Nineth Annual Report and Accounts of the Tripura Rehabllitation Corporation Ltd. for the year 1991-92 as required under section 619 (3) of the Company Act, 1956.

Now. I request the Honourable Minister in charge of the Tribal Welfare, T. B. P. & P. G. P. Deptt. to lay the above Report and Aceounts on the Table of the House.

Shri Aghore Deb Barma (Minister):— Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the Table of the House a copy of the 9th Annual Report and Accounts of the Tripura Rehabilitation Corporation Ltd. for the year 1991-92 as required under Section 619 (3) of the Companies Act, 1956''

Mr. Speaker : — Now the business before the House is Laying of the copy of ''Eighth Annual Report and Accounts for the year 1987-88 of Tripura Tea Development Corporation Ltd.

Now, I request the Honourable Minister-in-charge of the Industry & Commerce Deptt. to lay the above Report and Accounts on the Table of the House.

Shri Tapan Chakraborty (Minister) :— Mr. Speaker Sir. I beg to lay a copy of the Eighth Annual Report and Accounts for the year 1987-88 of Tripura Tea Development Corporation Ltd. on the Table of the House.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা অ্যানুয়েল রিপোর্ট অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস্ এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ।

Mr. Speaker :— Now the business before the House, laying the Copy—

Eighth Annual Report and Accounts for the Year 1987 88 of Tripura Tea Development Corporation Ltd"

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry & Commerce Deptt. to lay the above Report and Account on the table of the House.

Mr. Tapan Chakraborty (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay a copy of the "Eighth Annual Report and Accounts for the year 1987-88 of Tripura Tea Development Corporation Ltd.' on the table of the House.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা এ্যানুয়াল রিপোর্টস্ এ্যাণ্ড এ্যাকাউন্টস-এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

GOVERNMENT BILLS Considered And Passed

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো— "The Tripura Entertainment Tax bill, 1997 (Tripura Bill No. 7 of 1997)"

এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Entertainment Tax Bill 1997 (Tripura Bill No. 7 of 1997)" বিবেচনা করা হউক।

স্যার, আমি এর আগে আমাদের রাজ্যে এমিউজমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৯৭ এবং ত্রিপুরা সিনেমা রেগুলেশান এ্যাক্ট ১৯৮৫ এই দুটি এ্যাক্টের ট্যাকস্ নিয়ন্ত্রিত হত। এটা সময়টা দেখেই বুঝা যায় কত আগে এই এ্যাক্টসগুলি তৈরী হয়েছিল। এরমধ্যে অনেক দিন পেরিয়ে গিয়েছে। অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নতুনভাবে এই আইনগুলিকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। স্যার, এটা সকলেরই জানা আছে যে আমাদের রাজ্যে এমিউজমেন্ট এ্যাক্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি বা যেটা বেশী করে আসে সেটা হচ্ছে সিনেমা শিল্পের সঙ্গে এটা যুক্ত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশন বা ভি. ডি ও বা ঐ জাতীয় জিনিস বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং এরই ফলে সিনেমা শিল্পটা যথেষ্ট মার খাচ্ছে। আজ সিনেমা শিল্প বে-কায়দায় পরে রয়েছে। আমরা শুধু কয়েকজন সিনেমা হল মালিককেই দেখলে হবে না। কারণ সেই সমস্ত সিনেমা হলগুলিতে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী। আমাদের এখানেই ঠিক একই অবস্থা রয়েছে। সিনেমা শিল্পের প্রচণ্ড মন্দাভাব আমাদের রাজ্যেও রয়েছে। ফলে আর্থিক সমস্যা তাদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই দেখা দিয়েছে। তারা শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষই আমাদের সরকারের সঙ্গে এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেছেন। রাজ্য

সরকারও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন। এরই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে রাজ্য সরকার এই বিলটি এখানে এনেছেন। প্রসঙ্গতঃ একটি কথাই এখানে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের সিনেমা শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের মত এত করুণ অবস্থা দেশের আর কোথায়ও আছে কিনা আমার জানা নেই। আমাদের সঙ্গে সরকারীস্তরে মালিক-শ্রমিক পক্ষের আলোচনা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে "সো ট্যাক্সটা" একটু বেশী ছিল। ওদের ডিমাণ্ড ছিল সেটাকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য এবং আমরা পরিস্থিতি বিবেচনা করে সেটা বাতিল করে দিয়েছি।

রেইট অব টেকেস্‌স কিছু কমানোর প্রশ্নে তাদের সামনে ছিল। কারণ কমপিটিশন করে আসতে পারছিলেন না সেগুলো আমরা করছি। তারমধ্য থেকে এই সব প্রভিশন আমরা করে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে নতুন যে বিষয়টা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো সব পুরানো যেসব আইনের ধারা আছে সে ধারা লাইসেন্সিং ইত্যাদি ক্ষেত্রেতে সমস্ত ঠিক আছে কিন্তু নতুন বিষয় এরমধ্যে যেটা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা হচ্ছে বর্তমান টেলিভিশান নেট ওয়ার্ক, জি, টি, ভি, ষ্টার টি, ভি, ইত্যাদি যা আছে যেগুলো ব্যবসা চালাচ্ছে এরজন্য কোন রকমের একাউন্টিবিলিটি তাদের কারো কিছুই নেই। আমরা এই আইনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করেছি, যে এটাও এই টেকসের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া ভি, ডিও শো আছে এগুলো নিয়ে ব্যবসা বানিজ্য ইত্যাদি করছেন। ভি, ডি, ও শো যদি কেউ বাড়ীতে দেখে তাতে আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু যদি তারমধ্য থেকে ব্যবসা বানিজ্য ইত্যাদি করেন তাহলে তাদের লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে, লাইসেন্স গ্রহণ করে তারমধ্যেও টেকস্‌-এর প্রভিশান এর মধ্যে করা হয়েছে এখানে সেই বিষয় উল্লেখিত করেছি এই আইনের মধ্যে এগুলো আছে। সার্বিকভাবে সমস্ত দিকটা দেখে আমরা এখানে এটা এনেছি। সঙ্গে সঙ্গে এরমধ্যে কিছু সুযোগ-সুবিধাও রাখার ব্যাপার আছে। এবং অন্যান্য যেসব লোকাল কালচার আছে সেই কালচার যাতে মরে না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আমরা জানি এখন এইসব কালচারেলের ক্ষেত্রেতে বা এই ধরনের সিনাম শিল্প, টি, ভি, ইত্যাদির ক্ষেত্রে যখন এত প্রতিদান করতে হচ্ছে, প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে তখন বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট যেসব বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির, ভাষা গোষ্ঠির রাজ্যের মানুষ তাদের যেসব কালচার আছে এই কালচার-গুলি প্রায়লুপ্ত হওয়ার মুখে চলে গেছে সুতরাং সেইজন্য এগুলো যাতে আরও উন্নত করা যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে যেমন আমাদের এখানে জাতীয় শিল্প রয়েছে ছোট ছোট যারা এন, এস, আর পার্টি আছেন তারা নাটক করেন বা বিভিন্ন ফোক কালচার তারমধ্যে রয়েছে। এইসব ক্ষেত্রেও আমরা রীতিনীতি তো বেশী কিছু রাখি না। তারজন্য রাজ্য সরকারকে এই আইনের মধ্যে প্রভিশন করে দেওয়া হয়েছে, রাজ্য সরকার যে যে জায়গায় মনে করবেন যে না এগুলো একটা সুযোগ দেওয়া দরকার এরা যাতে বাড়তে পারে তারজন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের ছাড় দেওয়ার জন্য বা কমিয়ে দেওয়ার জন্য এই ক্ষমতা এই আইনের

মধ্যে রাজ্য সরকারকেও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আর একটা বড় দিক আমাদের যেটা আছে সিনেমা হল গুলোতে এইসব ব্যবসা করা তাদের উদ্যোগে হবে না সেখানে কতগুলো বিষয় আছে যেগুলো সিনামা হল মালিকদের মানতে হয়। কিছু কনডিশন আছে লাইসেন্সিং কনডিশনের মধ্যে। যারা সিনামা দেখার জন্য যাবেন তাদের যাতে কিছু সুযোগ সুবিধা হয় সেই সব বিষয়গুলো দেখবার দায়িত্ব ওদের রয়েছে। আমরা সেইজন্য একে এই আইনের আওতাভুক্ত যাতে যারা সিনামা দেখতে যান সিনামা হলগুলোতে যে অবস্থা স্যার, ঐ কিছুদিন আগে দিল্লীতে সিনামা হলে আগুন লেগে বেশ কিছু লোকের প্রাণ চলে গেল। পরিবারকে পরিবার শেষ হয়ে গেল এই আগুন লেগে। তাই সেখানে ফায়ার কাঠটিং এর যেসব ব্যবস্থা সমস্ত ব্যবস্থা রাখা এক্ষে যারা সিনামা গোয়ার আছে তাদের সুবিধার জন্য এইসব ব্যবস্থা করা। সিটিং এরেঞ্জমেন্ট প্রপারলি করে সায়েন্টিফিক ওয়েতে সিনামা ইত্যাদি চলা সেইসব বিষয়কে যদি আমাদের উৎপত্তি করতে হয় তাদের যদি সেই সব সুযোগসুবিধা ইত্যাদি বাড়াতে হয় তাহলে বরং সার্বিক বিষয়টিতে চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। তারজন্য আমরা এইসমস্ত বিষয়গুলি চিন্তাভাবনা করে এই নতুন আইনটি এখানে উপস্থাপন করেছি। আমি শুধু কয়েকটি কথা বলে আমি হাউসের কাছে আবেদন করব যে, এই পরিবর্তীত পরিস্থিতি যে অবস্থায় এসে আমাদের এগুলো দাঁড়িয়েছে এনিউজমেন্ট টেক্স আমাদের কালচার ডেভালাপমেন্ট ইত্যাদি সার্বিক কথা চিন্তা করে এবং যারা সিনামা গোয়ারস তাদেরও সুযোগ সুবিধার কথা ভেবে তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এই আইনটিকে এই হাউস গ্রহণ করবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আপনাদের দিক থেকে কেউ বলবেন ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি উনার বক্তব্যে আগুন, ফায়ার ফাইটিং লেবারস, যাত্রা, শিল্প অনেক কথাই বললেন যেগুলির একটা অক্ষরও এই এনটারটেনমেন্ট টেকস্ বিল ১৯৯৭ ইং- এ নেই। ফায়ার ফাইটিংয়ের শব্দ লেবার-এর ইনটারেস্ট, যাত্রা কিংবা শিল্প কোন শব্দ একটা জায়গায়ও নেই। যাই হোক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কিন্তু গোলমাল করিনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—

Tripura Entertainment Tax bill, 1997 এ যে Financial Memorandum তাতে বলা হয়েছে The infrastructure that are necessery for implementation the provision of the bill are inexistance, There fore, the bill if enacted and brought into force shall not involve any expenditure from the consolicated fund of the state. Sir এই যে financial

Memorendum-এ বলা হয়েছে, এটা সর্বৈবঃ অসত্য। স্যার, আমরা যদি সেকশান ৫ পড়ি- The state Govt. may for carring out Perpuse of direct appoint a comissioner of entertainment Tax and such other persons existing to a team sprit. Person appointed under the sub-section-1 (one) shall exiric such power as may be confirm and perform subsicu_ enty as may required by under the act. The state Govt. may intake of appointing any person of sub-seetiion-1 in rest, by notification any officer to exircise any power in this act and also creticis there in the area in whieh power to be exircise. And there upon sush officer and officers shall be deem appointed sub- seetion-1. All persons are appointed in this section shall be deem to be the public servent. কাজেই এটা প্রমাণ যে financial memorendum দেওয়া হয়েছে if contradict with section 5. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমরা দ্বিতীয়ত, tachnical report যদি আমরা দেখি tachnical report এ বলা হয়েছে the provision of the bill are not depaitment any provision existlng sanction low or any provision of the institution. But according to me and our party most of the section of the bill are enti people against intereet to the cammon people, middle class people, unemployed youth, poor people and the people those who are below poverty line. স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগবে যে উনি উনার socation—2 টির difination এ বলেছেন entertainment include theatre, উনি এখানে theature বা ammusement Tax বসানো দরকার বলে মনে করেছে। একটু আগে উনি বলেছেন রাজ্যে আড়াই লক্ষ বেকার ছেলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ভি ডি. ও. কিনে ২ টাকা কিংবা ৩ টাকা করে টিকেট বিক্রি করে ভি. ডি. ও. শো দেখায়। বি. এ. পাশ, এম. এ পাশ ছেলেরা বি, ডি, ও শো তাদের উপরও আমরা টেক্স আরুপ করছি।

স্যার, ত্রিপুরায় খেলাধূলা, থিয়েটার, সঙ্গীত নাটক বিভিন্ন রাজনৈতিককরণে এইগুলি এখন প্রাথমিক পর্যায়ে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরা থেকে শচীন দেববর্মন সারা ভারতবর্ষে গান গেয়েছেন। তারপর স্বাধীনতার পরে একটা সময় ছিল যখন পুলিন দেববর্মা, ঝর্ণা দেববর্মাকে দেখেছি। সঙ্গীতের সেই দিন এখন আর নেই। এখন কিছুটা এগোচ্ছে। ঐ সময়টায় সঙ্গীত এ্যামিউজমেণ্ট টেক্স আনার বন্দোবস্ত পাকা করেছেন। মন্টু দেবনাথ এক সময়ে রাজ্যের ভাল জিনমাষ্ট ছিল। জিনমাষ্ট এখন কিছুটা এগোচ্ছে। একটা জিনিস উনাকে ভুলে চলবে না এই রাজ্যে স্যার স্বাধীনতায় ভারত দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার ফলেই হোক বা রাজনৈতিক কারণেই হোক কিংবা রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই হোক রাজ্যের জনগণের বিনোদনের জন্য পার্ক, রঙ্গ মঞ্চ, খেলার মাঠ কিছুই আমরা করতে পারিনি। আমরাও পারিনি, উনারাও পারেনি। এই পরিস্থিতিতে এই গুলিতে প্রাথমিক পর্য্যায়ে, সঙ্গীত খেলা, নাটক, এক সময় এই রাজ্য নাটকেও সারা ভারতবর্ষে নাম করেছিল সুধাংশু দত্ত, সুকুমার সেন এরা ভাল নাট্যকার ছিলেন। এরা নাটক করতেন। তা বৈদ্যনাথবাবু বলতে পারবেন।

স্যার, সেই দিন আজকে নেই। এখন যদি আপনি সঙ্গীত, নাটক, খেলাধূলা, যাত্রা যে যাত্রা উন্নয়ন হচ্ছে তিনি বলেছেন আমি উনার সঙ্গে একমত যে কিছুটা উন্নতি করছে। এই সময় যদি এইগুলির মধ্যে আমরা এ্যামিউজমেন্ট টেক্স বা এন্টারটেন্টমেন্ট টেক্স বসাই, ভি ডি ও শোতে যদি আমরা টেক্স বসাই তা হলে তা বাধা হয়ে দারাবে। ভি. ডি ও শোতে কারা দেখে? সারা দিন রিক্সা চালানোর পর রাত ১ টায় বাড়ী ফেরার পথে দুই টাকা বা তিন টাকা দিয়ে রিক্সাটা রাস্তায় থামিয়ে ভি ডি ও শো দেখে! কালকে দেখলাম বিডি যারা বানায় তাদের জন্য মায়া কান্না কানলেন মাখন চক্রবর্তী এবং আরেক জন বিধায়ক শ্রমিক দরদীরা। স্যার, ভি. ডি ও শো তারা দেখে যারা সারা দিন কাজ করার পর সিনেমায় গিয়ে ৫ টাকা ১ টাকা দিয়ে টিকেট না কেটে ২ টাকা দিয়ে ভি ডি ও শো দেখে। এখানে দেখা যায় ৩ টাকা দিয়ে যারা সিনেমা দেখবেন কিংবা ভি ডি ও শো দেখবেন তাদের উপরেও তিনি ট্যাক্স আরোপ করছেন। ৫০ পারসেন্ট এবং ২৫ পারসেন্ট এটা সাংঘাতিক কথা। একটা রিক্সাওলা একটা শ্রমিক বিড়ি বানিয়ে সারা দিনে ১৮ টাকা, ১৯ টাকা কিংবা ২৫ টাকা নিয়ে বাড়ী যাওয়ার পথে মাসে একবার চাউল একটু কম নিয়ে বা আটা কিনে নিয়ে একটা ভি ডি ও দেখে গেল। তা দেখাও উনারা বন্ধ করে দেবেন। তা হলে আমার অনুরোধ হল এইগুলিতে যদি ট্যাক্স দিতে হয় তা হলে স্যার সমর বাবুর ছেলে আমার ছেলে বা অন্যান্য বিধায়ক যারা আছেন যারা গিয়ে পিকনিক করে সিপাহীজলা বা রুদ্র সাগরে তা হলে ঐ পিকনিক জনা ট্যাক্স দিতে হয় স্যার। এটা তো একটা এ্যামিউজমেন্ট। স্যার, আমাদের কথা বলার উপর ট্যাক্স দেওয়া দরকার স্যার দক্ষিণের বাতাস, দীঘির বাতাস মধ্যে মধ্যে যখন আপনার শরীরে লাগে। প্রকৃতির কাজে আপনি মাঝে মাঝে যান এইগুলির উপরও তো ট্যাক্স দেওয়া দরকার। আমার মনে হয় এই সমস্ত বিষয়েও ট্যাক্স দেওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার — তা হলে দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতিকেও ছাড়ছেন না আপনি। মানে প্রকৃতিকেও রেহাই দিচ্ছেন না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— ট্যাক্স দেওয়া উচিৎ স্যার কলকাতায় আমি দেখে এসেছি এবার শুরু করেছে কলিকাতা কর্পোরেশান সেখানে লিখে রেখেছে পয়সা দিয়ে এখানে মল ত্যাগ করিতে পারিবেন। এর জন্যও ২ টাকা নিচ্ছে। এবং সেইগুলি মেন্টিনেন্স তা ভাল জিনিস স্যার। সেগুলি মেন্টেনেন্স করার জন্য ওরা ২ টাকা নিচ্ছে। খুব ভাল জিনিস স্যার, বিমল বাবু থাকলে বলতাম। কর্পোরেশন থেকে ক্লাবগুলিকে দিয়ে দিচ্ছে। ওরাই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখছে। সল্ট লেকে আছে, সাউদার্ণ এভিনিউতে আছে। আমি সেই জন্য বলছি, দক্ষিণ বাতাস যখন লাগে তখন আপনিও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে পাওয়ার ইনভেন্ট করেন। এগুলিতে আমাদের ট্যাকস্ দিতে হবে তাহলে। গরীব লোকেরা ৩ টাকা দিয়ে ভি ডি, ও, শো দেখে। সেখানে ট্যাকস্ বসান হয়েছে। খেলা-ধূলা, সঙ্গীত নাটক, ভি, ডি, ও,তে এই রকম ২/৪টা যা আছে সেগুলির

ট্যাকস্‌সের বাইরে রাখা যায় কিনা তা দেখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ রাখব। স্যার, আমরা দেখেছি যেখানে ২০ টাকা টিকিটের দাম ছিল সেখানে সেন্ট পার্সেন্ট ট্যাকস বসানো হয়েছে। আর যেখানে ২০ টাকার নীচে সেখানে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ট্যাকস্‌। আর ৩ টাকার নীচে যে টিকিট আছে সেখানে ২৫ পারসেন্ট স্যার, বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে একটু বিবেচনা করে দেখতে বলব। যদি এগুলিতে ট্যাকস দিতে হয়, তাহলে আমার মনে হয়, কমন পিপুল, যেমন নিম্ন মধ্য বিত্ত, মধ্য বিত্ত যারা আছেন তাদের উপর আঘাত আসবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, ৫টা বেজে গেছে। হাউসের সময় বাড়ান দরকার।

মিঃ স্পীকার ঃ— যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাউসের বিজনেস শেষ না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত হাউসের সময় বাড়ানোর জন্য আমি হাউসের অনুমতি চাইছি।

(হাউস-এর অনুমতি প্রদান)

Sri Samir Ranjan Barman :— Sir, Severel representations have been received in this regard from owners of Cinema Halls, Owners have also demanded for abolition of show tax.

Considering the demands of the owners and the urgency of case, the Tripura Entertainment Tax Bill, 1997 has been drafte In this Bill, show tax has been abolished and the State Government has been given power to fix the rate of tax on entertainment subject to a ceiling prescribed in the Bill.

This Bill will replace two existing acts, namely, The Tripura Amusement Tax Act, 1973 and the Tripura Cinemas (Regulation) Act 1985. স্যার, আমি কেশব মজুমদারবাবুকে ধন্যবাদ জানাই, এই মার্কসবাদী নেতাকে ধন্যবাদ জানাই, মালিকদের রিপ্রেজেন্টেশান পেয়ে। আজ কাল রাত্রে লাইট থাকে না। অন্ধকারের মালিকদের সঙ্গে কি কথা হয়েছে আমরা জানি না। কারণ উনি বিদ্যুৎ দিতে পারেন না কাজেই সেই অন্ধকারের মুহূর্ত্তে উনার সঙ্গে কি কথা উনি দিয়েছেন কে জানে। কাজে কাজে টিকিট কেটে যারা দেখবে তাদের ট্যাকস দিতে হবে। স্যার, এটা কি ধরণের আইন? আমি আশ্চর্য হয়েছি, বামফ্রন্ট মালিকদের স্বার্থ দেখছে। লেবার মুখে বলছেন, গুলি মার সে কথা। মালিকরা রিপ্রেজেন্টেশান দিয়েছে, উনার সঙ্গে কথাও হয়েছে রাতের অন্ধকারে মাননীয় অধ্যক্ষ, আপনি বিজ্ঞ লোক। আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

এটা হলো একটা সাইড, অন্ধকার জগতের ব্যাপার। আরেকটা হলো রাজনৈতিক জগতের সাইড। Section-19,. Sub, section (1 — Any officer authorised by, the State Government or by the commissioner for the purpose, may enter any place of entertainment while the entertainment is Proceeding and any place ordinarily used as a place of entertainment at any reasonable times, with a view to see whether the

provisions of this Act or any rules made thereunder are being complied with স্যার, কংগ্রেস থেকে মাননীয় মন্ত্রী কেশব বাবুর কাছে আমাদের দাবী ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে Any officer authorised by the State government or by the Commissioner, they must give in writing the order to inspect in the late hours of night the place of entertainment রিটেন অথরাইজ এটা যেন থানার দারোগা বাবু বা কনষ্টেব্যাল্‌ এর মত না হয় যে বড় বাবু পাঠিয়েছেন একটা ভি, ডি, ও ক্যাসেট দিন। বড় বাবুকে যদি ভি, ডি,ও ওয়ালারা জিজ্ঞেস করেন আরে বুঝেছ না. এটা মন্ত্রীর বাড়ীতে যাবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখতে চেয়েছেন। এইভাবে সারা রাজ্যে ভি. ডি. ও ক্যাসেট ওয়ালারা উন্মাদের দাপটে অস্থির। স্যার. হাকিমে বলেন বাবুকে খবর দাও. আর পেয়াদা গিয়ে বেঁধে আনে। ভি, ডি, ও ক্যাসেট এবং ক্যাবল ওয়ালারা দেখাবে কি মন্ত্রীদের খেদমত করতে করতেই তাদের জীবন্‌ ওষ্ঠাগত। স্যার, ভি,ডি, ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখতে চান, ভি, ডি,ও অমুক মন্ত্রী দেখতে চান। শিক্ষামন্ত্রীর চোখে দেখেন না, সুতরাং তার ভি. ডি, ও ক্যাসেটের দিকে নজরও নাই। স্যার, আপনি দেখেন উদ্দেশ্যটা কি? দারুন আমি দীপক নাগের ঘরে বসে ভি, ডি ও শো দেখাচ্ছি. ৩ টাকা করে টিকিট বিক্রি করেছি। ১৯ এর সাবসেকশান ২ আছে— 'If any person prevents or obstruct the entry of any officer so authorised. he shall in addition to any other punishment to which he is liable under any law for the time being in force, be punishable on conviction before a Magistrate to simple improsionment not exceeding one month or fine not exceeding two thousand rupees or both.' Who is that Magistrate? You have not defined in your book. There is no defination of the word Magisttate in Subsection—2 হোয়াই নট জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট? এখানে কেন জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আপনারা ভরসা করতে পারেন নি? অবশ্য ষ্টেটমেন্ট অব অবজেকটস এ্যাণ্ড রীজনস-এ যা দেখলাম তাতে আপনারা হাইকোর্ট'কে বলে দিয়েছেন, শেষ হয়ে গেছে হাইকোর্ট তারপরে সেকশান ১৭-এ আছে আপনি এসেসমেন্ট করে দিলেন- আমি ভি ডি ও ক্যাসেট দেখিয়েছি সুতরাং ১০ হাজার টাকা দিতে হবে। এটার এগেইনষ্টে আপীল্‌ করতে পারব না, কোর্টে যাওয়া যাবে না। গণতন্ত্রের কত বড় অতন্দ্র প্রহরী, কতবড় পূজারী আপনারা যে এটার এগেইনষ্টে কোর্টে যাওয়া যাবে না। এখানে লেখা আছে— 'No suit shall be brought in any civil court to set aside or modify any assessment made or order passed under the provisions of this Act, an no prosecution, suit or other proceedings shall lie against any office of the State Government for anything in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.'

আমি সরল বিশ্বাসে মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন গিয়ে ৫টা ক্যাসেট নিয়ে এলাম দোকানদারকে শেষ করে, স্যার. এটা তো গুড ফেইথ। আমি থানার অফিসার কনেষ্টবল মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন

কি করব আমি ? মন্ত্রী বলেছেন' পুঙ্গের ভাই আনন্দের সীমা নাই "।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরনের উক্তিগুলি এ্যাকস্‌পানজ করা হোক। এইগুলি ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, এ্যাকস্‌পানজ্‌ করা হলো।

স্যার, কিছু ভুল বললে এ্যাকস্‌পানজ্‌ করে দিন স্যার। সেকসন টুয়েনটি ফাইভ-এ (২৫) Any person aggrieved by any order of the officer appointed to assist him under sub section (2) of section 5 may within sixty days of communica'ion of such order prefe r an appeal to the commissioror in such manner as may be prescribed.

এই যে স্যার, এসেসমেন্ট করল আমি এগ্রিভ হলে কমিশনারের কাছে গিয়ে এগ্রিভ করতে পারব। এখন যদি আমি কমিশনারের কাছে এগ্রিভ হই আমাকে আর একটা সুযোগ দিলেন দয়া করে। 2 Any person aggrieved by any order of the commissioner may within sixty days of communication of Such order prefer an appeal to the State Government in such manner may be prescribed and order of the appellate authority shall be final.

স্যার, এই বস্তুটা কি ? কমিশনারের পরে ষ্ট্যাট গভর্ণমেন্ট এবং যন্ত্রটার এ্যাকস্‌প্লেইন নেই। হোয়াট ইজ দি মিনিং অব্‌ দি ষ্ট্যাট গভর্ণমেন্ট ? স্যার, ২৩, ২৫ এবং ২৬ এই কয়টা স্যাংশানে মেজিষ্ট্রেটের পর কমিশনার, কমিশনারের পর ষ্ট্যাট গভর্ণমেন্ট নেই। এটার একমাত্র কারণ নির্বাচন আসছে, কেবল অপারেটার আছেন মাননীয় মন্ত্রী সমর বাবু গণ সঙ্গীত সারা রাজ্যে দেখাতে হবে না হলে রাত্রে গিয়ে বেধে নিয়ে আসবে। অনিল সরকারে মরবল্লরী দেখাতে হবে, না দেখালে বলবে" এই তুই বেটা কেবল অপারেটার দেখাবি না কেন" না হলে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী কারেন্ট অফ করে দেবেন। কাজেই এডমিনিষ্ট্রেটিভের হাতে ইন ভিউ অব্‌ দি ফ্যাকট্‌ দ্যাট দি ইলেকশ্যান নকিং ইন দি ডোর। নির্বাচন সন্নীকটবর্ত্তী নির্বাচনকে ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য কেবল অপারেটারদের সার্ভিস নেওয়ার জন্য, ভি. ডি. ও সো যারা দেখায় তাদের সার্ভিস নেওয়ার জন্য এই আইন আনা হয়েছে এই যে-হেতু কমন মানুষের বিরুদ্ধে, এই আইন যে-হেতু গরীব জনসাধারণের বিরুদ্ধে তিন টাকার টিকিট দিয়ে যে দেখবে তারও ট্যাকস্‌ দিতে হবে ৫০ পারসেন্স।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— এই আইন যেহেতু বিলো পোভারটি লাইন তাদের বিরুদ্ধে এবং ভি, ডি, ও শো যারা করে সেইসমস্ত বেকারদের বিরুদ্ধে এই আইন বলে আমি এবং আমার দলের পক্ষ থেকে এই আইনের সম্পূর্ণভাবে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার, বিশ্বের এই বিচিত্র রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র অভিনেতারা সব সময়ই কোন না কোন কারণে অভিনয় করে থাকেন সমীরবাবু ও আজকে সেই অভিনয় করে গেলেন। কি অভিনয় করেছেন আমি জানিনা উনি বুঝেছেন কিনা আমরা অদ্ভুত বুঝতে পারি। কারণ

এখানে এই আইন কারোর আতংকিত হবার কারণ নেই। গরীবদের কথা অনেক বলেছেন সমীরবাবু কিন্তু একবার বলেননি যে এটা সমীর বাবুদেরই দল যখন এখানে ১৯৭৩-এ ছিলেন তারা যে আইন করেছিলেন এই আইন বিভিন্ন সময়েতে পরিবর্ত্তিত হয়ে সেখানে ট্যাক্সের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে হয়েছিল ১২৫ পারসেন্ট। সেই ট্যাক্স আমরা কমিয়েছি। অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স বাড়ায়নি। শো ট্যাক্স ইত্যাদির দরকার, সেই ট্যাক্স দিতে হত, সেই ট্যাক্সও আমরা বাড়াইনি। উনি বলেছেন ১০০ পারসেন্ট ট্যাক্স দিতে হয়। হানড্রেড পারসেন্ট না. এটাত ১৯ টাকা যা টিকিট ছিল সেই ১০ টাকা টিকিটের উপরত হানড্রেড পারসেন্টের উপরে ট্যাক্স ছিল। আমরা সেটা ২০ টাকার নীচে পর্যন্ত যা টিকিট হবে প্রতি টিকিটে এখানে করা হয়েছে ৭৫ পারসেন্ট। এগুলিত কমানো হয়েছে প্রত্যেকটার কাজেই এতে আতংককিত হবার কি কারণ বুঝা যাচ্ছে না। তিন টাকারটা যেটা করা হয়েছিল সবই আছে। এখানে যেসব আইনের মারপ্যাচ? তাতে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট, গভর্ণমেন্টটা কি এটা সমীরবাবু জানেন আমি কি করে বিশ্বাস করি? কমিশনার আছেন, কমিশনার যদি না হয় ষ্টেট গভর্ণমেন্ট বলতে এখানেত ষ্টেট গভর্ণমেন্টের মেশিনারী আছে সবই। হেডেড বাই চীফ সেক্রেটারী অ্যাডমিনেষ্ট্রেশান। এটাত আছে. এটা সমীরবাবু জানেনা এটা কি করে হবে? এ হয়? এ হয়না। সুতরাং এর মধ্যে অন্য কিছু ভাবার কোন কারণ নাই। আর শ্রমিকদের কথা যেটা বলেছেন. এই বইয়েত শ্রমিকদের কথা আসার কথা না। শ্রমিকরা কোন আইনে পরিচালিত হয়ে থাকেন, শ্রমিকদের স্বার্থ পরিচালিত হয় এটা সমীরবাবু জানেন আমি কি করে বুঝ? সুতরাং যেটা আলাদা আইন সেটা বলা আছে। এই বিষয়গুলি আলোচনার সময় সবই এসেছে আমি সেটাই শুধু উল্লেখ করেছি। আর এখানে যেসব কথা বলতে চেষ্টা করেছেন আসলে সমীরবাবু যা বলার ছিল, আইনের বিরুদ্ধে বলার কিছু নাই, উনার যা বয়ার ছিল শেষ কথাটা যা বলেছেন। এই ভয়ে ভীত হওয়ার মত কোন কারণ নাই। এটার সংগে নির্বাচনের কোন বিষয় না। আর যারা গরীব মানুষ তাদের কথাত বলে লাভ নেই। এখানে গরীব মানুষের কোন বিষয় না। গরীব মানুষেব ট্যাক্স দিতে গেলেও তিন টাকা তাদের দিতেই হয়। এই ট্যাক্স যারা ব্যবসা করছে, যারা আইনতঃ ব্যবসা করে তাদের ঘাবড়াবার কিছু নাই, যদি পেছনের দরজা দিয়ে যেমন দীপক বাবুর বাড়ীতে ভি. ডি. ও দেখাবার ব্যাপারটা আপনি উল্লেখ করলেন, দীপক বাবু যদি আইনকে না মেনে করতে চান, তাহলে যেভাবেই হোক-না কেন সমর বাবু-ত সেখানে যাবেই। এটাতে ঘাবড়াবার কি আছে? সুতরাং এখানে আইন মেনে যারা কাজ করে, তাদের ঘাবড়াবার কোন কথা নয়, এবং যারা অন্ধকারে কিছু করতে যায় তাদের ঘাবড়াবার আছে, সবসময় থাকে। আমরা সমস্যাটাকে সেই জায়গায় ছেড়ে দিতে পারি না। যারা মানুষকে ঠকিয়ে চলার চেষ্টা করবে তাদের আমরা ছেড়ে দিতে পারিনা। তাদের আমরা আইনের আওতায় আনব এবং তাতে সমীরবাবুর দুঃখ হলে আমার করার কিছু নাই। বেআইনী পথে যারা চলবে তাদের শাস্তির জন্য

বিধি বিধান ইত্যাদি হয়, তাতে যদি উনার দুঃখ হয় আমার কি করার আছে ? কিছুই করার নাই। এতে ত্রিপুরার মানুষও খুশী হবেন এবং মানুষ তাদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। আরও ডিটেলস, বলা যেত, আর একটি বিল এখানে আছে। আমি সেজন্য বেশী সময় না নিয়ে এই কথা বলব উনার আশংকা অমুলক। আর ফিনানশিয়েল ষ্টেটমেণ্টের কথা যা বলেছেন, আমি জিজ্ঞাসা করি এটা সমীরবাবু যদি বলেন তাহলে ত্রিপুরার মানুষ কি করে বিশ্বাস করবেন যে উনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। সমীরবাবু কি জানেনা যে ত্রিপুরা রাজ্যে অলরেডী কমিশনার অফ ট্যাক্সেস আছে।

এই জন্য রাজ্য সরকারকে নূতন করে এই আইন করার পরে কোন কমিশনার নিয়োগ করতে হবে না, অলরেডী আছে এগ্‌জিস্‌টেণ্ট। সেই জন্য আমরা বলেছি যে, তার জন্য অতিরিক্ত কোন টাকা খরচ করতে হবে না। এখানে যে ইনফ্রাক্‌সট্রাকচার আছে সেই ইনফ্রাক্‌সট্রাকচারেই চলবে। কাজেই, তিনি কাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। স্যার, আমাদের এখানে এই আইনে যা বলা হয়েছে তাতে কোথায়ও কোন ভুল নাই। এখানে সমীরবাবু যে একসারসাইজ করলেন তার জন্য আমি ওনাকে একটা ধন্যবাদ দেব এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলব যে, ওনার সঙ্গে যারা আছেন তারা যাতে ওনার কথায় বিভ্রান্ত না হন। উনি বলেছেন যে, কথাবার্ত্তার মধ্যেও টেক্স থাকা উচিৎ। আমি মনে করি এই আইনের মধ্যে যদিও তা নেই তবে কথাবার্ত্তার কারও যদি টেক্স নাও বসে অন্তত সমীরবাবুর কথাবার্ত্তায় টেক্স বসানো উচিৎ। কারণ এটা না হলে পরে, যে সব কথাবার্ত্তা মানুষ বর্জন করে থাকে সেইগুলি সমীরবাবুর মুখে উঠে কেন। এইসব তো কেউ বলেন না শুধু উনি বলেছেন। কাজেই এইসব কথাবার্ত্তা হলেতো টেকস বসাতেই হয়। সুতরাং তার জন্যই আমি অনুরোধ করব যে, এইভাবে বিরোধিতা নয়, চলুন সকলে মিলেমিশে মানুষের মঙ্গল করি। যারা বে-আইনী করছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই আইন প্রযোজ্য হোক এবং তাতে রাজ্যের কিছু লাভ হবে, মানুষের সুবিধা হবে। কাজেই সেইজন্য সমীরবাবু এটার বিরোধিতা না করে এটাকে সমর্থন করুন এবং এটাকে পাশ করান, এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Entertainment Tax Bill, 1997 (Tripura Bill No. 7 of 1997)"

বিবেচনা করা হউক।

(অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ২৮ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

(অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

অতএব, উক্ত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— বিলের শিরোনামটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(অতএব, বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— 'The Tripura Entertainment Tax Bill 1997 (Tripura Bill No. 7 of 1997)' পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

Shri Keshab Majumder (Minister) :—Mr. speaker Sir, I beg to move that the Tripura Entertainment Tax Bill, 1997 (Tripura Bill No. 7 of 1997) be passed.

মিঃ স্পীকার : এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো," The Tripura Entertainment Tax Bill, 1997 (Tripura 1997 Bill No. 7 of 1997) " পাশ করা হোক।

(অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Code of Criminal Procedure (Tripura 4th Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 8 of 1997) " এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Samar Chawdhury (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that—

"The Code of Criminal Procedure (Tripura 4th Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 8 of 1997) be taken into consideration.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble. Minister-in-charge of the Home Deptt. Now I am putting it to Vote.

The Motion is— "The Code of Criminal Procedure (Tripura 4th Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 8 of 1997), be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৪ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের ধারাগুলি ধ্বনিভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "The Code of Criminal Procedure (Trapura 4th Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 8 of 1997)"

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

Sri Samar Chowdhury (Minister) :—Mr. Speaker Sir I beg to move that "The Code of Criminal Procedure (Tripura 4th Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No.8 of 1997" be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Code of Criminal Procedure(Tripura 4th Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No. 8 of 1997)".

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এই বিলের উপর আলোচনা করতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্ণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে যদিও ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল থেকে শুরু করে ওদের দলীয় মন্ত্রী ও বিধায়করা সকলেই বলেছেন যে রাজ্যের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। রাজ্যে কংগ্রেস-আই এবং টি, ইউ, জে, এস, আইন-শৃংখলা নেই বলে যে কথা বলছেন সেটা ঠিক নয়। কিন্তু আজ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী তার ফোর্থ অ্যামেণ্ডমেন্ট বিলে, ১৯৯৭ এই হাউসে উথাপন করতে গিয়ে তাঁর সই করা স্টেইমেন্ট অ্যাণ্ড অবজেক্ট অ্যাণ্ড রিজনস্ এ বলেছেন যে—

The Ssate has experienced a numer of inciden's of ambushes, kidnapping with a view to extort ronsom or to comit murder /grievious hurt, to Extortion and attack on peace-loving people murder, arson and looting, rope etc and recent months have seen a spurt in such extremist activities.

রাজ্যে যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে সেটা তাঁর স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যাণ্ড রিজনস্ এ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করায় আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার, এই বিলটা আজকে পাশ করানোর জন্য হাউসে আনা হয়েছে এর আগে এটা এ্যাকটের অঙ্গ হিসাবে গত ৯৩ সালের এপ্রিল থেকে ২৮,১.৯৭ইং পর্যন্ত প্রভিশান

অব, দিস বিল এজ এন এ্যাকট ওয়াজ এপ্লিকেবল। তার উপর সারা রাজ্যে প্যারা মিলিটারি ফোর্স, বি এস. এফ, সি, আর, পি, এফ, টি, এস, আর ত্রিপুরা পুলিশ, আসাম রাইফেলস এবং আর্মি ত্রিপুরা রাজ্যে অসংখ্য রয়েছে যে সংখ্যাটা ত্রিপুরা রাজ্যে কখনই ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি গত সাড়ে চার বছর যা আজকে সংশোধনীর জন্য আনা হয়েছে—এটা ছিল এটার সঙ্গে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি রাজ্যের আইন-শৃংখলার কতটুকু উন্নতি করতে পেরেছেন? সে নিজে স্বীকার করেছে যে অধঃপতন হয়েছে। রাজ্যে খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, হাইওয়েতে ডাকাতি, মানুষের জায়গা-জমি জোর করে দখল সহ বিভিন্ন বিষয় রাজ্যে প্রতিটি ঘন্টায় ঘন্টায় ঘটছে। সারা রাজ্যের মানুষ, এমনকি আমার্দ্র অনেক বামপন্থীবন্ধু, আপনারবন্ধুও সেনা বাহিনী বুদ্ধিজীবিরাও এখন বলছে সারা রাজ্যে এক্ষুনি উপদ্রুত ঘোষণা করা হোক। সারা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করা হোক্। তখন এই নপুংসক,ক্লীব ও জড়াক্রান্ত সরকারের অপদার্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এতদিন যিনি বা যারা বলতেন কংগ্রেস (ই) এবং টি, ইউ, জে, এসই এগুলি করছে। সেই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজকে উনার ষ্টেটমেন্টে বলছেন যে এগুলি সব উগ্রপন্থীরা করছে। তার ষ্টেটমেন্টে বলেছেন যে এগুলি এ, টি, টি, এফ এবং এন, এল, এফ, টি করছে। এখন উনি কংগ্রেস (ই) এবং টি, ইউ, জে, এসকে ছেড়ে দিয়ে বিচার বিভাগকে নিয়ে পড়েছেন।

উনার ষ্টেটমেন্টে উনি বলেছেন, আমি সেটা পড়ছি, শুনুন "It has been noticed that in a number of such cases, by the extremists who were eatlier arrested by police and released by courts on bave again been involved." কোর্টকে এখানে দায়ী করা হচ্ছে।

They are released by Coutts have again been involved তার কয়েক লাইন পরে আবার বলেছে It is further noticed that in many cases these extremist elements have sanctuaries in Bangladesh to which they escape after committiing crimes or when they are released on bail by the Courts. আবার কোর্টকে দোষারূপ, আবার উনি আর এক জায়গায় বলেছেন—The State Government also feels that there sholud be special grounds on which only the Courts including the High Court may grant bail including anticipatory bail to a accused person involved in the offences of a very serious natures. The intention of the State Government in not to unduly estrict the power of the Courts including High Court to grant bail, but to ensnre that persons accused of heinous officers are not released on bail as a matter of Course.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে ষ্টেটমেন্ট অব্ রেজিন অব অবজেকশনের উপরে যে কয়েকটা কথা উনি বিচার বিভাগ সম্বন্ধে বলেছেন আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি ওকে

জিজ্ঞাস করুন গত সাড়ে চার বছরে একটা উদাহরণ দেখাতে যে কোর্ট নিচের আদালত থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত ত্রিপুরায় একটি জাগয়ায় বে-আইনীভাবে একজন একসটিমিষ্ট, এন, এল, এফ, টি, বা এ, টি, টি, এফকে বা একজন আসামীকে ছেড়েছে একটা উদাহরণ তাঁকে দিতে বলুন এখানে দাঁড়িয়ে আপনাকে সেটিসফাই করতে বলুন। স্যার, তাঁর দৃষ্টতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। আজকে রাজ্যের এই অবস্থার জন্য সে হলো সবচেয়ে মূল দায়ী। আমরা বলি বামফ্রন্ট, আমরা বলি সি, পি, এম, আমরা বলি উপ-মুখ্যমন্ত্রী, আমরা বলি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে বলতে বলুন জানাতে বলুন কয় হাজার কেইস এই সাড়ে চার বছরে ধর্ষনের আসামী, কীডনাপিংয়ের আসামী খুনের আসামী, কতজনের বিরুদ্ধে চার্জসীটের কেইস সে উইথড্র করিয়েছে তাকে জানাতে বলুন তাঁর যদি সৎ সাহস থাকে। স্যার, এতদিন ডাকঢোল পিটিয়ে বলা হয়েছে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এসরা হামলাবাজ। আর এখন সব দোষ গিয়ে পরেছে আদালতের ঘাড়ে। আমি জানি না, আমার জানার কথা নয়। আজকে এসে শুনলাম, আমার এক বামপন্থী বন্ধু আমাকে বললেন যে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি নাকি রাজ্যে আসছেন। উনি যদি এসে থাকেন আমি জানি না উনি খুজ করেছেন কিনা, আমি জানি না তিনি বেড়াতে এসেছেন, না কোন অফিস কাজে এসেছেন। আমি জানি না উনি খুজ করবেন কিনা যে নিম্ন আদালত থেকে উচ্চতম আদালত পর্য্যন্ত কত হাজার কেইস, কতশত কেইস পাব্লিক প্রসিকিউটর, এসিস্টেন্ট পাব্লিক প্রসিকিউটর এবং গভার্ণমেন্ট এডভোকেট এর মধ্যেমে বেআইনিভাবে ঐ সমস্ত হত্যাকারী, নারীধর্ষণকারী, অগ্নিসংযোগকারী, লুটেরাদের বাচাবার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মাধ্যমে উকিলদের মাধ্যমে তুলা হয়েছে। আমার বিশ্বাস হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি যদি এখানে বেড়াতে না আসেন অর্থের বিনিময়ের জন্য যদি এসে না থাকেন তাহলে নিশ্চই তিনি এই ব্যাপারে এই সরকারের কাছে জানতে চাইবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না হাই কোর্টের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং হাইকোর্টের তরফ থেকে জানতে চাইবেন কিনা যেখানে রাজ্য সরকার সহ সমস্ত আদালতকে দায়ী করা হয়েছে, সেখানে রাজ্য সরকারকে সাত দিনের সময় দিয়ে জানতে চাইবেন কিনা যে আপনারা কি ধরনের মামলা আসামীদের বেকসুর খালাস দিয়েছেন কোন ট্রায়েল ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছেন সেইটার লিস্ট জানতে চাইবেন কিনা। আমি জানি না হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জানতে চাইবেন কিনা যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তা। স্ট্যাটমেন্ট এবং অবজেকশন। বিজনে যা সাংবাদিক বন্ধুদের অভিযোগ করেছেন বা তার বাইরে অভিযোগ করেন ইদানিং কালে পাব্লিক ডকিউমেন্ট এটা সিক্রেট ডকিউমেন্ট নয় সেখানে অবজেকশন অব স্ট্যাটমেন্ট যে বক্তব্য তুমি রেখেছ যে হাইকোর্ট জামিন দিয়ে দেন, হাইকোর্টের পাওয়ার আমি সীজ্ করছি, তার প্রমাণ তুমি সরকার দাও-সেটা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জানতে চাইবেন কিনা সেটি বিচারপতির একতিয়ারে। সেটা একমাত্র ভগবান জানে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

কি করবেন। কোর্টের মান ইজ্জত কোর্টের ডিগনিটি, কোর্টের মান সম্মান বজায় রাখার জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন কি না।

মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, ষ্ট্যাটমেন্ট অব অবজেক্টস্ এণ্ড রিজন এ. সি. আর. পি. সি ১৬৭ সাব-রুলস ২ এ্যামেণ্ড করতে গিয়ে হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতকে দোষ দিলেন। উপদেশ দিলেন গালমন্দ করে। অথচ ১৬৭ সাব রুলস-১ সম্পর্কে যেটা হল আসল অস্ত্র আসামীদের আটকানোর জন্য সেই সম্পর্কে মহামান্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশকে দিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতিকে ধমকানো যায়। পুলিশকে ধমকালে পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিরোধে যাবে। কারণ নির্বাচনে রিগিং এর জন্য পুলিশের সাহায্য সহায়তার দরকার। এই জন্যই প্রকৃত দোষী, যারা, প্রকৃত ক্রিমিনাল যারা, প্রকৃত একসট্রেমিষ্ট যারা তাদের দমিয়ে রাখতে হলে প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার সচিবকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হল—১৬৭ সাব-রুলস-১। সেটা যাহাতে পুলিশ ঠিক মতে ফলো করে তার ব্যবস্থা করা। সেটা করার ক্ষমতা এই মহামান্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরীর নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউসের অবগতির জন্য সি, আর, পি, সি ১৬৭ সাব রুলস-১ এলোকেশন আমি পড়ে শুনাচ্ছি। in order to decid question of remand the remand the magistrate must be setisfied on a person of the entry on police diary that there ground for beliving the aquisation a information the aquite person founded and that the police can be file. And that they are excerised their right of arresting without wrrant legailly and further that it is necessary for the proposse of investigation that the accused should be reminded to coustody, Unless the Magistrate is setisfied on this points he can'not remind the accused to the coustody. The remind order is not to be passed as a metter of routine nor is the Magistrate to look to the convenience of the Police to submit remind rport. The Magistrate will have no juridiction to pass as remind order unlss he is setisfied that the accosition or information against the accused is well founded. The police is required under sub-section—1 to transmit to the nearest Judicial Magistrate a copies of the entries in the dairy hearinafter prescribed relating to the case, section 172 to sub clause—1 prescribed the entrics which act to be made in the dairy. These are the entries which are required to be made by the police officer in the dairy and it is copy of this entry which are required to be forwarded to the Magistrate alongwith the remaind report. The police does'not transmit copies of the entries in the dairy the

Megistrate has no right to send any accused to Jail coustody. Sir আরো পরিস্কার করে গিয়ে এখন ১৬৭ সাব রুলস ২ তে আমি আসছি। "Period can'not be (Period means period of remind) as a licence to investigation ageney to keep in detention Court to look in to the purpose of investigation aad to grant bail if necessary". Where us in our country the rule of law operates it is ineumbment upon the investigating ageney to Proceed with his investigation in to the crime implied that case against an accused perticularly utmost expeadition whieh necessaraly/when he is in custody should be submitted to court at the earlist to enable the court to proceed an control without any undue delay, The fact now by virtue of the provision of section 2 of the in terrorist and Distuptione activites act.- 1987 Terrorist and Distuptive preventing act. 1987 heirin refer to the act. The words 90 days in subsection 20 of section 167 of the court of criminal procediure have been substituted by words one year উনি তো করেছেন ১৮০। এখানে ৯০ দিনকে ১ বৎসরের জন্য করা হয়েছে। It can'not be taken as a licence to the police or the investigation agency to hold in coustody A persons accoused on open under the act. without trial for a period up to a year by symply putting of filing the challan against him for such peried. This spirit of low in bold letter proclaims that every endeavour should be made by the investigating agency to complete it task and to submitt the case for trial at the earlest. It is then any impression that the provision of the act permitt or sanction or detention or an under trial upto a period of one year without anything more must be categorically dispelt has been wholly misconceived and contrary to our constitution.

Mr. Speaker :—আর কত সময় নেবেন।

Sri Samir Ranjan Barman :— আর ৫ মিনিট স্যার।

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যরা চুপ করুন। উনাকে বলতে দিন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, কোর্ট এবং হাইকোর্টকে দিয়ে করার আসল উদ্দেশ্য হলো, এটাকে বলা হয়, অ্যাডমেনিসট্রেটিভ অ্যাডভানটেজ অথবা অ্যাডমেনিসট্রেটিভ হাই হেণ্ডেডনেস। যা সমর বাবু করলেন আজকে। স্যার, ষ্টেটমেন্ট অব অবজেকটস অ্যাণ্ড রিজনসের ৫ এবং ৬ নং ধারা পড়লে বুঝা যাবে যে, এই অ্যামেণ্ডমেন্ট তাঁদের সঙ্গী এ টি. টি. এফ. এবং এন. এল. এফ. টি. এর জন্য নয়। এটা আনা হয়েছে, নির্বাচনের প্রাক মূহুর্ত্তে কংগ্রেস-টি. ইউ. জে. এস কর্মীদের মিথ্যা মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে ভয় ভীতি প্রদর্শন করে বিচার বিভাগের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে নির্বাচনে কারচুপি করে জয়ী হওয়ার জন্য। স্যার, প্যারা ৫ এ এবং ৬ এ আছে, In the context

of the above it has been felt that the above provisions of the Code should be made more stringent in its application to the State of Tripura so that persons accused of heinous offences are kept in judicial custody for a reasonable period to enable the investigating agency to complete the process of investigation without any hindrance and interference by the culprits It has also been felt that release of such dangerous and desperate persons accused of such serious offences, like murder, rape, highway robbery/dacoity and arson etc. on bail after a short period or before completion of investigation not only affects the process of investigation but also causes serieus misgivings and a sence of insecurity amont the general public and a affencts the maintenance of public order at large.

It has, therefore, become necessary to extend the maximum detention period from ninety days to one hundred and eighty days for offence punishable with death, imprisonment for life and imprisonment not less than ten years, and from sixty days to one hundred and twenty days for other offences স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন। স্যার, বিচার বিভাগের কথা উনি স্টেটমেন্টে বলেছেন উনি বিচার বিভাগকে আক্রমণ করেছেন। এও বলেছেন, উনারা ফীস করেন। স্যার, এই বিল আনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিচার বিভাগের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, ভয় ভীতি ঢুকিয়ে নির্বাচনের আগে এই আইনের সাহায্যে ৩/৫ মাস বা ৫ মাস করে কংগ্রেস টি. ইউ. জে এস, কর্মীদের জেল হাজতে রাখা না যায়, তাহলে এবার যদি ধনপুরের ধন বাবুকে অর্থাৎ ধনঞ্জয়চন্দ্র দাসকেও দিই, তাহলেও উনি নির্বাচনে পরাজিত হবেন। উনি এটা জানেন। কাজেই, তাঁর নিজের স্বার্থেই উনি অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন।

(গণ্ডগোল)

স্যার, উনারাও যা, আমরাও তাই। সবাই এক। কাজেই আমি এবং আমার দলের তরফ থেকে এই অ্যামেণ্ডমেণ্টকে সমর্থন করতে পারছি না। আমরা চাই যে,

১। অ্যাকস্‌ট্রিমিষ্টদের দমন করতে হলে রাজ্যে অবিলম্বে সারা রাজ্যে উপদ্রুত ঘোষণা করতে হবে।

২। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করে নির্বাচন করতে হবে, এবং

৩। সারা রাজ্যে টেররিষ্ট একটিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাকট ১৯৮৭ প্রয়োগ করতে হবে।

৩) সারা রাজ্যে যারা এ্যাকস্ট্রিমিষ্ট—এ, টি, টি, এফ এবং এন, এল, এফ, টির জন্য টেররিষ্ট এ্যাণ্ড ডিসারপটিভ এ্যাকটিভিটিজ প্রিভেনশান এ্যাক্ট—৮৭, প্রয়োগ করতে হবে। না হলে রাজ্যে শান্তি আসবে না। স্যার, আমার ওস্তাদ, তিনি এখন স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে আছেন, বলেছেন—আরে সমীর বাবু বান্দরের হাতে খন্তা দেবেন না। বান্দরের হাতে খন্তা দিলে নাক, কান কাটা যাবে। কাজেই স্বরাষ্ট দপ্তরও উনার হাতে দিয়ে যা হবার তাই হয়েছে

রাজ্যে। সারা রাজ্যের মানুষের ত্রাহি ত্রাহি ডাক। আইন কানুন সম্পর্কে একটু জ্ঞান আছে এই ধরনের লোকের হাতেই স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেওয়া দরকার। এখানে বিমল বাবু আছেন, কেশব বাবু আছেন বা বৈদ্যনাথ বাবু নিজের হাতেই স্বরাষ্ট্র দপ্তরটা রাখতে পারতেন। একটু জ্ঞান গরিমা আছে এমন লোকের হাতেই স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেওয়া উচিৎ। আমার মত অজ্ঞান হলে, আমিও অজ্ঞানী উনিও অজ্ঞানী, আমরা দুইজন দেশী ভাই স্যার। আমার বাড়ী আর উনার বাড়ী এক দেশেরই স্যার। লেখাপড়াও আমরা তথৈবচ। একটু উচ্চ মার্গের লেখাপড়া, একটু জ্ঞান আছে এই ধরনের লোককে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী করলে আমার মনে হয় ভাল হয় স্যার। বান্দরের হাতে খন্তা দিলে যে অবস্থা, রাজ্যের ও এই অবস্থা স্যার। কাজেই এই এমেণ্ডমেন্টকে আমি এবং আমার দল কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারছি না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা এখানে যে লম্বা বক্তব্য রেখেছেন বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। আমি বিষয় যাচ্ছি না। তিনি এখানে অহেতুক মিথ্যা, কুৎস্যা ও বিকৃত কথাবর্ত্তা বলেছেন। কোর্টে তিনি যেমন সওয়াল করেন, এখানেও এরকম ভাবে কিছুক্ষণ সওয়াল করে তিনি ভাব দেখালেন তিনি খুব সুন্দর ভাবেই সমস্ত বিষয়টাকে উপস্থিত করেছেন। মূল উদ্দেশ্য কি? ওঁরা এবং সারা ত্রিপুরার মানুষ জানে আমরা বিনা বিচারে আটক করার বিরোধী। বর্ত্তমানে যাকে যখনই গ্রেপ্তার করা হয় বিচারধীন করা হয়। বিচার হবে তার। শেষ পর্য্যন্ত এই টাডা আইন জারী করার জন্য তিনি সুপারিশ করলেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্রুত করতে বলেছেন। উদ্দেশ্য কি? যে টুকু গণতন্ত্র আছে সে গণতন্ত্রকে ধূলিস্যাৎ করা। সমীর রঞ্জন বর্মন এবং সুধীর রঞ্জন মজুমদার, এই দুই রঞ্জন মিলে গত পাঁচ বছর ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আগরতলা শহরের মানুষ ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে নি। ওঁরা তা জানেন। তিনি এখানে বলেছেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করতে হবে, রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করতে হবে। এই সব বক্তব্য রাখার কারণ হচ্ছে গত সাড়ে চার বছরে গণতন্ত্র যেটুকু শক্তিশালী হয়েছে এবং আরও শক্তিশালী করার ব্যবস্থা হচ্ছে সেটাকে কমপ্লিটলী ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া। এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তারজন্য গত কয়েকদিন ধরে তাঁরা মঞ্চ তৈরী করেছেন। সারা রাজ্যে মঞ্চ ছুটাছুটি করে আগরতলায় এসে ফিউজ হয়ে গেল। সেটা আমরা দেখেছি। মানুষ এগুলি সমর্থন করে না। আমরা এই বিলটা কিসের জন্য এনেছি? এতে নূতন কিছু নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৯০ সালে ওঁরা ক্ষমতা থাকায় অবস্থায় একটা বিল এনেছিলেন, একটা আইন করেছিলেন, সি, আর, পি· সির সংশোধন, থার্ড এমেণ্ডমেন্ট ১৬৭ ধারা, সেটা ভিতর আছে নির্দ্দিষ্ট ভাবে ৬০ দিন জামিন দিতে হলে, কোর্টে যখন জামিন দেওয়া হয়, সেই জামিনের প্রেয়ার দিলে পরে কতদিন পর্য্যন্ত ম্যাকসিমাম জামিন না দিয়ে আটক রাখতে পারেন তার একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মের মধ্যে ওঁরাই প্রস্তাব করে ডাবল করেছিলেন।

ওরা প্রস্তাব করেছিলেন, ওরা ডাবল করেছিলেন। ওদের প্রস্তাবে ৯০ দিন ১৮০ দিন হয়েছিল এবং ৬০ দিন ১২০ দিন হয়েছিল। সেই আই থার্ড লেফট্ ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট ১৯৯৩ সালে আসার পর এনফোর্স করা হয়। গত কয়েকদিন আগেও এটা চালু হল কিসের জন্য এটাকে আমার ব্যবহার করেছি এবং কি কারণে বিনা বিচারে আটক, করার জন্য নয় অন্যায় ভাবে করার জন্য নয়। সত্যি সত্তি প্রকৃত যারা আসামী তাদের এনে তাদের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেইম। তাদের যখন কোর্টে প্রডিউস করা হয় যে দিন তাদের প্রডিউস করা হয় তারপর দিন সে জামিনে চলে যাচ্ছে তার ফলে আরও উৎসাহিত হচ্ছে। সারা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভাবে এই সমস্ত দুবৃর্ত্তরা উৎসাহিত হচ্ছে, উগ্রপন্থীরা উৎসাহিত হয়েছে, কারণ এরেন্ট হলে কোন ভয় নেই জামিন পেয়ে যাবে। সেখানে ওরা যে রেসট্রিকশ্যান নির্দিষ্ট করেছিলেন আমরা সেটাকে পুনরায় বহাল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছিলাম। এই যে এ্যারেষ্ট অর্ডিন্যান্স একটু আগে যেটা আমি লে করলাম সেই অর্ডিন্যান্সটা জারী করতে হল এই জন্য যে এটার মেয়াদ ১৪ই আগষ্ট ১৯৯৭ শেষ। তিন বছর পর্য্যন্ত এটা মেয়াদের পর আর একবার কবে এক বৎসর পর্য্যন্ত এটা ষ্ট্রে করা যায় কিন্তু সর্বোপরি দুইবারের পর আর এ্যাক্স-টেনশ্যান হয় না। সেই জন্য তিন বছর এবং আরও দুই বছর ৫ বছর গেছে এবং ১৪ই আগষ্ট ১৯৯৭ইং এটার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আমরা এই আইনটাকে ওরা যেটা চেয়েছিলেন যেটা ছিল ওটাকেই আবার নূতন করে অর্ডিন্যান্স করতে হয়েছে এই জন্য যে জসলেশ্য না হলে পরে আমরা বিধান সভায় না আসতে পারলে আইন করতে দেরী হয়ে যাবে কাজেই ইমিডিয়েট অর্ডিন্যান্স করা দরকার কেন্দ্রের অনুমোদন নিয়ে এসে। আর একটা নূতন সেক্শান তার মধ্যে যুক্ত হচ্ছে। নূতন স্যাংশাম যেটা যুক্ত হচ্ছে তার মধ্যে কোন রকম বিচারের ক্ষমতা, কোন রকম অধিকারের ক্ষমতা জাজের (জুডিশিয়ারির) কোন রকম হস্তক্ষেপ নেই। শুধুমাত্র একটা বিষয় সর্বোচ্চ কত সময় পর্য্যন্ত রিমাইণ্ড করার ক্ষমতা এটা রাখার ব্যাপার। দ্বিতীয় আর একটা সে উল্লেখ করা হয়েছে জামিনে যে ছাড়বেন একজন অপরাধীকে যখন তাকে ধরে আনা হল তাকে ঐ কোর্টে দেওয়া হল জামিনে যে ছাড়া হবে, সে যে জামিন পাবে ম্যাজিসট্রেট সেটিসফাইড না হয়ে কেন জামিন দেবেন। সেটিসফাইড তিনি যে হলেন জামিন দেবার জন্য সেটা ইনরাইটিং তিনি কি কারন জামীন দিচ্ছেন তিনি লিখে রাখবেন অন্লি দিস নাথিং মোর হাই-কোর্টেও তাই, নীচের কোর্টেও তাই এই নিয়ম। তবে সব জায়গায় সর্ব্বোচ্চ আমরা ১৮০ দিনের কথা বলেছি, সর্ব্বোচ্চ ১২০ দিনের কথা বলেছি এই জামিন পাওয়ার সময় সর্ব্বোচ্চ সীমা এতদিন থাকতে পারবেন। তার আগে হাকিম ইচ্ছা করলে তাকে জামীন দিতে পারবেন কিন্তু সর্ব্বোচ্চ সীমার উপরে এক দিনের জন্যও, এক ঘন্টার জন্যও কোন জেলে, কোন হাজতে, পুলিশ রিমাইণ্ডে একজন আসামীকেও আটকে রাখার আর কোন অধিকার থাকবে না এটা হচ্ছে মূল বক্তব্য। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই এটার কেন এখন প্রয়োজন, সারা দেশের সব জায়গায় এটার প্রয়োজন

নেই সি. আর. পি সি. সাধারণভাবে চালু সব জায়গায়। আমাদের রাজ্যে একটা বিশেষ অবস্থা রয়েছে দীর্ঘদিন। ওরা এই আইনটা তৈরী করেছিলেন কেন এবং কি কারণে?
তখন এরকম একই ব্যাপার, একই ব্যবস্থা তারাও গ্রহণ করেছিলেন। আইনটা গ্রহণ করেছিলেন কারণ এই আইনের দ্বারা কিছু রেষ্ট্রিক্শান ছিল। যেমন-তেমন করে এসে কোর্টে হাজির করা হল, আর সংগে সংগে সে জামিন পেয়ে গেল এইরকম যাতে না হয়, ওরাই করেছিলেন। ওরা সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি। ওরা যে কারণে ব্যবহার করেছিলেন, ওরা যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন, সারা রাজ্যের কন্ষ্টিটিউশানকে পদদলিত করা হয়েছিল, সারা রাজ্যে কোন জায়গায়, কোন থানায় গিয়ে এজাহার দেওয়ার সুযোগ ছিলনা। কিরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। এজাহার দেওয়ার পর যদি কোন কারণে একজন অ্যারেষ্ট হত সংগে সংগে যাকে অ্যারেষ্ট করা হত তার পরিবর্তে যে এজাহার দিল তাকে অ্যারেষ্ট করে জেলের মধ্যে রাখা হত। এইরকম করে পুরো সময়টাকে, জোর জবরদস্তি করে তাকে হাজতে রাখা হত। এই যে ব্যবস্থা ছিল এটার সম্পূর্ণ অপোজিট গত সাড়ে চার বৎসরে মানুষ তার অভিজ্ঞতা পেয়েছে। সারা রাজ্যের মধ্যে একটি কেইস নেই যে কেইসে অন্যায়ভাবে, বেআইনীভাবে কাউকে ধরা হয়েছে। এইরকম কোথাও পুলিশ করেনি। কোর্টে বিচারের অধিকার পুরোপুরি প্রত্যেকটা লোক পাচ্ছে। আজকে উনারা এই ব্যাপারে ভয় প্রকাশ করছেন। ওরা যে কাণ্ডকারখানা করেছেন, অপরাধী, চোর সব জায়গায় চোর দেখে, অপরাধী সব জায়গায় অপরাধী দেখে ঐ অপরাধীর পাঁচটি বৎসরে জ্বালিয়ে খেয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে সর্বনাশ করেছে। এখন ওরাই এই আইনে ভূতের ভয় পাচ্ছে। সর্বনাশ, এই আইন যদি হয়ে যায় তাহলে কংগ্রেসের লোক, টি. ইউ. জে. এসের লোক, টি, এন, ভির লোক, যে পাপী, যে অপরাধী, যে রেপ করে তাদের-ত ধরবেই পুলিশ। যে গুণ্ডামী করে, যে চুরি করে, কালকে রাত্রেও এই আগরতলা শহরের নির্দিষ্ট বাড়ীর থেকে যে পিস্তল উদ্ধার করা হল, কি করে আসল? কারা ওরা? এই যে সমস্ত জায়গায় জায়গায় করছেলে? সারা ত্রিপুরার মানুষ চিনে ফেলেছে। কে কোন্ দল, কোন্ নীতি, কার কি চরিত্র সব চিনে ফেলেছে। সেজন্যই রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে কেবল চীৎকার আমাদের পাহাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা কর। আমরা করি, আমরা করছি। এজন্যই করছি যে এত অপরাধ করেছেন, মানুষের এত ঘৃণা, সেই ঘৃণা থেকে তাদের নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে তাদের বেঁচে থাকার সুযোগ নেই। সমীরবাবু আজকে এত বড় পাহাড়া দিয়ে চলেন কেন? রতন নাথ আর একজন উনার পাহাড়ার ব্যবস্থা করার জন্য কোর্টে গিয়ে হাজির হয়। কিসের জন্য? এজন্যই এত অপরাধ করেছে, এত অন্যায় করেছে, এত ঘৃণার লোক যার জন্য এইসমস্ত কথাবার্তা বলে। সুতরাং ওদের কথার কোন মূল্য নেই, ওদের বক্তব্যের কোন মূল্য নেই। আমাদের এই আইনে দুষ্ট প্রকৃতি, উগ্রপন্থী যারা বিদেশী শক্তি সাহায্য নিয়ে এখানে এ, কে ৪৭, এ, কে ৫৬ এইসমস্ত আরমসের আনতে চেষ্টা করছেন, এইসমস্ত আরমসের সংগে যারা নাকি ওভারগ্রাউণ্ডের লোক

তাদেরও ধরা হচ্ছে। যাঁরা আণ্ডারগ্রাউণ্ডের লোক তাঁরাও ধরা পড়েছেন। এইসমস্ত ধরা পড়ে যখন নাকি হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়, টাকার জোরে, নানা কায়দায় যদি জামিন পেয়ে যায়, সেই জামিনে যেন কিছু রেষ্ট্রিকশান থাকে। আমরা বিচারের মধ্যেই রাখব। আমরা কোন টাডা আইনজারী করবনা। আমরা বিনা বিচারে আটক কোনদিন করিনি, এখনও করবনা এবং ভবিষ্যতেও করবনা। তার বিরুদ্ধে আমরা থাকব। এই আইনের মাধ্যমে আমরা একটু রেষ্ট্রিকট করতে চাই, কনট্রোল করতে চাই, বর্ত্তমানে পরিস্থিতিকে আরও স্বাভাবিক আনতে চাই।

রাজ্যের যে পরিস্থিতি ডিস্টার্ব এরিয়া আইনজারী হওয়ার পর এবং তার আগে যেমন কমে এসেছিল, আবার বাড়িয়ে তুলেছিল, আবার ডিসটার্ব এরিয়া আইন জারী হওয়ার পর কিছুটা কমাতে আমরা পেরেছি। কোন কোন এলাকায় আবার উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ বাড়াতে চেষ্টা করেছে এবং তার সঙ্গে সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভেদকামী যে সমস্ত শক্তি তাদের এই বিরোধীদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব, ওরা বিরোধীদের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। এবং এই বিরোধীদের মধ্য থেকে তারা এগুলিকে ডিরেক্টলি সহযোগিতা করছে এদের দমন করেই ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি রক্ষা হবে। আমরা এখানে এই যে বিলটা এনেছি এটাকে পাশ করার মধ্য দিয়ে সেই শক্তিকেই আমরা সহায়তা দিচ্ছি এবং সেই শক্তিকে আমরা আরও বেশী জোতদার করছি যাতে আমরা শান্তি ও সমপ্রীতিকে এবং পরিস্থিতিকে অক্ষুন্ন রাখতে পারি আমি এইটুকু বলেই আমার যে প্রশ্ন সেটাকে এখানে রাখছি। এখানে আর একটা জিনিষ হল, মাননীয় বিচারপতি সম্পর্কে নানান রকম কথাবার্ত্তা সমীরবাবু এখানে তুলেছেন, অত্যন্ত অন্যায়, কুৎসা, মিথ্যা বিকৃত ব্যাখ্যা এটা উচিৎ নয়। আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি। আমরা কোন বিচারপতি সম্পর্কে কোন মন্তব্য এখানে করিনি বা এখানেও নাই। এখানে আইনের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতার মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট আইনের ধারাকেই সংশোধন করার আমাদের যে অধিকার, সি. আর. পি. সি আইনের মধ্যে আমাদের অ্যামেণ্ডমেণ্ট করার যে অধিকার আছে, রাজ্যের এই অধিকার আছে, সেই অধিকারকে প্রয়োগ করে আমরা শুধুমাত্র এখানে যে সেকশনগুলি আছে তার মধ্যে আর একটু ঠিক কি করে নেওয়া যায় তার ব্যবস্থার দিকে গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণ রক্ষা করে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ রক্ষা করেই আমরা সেই দিকে যাচ্ছি। কোন বিচারালয় এবং কোন বিচারপতির প্রতি সামান্যতম কোন কমেণ্ট বা কোন রকম মন্তব্য বা তাদের সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত ইত্যাদি কিছুই নেই। ওটা ওনার নিজস্ব, বিকৃতভাবে এটাকে তৈরী করা বক্তব্য। এইটুকু বলে আমি এই সমস্ত জিনিষটাকে হাউসের সামনে রেখে সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে এটাকে সমর্থন করবেন এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The code

of Criminal procedure (Tripura 4th Amendment) Bill, 1997 (Tripura Bill No 8 of 1997)". পাশ করা হউক।

(অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

VALEDICTORY SPEECH BY THE SPEAKER

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আজ হচ্ছে সপ্তম বিধানসভা একাদশ অধিবেশনের শেষ দিন। এই অধিবেশনের শুরু হয়েছিল চলতি মাসের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এবং অদ্য ৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার ১৯৯৭ইং ইহার পরিসমাপ্তি হচ্ছে।

অধিবেশনের পরিচালনার ক্ষেত্রে আমি সংসদীয় গণতন্ত্রের তথা যুক্ত রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত গাইড লাইন এবং নিয়মনীতিগুলো পুংখানুপুংখরূপে যথা সাধ্য মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং সে ক্ষেত্রে আপনাদের স্ববিশেষ সৌহাদ্যপূর্ণ সহযোগিতা কামনা করেছি এবং কিছুটা পেয়েছি।

সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দলের দায় দায়িত্ব অপরিসীম, তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি, কিন্তু এর চেয়েও বিরোধী দলের ভূমিকা বিশেষ করে বিরোধী দলনেতার দায়ীত্ব অপরিসীম এবং গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, সরকারের প্রতি প্রয়োগনীতি ও কার্য্যপ্রণালী ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সভায় তুলে ধরা এবং গঠনমূলক প্রস্তাব উৎথাপন করা বিরোধী দলের মুখ্যভূমিকা।

আমি সব সময় মাননীয় বিধায়কদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রেখেছি। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ত্রিপুরাবাসীদের আবেদন নিবেদন এবং সমস্যার প্রতি পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়ে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো সুরক্ষাকল্পে আপনাদের সহযোগিতা সর্বক্ষেত্রে চেয়েছি তবে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাকে নিরাশ হতে হয়েছে। তবুও বলব আপনাদের সহযোগিতা ও সাহায্য আমি পেয়েছি। অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং এজন্য আপনাদের জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এই সভায় বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের যে সকল সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সভার কার্য্যবিবরণীর বিষয়বস্তু তাঁদের সংবাদপত্রে পরিবেশন করার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধানসভার সচিব, অন্যান্য অফিসার এবং কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের অফিসার ও কর্মীবৃন্দ এবং আরক্ষা বিভাগে নিযুক্ত কর্মীবৃন্দ যে সহযোগিতা করেছেন তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সকলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করছি।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(QUESTIONS AND ANSWERS)

ANNEXUER—'A'

Admitted Starred Question No. 32

Name of M. L. A :— Sri Umesh Ch Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কোন্ কোন্ ব্লক হেড কোয়ার্টার — এ টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু নাই ?

২) উক্ত স্থানগুলিতে কবে পর্য্যন্ত বাস চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) রাজ্যে যে সমস্ত ব্লক হেড কোয়ার্টারে T. R. T. C. বাস সার্ভিস চালু নাই সে সমস্ত ব্লকের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

১) টাকারজলা ৪) কিল্লা

২) মান্দাই ৫) রূপাইছড়ি

৩) তুলাশিখর ৬) করবুক

৭) কদমতলা।

২) গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে উক্ত স্থানসমূহে T R T C সার্ভিস চালু করার বিষয়ে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

Admitted starred Question No. 69

Name of M. L. A :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the PHE Department be pleased to state—

১। **প্রশ্ন** :— বর্তমান অর্থ বৎসরে (১৯৯৭-৯৮ ইং) পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে রাজ্যে কতটি ডীপ টিউবওয়েল খনন করা হবে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

১। **উত্তর** :— বর্তমান অর্থ বৎসরে (১৯৯৭-৯৮ ইং সনে) মোট ৭০টি পানীয় জল সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ খনন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ড্রাফট লিষ্ট সংযোজনী "ক"তে দেওয়া হইল।

২। **প্রশ্ন** :— খোয়াই শহরের অফিস টিলাতে একটি ডীপ টিউবওয়েল রিসিংকিং এর কাজ চলতি বৎসরে হবে কি না,

২। **উত্তর** :— হ্যাঁ।

৩। **প্রশ্ন** :— উক্ত খোয়াই মহকুমার সিঙ্গিছড়া ডীপ টিউবওয়েলটি কতদিন যাবৎ নষ্ট হয়ে আছে এবং কবে নাগাদ পুনরায় খনন করা হবে বলে আশা করা যায়

৩। **উত্তর :—** সিঙ্গিছড়া ডীপ টিউবওয়েলটি প্রায় ১ বৎসর ৬ মাস যাবৎ নষ্ট হয়ে আছে। অতি সম্প্রতি ডীপ টিউবওয়েলটির খননের কাজ চলছে।

DRAFT LIST OF DRILLING PROGRAMME DURING 1997-98. LOR DRINKING WATER SUPPLY.

Name of Sub-Division.	Location.
1. SADAR SUB-DIVISION.	1. Laxminagar.
	2. Taibandal
	3. Chandanimura.
	4. Rampur.
	5. Champaknagar.
	6. West Pratapgarh.
	7. Bordowali (Taltala)
	8. Anandanagar.
	9. Rubber Anandanagar.
	10. Lambu charra.
	11. FatikCharra.
	12. Mekhliban.
	13. Gamchakubra.
	14. Lankamura.
	15. Narayanpur.
	16. Ranirbazar.
	17. Jirania-II (near Binapani school)
	18. Mandhai-II
2 BISHALGARH SUB-DIVN.	19. Manikyanagar.
	20. Konaban.
	21. Gopinagar.
3. SONAMURA SUB-DIVN.	22. Khas Chowmohani.
	23. Kemtali.
	24. Ramcharra Bazar.

4. KHOWAI SUB-DIVIN.	25. Kunjaban.
	26. Ampura.
	27. Bogabill.
	28. Kamalagar.
	29. Laxminarayanpur.
	30. Dhalabill
	31. Ratanpur.
	32. Ramchandraghat.
5. UDAIPUR SUB-DIVIN.	33, Ramchandra Bazar.
6. SABROOM SUB-DIVIN.	34. Phulchari.
	35. Madhabnagar.
	36. Sonaichari
	37. Sinduk Pathar.
	38. Kathalchari.
	39. Suknaichari.
7. BELONIA SUB-DIVIN.	40. Gorrage tilla/
	41. Manurmukh.
	42. Bashpudia.
	43. Krishnanagar.
	44. Purba Muhuripur.
	45. Hrishyamukh.
	46. Kathal Tali
	47. Ruhininagar.
7. AMARPUR SUB-DIVIN.	48. Kushari (Sarbang)
	49. Burburia
	50. Bairagir Dukan.
	51. Kawamara.
7. KAMALPUR SUB-DIVIN.	52. Chankup.
	53. Mendhi.
	54. Gandachara.

9.	KAILASHAHAR SUB-DIVN.	56. Rajkandi.
		57. Nepal Tilla,
		58. Saida Charra.
		59. Fatikroy-II
		60. Kumarghat-II
		61. Kamronga bari.
		62. Kumarghat Railway Colony.
10.	KANCHANPUR SUB-DIVN.	63. Narandranagar.
11.	DHARMANAGAR SUB-DIVN.	64. Ichailal charra
		65. Sarashpur.
		66. South Ganganagar.

TOTAL : 66 Nos.

ABSTRACT

Nos. of Deep Tube well for drinking Water.

1.	List of Public Health Engen. ...	66
2.	List of TTAADC	11
	TOTAL :	77

Out of these 77 locations, 70 (Seventy) locations will be selected.

Admitted Starred Question No.— 123

Name of Member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state —

QUESTION

১। আসন্ন পূজা উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বোনাস দেওয়া হবে কিনা ? না হলে উৎসব অনুদান ও অগ্রিম টাকার অংক বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

১। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বোনাস দেওয়া সম্ভব নয়। উৎসব অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে রাজ্য সরকারের নাই।

উৎসব অগ্রিমের টাকার অংক ১৯৯৭-৯৮ সাল হইতে সকল শ্রেণীর রাজ্য সরকারী কর্ম-চারীদের মোট ২০০ (দুইশত) টাকা হারে বর্ধিত করা হইয়াছে ফলে অগ্রিমের টাকার অংক নন গেজেটেডদের ক্ষেত্রে ৩০০ (তিনশত) টাকা হইতে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা এবং গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হইতে ৭০০(সাত শত) বর্ধিত করা হইয়াছে।

Admitted sterred Question No. 132.

name of M.L.A. :— Shri Brajendra Mog Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P W.D. be pleased to state :—

১। **প্রশ্ন** :— ত্রিপুরা রাজ্যের নূতন বিধানসভা ভবন নির্মাণের প্রস্তাব কবে নাগাদ দেওয়া হয়েছিল,

১। **উত্তর** :— নূতন বিধানসভা ভবন নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণের কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ সরকারী নথী থেকে এক্ষুনি পাওয়া যাচ্ছে না।

২। **প্রশ্ন** :— উক্ত ভবন নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় কতটাকা ধার্য্য করা হয়েছে এবং কোন অর্থ বছরে ভবনটি নির্মাণের জন্য বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ ছিল,

২। **উত্তর** :— উক্ত ভবন নির্মাণের জন্য কোন ব্যয় মঞ্জুরী দেওয়া হয়নি। ১৯৯৩ ইং সনে ভবনটি তৈরী করতে প্রাথমিকভাবে ২.১০ কোটি টাকা লাগাতে পারে এরূপ ধারণা করা হয়েছিল।

৩। **প্রশ্ন** :— উক্ত ভবনটির নির্মাণ কার্য্য শুরু হয়েছে কি এবং হয়ে থাকলে বর্তমানে কি পর্য্যায়ে আছে।

৩। **উত্তর** :— ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

৪। **প্রশ্ন** :— বিধানসভা ভবন সংলগ্ন ষ্টাফ কোয়ার্টারস নির্মাণের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

উত্তর :— এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

৫। **প্রশ্ন** :— থাকিলে কোথায় নির্মাণ হচ্ছে এবং কবে নাগাদ নির্মাণ কার্য্য শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

৫। **উত্তর** :— ৪নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. 135.

Name of Member :— Shri Brajendra Mog Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :

১। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দ্বিচক্রযান, ও চারচক্র যান ক্রয়ের জন্য আগাম অর্থ প্রদানের প্রচলিত নিয়ম সংশোধন করে আরও বেশী সংখ্যক কর্মচারীকে এই সুযোগ দিতে সরকার আগ্রহী কিনা, এবং

২। আগ্রহী না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আরও বেশী সংখ্যক কর্মচারীকে এই সুযোগ দিতে সরকার আগ্রহী। নিয়ম সংশোধনের কোন প্রস্তাব এক্ষণে সরকারের কাছে নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষীতে এই প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 137
Name of M. L. A. Sri Dilip Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P W.D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন :— বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত কাঞ্চননগর ভায়া লাউগাং রাস্তার মাঝখানে প্রথমছড়ায় যে ব্রীজটী আছে তাহা বক্‌স কালভ´াট করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

১। উত্তর :— উক্ত ব্রীজটী বক্‌স কালভ´াট করার পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

২। প্রশ্ন :— যদি থাকে তা হলে কবে নাগাদ উক্ত ব্রীজটীর নির্মাণ কার্য্য শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২। উত্তর :— ১ন প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন :— না থাকিলে তার কারণ কি ?

৩। উত্তর :— ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. —138
Name of M. L. A. Sri Dilip Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P H E be pleased to state—

১। প্রশ্ন :—বিলোনীয়া নগর পঞ্চায়েতএর অধীনে বাড়ী বাড়ী জলের লাইন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারে আছে কি ?

১। উত্তর :—আছে এবং তারজন্য ওয়াটার ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট এর প্রয়োজন। ওয়াটার ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট তৈরী করার লক্ষ্য মাত্রায় প্রাথমিক জরিফের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২। প্রশ্ন : যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়,

২। উত্তর :—এই কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় অর্থের সংকোলান হইলে ভবিষ্যতে কাজ হাতে নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। প্রশ্ন : না থাকিলে তার কারণ কি ?

৩। উত্তর : ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No, 145.

Name of M. L. A.—Shrt Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Trassport Department be pleased to State,

প্রশ্ন

১। রাজ্যের দূরপাল্লার বাস সহ টাউনবাস গুলিতে মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সীট সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে কিনা,

২। যদি না থাকে তাহলে ব্যবস্থা করা হবে কিনা, এবং

৩। থাকলে কঠোরভাবে সেটা কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। মহিলাদের জন্য প্রত্যেক বাসে ৮টি করিয়া সীট প্রথম সারিতে সংরক্ষিত আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। সংরক্ষণ অমান্যের কোন রিপোর্ট পাইলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে।

Admitted Starred Quesrion No. 157.

Name of M. L. A.—Sri Pannalal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PHE. Deptt. be pleased to state.

১ প্রশ্ন — ১৯৯৬-৯৭ইং সালে রাজ্যে ডীপ টিউবওয়েল খনন করার লক্ষ্য মাত্রা কত ছিল এবং তার মধ্যে কত খনন করা হয়েছে ?

১। উত্তর — ১৯৯৬-৯৭ইং অর্থ বৎসরে ৪৩টি ডীপ টিউবওয়েল খনন করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এর মধ্যে ২৮টি ডীপ টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে।

২। প্রশ্ন— টার্গেট অর্জিত না হয়ে থাকে কারণগুলি কি,

২। উত্তর— প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা এবং Rig এর যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য টারগেট অর্জিত হয়নি।

৩। প্রশ্ন—ত্রুটিগুলি মুক্ত করে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা কি নেওয়া হয়েছে ?

৩। উত্তর— হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 160

Name of M.L.A.--Sri Pannalal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Water Resource & PHE Deptt. be pleased to state.

১। প্রশ্ন—গত জুলাই মাসের বন্যায় এবং অন্যান্য কারণে বর্তমানে কতকগুলি সেচের স্কীম সম্পূর্ণ বা আংশিক অকেজো হয়ে আছে ?

১। উত্তর— গত জুলাই মাসের বন্যায় এবং অন্যান্য কারণে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ৬৯টি সেচের স্কীম অকেজো অবস্থায় আছে।

২। প্রশ্ন—স্কীমগুলির আওতায় কত কৃষি জমি আছে ?

২। উত্তর—উক্ত ৬৯টি অকেজো সেচ প্রকল্পের আওতায় মোট ২৬৯৮ হেকটর কৃষি জমি আছে।

৩ স্কীমগুলো চালু করার ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ?

৩। উত্তর—অকেজো মোট ৬৯টি সেচ প্রকল্পের মধ্যে ৩০টি লিফট ইরিগেশন প্রকল্প আগামী রবি মরশুমের আগে চালু করার জন্য দরপত্র আহ্বান, ঠিকাদার নিযুক্তি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সারাই ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

Annexure—'B'

Admitted Un-Starred Question No. 8

Name of Member— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। সময় মত টাকা খরচ করতে না পারায় রাজ্যের কোন্ কোন্ দপ্তরে ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসর শেষের দিন কয়েকের মধ্যে A. C. Bill বা P.L Account এ কত টাকা তোলে রাখা হয়েছে,

দপ্তর অনুযায়ী তার আলাদা আলাদা হিসাব ?

ANSWER

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted un-Starred Question No 9,

Name of Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন ১। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে র১৯৯৬-৯৭ সালে বাজেটে কত টাকা ধার্য্য ছিল এবং ৩১-৩-৯৭ এর মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে ? (Department Wise)।

উত্তর :

রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটের দপ্তর ভিত্তিক বরাদ্দের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

Statement of Department-wise allotment of Fund during the year 1996-97

(Rupees in thousands)

Demand No.	Name of Departments.	Allotment of Fund. (R. E., 96-97) Rs.
1.	Parliamentary Affairs.	18217
2.	Governor's Secretariat	7822
3.	C. M.'s Secretariat and S.A. Deptt.	83043
4.	Election Department.	65114
5.	Law Department.	65628
6.	Revenue Department.	241561
7.	Administrative Reforms	3534
8.	Appoiniment & Services Deptt. (TPSC).	7842
9.	Statistical Department.	13671
10.	Home (Police, Fire Service, Civil Defence) Department.	860476
11.	Transport Department.	62463
12.	Co-operatton Department.	168034
13.	Public Works Department.	785253
14.	Power Department.	1387286
15.	Irrigation & Flood Control.	504908
16.	Health & Family Welfare Deptt.	560570
17.	Information, Cultural, Affairs & Tourism.	47163
13.	Political Department.	3583
19.	Tribal Welfare Department.	1331887
20.	Welfare of Schedule Castes.	874934
21.	Food & Civil Supplies.	45170
22.	Rehabilitation Department.	162103
23.	Panchayat Raj Department.	216379
24.	Industries & Commerce	144764
25	Industries (H. H. & Sericulture).	85900
26.	Fisheries Department.	58267
27.	Agriculture Department.	215290
28.	Horticulture Department.	99041
29.	Animal Resource Development Deptt.	141400

(Rupees in thousands)

Demand No.	Name of Departments.	Allotment of Fund (R, E., 96-97)(Rs.)
30.	Forest Department.	127178
31.	Rural Develpoment Department.	332283
32.	T. R. P. & P. G. P. Department.	9048
33.	Science, Technology & Environment.	9715
34.	State Planning & Co-ordination.	151891
35.	Urban Development Department.	148261
36.	Jail Department.	28935
37.	Labour & Employment Department.	21222
38.	Stationery & Printing Department.	35829
39.	Education (Higher) Department.	162969
40.	Education (School) Department.	1657521
41.	Education (Social) Department.	233560
42.	Education (Sports & Youth Programme)	81901
43.	I. F. & Finance.	1522384

দপ্তর ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব A. G. Office থেকে এখনও পাওয়া যায়নি।

Admitted Un-Starred Question No. :—18

Name of M. L. A. — Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বর্ষে বেশ কটি দপ্তর তাদের বাজেট বরাদ্দ থেকে বেশী টাকা খরচ করে ফেলেছে ?

২। হয়ে থাকলে কোন কোন দপ্তর এবং কত পরিমাণ টাকা ব্যয় করেছিলেন (তার দপ্তরওয়ারী আলাদা আলাদা হিসাব) ?

উত্তর

১। ইহা সত্য ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বর্ষে কয়েকটি দপ্তর তাদের বাজেট বরাদ্দের থেকে বেশী টাকা খরচ করে ফেলেছে।

২। বিভিন্ন দপ্তর মোট ৬৯,৮৬,৮৫,০০০/- টাকা বেশী খরচ করে ফেলেছে। দপ্তরওয়ারী আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নেঃ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইল। কিন্তু এখানে যে Major Head-এ excess খরচ হয়েছে সেই Major Head গুলি হিসাবে আনা হয়েছে এবং যে Major Head-এ excess খরচ হয় নাই সেগুলি হিসাবে ধরা হল না। R.E-১৯৯৫-৯৬ এর উপর ভিত্তি করে excess expenditure statement প্রস্তুত করা হয়েছে।

Department-wise Excess Expenditure for the year 1995-96

Rupees in thousands.

Sl No.	Demand No.	Name of the Depertments	Excess Expenditure.
1.	5	Law Department.	26617
2.	6	Revenue Department.	5121
3.	8	Appointment & Services Department.	53
4.	9	Statistical Department.	2
5.	10	Home Department.	47385
6.	11.	Transport Department.	81
7.	12	Co-operation Derpartment.	880
8.	13	Public works Department.	43203
9.	14	Power Department.	17588
10.	15	Irrigation & Flood Control.	98477
11.	16	Health & Family Wealfare Department.	7133
12.	17	Information, Cultural, Affairs and Tourism.	534
13.	18	Political Department.	1167
14.	20	Welfare of Schedule Castes.	62
15.	21	Food & Civil Supplies Departmsnt.	13421
16.	23	Panchayat Raj Department.	20999
17.	24	Industries & Commerce.	493
18.	25	Industries (H. H. & Sericulture.)	151
19.	26	Fisheries Department.	2022
20.	28	Horticulture Department.	2880
21.	30	Forest Department,	2486
22.	31	Rural Development Department.	275449
23.	32	T. R. P. & P. G. P.	87
24.	33	Science, Technology & Environment.	1044
25.	34	State Planning & Co-ordination.	15237
26	35	Urban Development Department.	7715
27.	36	Jail Department.	36
28.	39	Education (Higher) Department.	9968
29.	40	Education (School) Department.	8228
30	41	Education (Social) Department.	1469
31.	42	Education (Sports & Youth, programme.) Department.	2861
32.	46	I. F. & Finance.	85836
		TOTAL :—	698685

PAPER'S LAID ON THE TABLE
(Question's & Answers)

Admitted Un-Starred Question No. 31.

Name of Member :— Shri Rati Mohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Dapartment be pleased to state

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা কত (দপ্তর ভিত্তিক)

২। এর মধ্যে SC/ST/PH এবং Ex-Serviceman কর্মচারীর সংখ্যা কতজন করে?

উত্তর :—

১। তথ্য সংগ্রাহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রাহাধীন।